Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
पुस्तकालय

विषय संख्या १५ब
पुस्तक संख्या ४
आगत पञ्जिका संख्या ३७,७७२

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है । कृपया १५ दिन से अधिक समय तक पुस्तक अपने पास न रखें ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নারদস্মৃতি

नारद स्मृति

(টীকানুগত ভাবানুবাদ-সম্বলিত)
(टीकानुगत भावानुवाद संकलित)

ডাক প্রমাণীকরণ ১৯৮৪-১৯৮৫

সম্পাদক ও অনুবাদক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ
सम्पादक और अनुवादक श्री नारायणचन्द्र स्मृति तीर्थ

মূল্য—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা
मूल्य तीन रुपया पचास नया पैसा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३-ची-ची ६२
२०-२-६४

নারদস্মৃতি

(টীকানুগত ভাবানুবাদ—সম্বলিত)

সম্পাদক ও অনুবাদক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

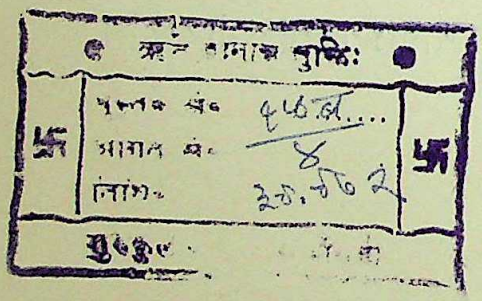

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মুখবন্ধ

অতীতে কি ছিল এবং বর্ত্তমানে তাহার কি পরিণতি হইয়াছে; ইহা পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিবার আগ্রহ মানবাত্মার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাই অতীতের স্মৃতি যত পুরাতন হয় তাহার অনুশীলন তত প্রেয়ঃ হয়। এই কারণে দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত সভ্য জাতির শাসনতন্ত্র পরিচালনার মধ্যে পুরাতত্ত্বের পুনরালোচনার (রিসার্চ্চের) জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত আছে। অতীতকালে সহস্রাধিক বর্ষের পরাধীনতার মধ্যেও ভারতে ইংরাজের রাজত্বকালে উহার ব্যতিক্রম ছিল না।

আজ চারি বৎসর হইল, ভারত দ্বিধাবিভক্ত অবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং অবস্থাবিপাকে নানাপ্রকার সমস্যায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের পরিচালকবর্গ যে ভারতীয় সংস্কৃতির একমাত্র সংবাহক সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থের পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হইয়াছেন, তাহাতে এই আশার লক্ষণ সূচিত হইতেছে যে, অতীতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ যে স্তরে উপনীত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার সুযোগ হইতে পারে এবং এইপ্রকার তুলনামূলক জ্ঞানের সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ব্ব গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায়ও নির্ণীত হইতে পারে।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান দান—'শ্রুতি'। কালক্রমে উহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা শিথিল হইলে এবং স্থলবিশেষে বা শাখাবিশেষে শ্রুতির লোপ সম্ভাবনা হইলে, পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় মনীষিবৃন্দ শ্রুতির স্মরণপূর্ব্বক যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এদেশে 'স্মৃতি' নামে খ্যাত। ইহার অপর নাম 'ধর্ম্মশাস্ত্র'। তাই শাস্ত্রে উক্ত আছে 'শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ'।

সত্যই মানব-সভ্যতার উন্নতির মূল হইতেছে ধর্ম্ম; ইহার উপর দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অতীতকালে বিদেশীয় আক্রমণ ও লুণ্ঠন প্রভৃতি বহুবিধ ধ্বংসকর বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি বিশ্বমাঝে বিদ্যমান রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক দর্শনাদি শাস্ত্রসমূহের সারগর্ভ বাণী বিশ্বের চিন্তাশীল বিদগ্ধ সমাজে বরণীয় ও বন্দিত হইয়া রহিয়াছে, অথচ ইহার সমসাময়িক বহু জাতির সংস্কৃতি, কালের আবর্ত্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহাও ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়।

সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় যাহাতে লিপিবদ্ধ করা আছে, সেই পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের পুনরালোচনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করা বিজ্ঞোচিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, বরং ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়—ইহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। নারদস্মৃতি বা নারদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ঐ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুরাতত্ত্বের অন্তর্গত থাকায় উহার বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত করার চেষ্টা পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্ত্য মনীষী জুলিয়াস্ জলি মহোদয় নারদস্মৃতির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পুনরায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে সংস্কৃতভাষায় ঐ মনীষি কর্ত্তৃক উহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্ত্য মনীষী এফ ম্যাক্সমূলার সম্পাদিত নারদস্মৃতির যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তাহাতে পাশ্চাত্ত্য মনীষী জুলিয়াস্ জলি মহোদয় কৃত ইংরাজী অনুবাদ সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু ঐ পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকস্থলে দৃষ্ট হয় যে, প্রাচীন নারদস্মৃতির প্রকৃত পাঠ উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করা হয় নাই। এইজন্য এই বিষয়ে পুনরনুশীলনের আবশ্যকতা ভারতীয় রাষ্ট্রপরিচালক-বর্গের বিবেচনায় উপস্থিত হওয়ায়, নারদস্মৃতির বিশুদ্ধ সংস্করণ বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদন করিবার ভার কেন্দ্রীয় ভারতরাষ্ট্র শাসনতন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বঙ্গদেশীয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ, ডক্টর শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভাদুড়ী, এম এ, পি-এইচ্ ডি, মহোদয়, আমার উপর অর্পণ করেন। আমি প্রচলিত স্মৃতিনিবন্ধসমূহ যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া বহু পরিশ্রমে নারদস্মৃতির প্রকৃত পাঠ উদ্ধার ও তাহার বঙ্গানুবাদ অবসরে প্রকৃত ব্যাখ্যা বিদ্বজ্জনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম।

এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে সংস্কৃতভাষায় মুদ্রিত নারদস্মৃতির যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মুখবন্ধে লিখিত আছে—সর্ব্বপ্রথমে মনু যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে এক লক্ষ শ্লোক ছিল এবং তাহা ১৮০ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল, তাহাকে দেবর্ষি নারদ বার হাজার শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর মার্কণ্ডেয় মুনি তাহাকে আট হাজার শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করেন এবং সর্ব্বশেষে ভৃগুপুত্র সুমতি তাহাকে চারি হাজার শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করেন। বর্ত্তমানে নারদস্মৃতির যে আকার প্রকাশিত রহিয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয়, পরিশিষ্ট সমেত মোট ১,০২৮টি শ্লোক আছে। ঐ বিবরণ হইতে এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, এই নারদস্মৃতি সম্পূর্ণ নহে। পি ডি কাণে প্রণীত ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই নারদ-স্মৃতি খ্রীষ্টাব্দ ১০০—৩০০ মধ্যে ভারতে প্রচলিত হয়। প্রফেসার বুলার অনুমান করেন যে, নারদ যখন মনুস্মৃতির সংক্ষেপ করিয়াছেন তখন নারদ মনুর পরবর্ত্তী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের বিবেচনায় এইরূপ অনুমান হয় যে, ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতায় যখন পৌণ্ড্রক, চৌড়, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ প্রভৃতি বহু জাতির উল্লেখ রহিয়াছে তখন ঐসকল জাতির বিদ্যমানতার সমসময়ে অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতকে মনুসংহিতার প্রচলন ছিল। উহা হইতে প্রফেসার বুলার প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইরূপ অনুমান করেন যে, নারদস্মৃতি চতুর্থ বা পঞ্চম খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে প্রচলিত হয়। তাঁহাদের ঐরূপ অনুমানের আর-একটি যুক্তি এই যে, ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির বচনবিন্যাসপ্রণালী, ছন্দ প্রভৃতির প্রয়োগরীতি এবং শাস্ত্রে সন্নিবেশিত বিষয়গুলির পরস্পর তুলনা করিলে গ্রন্থগুলিতে ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং তদনুসারে কোন্‌খানি আগে এবং কোন্‌খানি পরে রচিত হইয়াছে তাহার অনুমান হয়। কিন্তু আমি বিবেচনা করি ঐ যুক্তি এস্থলে সমীচীন হইতে পারে না। কারণ, প্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্নিবেশিত বিষয় বিস্তৃতভাবে ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে তাহাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়—এই রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে। উদাহরণপ্রদর্শন-মুখে দেখাইতেছি যে, সর্ব্বপ্রথমে মনু যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন তাহা সুবিস্তৃত ছিল। সেই মনুস্মৃতি এক্ষণে পাওয়া যায় না, তবে তাহার দুই-একটি উক্তি নিবন্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ভৃগুপ্রোক্ত যে মনুসংহিতা ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে তাহাতে দ্বাদশ অধ্যায়ে মোট ২,৬৩৪টি শ্লোক আছে, সুতরাং ইহা যে মনুপ্রণীত সর্ব্বপ্রথম শাস্ত্র নহে তাহাতে কোন সংশয় উপস্থিত হয় না। আরও দেখাইতেছি, এই প্রচলিত মনুসংহিতায় প্রথম অধ্যায়ে ৩৪।৩৫ শ্লোকে আছে—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশ জন প্রজাপতির সর্ব্বপ্রথমে ভারতে আবির্ভাব হয়। এস্থলে নারদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পরে প্রচলিত মনুসংহিতায় লিখিত আছে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী দেবনির্ম্মিত দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইত। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল (কান্যকুব্জ), শূরসেনক (মথুরা), ব্রহ্মর্ষিদেশ নামে খ্যাত ছিল এবং এতদ্দেশপ্রসূত অগ্রজন্মাগণের নিকট হইতে পৃথিবীর সমস্ত মানব স্বীয় স্বীয় চরিত্র শিক্ষা করিতেন। উক্ত বিষয়ের অনুরূপ শ্লোক মহাভারতেও আছে। এস্থলে কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি দেশগুলি যে, মহাভারতের সময়েও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়। ঐ সময়ের পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষ সমস্ত সভ্যজাতির চরিত্রশিক্ষক বলিয়া সমাদৃত হইত। জ্যোতিষের গণনা ও মনীষিবৃন্দের আলোচনা হইতে পাওয়া যায় যে, মহাভারতে উক্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাল অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্বে। ইহার কিছু পরে মহর্ষি পরাশরপুত্র বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত প্রচলিত হয়। তাহাতে উক্ত আছে—

'পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হাতব্যানি হেতুভিঃ।'

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাতন। আরও, বৃহস্পতিবচনে দেখিতে পাওয়া যায়—

'মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।
বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্॥'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুরাতত্ত্বের অন্তর্গত থাকায় উহার বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত করার চেষ্টা পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্ত্য মনীষী জুলিয়াস্ জলি মহোদয় নারদস্মৃতির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পুনরায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে সংস্কৃতভাষায় ঐ মনীষি কর্ত্তৃক উহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্ত্য মনীষী এফ ম্যাক্সমূলার সম্পাদিত নারদস্মৃতির যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তাহাতে পাশ্চাত্ত্য মনীষী জুলিয়াস্ জলি মহোদয় কৃত ইংরাজী অনুবাদ সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু ঐ পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকস্থলে দৃষ্ট হয় যে, প্রাচীন নারদস্মৃতির প্রকৃত পাঠ উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করা হয় নাই। এইজন্য এই বিষয়ে পুনরনুশীলনের আবশ্যকতা ভারতীয় রাষ্ট্রপরিচালক-বর্গের বিবেচনায় উপস্থিত হওয়ায়, নারদস্মৃতির বিশুদ্ধ সংস্করণ বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদন করিবার ভার কেন্দ্রীয় ভারতরাষ্ট্র শাসনতন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বঙ্গদেশীয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ, ডক্টর শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভাদুড়ী, এম এ, পি-এইচ্ ডি, মহোদয়, আমার উপর অর্পণ করেন। আমি প্রচলিত স্মৃতিনিবন্ধসমূহ যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া বহু পরিশ্রমে নারদস্মৃতির প্রকৃত পাঠ উদ্ধার ও তাহার বঙ্গানুবাদ অবসরে প্রকৃত ব্যাখ্যা বিদ্বজ্জনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম।

এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে সংস্কৃতভাষায় মুদ্রিত নারদস্মৃতির যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মুখবন্ধে লিখিত আছে—সর্ব্বপ্রথমে মনু যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে এক লক্ষ শ্লোক ছিল এবং তাহা ১৮০ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল, তাহাকে দেবর্ষি নারদ বার হাজার শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর মার্কণ্ডেয় মুনি তাহাকে আট হাজার শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করেন এবং সর্ব্বশেষে ভৃগুপুত্র সুমতি তাহাকে চারি হাজার শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করেন। বর্ত্তমানে নারদস্মৃতির যে আকার প্রকাশিত রহিয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয়, পরিশিষ্ট সমেত মোট ১,০২৮টি শ্লোক আছে। ঐ বিবরণ হইতে এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, এই নারদস্মৃতি সম্পূর্ণ নহে। পি ডি কাণে প্রণীত ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই নারদ-স্মৃতি খ্রীষ্টাব্দ ১০০—৩০০ মধ্যে ভারতে প্রচলিত হয়। প্রফেসার বুলার অনুমান করেন যে, নারদ যখন মনুস্মৃতির সংক্ষেপ করিয়াছেন তখন নারদ মনুর পরবর্ত্তী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের বিবেচনায় এইরূপ অনুমান হয় যে, ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতায় যখন পৌণ্ড্রক, চৌড়, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ প্রভৃতি বহু জাতির উল্লেখ রহিয়াছে তখন ঐসকল জাতির বিদ্যমানতার সমসময়ে অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতকে মনুসংহিতার প্রচলন ছিল। উহা হইতে প্রফেসার বুলার প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইরূপ অনুমান করেন যে, নারদস্মৃতি চতুর্থ বা পঞ্চম খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে প্রচলিত হয়। তাঁহাদের ঐরূপ অনুমানের আর-একটি যুক্তি এই যে, ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির বচনবিন্যাসপ্রণালী, ছন্দ প্রভৃতির প্রয়োগরীতি এবং শাস্ত্রে সন্নিবেশিত বিষয়গুলির পরস্পর তুলনা করিলে গ্রন্থগুলিতে ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং তদনুসারে কোন্‌খানি আগে এবং কোন্‌খানি পরে রচিত হইয়াছে তাহার অনুমান হয়। কিন্তু আমি বিবেচনা করি ঐ যুক্তি এস্থলে সমীচীন হইতে পারে না। কারণ, প্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্নিবেশিত বিষয় বিস্তৃতভাবে ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে তাহাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়—এই রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে। উদাহরণপ্রদর্শন-মুখে দেখাইতেছি যে, সর্ব্বপ্রথমে মনু যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন তাহা সুবিস্তৃত ছিল। সেই মনুস্মৃতি এক্ষণে পাওয়া যায় না, তবে তাহার দুই-একটি উক্তি নিবন্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ভৃগুপ্রোক্ত যে মনুসংহিতা ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে তাহাতে দ্বাদশ অধ্যায়ে মোট ২,৬৩৪টি শ্লোক আছে, সুতরাং ইহা যে মনুপ্রণীত সর্ব্বপ্রথম শাস্ত্র নহে তাহাতে কোন সংশয় উপস্থিত হয় না। আরও দেখাইতেছি, এই প্রচলিত মনুসংহিতায় প্রথম অধ্যায়ে ৩৪।৩৫ শ্লোকে আছে—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশ জন প্রজাপতির সর্ব্বপ্রথমে ভারতে আবির্ভাব হয়। এস্থলে নারদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পরে প্রচলিত মনুসংহিতায় লিখিত আছে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী দেবনির্ম্মিত দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইত। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল (কান্যকুব্জ), শূরসেনক (মথুরা), ব্রহ্মর্ষিদেশ নামে খ্যাত ছিল এবং এতদ্দেশপ্রসূত অগ্রজন্মাগণের নিকট হইতে পৃথিবীর সমস্ত মানব স্বীয় স্বীয় চরিত্র শিক্ষা করিতেন। উক্ত বিষয়ের অনুরূপ শ্লোক মহাভারতেও আছে। এস্থলে কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি দেশগুলি যে, মহাভারতের সময়েও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়। ঐ সময়ের পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষ সমস্ত সভ্যজাতির চরিত্রশিক্ষক বলিয়া সমাদৃত হইত। জ্যোতিষের গণনা ও মনীষিবৃন্দের আলোচনা হইতে পাওয়া যায় যে, মহাভারতে উক্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাল অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্বে। ইহার কিছু পরে মহর্ষি পরাশরপুত্র বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত প্রচলিত হয়। তাহাতে উক্ত আছে—

'পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হাতব্যানি হেতুভিঃ।'

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাতন। আরও, বৃহস্পতিবচনে দেখিতে পাওয়া যায়—

'মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।
বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্॥'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই বচনে মনুর স্মৃতির প্রাধান্য আবেদিত হইয়াছে। বচনান্তরে আছে—

'ঋচো যজুংষি সামানি মন্ত্রা আথর্ব্বণাশ্চ যে।
মহর্ষিভিস্তু তৎ প্রোক্তং স্মার্ত্তং তু মনুরব্রবীৎ॥'

এই বচন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মনু সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা। এই কারণে তাঁহাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলা হইয়াছে, যথা—

'এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম্॥'

এস্থলে দায়ভাগের টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার যে পাঠ ধরিয়াছেন তাহা এইরূপ—

'এনমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমেকে প্রজাপতিম্।
আহুরেকে পরং ধর্ম্মমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম্॥'

ঐসকল বচন হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, মনু সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু ভৃগুপ্রোক্ত মনুস্মৃতির যে আকার দৃষ্ট হয় তাহা মনুর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের আকার হইতে অনেক সংক্ষিপ্ত। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে, নারদ যে মনুস্মৃতির সংক্ষেপ করিয়াছেন তাহা কোন্ মনুস্মৃতি? ভারতে ১৯ জন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতার নাম এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

'মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নো বৃহস্পতিঃ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বসিষ্টশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥'

এস্থলে নারদের নামের উল্লেখ নাই কিন্তু প্রচলিত মনুস্মৃতিতে দশজন প্রজাপতির মধ্যে নারদের উল্লেখ আছে। এখানে নারদের অনুল্লেখের প্রকৃত কারণ অনুমান করা কঠিন, তবে আমার বিবেচনা হয় যেহেতু নারদ মনুস্মৃতির সংক্ষেপ করিয়াছেন, নিজে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক নহেন, এই কারণে হয়তো উহার মধ্যে নারদের উল্লেখের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু স্মৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে আবদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের মধ্যে নারদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

'সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্ঠোঽত্রিঃ পরাশরঃ।
কশ্যপো নারদো গর্গো মরীচির্মনুরঙ্গিরাঃ॥
রোমকঃ পৌলিশশ্চৈব চ্যবনো যবনো ভৃগুঃ।
শৌনকোঽষ্টাদশশ্চৈতে জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ॥'

জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিবৃত্তের প্রাচীন বিবরণ হইতে পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪০০ অব্দে গ্রীকসভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল এবং ঐ সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত জ্যোতির্ব্বিদ্যার সহিত গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনেক বিষয়ে আদান প্রদান হইয়াছিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইসময়ে ভারতে নন্দবংশের রাজত্বকাল। গ্রীকসম্রাট আলেকজান্দার যে সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে) ভারত আক্রমণ করেন তখন নন্দবংশের শেষ রাজত্বকাল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩২১ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৯৭ অব্দ মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল। এই সময়ের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক সেনাপতি সেলিউকাসের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সন্ধিস্থাপন করেন। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন কৌটিল্য, ইঁহার অপর নাম চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত। সুতরাং নির্ব্বিবাদে বুঝিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩২১ অব্দের সমসময়ে কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচলন ছিল। প্রচলিত মনু-সংহিতার ভারতে প্রচলনকাল অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহা মনীষিগণ অনুমান করেন। রঘুনন্দনকৃত প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের ধেনুমূল্য ব্যবস্থাপ্রকরণে পাওয়া যায়—

"দীনার উক্তো বিষ্ণুগুপ্তেন—
দীনারো রোপকৈরষ্টাবিংশত্যা পরিকীর্ত্তিতঃ।
সুবর্ণসপ্ততিতমো ভাগো রোপক উচ্যতে।"

ইহা হইতে পাওয়া যায় যে, 'দীনার' স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ। কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রে 'দীনার' উক্ত থাকায় ঐ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন কৌটিল্যের পূর্ব্বেও ছিল। পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ এই 'দীনার' শব্দ হইতে এই অনুমান করেন যে গ্রীকসভ্যতা বিকাশের সময় ঐ 'দীনার' খ্রীষ্টাব্দ—আরম্ভ সময়ে ভারতে আসিয়াছে। নারদস্মৃতির বহুস্থলে এই 'দীনার' শব্দের প্রয়োগ করা আছে। সুতরাং এই প্রয়োগ হইতে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত হইবার পূর্ব্বে 'দীনার' ভারতে প্রচলিত ছিল। সুতরাং কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলনের পূর্ব্বে নারদস্মৃতির রচনাকালের অনুমান হয়, কারণ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ১১১।৬৬ শ্লোক নারদস্মৃতির বচনের অনুরূপ—

'তলবদ্ দৃশ্যতে ব্যোম খদ্যোতো হব্যবাড়িব।
ন তলং বিদ্যতে ব্যোম্নি ন খদ্যোতে হুতাশনঃ।'

উৎপাত সময়ে মাংসভক্ষণ সম্বন্ধে মহাভারতে যে নারদবচন উদ্ধৃত আছে তাহা হইতে অনুমান হয় যে, নারদস্মৃতি মহাভারতেরও পূর্ব্বের। সামাজিক ব্যবহারের উল্লেখ হইতেও বুঝা যায় যে, ক্ষেত্র হইতে দুইটি মূলা বা ইক্ষুদণ্ড গ্রহণে ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের কোনও অপরাধ হইত না; ব্রাহ্মণ বিনা ভাড়ায় খেয়া নৌকায় পণ্যদ্রব্য আনিবার অধিকারী ছিলেন, ঐ সময়ে অপরাধ নিরূপণের জন্য তুলা, জল, অগ্নি প্রভৃতি নানাপ্রকার দিব্য পরীক্ষার প্রচলন ছিল। এই সকল হইতে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে, এই নারদ-স্মৃতির প্রচলনকাল যে কৌটিল্যের ও মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা অসঙ্গত নহে। নারদ সংহিতায় আছে—

"সিদ্ধান্ত-সংহিতা-হোরা-রূপস্কন্ধত্রয়াত্মকম্।
বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষুর্জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষম্।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই বচনস্থ 'হোরা' শব্দ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঐ 'হোরা' শব্দ গ্রীক সংজ্ঞায়ও আছে। পাশ্চাত্ত্য মানানুযায়ী ১ হোরায় ১ ঘণ্টা, ২৪ হোরায় (বা ২৪ ঘণ্টায়) এক অহোরাত্র। আবার ভারতীয় মানেও এক কাল হোরায় ২॥ দণ্ড (বা ১ ঘণ্টা) এবং ২৪টি কাল হোরায় এক অহোরাত্র। ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে বরাহমিহিরের আবির্ভাবকাল—তাঁহার বিরচিত বৃহজ্জাতক গ্রন্থে কথিত আছে 'অহোরাত্র' শব্দের আদি ও অন্ত্যবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া 'হোরা' শব্দ পূর্ব্বাচার্য্যগণ 'অহোরাত্র' স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং 'হোরা' অর্থে 'অহোরাত্র' বুঝায় বলিয়া হোরা শব্দে 'ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র' এই অর্থ পর্য্যবসিত হইয়াছে। ঐ 'হোরা' শব্দের সামঞ্জস্য হইতে এই অনুমান সুসঙ্গত বিবেচিত হয় যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার পূর্ণবিকাশ-কালে গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্যার পূর্ণবিকাশ ছিল। জ্যোতিষের সহিত স্মৃতির অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ হেতু স্মৃতিরও ঐ সময়ে পূর্ণবিকাশ ছিল, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। নারদ মনুপ্রণীত আদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সংক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার পরে মার্কণ্ডেয় মুনি তাহাকে সংক্ষেপ করেন এবং তাহার পরে ভৃগুপুত্র সুমতি তাহাকে সংক্ষেপ করেন। পর পর এই সংক্ষেপকরণের পৌর্ব্বাপৌর্য্য হইতে এই অনুমান হয়, মনুর পরেই নারদের কাল। এই প্রচলিত মনুস্মৃতি ভৃগুপ্রোক্ত বলিয়া তাহারও পরে, এবং এই নারদস্মৃতি সম্পূর্ণ না হইলেও ইহা যে আদি মানব শাস্ত্রের সংক্ষেপ, তাহাতে সন্দেহ হয় না। সুতরাং এই নারদস্মৃতি অন্ততঃ গ্রীকসভ্যতা বিকাশের পূর্ব্বেও ছিল। অতএব ইহা যে পুরাতত্ত্বের অন্তর্গত তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় উপস্থিত হয় না। নারদস্মৃতি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে বিচার-সভা ও বিচাররীতি এবং উত্তরভাগে অষ্টাদশ ব্যবহার পদ ও পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত। এই গ্রন্থের যে যে স্থলে পাঠ ভেদ ও প্রকৃত তাৎপর্য্যঘটিত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই বিস্তৃত বঙ্গানুবাদের মধ্যে সেই সেই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে, এজন্য মুখবন্ধবাহুল্যভয়ে তাহার আলোচনায় বিরত হইলাম।

এই সম্পাদন কার্য্যে যাঁহাদের মূল্যবান সাহায্য পাইয়াছি তাহার উল্লেখ না করিলে মুখবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, এই বিবেচনায় পরিশেষে তাহারও উল্লেখ করা হইল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভাদুড়ী, এম এ, পি-এইচ্ ডি, মহোদয়ের মূল্যবান পরামর্শ এবং অনুবাদ কার্য্যে ভট্টপল্লীর অন্যতম পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন স্মৃতিতীর্থের অক্লান্ত সাহায্য এবং লিপিকার্য্যে, শ্রীগোপীমোহন জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্যের মূল্যবান সহায়তা না পাইলে, আমার একার পক্ষে এই সম্পাদন কার্য্য সহজসাধ্য হইত না। যথাযোগ্য স্থলে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া মুখবন্ধের সমাপন করিলাম। ইত্যলমতিবিস্তরেণ—

শ্রাবণী পূর্ণিমা,
১৮৭৩ শকাব্দাঃ,
ভাটপাড়া (ভট্টপল্লী)
জেলা—চব্বিশপরগনা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিষয়সূচী

বিষয়	শ্লোকাঙ্ক	(মূলস্থ) পত্রাঙ্ক	(অনুবাদ) পত্রাঙ্ক
বিচার দর্শন	..	১	৭১
ব্যবহার মাতৃকা ..	..	৬	৭৯
সভালক্ষণ	..	৯	৮৪
প্রথম ব্যবহারপদ			
(১) ঋণদানে দেয়াদিভেদ ..	২৫ ..	১০	৮৬
(২) ধনভেদ	(২৬-৫৫) ..	১১	৮৮
(৩) আপদ্বৃত্তি	(৫৬-৬৭) ..	১৩	৯১
(৪) প্রমাণভেদ	(৬৮-৯৭) ..	১৪	৯২
(৫) কুসীদভেদ	(৯৮-১০৬) ..	১৫	৯৪
(৬) বার্দ্ধুষিকভেদ	(১০৭-১১৭) ..	১৬	৯৫
(৭) প্রতিভূভেদ	(১১৮-১২৩) ..	১৭	৯৬
(৮) আধিভেদ	(১২৪-১৩৪) ..	১৭	৯৭
(৯) লেখ্যভেদ	(১৩৫-১৪৬) ..	১৮	৯৮
(১০) অসাক্ষিভেদ	(১৪৭-১৬২) ..	১৮	১০০
(১১) বাদীর সাক্ষীর নিয়ম ..	(১৬৩) ..	১৯	১০১
(১২) প্রতিবাদীর সাক্ষীর নিয়ম ..	(১৬৪-১৭৬) ..	১৯	১০২
(১৩) নিন্দ্যসাক্ষী	(১৭৭) ..	২০	১০৩
(১৪) সাক্ষীর প্রত্যুদ্ধার ..	(১৭৮-১৯২) ..	২১	১০৩
(১৫) মিথ্যাসাক্ষী	(১৯২-১৯৮) ..	২১	১০৫
(১৬) সাক্ষিবিশ্রাবণ ..	(১৯৯-২২৮) ..	২১	১০৫
(১৭) সাক্ষীর বলাবল ..	(২২৯-২৩৪) ..	২৩	১০৭
(১৮) লেখ্য ও সাক্ষীর অভাব ..	(২৩৫-২৬০) ..	২৪	১০৮
(১৯) ঘটতুলাবিধি	(২৬১-২৮৪) ..	২৫	১১০
(২০) অগ্নিবিধি	(২৮৫-৩০৩) ..	২৬	১১২
(২১) উদকবিধি	(৩০৪-৩১৭) ..	২৮	১১৪
(২২) বিষদিব্য	(৩১৮-৩২৬) ..	২৮	১১৫
(২৩) কোষবিধি	(৩২৭-৩৩৬) ..	২৯	১১৬
(২৪) তণ্ডুলবিধি	(৩৩৭-৩৪২) ..	৩০	১১৭
(২৫) তপ্তমাষকবিধি	(৩৪৩) ..	৩০	১১৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিষয়	(মূলস্থ) পত্রাঙ্ক	(অনুবাদ) পত্রাঙ্ক
(২) নিক্ষেপ ও উপনিধি ব্যবহারপদ	৩১	১১৮
(৩) সম্ভূয়সমুত্থান ব্যবহারপদ	৩২	১২০
(৪) দত্তাপ্রদানিক ব্যবহারপদ	৩৩	১২২
(৫) অশুশ্রূষাভ্যুপগম ব্যবহারপদ	৩৪	১২৩
(৬) বেতনানপাকর্ম ব্যবহারপদ	৩৭	১২৭
(৭) অস্বামিবিক্রয় ব্যবহারপদ	৩৯	১৩০
(৮) বিক্রীয়াসম্প্রদান ব্যবহারপদ	৪০	১৩১
(৯) ক্রীতানুশয় ব্যবহারপদ	৪১	১৩৩
(১০) সমযানপাকর্ম ব্যবহারপদ	৪২	১৩৫
(১১) ক্ষেত্রজবিবাদ ব্যবহারপদ	৪৩	১৩৬
(১২) স্ত্রীপুংসংযোগ ব্যবহারপদ	৪৬	১৪০
(১৩) দায়ভাগ ব্যবহারপদ	৫৩	১৪৯
(১৪) সাহস ব্যবহারপদ	৫৬	১৫৫
(১৫) পারুষ্য ব্যবহারপদ	৫৮	১৫৭
(১৬) দ্যূত-সমাহ্বয় ব্যবহারপদ	৬০	১৬০
(১৭) প্রকীর্ণক ব্যবহারপদ	৬১	১৬১
পরিশিষ্ট	৬৫	১৬৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नारदस्मृतिः

इह हि भगवान्मनुः प्रथमं सर्वभूतानुग्रहार्थमाचारस्थितिहेतुभूतं शास्त्रं चकार। यत्र लोकसृष्टिर्भूतप्रविभागः सद्देशप्रमाणं पर्वलक्षणं वेदवेदाङ्गयज्ञविधानमाचारो व्यवहारः कण्टकशोधनं राजवृत्तं वर्णाश्रमविभागौ विवाहन्यायः स्त्रीपुंसविकल्पो दायानुक्रमः श्राद्धविधानं शौचाचारविकल्पो भक्ष्याभक्ष्यलक्षणं विक्रेयाविक्रेयमीमांसा पातकभेदाः स्वर्गनरकानुवर्णनं प्रायश्चित्तान्युपनिषदो रहस्यस्थानानि। एवं चतुर्विंशति प्रकरणानि।१। तदेतदत्र श्लोकशतसहस्रेण साशीतिनाध्यायसहस्रेण च भगवान्मनुरूपनिबध्य देवर्षये नारदाय प्रायच्छत्। स च तस्मादधीत्य महत्त्वान्नायं ग्रन्थः सुकरो मनुष्यैरेव धारयितुमिति द्वादशभिः सहस्रैः संचिक्षेप तं च महर्षये मार्कण्डेयाय प्रायच्छत्।२। स च तस्मादधीत्य तथैवायुः शक्तिमपेक्ष्य मनुष्याणामष्टभिः सहस्रैः संचिक्षेप तं च सुमतये भार्गवाय प्रायच्छत्।३। सुमतिरपि भार्गवस्तस्मादधीत्य तथैवायुर्हासादल्पीयसी शक्तिर्मनुष्याणामिति चतुर्भिः सहस्रैः संचिक्षेप।४। तदेत्यपितृमनुष्याहाग्रधीयते विस्तरेण शतसहस्रं देवगन्धर्वादयः। तत्रायमाद्यः श्लोकः। आसीदिदं तमोभूतं न प्राज्ञायत किं च न। ततः स्वयंभूर्भगवानप्रादुरासीच्चतुर्मुखः।५। एवमधिकृत्य क्रमात् प्रकरणात् प्रकरणमनुक्रान्तम्। तत्र प्रथमं प्रकरणं व्यवहारो नाम यत्रेमामादौ देवर्षिर्नारदः सूत्रीयां मातृकां चकार। अस्यायमाद्यः श्लोकः।६।

धर्म्मैकतानाः पुरुषा यदासन् सत्यवादिनः।
तदा न व्यवहारोऽभून्न द्वेषो नापि मत्सरः॥१॥

नष्टे धर्मे मनुष्याणां व्यवहारः प्रवर्तते।
द्रष्टा च व्यवहारानां राजा दण्डधरः स्मृतः॥२॥

लिखितं साक्षिणश्चैव द्वौ विधी परिकीर्तितौ।
संदिग्धार्थविशुद्ध्यर्थं द्वयोर्विवदमानयोः॥३॥

सोत्तरोऽनुत्तरश्चैव स विज्ञेयो द्विलक्षणः।
सोत्तरोऽभ्यधिको यत्र विलेखापूर्वकः पणः॥४॥

विवादे सोत्तरपणे द्वयोर्यस्तत्र हीयते।
स एव हि पणं दाप्यो विनयं च पराजये॥५॥

सारस्तु व्यवहाराणां प्रतिज्ञा समुदाहृता।
तद्धानौ हीयते वादी तरंस्तामुत्तरो भवेत्॥६॥

कुलानि श्रेणयश्चैव गणाश्चाधिकृतो नृपः।
प्रतिष्ठा व्यवहाराणां गुर्वेभ्यस्तुत्तरोत्तरम्॥७॥

स चतुष्पाच्चतुःस्थानश्चतुःसाधन एव च।
चतुर्हितश्चतुर्व्यापी चतुष्कारी च कीर्त्यते॥८॥

अष्टाङ्गोऽष्टादशपदः शतशाखस्तथैव च।
त्रियोनिर्द्वयभियोगश्च द्विद्वारो द्विगतिस्तथा॥९॥

---

(१) मुद्रित पुस्तके पाठ—'श्वीयन्ते'।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्।
चतुष्पाद्व्यवहारोऽयमुत्तरः पूर्ववाधकः ॥१०॥

तत्र सत्ये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिषु।
चरित्रं पुस्तकरणे राजाज्ञायां तु शासनम् ॥११॥

सामाद्युपाय(१)साध्यत्वाच्चतुःसाधन उच्यते।
चतुर्णामाश्रमाणां च रक्षणात् स चतुर्हितः ॥१२॥

कतृनथो साक्षिणश्च सभ्यान् राजानमेव च।
व्याप्नोति पादशो यस्माच्चतुर्व्यापी ततः स्मृतः ॥१३॥

धर्मस्यार्थस्य यशसो लोकपंक्तै(२)स्तथैव च।
चतुर्णां करणादेषां चतुष्कारीति चोच्यते ॥१४॥

राजा सत्पुरुषः(३)सभ्याः शास्त्रं गणकलेखकौ।
हिरण्यमग्निरुदकमष्टाङ्गः समुदाहृतः ॥१५॥

ऋणादानं ह्युपनिधिः संभूयोत्थानमेव च।
दत्तस्य पुनरादानमशुश्रूषाभ्युपेत्य च ॥१६॥

वेतनस्यानपाकर्म तथैवास्वामिविक्रयः।
विक्रियासंप्रदानं च क्रीत्वानुशय एव च ॥१७॥

समयस्यानपाकर्म(४) विवादः क्षेत्रजस्तथा।
स्त्रीपुंसयोश्च सम्बन्धो दायभागोऽथ साहसम् ॥१८॥

वाक्पारुष्यं तथैवोक्तं दण्डपारुष्यमेव च।
द्यूतं प्रकीर्णकं चैवेत्यष्टादशपदः स्मृतः ॥१९॥

एषामेव प्रभेदोऽन्यो द्वात्रिंशदधिकं शतम्।
क्रियाभेदान्मनुष्याणां शतशाखो निगद्यते ॥२०॥

ऋणादानं पञ्चविंशति षड़ौपनिधिके स्मृताः।
संभूयोत्थे त्रयो भेदाश्चतुर्दत्ताप्रदानके ॥२१॥

नवभेदा अशुश्रूषा वेतनं स्याच्चतुर्विधम्।
अस्वामिविक्रये तु द्वौ विक्रियादानमेकधा ॥२२॥

क्रीत्वा मुक्तं चतुर्भेदं समयाकार्यमेकधा।
क्षेत्रवादो द्वादशधा स्त्रीपुंसोर्भेदविंशतिः ॥२३॥

दायभागे तु एकोना भेदा द्वादश साहसे।
वाग्दण्डपारुष्ययोस्तु द्वयोर्भेदास्त्रयः स्मृताः ॥२४॥

---

(१) 'सामाद्युपाय' मुद्रित पुस्तके पाठ।
(२) 'पक्ते' मुद्रित पुस्तके पाठ।
(३) 'सपूरुषः' एई पाठान्तर सङ्गत हय।
(४) मुद्रित पुस्तक 'समयस्य नानपाकर्म्म' एई पाठ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्यूताह्वयं चैकभेदं षडभेदं तु प्रकीर्णकम् ।
एवमेषां प्रभेदनां द्वात्रिंशच्छतमेव वै ॥२५॥

कामात् क्रोधाच्च लोभाच्च त्रिभ्यो यस्मात् प्रवर्तते ।
त्रियोनिः कीर्त्यते तेन त्रयमेतद्विवादकृत् ॥२६॥

द्वयभियोगस्तु विज्ञेयः शङ्कातत्त्वाभियोगतः ।
शङ्का सतां तु संसर्गात्तत्त्वं होढ़ादिदर्शनात् ॥२७॥

पक्षद्वयाभिसम्बन्धाद्विद्वारः समुदाहृतः ।
पूर्ववादस्तयोः पक्षः प्रतिपक्षस्तदुत्तरम् ॥२८॥

भूतच्छलानुसारित्वाद्विगतिः स उदाहृतः ।
भूतं तत्त्वार्थसंयुक्तं प्रमादाभिहितं छलम् ॥२९॥

दिव्यान्यप्यप्रमाणानि नीयन्ते वाक्यवञ्चकैः ।
देशकालप्रमाणादावप्रमादो भवेदतः ॥३०॥

तत्र शिष्टं छलं राजा मर्षयेद्धर्मसाधनः ।
भूतमेव प्रपद्येत धर्ममूला यतः श्रियः ॥३१॥

धर्मेणोद्धरतो राज्ञो व्यवहारान् कृतात्मनः ।
संभवन्ति गुणाः सप्त सप्त वह्नेरिवार्चिषः ॥३२॥

धर्मश्चार्थश्च कीर्तिश्च लोकपंक्तिरूपग्रहः ।
प्रजाभ्यो बहुमानं च स्वर्गे स्थानं च शाश्वतम् ॥३३॥

तस्माद्धर्मासनं प्राप्य राजा विगतमत्सरः ।
समः स्यात् सर्वभूतेषु विभ्रद्वैवस्वतं व्रतम् ॥३४॥

धर्मशास्त्रं पुरस्कृत्य प्राड्विवाकमते स्थितः ।
समाहितमतिः पश्येदव्यवहाराननुक्रमात् ॥३५॥

आगमः प्रथमं कार्य्यो व्यवहारपदं ततः ।
चिकित्सा निर्णयश्चैव दर्शनं स्याच्चतुर्विधम् ॥३६॥

धर्मशास्त्रार्थशास्त्राभ्यामविरोधेन यत्नतः ।
संपश्यमानो निपुणं व्यवहारगतिं नयेत् ॥३७॥

यथा मृगस्य विद्धस्य व्याधो मृगपदं नयेत् ।
कक्षे शोणितपादेन तथा धर्मपदं नयेत् ॥३८॥

यत्र विप्रतिपत्तिः स्याद्धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोः ।
अर्थशास्त्रोक्तमुत्सृज्य धर्मशास्त्रोक्तमाचरेत् ॥३९॥

धर्मशास्त्रविरोधे तु युक्तियुक्तो विधिः स्मृतः ।
व्यवहारो हि बलवान्धर्मस्तेनावहीयते ॥४०॥

सूक्ष्मो हि भगवान्धर्मः परोक्षो दुर्विचारणः ।
अतः प्रत्यक्षमार्गेण व्यवहारगतिं नयेत् ॥४१॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यात्यचौरोऽपि चौरत्वं चौरश्चायात्यचौरताम् ।
अचौरश्चौरतां प्राप्तोमाण्डव्यो व्यवहारतः ॥४२॥

स्त्रीषु रात्रौ वहिर्ग्रामादन्तर्वेश्मन्यरातिषु ।
व्यवहारः कृतोऽप्येषु पुनः कर्तव्यतामियात् ॥४३॥

गहनत्वाद्विवादानामसामर्थ्यात् स्मृतेरपि ।
ऋणादिषु (१) हरेत् कालं कामं तत्त्ववुभुत्सया ॥४४॥

गोभूहिरण्यस्त्रीस्तेयवाग्दण्डात्ययिकेषु च ।
साहसेष्वभिशापे च सद्य एव विवादयेत् ॥४५॥

अनावेद्य तु यो राज्ञे संदिग्धेऽर्थे प्रवर्तते ।
प्रसह्य स विनेयः स्यात् स चास्यार्थो न सिध्यति ॥४६॥

वक्तव्येऽर्थे न तिष्ठन्तमुत्क्रामन्तं च तद्वचः ।
आसेधयेद्विवादार्थी यावदाह्वानदर्शनम् ॥४७॥

स्थानासेधः कालकृतः प्रवासात्कर्मणस्तथा ।
चतुर्विधः स्यादासेधोनासिद्धस्तं विलङ्घयेत् (२) ॥४८॥

नदीसंतारकान्तारदुर्देशोपप्लवादिषु ।
आसिद्धस्तं परासेधमुत्क्रामन्नापराध्नुयात् ॥४९॥

[राजप्रत्यक्षदृष्टानि सुहृत्संबन्धिवान्धवैः ।
प्राप्तद्विगुणदण्डानि कार्याणि पुनरुद्धरेत् ॥५०॥]

आसेधकाल आसिद्ध आसेधं यो व्यतिक्रमेत् ।
स विनेयोऽन्यथा कुर्वन्नासेधा दण्डभाग् भवेत् ॥५१॥

निर्वेष्टुकामो रोगार्तो यियक्षुर्व्यसने स्थितः ।
अभियुक्तस्तथान्येन राजकार्योद्यतस्तथा ॥५२॥

गवां प्रचारे गोपालाः शस्यारम्भे कृषीबलाः ।
शिल्पिनश्चापि तत्कालमायुधीयाश्च विग्रहे ॥५३॥

अप्राप्तव्यवहारश्च दूतो दानोन्मुखो व्रती ।
विषमस्थश्च नासेध्यो न चैतानाह्वयेन्नृपः ॥५४॥

नाभियुक्तोऽभियुञ्जीत तमतीत्यार्थमन्यतः ।
न चाभियुक्तमन्येन न विद्धं वेद्धुमर्हति ॥५५॥

यमर्थमभियुञ्जीत न तं विप्रकृतिं नयेत् ।
नान्यत्पक्षान्तरं गच्छेद्गच्छनपूर्वात् स हीयते ॥५६॥

न च मिथ्याभियुञ्जीत दोषो मिथ्याभियोगिनः ।
यस्तत्र विनयः प्रोक्तः सोऽभियोक्तारमाव्रजेत् ॥५७॥

---

(१) 'तृणादिषु' मुद्रित पाठ ।
(२) 'विनङ्क्ष्येत्' मुद्रित पाठ ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सापदेशं हरन्कालमब्रुवंश्चापि संसदि ।
उक्ता वाचो विब्रुवंश्च हीयमानस्य लक्षणम् ॥५८॥

पलायते य आहुतः प्राप्तश्च विवदेन्न यः ।
विनेयः स भवेद्राज्ञा हीन एव स वादतः ॥५९॥

सम्यक्प्रणिहितं चार्थं पृष्टः सन्नाऽभिनन्दति (१) ।
अपदिश्य च यो देश्यं पुनस्तमनुधावति ॥६०॥

सन्ति ज्ञातार इत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः ।
एतैस्तु कारणैः सर्व्वैर्धर्महीनान्विनिर्दिशेत् ॥६१॥

निर्निक्तव्यवहारेषु प्रमाणमफलं भवेत् ।
लिखितं साक्षिणो वापि पूर्वमावेदितं न चेत् ॥६२॥

यथा पक्वेषु धान्येषु निष्फलाः प्रावृषो गुणाः ।
निर्निक्तव्यवहाराणां प्रमाणमफलं तथा ॥६३॥

अभूतमप्यभिहितं प्राप्तकालं परीक्षयेत् ।
यत्तु प्रमादान्नोच्येत तद्भूतमपि हीयते ॥६४॥

तीरितं चानुशिष्टं च यो मन्येत विधर्मतः ।
द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरुद्धरेत् ॥६५॥

दुर्दृष्टे व्यवहारे तु सभ्यास्तं दण्डमाप्नुयुः ।
न हि जातु विना दण्डं कश्चिन्मार्गेऽवतिष्ठते ॥६६॥

रागदज्ञानतो वापि लोभाद्वा योऽन्यथा वदेत् ।
सभ्योऽसभ्यः स विज्ञेयः तं पापं विनयेन्नृपः ॥६७॥

किं तु राज्ञा विशेषेण स्वधर्ममनुरक्षता ।
मनुष्यचित्तवैचित्र्यात् परीक्ष्या साध्वसाधुता ॥६८॥

पुरुषाः सन्ति ये लोभात् प्रब्रुयुः साक्ष्यमन्यथा ।
सन्ति चान्ये दुरात्मानः कूटलेख्यकृतो जनाः ॥६९॥

अतः परीक्ष्यमुभयमेतद्राज्ञा विशेषतः ।
लेख्याचारेण लिखितं साक्ष्याचारेण साक्षिणः ॥७०॥

असत्याः सत्यसङ्काशाः सत्याश्चसत्यसंनिभा ।
दृश्यन्ते विविधा भावास्तस्माद्युक्तं परीक्षणम् ॥७१॥

तलवद्दृश्यते व्योम खद्योतो हव्यवाडिव ।
न तलं विद्यते व्योम्नि न खद्योते हुताशनः ॥७२॥

तस्मात् प्रत्यक्षदृष्टोऽपि युक्तोहार्थः (२) परीक्षितुम् ।
परीक्ष्य ज्ञापयन्नर्थान्न धर्मात्परिहीयते ॥७३॥

---

(१) 'गन्नाऽभिनन्दति' मुद्रित पाठ ।
(२) 'युक्तमर्थ' मुद्रित पुस्तके पाठ ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एवं पश्यन्सदा राजा व्यवहारान् समाहितः।
वितत्येह यशो दीप्तं प्रेत्याप्नोति त्रिविष्टपम् ॥७४॥

इति नारदीयमातृकायां विचारदर्शनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

सुनिश्चितबलाधानस्त्वर्थी स्वार्थप्रचोदितः।
लेखयेत् पूर्वपक्षं तु कृतकार्यविनिश्चयः ॥१॥

पूर्वपक्षश्रुतार्थस्तु प्रत्यर्थी(१) तदनन्तरम्।
पूर्वपक्षार्थसम्बन्धं प्रतिपक्षं निवेशयेत् ॥२॥

श्वो लेखनं वा स लभेत् त्र्यहं सप्ताहमेव वा।
अर्थी तृतीयपादे तु युक्तं सद्यो ध्रुवं जयी ॥३॥

मिथ्या संप्रतिपत्तिर्वा प्रत्यवस्कन्दमेव वा।
प्रांन्यायविधिसाध्यं वा उत्तरं स्याच्चतुर्विधम् ॥४॥

मिथ्यैतन्नाभिजानामि मम तत्र न सन्निधिः।
अजातश्चास्मि तत्काल एवं मिथ्या चतुर्विधम् ॥५॥

मिथ्या च विपरीतं च पुनःशब्दसमागमम्।
पूर्वपक्षार्थसंवन्धमुत्तरं स्याच्चतुर्विधम् ॥६॥

भाषाया उत्तरं यावत् प्रत्यर्थी विनिवेशयेत्।
अर्थी तु लेखयेत्तावद्यावद्वस्तु विवक्षितम् ॥७॥

अन्यार्थमर्थहीनं च प्रमाणागमवर्जितम्।
लेख्यं हीनाधिकं भ्रष्टं भाषादोषास्तूदाहृता ॥८॥

लब्धव्यं येन यद्यस्मात् स तत्तस्मादवाप्नुयात्।
न त्वन्योन्यमथान्यस्मादित्यन्यार्थमिदं त्रिधा ॥९॥

मनसाहमपि ध्यातस्त्वन्मित्रेणेह शत्रुवत्।
अतोऽनया महाक्षान्त्या त्वमिहावेदितो मया ॥१०॥

द्रव्यप्रमाणहीनं यत्पुलाकाश्रयवर्जितम्।
प्रमाणवर्जितं नाम लेख्यदोषं तदुत्सृजेत् ॥११॥

आगमवर्जितं दोषं पूर्ववादे विवर्जयेत्।
एकस्य बहुभिः सार्धं पुरराष्ट्रविरोधकम् ॥१२॥

विन्दुमात्रविहीना वा पदवर्णविदुष्टा वा।
हीनाधिका भवेद् व्यर्था तां यत्नेन विवर्जयेत् ॥१३॥

भ्रष्टंतु दुःखितं यत् स्याज्जलतैलादिभिर्हतम्।
भाषायां तदपि स्पष्टं विस्पष्टार्थं विवर्जयेत् ॥१४॥

(१) 'धन्यर्थी' मुद्रित पुस्तके पाठ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सत्या भाषा न भवति यद्यपि स्यात् प्रतिष्ठिता ।
बहिश्चेद्भ्रश्यते धर्मान्नियताद्व्यवहारिकात् ॥१५॥

गन्धमादनसंस्थस्य मयास्यासीत्तदर्पितम् ।
व्यवहारिकधर्मस्य वाह्यमेतन्न सिध्यति ॥१६॥

अन्याक्षरनिवेशेन अन्यार्थगमनेन च ।
आकुलं च क्रियादानं क्रिया चैवाकुला भवेत् ॥१७॥

रागादीनां यदेकेन कोपितः करणं वदेत् ।
तदादौ तु लिखेत् सर्वं वादिनः फलकादिषु ॥१८॥

राजकुलावबोधाय धर्मस्थैः सुविचारितम् ।
तस्मादन्यद्व्यपोह्यं स्याद्वादिनः फलकादिषु ॥१९॥

वादिभ्यामभ्यनुज्ञातं शेषं च फलके स्थितम् ।
ससाक्षिकं लिखेयुस्ते प्रतिपत्तिं च वादिनोः ॥२०॥

वादिभ्यां लिखिताच्छेषं यत्पुनर्वादिना स्मृतम् ।
तत् प्रत्याकलितं नाम स्वपादे तस्य लिख्यते ॥२१॥

अर्थिना संनियुक्तो वा प्रत्यर्थिप्रहितोऽपि वा ।
यो यस्यार्थे विवदते तयोर्जयपराजयौ ॥२२॥

यो न भ्राता न च पिता न पुत्रो न नियोगकृत् ।
परार्थवादी दण्ड्यः स्याद्व्यवहारेऽपि विब्रुवन् ॥२३॥

पूर्ववादं परित्यज्य योऽन्यमालम्बते पुनः ।
वादसंक्रमणाज्ज्ञेयो हीनवादी स वै नरः ॥२४॥

सर्वेष्वपि विवादेषु वाक्छलेनापहीयते ।
पशुस्त्रीभूम्यृणादाने शास्योऽप्यर्थान्न हीयते ॥२५॥

अभियुक्तोऽभियोगस्य यदि कुर्यादपह्नवम् ।
अभियोक्ता दिशेद्देश्यं प्रत्यवस्कन्दितो न चेत् ॥२६॥

पूर्वपादे हि लिखितं यथाक्षरमशेषतः ।
अर्थी तृतीयपादे तु क्रियया प्रतिपादयेत् ॥२७॥

क्रियापि द्विविधा प्रोक्ता मानुषी दैविकी तथा ।
मानुषी लेख्यसाक्षिभ्यां घटादिर्दैविकी स्मृता ॥२८॥

दिवा कृते कार्यविधौ ग्रामेषु नगरेषु वा ।
संभवे साक्षिणां चैव दिव्या न भवति क्रिया ॥२९॥

अरण्ये निर्जने रात्रावन्तर्वेश्मनि साहसे ।
न्यासस्यापह्नवे चैव दिव्या संभवति क्रिया ॥३०॥

कारणप्रतिपत्त्या च पूर्वपक्षे विरोधिते ।
अभियुक्तेन वै भाव्यं विज्ञेयं पूर्वपक्षवत् ॥३१॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पलायते य आहूतो मौनी साक्षिपराजितः।
स्वयमभ्युपपन्नश्च अवसन्नश्चतुर्विधः ॥३२॥

अन्यवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थाता निरुत्तरः।
आहूतप्रपलायी च हीनः पञ्चविधः स्मृतः ॥३३॥*

मणयः पद्मरागाद्या दीनारादि हिरण्मयम्।
मुक्ताविद्रुमशंखाद्याः प्रदुष्टाः स्वामिगामिनः ॥३४॥

गन्धमाल्यमदत्तं तु भूषणं वास एव वा।
पादुकेति राजोक्तं तदाक्रामन्वधमर्हति ॥३५॥

पण्यमूल्यं भृतिर्न्यासो दण्डो यच्चावहारकम्।
वृथादानाक्षिकपणा वर्धन्ते नाविवक्षिताः ॥३६॥

मिथ्याभियोगिनो ये स्युर्द्विजानां शूद्रयोनयः।
तेषां जिह्वां समुत्कृत्य राजा शूले निधापयेत् (१)॥३७॥

आज्ञा लेखः पट्टकः शासनं वा
आधि :पत्रं विक्रेयो वा क्रयो वा।
राज्ञे कुर्यात् पूर्वमावेदनं य-
स्तस्य ज्ञेयः पूर्वपक्षो विधिज्ञैः ॥३८॥

साक्षिकदूषणे कार्यं पूर्वसाक्षिविशोधनम्।
शुद्धेषु साक्षिषु ततः पश्चात् साक्ष्यं विशोधयेत् ॥३९॥

साक्षिसभ्यावसन्नानां दूषणे दर्शनं पुनः।
स्वचर्यावसितानां तु नास्ति पौनर्भवो विधिः ॥४०॥

स्वयमभ्युपपन्नोऽपि स्वचर्यावसितोऽपि सन्।
क्रियावसन्नोऽप्यर्हेत परं सभ्यावधारणम् ॥४१॥

पक्षानुत्सार्य तु सभ्यैः कार्यो विनिश्चयः सदा।
अनुत्सारितनिर्निक्ते विरोधः प्रेत्य चेह च ॥४२॥

सभ्यैरेव जितः पश्चाद्राज्ञा शास्यः स्वशास्त्रतः।
जयाने चापि देयं स्याद्यथावज्जयपत्त्रकम् ॥४३॥

व्यवहारमुखं चैतत्पूर्वमुक्तं स्वयंभुवा।
मुखशुद्धौ हि शुद्धिः स्याद् व्यवहारस्य नान्यथा ॥४४॥

इति नारदीयमातृकायां **व्यवहारमातृकानाम** द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

---

* ইহার পরে রঘুনন্দনকৃত 'ব্যবহারতত্ত্বে' নারদস্মৃতির এই প্রাসঙ্গিক বচনটি আছে :—

প্রপলায়ী ত্রিপক্ষেণ মৌনকৃৎ সপ্তভির্দিনৈঃ।
ক্রিয়াদ্বেষী তু মাসেন সাক্ষী ভিন্নস্তু তৎক্ষণাৎ ॥

(১) 'বিধাপয়েৎ' মুদ্রিত পুস্তকের এই পাঠ টীকাকার সম্মত নহে বলিয়া 'নিবাপয়েৎ' লিখিত হইল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नानियुक्तेन वक्तव्यं व्यवहारे कथञ्चन।
नियुक्तेन तु वक्तव्यमपक्षपतितं वचः ॥१॥

अनियुक्तो नियुक्तो वा शास्त्रज्ञो वक्तुमर्हति।
दैवीं स वाचं वदति यः शास्त्रमनुजीवति ॥२॥

युक्तरूपं वदन् सभ्यो नाप्नुयाद् द्वेषकिल्बिषे।
ब्रुवाणस्त्वन्यथा सद्यस्तदेवोभयमाप्नुयात् ॥३॥

राजा तु धार्मिकान् सभ्यान्नियुञ्जयात् सुपरीक्षितान्।
व्यवहारधुरं वोढुं ये शक्ताः सद्गवा इव ॥४॥

धर्मशास्त्रार्थकुशलाः कुलीनाः सत्यवादिनः।
समाः शत्रौ च मित्रे च नृपतेः स्युः सभासदः ॥५॥

तत्प्रतिष्ठः स्मृतो धर्मो धर्ममूलश्च पार्थिवः।
सह सद्भिरतो राजा व्यवहारान्विशोधयेत् ॥६॥

शुद्धेषु व्यवहारेषु शुद्धिं यान्ति सभासदः।
शुद्धिश्च तेषां धर्माद्धि धर्ममेव वदेत्ततः ॥७॥

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च।
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥८॥

विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते।
न चास्य शल्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥९॥

सभायां न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्।
अब्रुवन्विब्रुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥१०॥

ये तु सभ्याः सभां प्राप्य तूष्णीं ध्यायन्त आसते।
यथा प्राप्तं न ब्रुवते सर्वे तेऽनृतवादिनः ॥११॥

पादोऽधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति।
पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥१२॥

राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः।
एनो गच्छति कर्तारं निन्दार्हो यत्र निन्द्यते ॥१३॥

अन्धो मत्स्यानिवाश्नाति निरपेक्षः सकण्टकान्।
परोक्षमर्थवैकल्याद्भाषते यः सभां गतः ॥१४॥

तस्मात्सभ्यः सभां प्राप्य रागद्वेषविवर्जितः।
वचस्तथाविधं ब्रूयाद्यथा न नरकं व्रजेत् ॥१५॥

यथा शल्यं भिषग्विद्वानुद्धरेद् यन्त्रशक्तितः।
प्राड्विवाकस्तथा शल्यमुद्धरेद् व्यवहारतः ॥१६॥

यत्र सभ्यो जनः सर्वः साध्वेतदिति मन्यते।
स निःशल्यो विवादः स्यात् सशल्यः स्यादतोऽन्यथा ॥१७॥

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा
वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्।
नासौ धर्मो यत्र नो सत्यमस्ति
न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम् ॥१८॥

इति नारदीयमातृकायां सभालक्षणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥७॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऋणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत्।
दानग्रहणधर्माभ्यामृणादानमिति स्मृतम् ॥१॥

पितर्युपरते पुत्रा ऋणं दद्युर्यथांशतः।
विभक्ता अविभक्ता वा यो वा तामुद्धरेद्धुरम् ॥२॥

पितृव्येनाविभक्तेन भ्रात्रा वा यदृणं कृतम्।
मात्रा वा यत्कुटुम्बार्थे दद्युस्तद्रिक्थिनोऽखिलम् ॥३॥

क्रमादव्याहतं प्राप्तं पुत्रैर्यन्नर्णमुद्धृतम्।
दद्युः पैतामहं पौत्रास्तच्चतुर्थान्निवर्तते ॥४॥

इच्छन्ति पितरः पुत्रान् स्वार्थहेतोर्यतस्ततः।
उत्तमर्णाधमर्णेभ्यो मामयं मोचयिष्यति ॥५॥

पूजनीयास्त्रयोऽतीता उपजीव्यास्त्रयोऽग्रतः।
एतत्पुरुषसन्तानमृणयोः स्याच्चतुर्थके ॥६॥

याच्यमानं न दीयेत ऋणं वापि प्रतिग्रहः(१)।
तद्धनं वर्धते तावद्यावत्कोटिशतं भवेत् ॥७॥

कोटिशते तु सम्पूर्णे जायते तस्य वेश्मनि।
ऋणसंशोधनार्थाय दासो जन्मनि जन्मनि ॥८॥

तपस्वी चाग्निहोत्री च ऋणवान् म्रियते यदि।
तपश्चैवाग्निहोत्रं च सर्वं तद्धनिनां धनम् ॥९॥

न पुत्रर्णं पिता दद्याद्दद्यात् पुत्रस्तु पैतृकम्।
कामक्रोधसुराद्यूतप्रातिभाव्यकृतं विना ॥१०॥

पितुरेव नियोगाद्यः कुटुम्बभरणाय वा।
ऋणं वा यत्कृतं कृच्छ्रे दद्यात् पुत्रस्य तत्पिता ॥११॥

शिष्यान्तेवासिदासस्त्रीप्रेष्यकृत्यकरैश्च(२) यत्।
कुटुम्बहेतोरुत्क्षिप्तं दातव्यं तत्कुटुम्बिना ॥१२॥

ग्राहको यदि नष्टः स्यात् कुटुम्बे च कृतो व्ययः।
दातव्यं ज्ञातिभिस्तस्य विभक्तैरपि तदणम् ॥१३॥

नार्वाक सम्बत्सराद्विंशात् पितरि प्रोषिते सुतः।
ऋणं दद्यात् पितृव्ये वा ज्येष्ठे भ्रातर्यथापि वा ॥१४॥

दाप्यः परर्णमेकोऽपि जीवत्स्वविभक्तैः कृतम्।
प्रेतेषु न तु तत्पुत्रः परर्णं दातुमर्हति ॥१५॥

न स्त्री पतिकृतं दद्यादृणं पुत्रकृतं तथा।
अभ्युपेतादृते यद्वा सह पत्या कृतं भवेत् ॥१६॥

---

(১) মুদ্রিত পুস্তকে 'প্রতিগ্রহম্' পাঠ।

(২) মুদ্রিত পুস্তকে 'কৃকটৈশ্চ' এই পাঠ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दद्यादपुत्रविधवा नियुक्ता वा मुमूर्षुणा।
यो वा तद्रिक्थमादत्ते यतो रिक्थमृणं ततः ॥१७॥

न च भार्याकृतमृणं पत्युर्वापि कथं भवेत्।
आपत्कृतादृते पुंसां कुटुम्बार्थो हि दुस्तरः ॥१८॥

अन्यत्र रजकव्याधगोपशौण्डिकयोषिताम्।
तेषां तत्प्रत्यया वृत्तिः कुटुम्बं च तदाश्रयम् ॥१९॥

पुत्रिणी तु समुत्सृज्य पुत्रं स्त्री यान्यमाश्रयेत्।
तस्या द्रव्यं हरेत् सोऽन्यो निःस्वाया पुत्र एव तु ॥२०॥

या तु सप्रधनैव स्त्री सापत्या चान्यमाश्रयेत्।
सोऽस्या दद्यादृणं भर्तुरुत्सृजेद्वा तथैव ताम् ॥२१॥

अधनस्य ह्यपुत्रस्य मृतस्योपैति यः स्त्रियम्।
स आभजेदृणं वोढुः सैव तस्य धनं यतः ॥२२॥

धनस्त्रीहारिपुत्राणामृणभाग् यो धनं हरेत्।
पुत्रोऽसतोः स्त्रीधनिनोः स्त्रीहारी धनिपुत्रयोः ॥२३॥

अन्तिमा स्वैरिणीनां या उत्तमा च पुनर्भुवाम्।
ऋणं तयोः पतिकृतं दद्याद्यस्ते समश्नुते ॥२४॥

भार्या स्नुषा च भृत्या च भार्यायाश्च परिग्रहः।
एतावद्भिर्ऋणं देयं भूमिं यश्चोपजीवति ॥२५॥

[विभक्ता भ्रातरो ये स्युः पृथग्दारक्रियाधनाः।
यो ह्यपुत्रो मृतस्तेषां तत्पत्नी तत्समश्नुते ॥]

स्त्रीकृतान्यप्रमाणानि कार्यान्याहुर्मनीषिणः।
विशेषतो गृहक्षेत्रदानाधमनविक्रयाः ॥२६॥

एतान्येव प्रमाणानि भर्ता यद्यनुमन्यते।
पुत्रः पत्युरभावे च राजा च पतिपुत्रयोः ॥२७॥

भर्त्रा प्रीतेन यद्दत्तं स्त्रीयै तस्मिनमृतेऽपि तत्।
सा यथाकामश्नीयाद्दद्याद्वा स्थावरादृते ॥२८॥

तथा दासकृतं कार्यमकृतं परिचक्षते।
अन्यत्र स्वामिसंदेशान्न दासः प्रभुरात्मनः ॥२९॥

पुत्रेणापि कृतं कार्यं यत् स्यादच्छन्दतः पितुः।
तदप्यकृतमेवाहुर्दासः पुत्रश्च तत्समौ ॥३०॥

अप्राप्तव्यवहारश्चेत् स्वतन्त्रोऽपि हि नर्णभाक्।
स्वातन्त्र्यं हि स्मृतं ज्येष्ठे ज्यैष्ठं गुणवयः कृतम् ॥३१॥

त्रयः स्वतन्त्रा लोकेऽस्मिन् राजाचार्यस्तथैव च।
प्रतिवर्णं च सर्वेषां वर्णानां स्वे गृहे गृही ॥३२॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अस्वतन्त्राः प्रजाः सर्वाः स्वतन्त्रः पृथिवीपतिः ।
अस्वतन्त्रः स्मृतः शिष्य आचार्ये तु स्वतन्त्रता ॥३३॥

अस्वतन्त्राः स्त्रियः पुत्रा दासादिश्च परिग्रहः ।
स्वतन्त्रस्तत्र तु गृही यस्य यत् स्यात् क्रमागतम् ॥३४॥

गर्भस्थसदृशो ज्ञेय अष्टमाद्वत्सराच्छिशुः ।
बाल आ-षोड़शाद्वर्षात्पोगण्ड इति शस्यते ॥३५॥

परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितरौ विना ।
जीवतोरस्वतन्त्रः स्याज्जरयापि समन्वितः ॥३६॥

तयोरपि पिता श्रेयान्वीजप्राधान्यदर्शनात ।
अभावे वीजिनो माता तदभावे तु पूर्वजः ॥३७॥

स्वतन्त्राः सर्व एवैते परतन्त्रेषु सर्वदा ।
अनुशिष्टौ विसर्गे च विक्रये चेश्वरा मताः ॥३८॥

यद्बालः कुरुते कार्यमस्वतन्त्रस्तथैव च ।
अकृतं तदिति प्राहुर्धर्मशास्त्रविदो जनाः ॥३९॥

स्वतन्त्रोऽपि हि यत्कार्यं कुर्यादप्रकृतिं गतः ।
अकृतं तदपि प्राहुरस्वातन्त्र्यस्य हेतुतः ॥४०॥

कामक्रोधाभिभूतार्तभयव्यसनपीड़िताः ।
रागद्वेषपरीताश्च ज्ञेयास्त्वप्रकृतिं गताः ॥४१॥

कुले ज्येष्ठस्तथा श्रेष्ठः प्रकृतिस्थश्च यो भवेत् ।
तत्कृतं तु कृतं प्राहुर्वास्वतन्त्रकृतं कृतम् ॥४२॥

धनमूलाः क्रियाः सर्वा यत्नस्तत्साधने मतः ।
रक्षणं वर्धनं भोग इति तस्य विधिः क्रमात् ॥४३॥

तत् पुनस्त्रिविधं ज्ञेयं शुक्लं शवलमेव च ।
कृष्णं च तस्य विज्ञेयः प्रभेदः सप्तधा पृथक् ॥४४॥

श्रुतशौर्यतपःकन्याशिष्ययाज्यान्वयागतम् ।
धनं सप्तविधं शुक्लमुद्योगस्तस्य तद्विधः ॥४५॥

कुसीदकृषिवाणिज्यशुल्कशिल्पानुवृत्तिभिः ।
कृतोपकारादाप्तं च शवलं समुदाहृतम् ॥४६॥

उत्कोचद्यूतदौत्यार्तिप्रतिरूपकसाहसैः ।
व्याजेनोपार्जितं यच्च कृष्णं हि तदुदाहृतम् ॥४७॥

तेन क्रयो विक्रयश्च दानं ग्रहणमेव च ।
विविधाश्च प्रवतन्ते क्रियाः सम्भोग एव च ॥४८॥

यथाविधेन द्रव्येण यत् किञ्चित् कुरुते नरः ।
तथाविधमवाप्नोति स फलं प्रेत्य चेह च ॥४९॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तत् पुनर्द्वादशविधं प्रतिवर्णाश्रयात् स्मृतम्।
साधारणं स्यास्त्रिविधं शेषं नवविधं विदुः ॥५०॥

क्रमागतं प्रीतिदायः प्राप्तं च सह भार्यया।
अविशेषेण वर्णानां सर्वेषां त्रिविधं शुभम् ॥५१॥

वैशेषिकं धनं ज्ञेयं ब्राह्मणस्य शुभं त्रिधा।
प्रतिग्रहेण यल्लब्धं याज्यतः शिष्यतस्तथा ॥५२॥

त्रिविधं क्षत्रियस्यापि शुद्धं वैशेषिकं धनम्।
कराद्युद्धोपलब्धं च दण्डाच्च व्यवहारतः ॥५३॥

वैशेषिकं धनं ज्ञेयं वैशस्यापि त्रिधा शुभम्।
कृषिगोरक्षवाणिज्यैः शूद्रस्यैषामनुग्रहात् ॥५४॥

सर्वेषामेव वर्णानामेष धर्म्यो धनागमः।
विपर्ययादधर्म्यः स्यान्न चेदापद् गरीयसी ॥५५॥

आपत्स्वनन्तरा वृत्तिर्ब्राह्मणस्य विधीयते।
वैश्यवृत्तिस्ततश्चोक्ता न जघन्या कथञ्चन ॥५६॥

न कथञ्चन कुर्वीत ब्राह्मणः कर्म वार्षलम्।
वृषलः कर्म न ब्राह्मं पतनीये हि ते तयोः ॥५७॥

उत्कृष्टं चापकृष्टं च तयोः कर्म न विद्यते।
मध्यमे कर्मणी हित्वा सर्वसाधारणे हि ते ॥५८॥

आपदं ब्राह्मणस्तीर्त्वा क्षत्रवृत्त्यर्जितैर्धनैः।
उत्सृजेत् क्षत्रवृत्तिं तां कृत्वा पावनमात्मनः ॥५९॥

तस्यामेव तु यो वृत्तौ ब्राह्मणो रमते सदा।
काण्डपृष्ठश्च्युतो मार्गादपांक्तेयः प्रकीर्तितः ॥६०॥

वैश्यवृत्त्या चाविक्रेयं ब्राह्मणस्य पयो दधि।
घृतं मधु मधूच्छिष्टं लाक्षाक्षाररसासवाः ॥६१॥

मांसौदनतिलक्षौमसोमपुष्पफलोपलाः।
मनुष्यविषशस्त्राम्बुलवणापूपवीरुधः ॥६२॥

चेलकौशेयचर्मास्थिकुतपैकशफा मृदः।
उदश्वित्केशपिण्याकशाकाद्यौषधयस्तथा ॥६३॥

ब्राह्मणस्य तु विक्रेयं शुष्कं दारु तृणानि च।
गन्धद्रव्यैरकावेत्रतूलमूलकुशादृते ॥६४॥

स्वयं शीर्णं च विदलं फलानां वदरेङ्गुदे।
रज्जुः कार्पासिकं सूत्रं तच्चेदविकृतं भवेत् ॥६५॥

अशक्तौ भेषजस्यार्थे यज्ञहेतोस्तथैव च।
यद्यवश्यं तु विक्रेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥६६॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अविक्रेयाणि विक्रीणन् ब्राह्मणः प्रच्युतः पथः।
मार्गे पुनरवस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ॥६७॥

प्रमाणानि प्रमाणस्थैः परिकल्प्यानि यत्नतः।
सीदन्ति हि प्रमेयाणि प्रमाणैरव्यवस्थितैः ॥६८॥

लिखितं साक्षिणोभुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्।
धनस्वीकरणे येन धनी धनमवाप्नुयात् ॥६९॥

नाकरिष्यद्यदि स्रष्टा लिखितं चक्षुरुत्तमम्।
तत्रेयमस्य लोकस्य नाभविष्यच्छुभा गतिः ॥७०॥

देशकालफलद्रव्यप्रमाणावधिनिश्चये।
सर्वसन्देहविच्छेदि लिखितं चक्षुरुत्तमम् ॥७१॥

गृहीत्वापि स्थले द्रव्यं योऽपहृवितुमिच्छति।
स्थापितः साक्षिभिर्मार्गे स दुःसाध्योऽपि साध्यते ॥७२॥

लिखितं स्याद्बहुच्छिद्रं साक्षिणो नाजरामराः।
भुक्तिस्त्वनर्थसंवद्धा संततैवार्थसाधकी ॥७३॥

तदेतत्त्रिविधं ज्ञेयं प्रमाणाय न साधितम्।
सन्देहमागतमपि धनी धनमवाप्नुयात् ॥७४॥

लिखितं बलवन्नित्यं जीवन्तश्चैव साक्षिणः।
कालातिहरणाद्भूक्तिरिति शास्त्रविनिश्चयः ॥७५॥

त्रिविधस्यास्य दृष्टस्य प्रमाणस्य यथाक्रमम्।
पूर्वं पूर्वं गुरु ज्ञेयं भुक्तिस्तेभ्यो गरीयसी ॥७६॥

विद्यमानेऽपि लिखिते जीवत्स्वपि हि साक्षिषु।
विशेषतः स्थावराणां यन्न भुक्तं न तत् स्थिरम् ॥७७॥

भुज्यमानान् परैरर्थान् यः स्वान्मौर्ख्यादुपेक्षते।
समक्षं जीवतोऽप्यस्य तान् भुक्तिः कुरुते वशे ॥७८॥

यत् किञ्चिदृश वर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षते धनी।
भुज्यमानं परैस्तूष्णीं न स तल्लब्धुमर्हति ॥७९॥

अजड़श्चेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते।
भग्नं तद्व्यवहारेण भोक्ता तद्धनमर्हति ॥८०॥

आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधी स्त्रियः।
राजस्वं श्रोत्रियद्रव्यं न भोगेन प्रणश्यति ॥८१॥

प्रत्यक्षपरिभोगात्तु स्वामिनो द्विदशाः समाः।
आध्यादीन्यपि जीर्यन्ते स्त्रीनरेन्द्रधनादृते ॥८२॥

स्त्रीधनं च नरेन्द्राणां न कथञ्चन जीर्यते।
अनागमं भुज्यमानं वत्सराणां शतैरपि ॥८३॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्भोगो दृशते यत्र न दृश्येतागमः क्वचित् ।
आगमः कारणं तत्र न भोगस्तत्र कारणम् ॥८४॥

आगमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम् ।
अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नैव गच्छति ॥८५॥

भोगं केवलतो यस्तु कीर्तयेन्नागमं क्वचित् ।
भोगच्छलापदेशेन स विज्ञेयस्तु तस्करः ॥८६॥

अनागमं तु यो भुंक्ते बहुन्यब्दशतान्यपि ।
चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेत् पृथिवीपतिः ॥८७॥

भुज्यतेऽनागमं यत्तु न तद्भोगपदं नयेत् ।
प्रेते तु भोक्तरि धनं याति तद्वंशभोग्यताम् ॥८८॥

स्मार्ते काले क्रिया भुक्तेः सागमा भुक्तिरिष्यते ।
अस्मार्ते लिखिताभावे क्रमात्त्रिपुरुषागता ॥८९॥

आहृतैर्वाभियुक्तः स्यान्नार्थानामुद्धरेत्पदम् ।
भुक्तिरेव विशुद्धिः स्यात् प्राप्ता या पितृतः क्रमात् ॥९०॥

अन्यायेनापि यद्भुक्तं पितुः पूर्वतरैस्त्रिभिः ।
न तच्छक्यमपाहर्तुं क्रमात् त्रिपुरुषागतम् ॥९१॥

अन्वाहितं हृतं न्यस्तं बलावष्टब्धयाचितम् ।
अप्रत्यक्षं च यद्भुक्तं षड़ेतान्यागमं विना ॥९२॥

तथारूढ़विवादस्य प्रेतस्य व्यवहारिणः ।
पुत्रेण सोऽर्थः संशोध्यो न तं भोगपदं नयेत् ॥९३॥

सन्तोऽपि न प्रमाणं स्युर्मृते धनिनि साक्षिणः ।
अन्यत्र स्राविताद्यस्मात् स्वयमासन्नमृत्युना ॥९४॥

न हि प्रत्यर्थिनि प्रेते प्रमाणं साक्षिणां वचः ।
साक्षिमत्कारणं तत्र प्रमाणं तस्य जीवतः ॥९५॥

श्राावितश्चातुरेणापि यस्त्वर्थो धर्मसंहितः ।
मृतेऽपि तत्र साक्ष्यं स्यात्षट्सु चान्वाहितादिषु ॥९६॥

यदृणादिषु सर्वेषु बलवत्युत्तरा क्रिया ।
प्रतिग्रहाधिक्रीतेषु पूर्वा पूर्वा बलीयसी ॥९७॥

स्थानलाभनिमित्तं हि दानग्रहणमिष्यते ।
तत्कुसीदमिति प्रोक्तं तेन वृत्तिः कुसीदिनाम् ॥९८॥

वसिष्ठविहितां वृद्धिं सृजेद्वित्तविवर्धिनीम् ।
अशीतिभागं गृह्णीयाच्छते मासस्य वार्धुषी ॥९९॥

द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च समं स्मृतम् ।
मासस्य वृद्धिं गृह्णीयाद्वर्णानामनुपूर्वशः ॥१००॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्विकं शतं ता गृह्णीत सतां वृत्तमनुस्मरन् ।
द्विकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यर्थकिल्विषी ॥१०१॥

कालिका कारिता चैवं कायिका च तथापरा ।
चक्रवृद्धिश्च शास्त्रेऽस्मिन् वृद्धिर्दृष्टा चतुर्विधा ॥१०२॥

प्रतिमासं स्रवन्ती या वृद्धिः सा कालिका स्मृता ।
वृद्धिः सा कारिता नाम यर्णिकेन स्वयं कृता ॥१०३॥

कायाविरोधिनी स्वस्वपणपादादिका क्रमात् ।
वृद्धेरपि पुनर्वृद्धिश्चक्रवृद्धिरुदाहृता ॥१०४॥

अर्थानां सार्वभौमोऽयं विधिर्वृद्धिकरः स्मृतः ।
या देशावस्थितिस्त्वन्या यत्रर्णमवतिष्ठते ॥१०५॥

द्विगुणं त्रिगुणं वापि तथान्यत्र चतुर्गुणम् ।
तथाष्टगुणमन्यस्मिन्देयं देशेऽवतिष्ठते ॥१०६॥

हिरण्यधान्यवस्त्राणां वृद्धिर्द्विस्त्रिश्चतुर्गुणा ।
रसस्याष्टगुणा वृद्धिः स्त्रीपशूनां च सन्ततिः ॥१०७॥

न वृद्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता क्वचित् ।
अनाकारितप्यूर्ध्वं वत्सरार्धात् प्रवर्धते ॥१०८॥

प्रीतिदत्तं तु यत्किञ्चिन्न तद्वर्धत्ययाचितम् ।
याच्यमानमदत्तं चेद्वर्धते पञ्चकं शतम् ॥१०९॥

एष वृद्धिविधिः प्रोक्तः प्रीतिदत्तस्य कर्मणः ।
वृद्धिस्तु योक्ता धान्यस्य वार्धुषं तदुदाहृतम् ॥११०॥

आपदं निस्तरेद्वैश्यः कामं वार्धुषिकर्मणा ।
आपत्स्वपि हि कष्टासु ब्राह्मणस्य न वार्धुषम् ॥१११॥

ब्राह्मणस्य तु यद्देयं सान्वयस्य न चास्ति सः ।
निक्षिपेत्तत्स्वकुल्येषु तदभावेऽस्य बन्धुषु ॥११२॥

यदा तु न सकुल्याः स्युर्न च सम्बन्धिबान्धवाः ।
तदा दाद्याद्विजातिभ्यस्तेष्वसत्स्वप्सु निक्षिपेत् ॥११३॥

गृहीत्वोपगतं दाद्यादृर्णिकायोदयं धनी ।
अददद्याच्यमानस्तु शेषहानिमवाप्नुयात् ॥११४॥

यदि नो लेखयेद्दत्तमृणिना चोदितोऽपि सन् ।
ऋणिकस्यापि वर्धेत यथैव धनिकस्य तत् ॥११५॥

लेख्यं दद्याद्विशुद्धर्णे तदभावे प्रतिश्रयम् ।
धनिकर्णिकयोरेवं विशुद्धिः स्यात् परस्परम् ॥११६॥

विश्रम्भहेतू द्वावत्र प्रतिभूराधिरेव च ।
लिखितं साक्षिणश्च द्वे प्रमाणे व्यक्तिकारके ॥११७॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपस्थानाय दानाय प्रत्ययाय तथैव च।
त्रिविध प्रतिभूर्दृष्टस्त्रिष्वेवार्थेषु सूरिभिः ॥११८॥

ऋणिष्वप्रतिकुर्वत्सु प्रत्यये वापि हापिते।
प्रतिभूस्तदृणं दद्यादनुपस्थापयंस्तथा ॥११९॥

बहवश्चेत् प्रतिभुवो दद्युस्तेऽर्थं यथाकृतम्।
अर्थे विशेषिते हेत्वृषु धनिनश्छन्दतः क्रिया ॥१२०॥

यमर्थं प्रतिभूर्दद्याद्धनिकेनोपपीड़ितः।
ऋणिकस्तं प्रतिभुवे द्विगुणं प्रतिदापयेत् ॥१२१॥

धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च।
प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चकेन बलेन च ॥१२२॥

यः स्वकं साधयेदर्थमुत्तमर्नोऽधमर्णकात्।
न स राज्ञा निषेधव्य ऐहिकामुष्मिकार्थतः ॥१२३॥

अधिक्रियत इत्याधिः स विज्ञेयो द्विलक्षणः।
कृतकालोपनेयश्च यावद्देयोद्यतस्तथा ॥१२४॥

स पुनर्द्विविधः प्रोक्तो गोप्यो भोग्यस्तथैव च।
उपचारस्तथैवास्य लाभहानिर्विपर्यये ॥१२५॥

प्रमादाद्धनिनस्तद्वदाधौ विकृतिमागते।
विनष्टे मूलनाशः स्याद्दैवराजकृतादृते ॥१२६॥

न भोक्तव्यो बलादाधिर्भुञ्जानो वृद्धिमुत्सृजेत्।
मूल्येन तोषयेच्चैनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत् ॥१२७॥

यः स्वामिनाभ्यनुज्ञातमाधिं भुंक्तेऽविचक्षणः।
तेनार्धवृद्धिर्मोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्क्रयः ॥१२८॥

न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात्।
न चाधेः कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विक्रयः ॥१२९॥

रक्ष्यमाणोऽपि यत्राधिः कालेनेयादसारताम्।
तत्राधिरन्यः कर्तव्यो देयं वा धनिने धनम् ॥१३०॥

अत्र शक्तिविहीनः स्यादृणी कालविपर्ययात्।
शक्त्यपेक्षमृणं दाप्यः काले काले यथोदयम् ॥१३१॥

ऋणिकः सधनो यस्तु दौरात्म्यान्न प्रयच्छति।
राज्ञा दापयितव्यः स्याद्गृहीत्वा पञ्चकं शतम् ॥१३२॥

स्ववाक्सम्प्रतिपत्तौ तु ऋणिकं दशकं शतम्।
विनयं दापयेद्राजा द्विगुणं तु पराजितम् ॥१३३॥

न स्याद्द्रव्यपरीमाणं कालेनेहर्णिकस्य चेत्।
जातिसंज्ञाधिवासानामागमो लेख्यतः स्मृतः ॥१३४॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लेख्यं तु द्विविधं ज्ञेयं स्वहस्तान्यकृतं तथा।
असाक्षिमत्साक्षिमच्च सिद्धिर्देशस्थितेस्तयोः ॥१३५॥

देशाचाराविरुद्धं यद्व्यक्तावधिविलक्षणम्।
तत्प्रमाणं स्मृतं लेख्यमविलुप्तक्रमाक्षरम् ॥१३६॥

मत्ताभियुक्तस्त्रीबालबलात्कारकृतं च यत्।
तदप्रमाणं लिखितं भीतोपधिकृतं तथा ॥१३७॥

मृताः स्युः साक्षिणो यत्र धनिकर्णिकलेखकाः।
तदप्यपार्थं लिखितं न चेदाधिः स्थिराश्रयः ॥१३८॥

आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो जङ्गमः स्थावरस्तथा।
सिद्धिरत्रोभयस्यास्य भोगो यत्रास्ति नान्यथा ॥१३९॥

दर्शितं प्रतिकालं यत्प्रार्थितं श्रावितं तथा।
लेख्यं सिध्यति सर्वत्र मृतेष्वपि हि साक्षिषु ॥१४०॥

अदृष्टार्थमश्रुतार्थं व्यवहारार्थमागतम्।
न लेख्यं सिद्धिमाप्नोति जीवत्स्वपि हि साक्षिषु ॥१४१॥

लेख्ये देशान्तरन्यस्ते दग्धे दुर्लिखिते हृते।
सतस्तत् कालहरणमसतो द्रष्टृदर्शनम् ॥१४२॥

यत्र स्यात् संशयो लेख्ये भूताभूतकृते क्वचित्।
तत्स्वहस्तक्रियाचिह्नयुक्तिप्राप्तिभिरुद्धरेत् ॥१४३॥

लेख्यं यच्चान्यनामाङ्कं हेत्वन्तरकृतं भवेत्।
विप्रत्यये परीक्ष्यं तत् सम्बन्धागमहेतुभिः ॥१४४॥

लिखितं लिखितेनैव साक्षिमत् साक्षिभिर्हरेत्।
साक्षिभ्यो लिखितं श्रेयो लिखितान्न तु साक्षिणः ॥१४५॥

छिन्नभिन्नहृतोन्मृष्टनष्टदुर्लिखितेषु च।
कर्तव्यमन्यल्लेख्यं स्यादेष लेख्यविधिः स्मृतः ॥१४६॥

सन्दिग्धेषु च कार्येषु द्वयोर्विवदमानयोः।
श्रुतदृष्टानुभूतार्थात् साक्षिभ्यो व्यक्तिदर्शनम् ॥१४७॥

समक्षदर्शनात्साक्षी विज्ञेयः श्रोत्रचक्षुषोः।
श्रोत्रस्य यत् परो ब्रूते चक्षुषोर्दर्शनं स्वयम् ॥१४८॥

एकादशविधः साक्षी शास्त्रदृष्टो मनीषिभिः।
कृतः पञ्चविधस्तेषां षड़विधोऽकृत उच्यते ॥१४९॥

लिखितः स्मारितश्चैव यदृच्छाभिज्ञ एव च।
गूढ़श्चोत्तरसाक्षी च साक्षी पञ्चविधः कृतः ॥१५०॥

षड़ेते पुनरुद्दिष्टाः साक्षिणस्त्वकृताः स्वयम।
ग्रामश्च प्राड्विवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम् ॥१५१॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कार्येष्वभ्यन्तरो यः स्यादर्थिना प्रहितश्च यः।
कुल्याः कुलविवादेषु भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ॥१५२॥

कुलीना ऋजवः शुद्धा जन्मतः कर्मतोऽर्थतः।
त्रावराः साक्षिणोऽनिन्द्याः शुचयः शुद्धबुद्धयः ॥१५३॥

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा ये चाप्यनिन्दिताः।
प्रतिवर्णं भवेयुस्ते सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः ॥१५४॥

श्रेणीषु श्रेणिपुरुषाः स्वेषु वर्गेषु वर्गिणः।
बाहिर्वासिषु ब्राह्मणाः स्युः स्त्रियः स्त्रीषु च साक्षिणः ॥१५५॥

श्रेण्यादिषु च सर्वेषु कश्चिच्चेद्द्वेष्यतामियात्।
तेभ्य एव न साक्ष्यं स्याद् द्वेष्टारः सर्व एव ते ॥१५६॥

असाक्ष्यपि हि शास्त्रेऽस्मिन्दृष्टः पञ्चविधो बुधैः।
वचनाद्दोषतो भेदात्स्वयमुक्तिर्मृतान्तरः ॥१५७॥

श्रोत्रियास्तापसा वृद्धा ये च प्रव्रजिता नराः।
असाक्षिणस्ते वचनान्नात्र हेतुरुदाहृतः ॥१५८॥

स्तेनाः साहसिकाश्चण्डाः कितवा वधकाश्च ये।
असाक्षिणस्ते दुष्टत्वात्तेषु सत्यं न विद्यते ॥१५९॥

राज्ञा परिगृहीतेषु साक्षिष्वेकार्थनिश्चये।
वचनं यत्र भिद्येत ते स्युर्भेदादसाक्षिणः ॥१६०॥

अनिर्दिष्टस्तु साक्षित्वे स्वयमेवैत्य यो वदेत्।
शुचीत्युक्तः स शास्त्रेषु न स साक्षित्वमर्हति ॥१६१॥

योऽर्थः श्रावयितव्यः स्यात्तस्मिन्नसति चार्थिनि।
कृ तद्वदतु साक्षित्वमित्यसाक्षी मृतान्तरः ॥१६२॥

द्वयोर्विवदतोरर्थे द्वयोः सत्सु च साक्षिषु।
पूर्वपक्षो भवेद्यस्य भवेयुस्तस्य साक्षिणः ॥१६३॥

आधर्यं पूर्वपक्षस्य यस्मिन्नर्थ-वशाद्भवेत्(१)।
विवादे साक्षिणस्तत्र प्रष्टव्याः प्रतिवादिनः ॥१६४॥

न परेण समुद्दिष्टमुपेयात्साक्षिणं रहः।
भेदयेत्तं न चान्येन हीयतैवं समाचरन् ॥१६५॥

साक्ष्युद्दिष्टो यदि प्रेयाद् गच्छेद्वापि दिगन्तरम्।
तच्छ्रोतारः प्रमाणं स्युः प्रमाणं हृत्तरा क्रिया ॥१६६॥

सुदीर्घेणापि कालेन लिखितः सिद्धिमाप्नुयात्।
आत्मनैव लिखेज्जानन्नचेदन्येन लेखयेत् ॥१६७॥

---

(१) मुद्रित पुस्तके पाठ 'यस्मिन्नर्थे'।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आष्टमाद्वत्सरात्सिद्धिः स्मारितस्येह साक्षिणः।
आ पञ्चमात्तथा सिद्धिर्यदृच्छोपगतस्य च ॥१६८॥

आ तृतीयात्तथा वर्षात् सिद्धिर्गूढ़स्य साक्षिणः।
आ सम्वत्सरतः सिद्धिर्वदन्त्युत्तरसाक्षिणः॥१६९॥

अथवा कालनियमो न दृष्टः साक्षिणं प्रति।
स्मृत्यपेक्षं हि साक्षित्वमाहुः शास्त्रविदो जनाः ॥१७०॥

यस्य नोपहता बुद्धिः स्मृतिः श्रोत्रं च साक्षिणः।
सुदीर्घेणापि कालेन स साक्षी साक्ष्यमर्हति ॥१७१॥

असाक्षिप्रत्ययास्त्वन्ये षड्विवादाः प्रकीर्तिताः।
लक्षणान्येव साक्षित्वे येषामाहुर्मनीषिणः ॥१७२॥

उल्काहस्तोऽग्निदो ज्ञेयः शस्त्रपाणिस्तु घातकः।
केशाकेशिगृहितश्च युगपत्पारदारिकः ॥१७३॥

कुद्दालपाणिर्विज्ञेयः सेतुभेत्ता समीपगः।
तथा कुठारपाणिश्च वनच्छेत्ता प्रकीर्तितः ॥१७४॥

प्रत्यक्षचिह्नो विज्ञेयो दण्डपारुष्यकृन्नरः।
असाक्षिप्रत्यया हेतते पारुष्ये तु परीक्षणम् ॥१७५॥

कश्चित्कृत्वात्मनश्चिह्नं द्वेषात् परमुपद्रवेत्।
हेत्वर्थगतिसामर्थ्यैस्तत्र युक्तं परीक्षणम् ॥१७६॥

नार्थसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिणः।
न दृष्टदोषाः प्रष्टव्याः साक्षिणः प्रतिदूषिताः ॥१७७॥

दासनैकृतिकाश्राद्धवृद्धस्त्रीबालचाक्रिकाः।
मत्तोन्मत्तप्रमत्तार्तकितवग्रामयाजकाः ॥१७८॥

महापथिकसामुद्रवणिक्प्रव्रजितातुराः।
व्यङ्गैकश्रोत्रियाचारहीनक्लीवकुशीलवाः ॥१७९॥

नास्तिकव्रात्यदाराग्नित्यागिनोऽयाज्ययाजकाः।
एकस्थालीसहायारिचरज्ञातिसनाभयः ॥१८०॥

प्राग्दृष्टदोषशैलूषविषजीव्याहितुण्डिकाः।
गरदाग्निदकीनाशशूद्रापुत्रौपपातिकाः ॥१८१॥

क्लान्तसाहसिकश्रान्तनिर्धनान्त्यावसायिनः।
भिन्नवृत्तासमावृत्तजड़तैलिकमूलिकाः ॥१८२॥

भूताविष्टनृपद्विष्टवर्षनक्षत्रसूचकाः।
अघशंस्यात्मविक्रेतृहीनाङ्गभगवृत्तयः ॥१८३॥

कुनखी श्यामदन्तश्च मित्रध्रुक्शठशौण्डिकाः।
ऐन्द्रजालिकलुब्धोग्रश्रेणीगणविरोधिनः ॥१८४॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वधकश्चर्मकृत्पङ्गुः पतितः कुटकारकः ।
कुहकः प्रत्यवसितस्तस्करो राजपूरुषः ॥१८५॥

मनुष्यपशुमांसास्थिमधुक्षीराम्बुसर्पिषाम् ।
विक्रेता ब्रह्मणश्चैव द्विजो वार्धुषिकश्च यः ॥१८६॥

च्युतः स्वधर्मात् कुलिकः स्तवको हीनसेवकः ।
पित्रा विवदमानश्च भेदकृच्चेत्यसाक्षिणः ॥१८७॥

असाक्षिणो ये निर्दिष्टा दासनैकृतिकादयः ।
कार्यगौरवमासाद्य भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ॥१८८॥

साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रणेषु च ।
पारुष्ययोश्चाप्युभयोर्न परीक्षेत साक्षिणः ॥१८९॥

तेषामपि न बालः स्यान्न स्त्री नैको न कूटकृत् ।
न बान्धवो न चारातिर्ब्रूयुस्ते साक्ष्यमन्यथा ॥१९०॥

बालोऽज्ञानादसत्यात्स्त्री पापाभ्यासाच्चकूटकृत् ।
विब्रुयाद्बान्धवः स्नेहाद्वैरनिर्यातनादरिः ॥१९१ ॥

उभयानुमतो यः स्याद्द्वयोर्विवदमानयोः ।
असाक्षिकोऽपि साक्षित्वे प्रष्टव्यः स्यात् स संसदि ॥१९२॥

यस्त्वात्मदोषभिन्नत्वादस्वस्थ इव लक्ष्यते ।
स्थानात् स्थानान्तरं गच्छेदेकैकं चानुधावति ॥१९३॥

क्रामत्यनिभृतोऽकस्मादभीक्ष्णं निश्वसत्यपि ।
भूमिं लिखति पादाभ्यां बाहु वासोधुनोति च ॥१९४॥

भिद्यते मुखवर्णोऽस्य ललाटं स्विद्यते तथा ।
शोषमागच्छतश्चोष्ठावूर्द्धं तिर्यक् च वीक्षते १९५॥

त्वरमाण इवाकस्मादपृष्टो बहुभाषते ।
कूटसाक्षी स विज्ञेयस्तं पापं विनयेन्नृपः ॥१९६॥

श्रावयित्वा तथान्येभ्यः साक्षित्वं यो विनिह्नते ।
स विनयो भृशतरं कूटसाक्ष्यधिको हि सः ॥१९७॥

आहूयः साक्षिणः पृच्छेन्नियम्य शपथैर्भृशम् ।
समस्तान्विदिताचारान्विज्ञातार्थान्पृथक पृथक् ॥१९८॥

सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः ।
गोवीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं सर्वैस्तु पातकैः ॥१९९॥

पुराणैर्धर्मवचनैः सत्यमाहात्म्यकीर्तनैः ।
अनृतस्यापवादैश्च भृशमुत्रासयेदिमान् ॥२०० ॥

नग्नो मुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः ।
अन्धः शत्रुगृहं गच्छेद् यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥२०१॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नग्नो मुण्डः कपालेन परद्वारे वुभुक्षितः।
अमित्रान्भूयशः पश्येद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥२०२॥

यां रात्रिमधिविन्ना स्त्री यां चैवाक्षपराजितः।
यां च भाराभितप्ताङ्गो दुर्विवक्ता स तां वसेत् ॥२०३॥

साक्षी साक्ष्ये समुद्दिशन् गोकर्णशिथिलं वचः।
सहस्रं वारुणान् पाशान् भुंक्ते स बन्धनाद्ध्रुवम् ॥२०४॥

तस्य वर्षशते पूर्णे पाश एव प्रमुच्यते।
तदा पाशाद्विनिर्मुक्तः स्त्री सम्भवति मानवः ॥२०५॥

एवं सम्बन्धनात्तस्मान्मुच्यते नियताच्च सः।
पशुगोऽश्वपुरुषाणां हिरण्यं भूर्यथाक्रमम् ॥२०६॥

यावतो बान्धवांस्तस्मिन् हन्ति साक्ष्येऽनृतं वदन्।
तावतः सम्प्रवक्ष्यामि शृणु सौम्यानुपूर्वशः ॥२०७॥

पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते।
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥२०८॥

हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यर्थेऽनृतं वदन्।
सर्वं भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः ॥२०९॥

एकमेवाद्वितीयं तत् प्राहुः पावनमात्मनः।
सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥२१०॥

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्।
अश्वमेध्सहस्रात्तु सत्यमेव विशिष्यते ॥२११॥

वरं कूपशताद्वापी वरं वापीशतात् क्रतुः।
वरं क्रतुशतात् पुत्रः सत्यं पुत्रशताद्वरम् ॥२१२॥

भूर्धारयति सत्येन सत्येनोदेति भास्करः।
सत्येन वायुः प्लवते सत्येनापः श्रवन्ति च ॥२१३॥

सत्यमेव परं दानं सत्यमेव परं तपः।
सत्यमेव परो धर्मो लोकानामिति नः श्रुतम् ॥२१४॥

सत्यं देवाः समासेन मनुष्यास्त्वनृतं स्मृतम्।
इहैव तस्य देवत्वं यस्य सत्ये स्थिता मतिः ॥२१५॥

सत्यं ब्रुह्यनृतं त्यक्त्वा सत्येन स्वर्गमेष्यसि।
उक्त्वानृतं महाघोरं नरकं प्रतिपत्स्यसे ॥२१६॥

नरकेषु च ते शश्वज्जिह्वामुत्कृत्य दारुणाः।
असिभिः शातयिष्यन्ति बलिनो यमकिङ्कराः ॥२१७॥

शूलैर्भेत्स्यन्ति चाक्रम्य क्रोशन्तमपरायणम्।
अवस्थितं समुत्कृत्य क्षेप्स्यन्ति त्वां हुताशने ॥२१८॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अनुभूय च तास्तीव्राश्चिरं नरकवेदनाः।
इह यास्यसि पापासु गृधूकाकादियोनिषु ॥२१९॥

ज्ञात्वैताननृते दोषां ज्ञात्वा सत्ये च सद्गुणान्।
सत्यं वदोद्धरात्मानं नात्मानं पातय स्वयम् ॥२२०॥

न बान्धवा न सुहृदो न धनानि महान्त्यपि।
अलं धारयितुं शक्तास्तमस्युग्रे निमज्जतः ॥२२१॥

पितरस्त्ववलम्बन्ते त्वयि साक्षित्वमागते।
तारयिष्यति किं तस्मात् किं चायं पातयिष्यति ॥२२२॥

सत्यमात्मा मनुष्यस्य सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्।
सत्यमुक्त्वात्मनात्मानं श्रेयसा संनियोजय ॥२२३॥

यस्यां रात्रावजनिष्ठा यस्यां रात्रौ मरिष्यसि।
वृथा तदन्तरं तुभ्यं साक्ष्यं चेदन्यथा कृथाः ॥२२४॥

ब्रह्मघ्नस्य तु ये लोका ये च स्त्रीबालघातिनाम्।
ये च लोकाः कृतघ्नस्य ते ते स्युर्ब्रुवतो वृथा ॥२२५॥

नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम्।
साक्षिधर्मे विशेषेण सत्यमेव वदेत्ततः ॥२२६॥

[पुराणोक्तौ द्वौ श्लोकौ भवतः।]

यः परार्थे प्रहिणुयात् स्वां वाचं पुरुषाधमः।
आत्मार्थे किं न कुर्यात् स पापो नरकनिर्भयः।२२७॥

वाच्यर्था नियताः सर्वे वांमूला वाग्विनिश्रिताः।
यो हि तां स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥२२८॥

साक्षिविप्रतिपत्तौ तु प्रमाणं बहवो यतः।
तत्साम्ये शुचयो ग्राह्यास्तत्साम्ये स्मृतिमत्तरा ॥२२९॥

स्मृतिमत्साक्षिसाम्यं तु विवादे यत्र दृश्यते।
सूक्ष्मत्वात् साक्षिधर्मस्य साक्ष्यं व्यावर्तते ततः ॥२३०॥

स्वसाक्षिवर्जितो यस्तु दैवद्वादी कथंचन।
उद्धारं तस्य नेच्छन्ति दिव्येनापि मनीषिणः ॥२३१॥

निर्दिष्टेष्वर्थजातेषु साक्षी चेत् साक्ष्य आगते।
न ब्रुयादक्षरसमं न तन्निगदितं भवेत् ॥२३२॥

देशकालवयोद्रव्यप्रमाणाकृतिजातिषु।
यत्र विप्रतिपत्तिः स्यात् साक्ष्यं तदपि चान्यथा ॥२३३॥

ऊनं वाप्यधिकं वार्थं प्रब्रुयुर्यत्र साक्षिणः।
तदप्यनुक्तं विज्ञेयमेष साक्ष्यविधिः स्मृतः ॥२३४॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रमादाद्धनिनो यत्र न स्याल्लेख्यं न साक्षिणः।
अर्थं चापह्नते वादी तत्रोक्तस्त्रिविधो विधिः ॥२३५॥

चोदना प्रतिकालं च युक्तिलेशस्तथैव च।
तृतीयः शपथः प्रोक्तस्तैरेनं साधयेत् क्रमात् ॥२३६॥

अभीक्ष्णं चोद्यमानो यः प्रतिहन्यान्न तद्वचः।
त्रिश्चतुः पञ्चकृत्वो वा परतोऽर्थं स दापयेत् ॥२३७॥

चोदनाप्रतिघाते तु युक्तिलेशैस्तमन्वियात्।
देशकालार्थसम्बन्धपरिमाणक्रियादिभिः ॥२३८॥

युक्तिष्वप्यसमर्थासु शपथैरेनमर्दयेत्।
देशकालबलापेक्षमग्न्यम्बुसुकृतादिभिः ॥२३९॥

यमन्तर्धारयन्त्यापो दीप्तोऽग्निर्न दहत्यपि(१)।
शाययत्यभिशापं तं किल्विषी स्यादतोऽन्यथा ॥२४०॥

अरण्ये निर्जने रात्रावन्तर्वेश्मनि साहसे।
न्यासस्यापह्नवे चैव दिव्या सम्भवति क्रिया ॥२४१॥

स्त्रीणां शीलाभियोगेषु स्तेयसाहसयोरपि।
एष एव विधिर्दृष्टः सर्वार्थापह्नवेषु च ॥२४२॥

शपथा ह्यपि देवानामृषीणामपि च स्मृताः।
वसिष्ठः शपथं शेपे यातु धानेन शङ्कितः ॥२४३॥

सप्तर्षयस्तथेन्द्रेण पुष्करार्थेन शङ्किताः।
शेपुः शपथमव्यग्राः परस्परविशुद्धये ॥२४४॥

अयुक्तं साहसं कृत्वा प्रत्यापत्तिं भजेत यः।
ब्रूयात् स्वयं वा सदिति तस्यार्धविनयः स्मृतः ॥२४५॥

गूहमानस्तु वैचित्र्याद्यदि पापः स जीयते।
सभ्यास्तस्य न तुष्यन्ति तीव्रो दण्डश्च पात्यते ॥२४६॥

यदा साक्षी न विद्येत विवादे वदतां नृणाम्।
तदा दिव्यैः परीक्षेत शपथैश्च पृथग्विधैः ॥२४७॥

सत्यं वाहनशस्त्राणि गोविजकणकादि च।
देवतापितृपादाश्च दत्ताणि सुकृतानि च ॥२४८॥

महापराधे दिव्यानि दापयेत्तु महीपतिः।
अल्पेषु तु नृपश्रेष्ठः शपथैः श्रावयेन्नरम् ॥२४९॥

इत्येते शपथाः प्रोक्ता मनुना स्वल्पकारणे।
पातकेष्टाभियोगे च विधिर्दिव्यः प्रकीर्तितः ॥२५०॥

सन्दिग्धेऽर्थेऽभियुक्तानां प्रच्छन्नेषु विशेषतः।
दैवं पञ्चविधं ज्ञेयमित्याह भगवान्मनुः ॥२५१॥

(१) 'दहत्येव' এই পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धटोऽग्निरुदकं चैव विषं कोशश्च पञ्चमः।
उक्तान्येतानि दिव्यानि विशुद्धर्थं महात्मनाम् ॥२५२॥

सन्दिग्धेऽर्थेऽभियुक्तानां विशुद्धर्थं दुरात्मनाम्।
प्रोक्तानि नारदेनेह सत्यानृतविशुद्धये ॥२५३॥

वर्षासु वह्निरित्युक्तः शिशिरे तु घटः स्मृतः।
ग्रीष्मे सलिलमित्युक्तं विषं काले तु शीतले ॥२५४॥

नार्तानां तोयशुद्धिः स्यान्न विषं पित्तरोगिणाम्।
श्वित्र्यन्धकुनखानां च नाग्निशुद्धिर्विधीयते ॥२५५॥

सव्रतानां भृशार्तानां व्याधितानां तपस्विनाम्।
स्त्रीणां च न भवेद्दिव्यं यदि धर्मस्त्ववेक्षते ॥२५६॥

शिरोवर्ती यदा न स्यात्तदा दिव्यं न दीयते।
कारणैः सहितं प्रोक्तं न दिव्यं चार्थिनान्नृणाम् ॥२५७॥

तत् प्राज्ञेन विनीतेन धार्मिकेन विजानता।
उभयानुमते देयं दिव्यं सर्वं प्रयत्नतः ॥२५८॥

न शीते तोयशुद्धिः स्यान्नोष्णकालेऽग्निशोधनम्।
न प्रावृषि विषं दद्यात् प्रवाते न तुलां नृणाम् ॥२५९॥

विचार्य धर्मनिपुणैः सर्वधर्मविशारदैः।
इदं सर्वर्तुकं प्रोक्तं पण्डितैर्धटधारणम् ॥२६०॥

हस्तद्वयं तु निखेयमुक्तं मुण्डकयोः सदा।
षड्धस्तं तु तयोर्दृष्टं प्रमाणं परिणाहतः ॥२६१॥

चतुर्हस्ता धटतुला पादौचापि प्रकीर्तितौ।
पादयोरन्तरं हस्तो भवेदध्यर्धमेव च ॥२६२॥

ऋज्वी धटतुला कार्या खादिरी तैन्दुकापि वा।
चतुरस्रा त्रिभिः स्थानैर्धटकर्कटकादिभिः ॥२६३॥

खादिरं कारयेत्तं च निर्व्रणं शुष्कवर्जितम्।
शांशपं तदभावे तु शालं वा कोटरैर्विना ॥२६४॥

एवं विधानि काष्ठानि धटार्थे परिकल्पयेत्।
सभाराजकुलद्वारे सुरायतनचत्वरे ॥२६५॥

निखेयोनिश्चलः कार्यो गन्धमाल्यानुलेपनः।
दध्यक्षतहविर्गन्धकृतपावनमङ्गलः ॥२६६॥

रक्षार्थमाहूतैर्लोके लोकपालैरधिष्ठितः।
सर्वदा स तु देयः स्यात् सर्वलोकस्य पश्यतः ॥२६७॥

अहोरात्रोषिते स्नाते आर्द्रवाससि मानवे।
पूर्वाह्णे सर्वदिव्यानां प्रदानमनुकीर्तितम् ॥२६८॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शिरोपस्थायिनि नरे अभियोक्तर्युपस्थिते ।
दिव्यप्रदानं विहितमन्यत्र नृपहिंसनात् ॥२६९॥

अशिरांस्यपि दिव्यानि राजा भृत्येषु दापयेत् ।
अभियोगाभियुक्तानामन्येषां तु यथाक्रमम् ॥२७०॥

शिक्यद्वयं समासज्य धटकर्कटयोर्दृढम् ।
एकत्र शिक्ये पुरुषमन्यत्र तुलयेच्छिलाम् ॥२७१॥

धारयेदुत्तरे पार्श्वे पुरुषं दक्षिणे शिलाम् ।
पिटिकां पूरयेत्तस्मिन्निष्टकालोष्टपांशुभिः ॥२७२॥

प्रथमारोपणे ग्राह्यं प्रमाणं निपुणैः सह ।
तुलाशिलाभ्यां तुल्यं च तोरणं न्यस्तलक्षणम् ॥२७३॥

सुवर्णकारा वणिजः कुशलाः कांस्यकारकाः ।
अवेक्षेरन्धटतुलां तुलाधारणकोविदाः ॥२७४॥

तुलयित्वा नरं पूर्वं चिह्नं कृत्वा धटस्य च ।
कक्षास्थाने यदा तुल्यमवतार्यं ततो धटात् ॥२७५॥

समयैः परिगृह्याथ पुनरारोपयेन्नरम् ।
निर्वाते वृष्टिरहिते शिरस्यारोप्य पत्रकम् ॥२७६॥

तस्मिन्नेव समारूढे धृत्वा कक्षां द्विजो वदेत् ।
धर्मपर्यायवचनैर्धट इत्यभिधीयसे ॥२७७॥

त्वं वेत्सि सर्वभूतानां पापानि सुकृतानि च ।
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानवस्तुल्यते त्वया ॥२७८॥

देवासुरमनुष्याणां सत्ये त्वमतिरिच्यसे ।
[त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवैर्विनिर्मिता ॥२७९॥

तत्सत्यं वद कल्याणि संशयान्मां विमोचय ।
यद्यहं पापकर्मास्मि तदा त्वं मामधो नय ॥२८०॥

शुद्धं चैव विजानासि तत ऊर्ध्वं गृहाण माम् ।]
तदेनं संशयारूढं धर्मतस्त्रातुमर्हसि ॥२८१॥

इत्यादि कृतश्रावणं लोकपालैः सुरैश्च वै ।
पुरुषं पुनरारूढं समुद्धृत्य निरीक्षयेत् ॥२८२॥

तुलितो यदि वर्धेत स शुद्धः स्यान्न संशयः ।
समो वा हीयमानो वा अविशुद्धो भवेन्नरः ॥२८३॥

कक्षाछेदे तुलाभङ्गे धटकर्कटयोस्तथा ।
रज्जुच्छेदेऽक्षभङ्गे च मूर्तितः शुद्धिमादिशेत् ॥२८४॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि विधिमग्नेस्तथोत्तमम् ।
द्वात्रिंशदङ्गुलं प्राहुमण्डलान्मण्डलान्तरम् ॥२८५॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अष्टभिर्मण्डलैरेवमङ्गुलानां शतद्वयम् ।
षट्पञ्चाशत्समधिकं भूमेस्तु परिकल्पना ॥२८६॥

सप्ताश्व्यत्थस्य पत्राणि अभियुक्तस्य हस्तयोः ।
कृत्वा न्यस्येत्तु पत्राणि सप्तभिः सूत्रतन्तुभिः ॥२८७॥

जात्यैव लोहकारो यः कुशलश्चाग्निकर्मणि ।
दृष्टयोगश्चान्यत्रापि तेनायोऽग्नौ प्रतापयेत् ॥२८८॥

अग्निवर्णमयः पिण्डं सस्फुलिङ्गं सुरक्तिकम् ।
पञ्चाशत्पलिकं भूयः कृत्वैवं तं शुचिर्द्विजः ॥२८९॥

तृतीयतापतप्तं तं ब्रूयात् सत्यपुरस्कृतः ।
श्रूयतां मानवो धर्मो लोकपालैरधिष्ठितः ॥२९०॥

त्वमग्ने सर्वदेवानां पवित्रं परमं मुखम् ।
त्वमेतत् सर्वभूतानां हृदिस्थो वेत्सि चेष्टितम् ॥२९१॥

सत्यानृते च जिह्वायास्त्वत्तः समुपजायते ।
वेदादिभिरिदं प्रोक्तं नान्यथा कर्तुमर्हसि ॥२९२॥

अनेनायमिदं प्रोक्तो मिथ्या चेदमथाब्रवीत् ।
सर्वथा च यथा मिथ्या तथाग्निं धारयाम्यहम् ॥२९३॥

एष धारयते च त्वां सत्येनानेन मानवः ।
तदस्य सत्यवाक्यस्य शीतो भव हुताशन ॥
मृषावाक्यस्य पापस्य दह हस्तौ तु शापितः ॥२९४॥

अमुमर्थं च पत्रस्थमभिलिख्य यथार्थतः ।
श्रावितस्यैव तन्मूर्ध्नि तस्य देयं यथाक्रमम् ॥२९५॥

स्नातश्च मण्डलस्थश्च ततः संगृह्य पावकम् ।
स्थित्वैकस्मिन्ततोऽन्यानि व्रजेत् सप्त शनैः शनैः ॥२९६॥

पातयेन्न तमप्राप्य या भूमिः परिकल्पिता ।
अष्टमं मण्डलं गत्वा ततोऽग्निं विसृजेन्नरः ॥२९७॥

यस्तु पातयते त्रासाद्दग्धो वा न विभाव्यते ।
पुनस्तं धारयेदग्निं स्थितिरेव दृढ़ीकृता ॥२९८॥

मण्डलस्य प्रमाणं तु कुर्यात्तत्पद सम्मितम् ।
न मण्डलमतिक्रामेन्नाप्यर्वाक् स्थापयेत् पदम् ॥२९९॥

अनेन विधिना कार्यो हुताशः समयः सदा ।
ऋते ग्रीष्मात् सदा युक्तः कालेऽन्यत्र सुशीतले ॥३००॥

हस्तक्षतेषु सर्वेषु कुर्यात् काकपदानि च ।
तान्येव पुनरवेक्षेद्धस्तौ विन्दुविचित्रितौ ॥३०१॥

यत्पुनर्न विभाव्येते दग्धावेतौ करौ तदा ।
व्रीहीन् प्रगृह यत्नेन सप्त रांस्तु मर्दयेत् ॥३०२॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मर्दितैर्यदि नो दग्धः सभ्यैरेवं विनिश्चितः।
मोच्यः स शुद्धः सत्कृत्य दग्धो दण्ड्यो यथाक्रमम् ॥३०३॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि पानीयविधिमुत्तमम्।
हैमन्तकालादन्यत्र शिशिराच्च यथाक्रमम् ॥३०४॥

नदीषु नातिवेगासु सागरेसु वहेसु च।
ह्रदेषु देवखातेषु तड़ागेषु सरःसु च ॥३०५॥

नातिक्रूरेण धनुषा प्रेषयित्वा शरत्रयम्।
पानीयमज्जनं कार्यं कियत्तच्च विपश्चितः ॥३०६॥

क्रूरं धनुः सप्तशतं मध्यमं षट्शतं स्मृतम्।
मन्दं पञ्चशतं ज्ञेयमेष ज्ञेयो धनुर्विधिः ॥३०७॥

नाभिमात्रे जले स्थाप्यः पुरुषः स्तम्भवद्बली।
तस्योरू संप्रगृह्याथ निमज्जेदभिशस्तवान् ॥३०८॥

शरप्रक्षेपणस्थानाद्युवा जवसमन्वितः।
गच्छेत् परमया शक्त्या यत्र स्यान्मध्यमः शरः ॥३०९॥

मध्यमं तु शरं गृह्य पुरुषोऽन्यस्तथाविधः।
प्रत्यागच्छेत वेगेन यतः स पुरुषो गतः ॥३१०॥

आगतश्च शरग्राही न पश्यति यदा जले।
अन्तर्जलं यदा सम्यक् तदा शुद्धिं विनिर्दिशेत् ॥३११॥

अन्यथा न विशुद्धः स्यादेकाङ्गस्यापि दर्शनात्।
स्थानाद्वान्यत्र गमनाद्यस्मिन् पूर्वं निवेशितः ॥३१२॥

न मज्जनीयं स्त्रीबालं धर्मशास्त्रविशारदैः।
रोगिणश्चापि वृद्धाश्च पुमांसो ये च दुर्बलाः ॥३१३॥

निरुत्साहान् रुजाक्लिष्टानार्तांश्च न निमज्जयेत्।
सद्यो म्रियन्ते मज्जन्तः स्वल्पप्राणा हि ते स्मृताः ॥३१४॥

साहसेनागतानेतान्नैव तोये निमज्जयेत्।
न चापि साधयेदग्निं न विषेण विशोधयेत् ॥३१५॥

सत्यानृतविभागस्य तोयाग्नी स्पष्टकृत्तमौ।
अद्भ्यश्चाग्निरभूद्यस्मात्तस्मात्तोये विशेषतः ॥३१६॥

क्रियते धर्मतत्त्वज्ञैर्दुःषितानां विशोधनम्।
तस्मात् सत्येन भगवञ्जलेश त्रातुमर्हसि ॥३१७॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि विषस्य विधिमुत्तमम्।
यस्मिन् काले यथा प्रोक्तं यादृशं परिकीर्तितम् ॥३१८॥

यावन्मात्रं समुद्दिष्टं धर्मतत्त्वार्थदर्शिभिः।
तुलयित्वा शरत्काले देयमेतद्विमागमे ॥३१९॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नापराह्णे न सन्ध्यायां न मध्याह्ने तु धर्मवित् ।
शरद्ग्रीष्मवसन्तेषु वर्षासु च विवर्जयेत् ॥३२०॥

भग्नं च चारितं चैव धूपितं मिश्रितं तथा ।
कालकूटमलावुं च विषं यत्नेन वर्जयेत् ॥३२१॥

शार्ङ्गं हैमवतं शस्तं वर्णगन्धरसान्वितम् ।
अभिन्नं तत् प्रदातव्यं क्षत्रविट्शूद्रयोनिषु ॥३२२॥

विषस्य पलषड्भागाद्भागो विंशतिमस्तु यः ।
तमष्टभागहीनं तु शोध्ये दद्याद् घृतप्लुतम् ॥३२३॥

वर्षासु षड् यवा मात्रा ग्रीष्मे पञ्च यवाः स्मृताः ।
हेमन्ते सप्त वाष्टौ वा शरद्यस्यापि नेष्यते ॥३२४॥

त्वं विषं ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधर्मव्यवस्थितः ।
शोधयैनं नरं पापात् सत्येनास्यामृतीभव ॥३२५॥

छायानिवेशितो रक्ष्यो दिनशेषमभोजनः ।
विषवेगक्लमातीतः शुद्धोऽसौ मनुरब्रवीत् ॥३२६॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिमुत्तमम् ।
शास्त्रविद्भिर्यथा प्रोक्तं सर्वकालाविरोधि यत् ॥३२७॥

पूर्वाह्णे सोपवासस्य स्नातस्यार्द्रपटस्य च ।
सशूकस्याव्यसनिनः कोशपानं विधीयते ॥३२८॥

यद्भुक्तः सोऽभियुक्तः स्यात्तद्दैवत्यं तु पाययेत् ।
अभ्यर्च्य देवतां स्नाप्य जलस्य प्रसृतित्रयम् ॥३२९॥

सप्ताहाभ्यन्तरे यस्य द्विसप्ताहेन वाशुभम् ।
प्रत्यात्मकं तु दृश्येत सैव तस्य विभावना ॥३३०॥

ऊर्ध्वं यस्य द्विसप्ताहान्महदप्यशुभं भवेत् ।
नाभियोज्यः स केनापि कृतकालव्यतिक्रमात् ॥३३१॥

महापराधे निर्धर्मे कृतघ्ने क्लीवकुत्सिते ।
नास्तिकव्रात्यदासेषु कोशपानं विवर्जयेत् ॥३३२॥

यथोक्तेन विधानेन पञ्च दिव्यानि धर्मवित् ।
दत्त्वा राजाभिशस्तानां प्रेत्य चेह च नन्दति ॥३३३॥

ग्रीष्मे तु सलिलं प्रोक्तं विषं काले सुशीतले ।
ब्राह्मणस्य घटो देयः क्षत्रियस्याग्निरुच्यते ॥३३४॥

वैश्ये तु सलिलं देयं विषं शूद्रे प्रदापयेत् ।
न ब्राह्मणे विषं दद्यान्न लोहं क्षत्रियो हरेत् ॥३३५॥

कोशान्तानि तुलादीनि गुरुष्वर्थेषु दापयेत् ।
शतार्धं दापयेच्छुद्धावशुद्धो दण्डभाग्भवेत् ॥३३६॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि विधिं भक्षणचोदितम् ।
चौर्ये तु तण्डुला देया नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥३३७॥

तण्डुलान् कारयेच्छुक्लाञ्छालेर्नान्यस्य कस्यचित् ।
मृन्मये भाजने कृत्वा भास्करस्याग्रतः शुचिः ॥३३८॥

स्नानोदकेन संपृक्तान् रात्रौ तत्रैव वासयेत् ।
प्रभातायां रजन्यां तु त्रिः कृत्वा प्रांमुखाय च ॥३३९॥

स्नाताय सोपवासाय दद्याद्देवार्चकः स्वयम् ।
स्वयं कार्यं समुद्दिश्य सत्यासत्यपरीक्षणे ॥३४०॥

तण्डुलान् भक्षयित्वा तु पत्रे निष्ठीवयेत्ततः ।
अश्वत्थपत्राभावे तु भूर्जपत्रे ततः स्मृतम् ॥३४१॥

दृश्यते शोणितं यस्य दन्तजालं च सीदति ।
गात्रं च कम्पते यस्य तमशुद्धं विनिर्दिशेत् ॥३४२॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि तप्तमाषकलक्षणम् ।
शुभाशुभपरीक्षार्थं ब्रह्मणाभिहितं स्वयम् ॥३४३॥

सौवर्णे राजते पात्रे आयसे मृन्मयेऽपि वा ।
क्षिप्रं घृतमुपादाय तदग्नौ स्थापयेच्छुचिः॥३४४॥

सौवर्णीं राजसीं ताम्रीमायसीं वा सुशोभिताम् ।
सलिलेनासकृद्धौतां निक्षिपेत्तत्र मुद्रिकाम् ॥३४५॥

भ्रमत् पतितायामन्तः स नः स्पर्शसुभीषणः ।
ततस्त्वनेन मन्त्रेण घृतं तदभिमन्त्रयेत् ॥३४६॥

परं पवित्रममृतं धृतं त्वं यज्ञकर्मसु ।
दहाग्रे यद्ययं पापो हिमशीतं शुचौ भव ॥३४७॥

प्रदेशिन्यक्षता यस्य संस्पृष्टायां परीक्षणे ।
यदि विस्फोटका न स्युः शुद्धोऽसावन्यथा न हि ॥३४८॥

इति नारदीयमहाभाष्ये कल्याणभट्टशोधिते ऋणादानं नाम व्यवहारपदं प्रथमं पञ्चविंशतिसहितं समाप्तम्।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वं द्रव्यं यत्र विश्रम्भान्निक्षिपत्यविशङ्कितः।
निक्षेपो नाम तत्प्रोक्तं व्यवहारपदं वुधैः ॥१॥

कुलजे वृत्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि।
महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निक्षिपेद्बुधः ॥२॥

यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थं यस्य मानवः।
स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥३॥

न चेद्दद्यात्तु निक्षेप्तुस्तद् द्रव्यं तु यथाविधि।
उपसंगृह्य दाप्योऽसौ दिव्यादिभिर्व्यवस्थितः ॥४॥

अन्यद्रव्यव्यवहितं द्रव्यमव्याहृतं च यत्।
निक्षिप्यते परगृहे तदौपनिधिकं स्मृतम् ॥५॥

स पुनर्द्विविधः प्रोक्तः साक्षिमानितरस्तथा।
प्रतिदानं तथैवास्य प्रत्ययः स्याद्विपर्यये ॥६॥

याच्यमानस्तु यो दात्रा निक्षेपं न प्रयच्छति।
दण्ड्यः स राज्ञा दुष्टात्मा नष्टे दाप्यश्च तत्सममं ॥७॥

यं चार्थं साधयेत्तेन निक्षेप्तुरननुज्ञया।
तत्रापि दण्ड्यः स भवेद्दाप्यस्तच्चापि सोदयम् ॥८॥

ग्रहीतुः सह योऽर्थेन नष्टो नष्टः स दायिनः।
दैवराजकृते तद्वन्न चेत्तज्जिह्मकारितम् ॥९॥

स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे।
न स राज्ञाभियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः ॥१०॥

अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम्।
विचार्य तस्य वा वृत्तं साम्नैव परिशोधयेत् ॥११॥

चोरैर्हृतं जले मग्नमग्निना दग्धमेव च।
न दद्याद् यदि तस्मात् स न संहरति किंचन ॥१२॥

यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते।
तावुभौ चौरवच्छास्यौ दण्डं दाप्यौ च तत्समम् ॥१३॥

एष एव विधिर्दृष्टो याचितान्वाहितादिषु।
शिल्पे चोपनिधौ न्यासे प्रतिन्यासे तथैव च ॥१४॥

प्रतिगृह्णाति पोगण्डं यश्च सप्रधनं नरः।
तस्याप्येष भवेद्धर्मः षड्ऐते विधयः समाः ॥१५॥

इति नारदीयषड्व्यवहारपदभेदसहितमुपनिधिर्नाम द्वितीयं व्यवहारपदं समाप्तम्।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वणिक्प्रभृतयो यत्र कर्म सम्भूय कुर्वते।
तत्सम्भूयसमुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम् ॥१॥

फलहेतोरुपायेन कर्म सम्भूय कुर्वताम्।
आधारभूतः प्रक्षेपस्तेनोत्तिष्ठेयुरंशतः ॥२॥

समोऽतिरिक्तो हीनो वा तत्रांशो यस्य यादृशः।
क्षयव्ययौ तथा वृद्धिस्तत्र तस्य तथाविधाः ॥३॥

भाण्डपिण्डव्ययोद्धारभारसारान्ववेक्षणम्।
कुर्युस्तेऽव्यभिचारेण समये स्वे व्यवस्थिताः ॥४॥

प्रमादान्नाशितं दाप्यः प्रतिषिद्धकृतं च यत्।
असंदिष्टश्च यत् कुर्यात् सर्वसम्भूयकारिभिः ॥५॥

दैवतस्कर राजभ्यो व्यसने समुपस्थिते।
यस्तत्स्वशक्त्या रक्षेत तस्यांशो दशमः स्मृतः ॥६॥

एकस्य चेत् स्याद् व्यसनं दायादोऽस्य तदाप्नुयात्।
अन्यो वासति दायादे शक्ताश्चेत् सर्व एव वा ॥७॥

ऋत्विजां व्यसनेऽप्येवमन्यस्तत्कर्म निस्तरेत्।
लभेत दक्षिणाभागं स तस्मात् संप्रकल्पितम् ॥८॥

ऋत्विग्याज्यमदुष्टं यस्त्यजेदनपकारिणम्।
अदुष्टं वर्त्विजं याज्यो विनेयौ तावुभावपि ॥९॥

ऋत्विक् तु त्रिविधो दृष्टः पूर्वजुष्टः स्वयं कृतः।
यदृच्छया च यः कुर्यादार्त्विज्यं प्रीतिपूर्वकम् ॥१०॥

क्रमागतेष्वष धर्मो वृतेष्वृत्विक्षु च स्वयम्।
यादृच्छिकेषु याज्यस्य तत्त्यागे नास्ति किल्विषम् ॥११॥

शुल्कस्थानं वणिक् प्राप्तः शुल्कं दद्याद् यथोदितम्।
न तद्व्यतिहरेद्राज्ञो बलिरेष प्रकीर्तितः ॥१२॥

शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी।
मिथ्योक्त्वा च परिमाणं दाप्योऽष्टगुणमत्ययम् ॥१३॥

सदा श्रोत्रियवर्ज्याणि शुल्कान्याहुः प्रजानता।
गृहोपयोगि यच्चैषां न तु वाणिज्यकर्मणि ॥१४॥

प्रतिग्रहो द्विजातीनां धनं रज्ञोपर्जीविनाम्।
स्कन्धवाहं च यद् द्रव्यं न तद्युक्तं प्रदापयेत् ॥१५॥

कश्चिच्चेत् सञ्चरन्देशान् प्रेयादभ्यागतो वणिक्।
राजास्य भाण्डं रक्षेत यावद्दायाददर्शनम् ॥१६॥

दायादेऽसति बन्धुभ्यो ज्ञातिभ्यो वा समर्पयेत्।
तदभावे सुगुप्तं तद्धारयेद्दशतीः समाः ॥१७॥

अस्वामिकमदापादं दशवर्षस्थितं ततः।
राजा तदात्मसात्कुर्यादेवं धर्मो न हीयते ॥१८॥

इति सम्भूयसमुत्थाने शौल्किकभेदस्तृतीयः। समाप्तं चैतत्सम्भूयसमुत्थानं तृतीयं व्यवहारपदम्।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दत्त्वा द्रव्यमसम्यग् यः पुनरादातुमिच्छति ।
दत्ताप्रदानिकं नाम तद्विवादपदं स्मृतम् ॥१॥

अदेयमथ देयं च दत्तं चादत्तमेव च ।
व्यवहारेषु विज्ञेयो दानमार्गश्चतुर्विधः ॥२॥

तत्रेहाष्टावदेयानि देयमेकविधं स्मृतम् ।
दत्तं सप्तविधं ज्ञेयमदत्तं षोड़शात्मकम् ॥३॥

अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत् ।
निक्षेपः पुत्रदारं च सर्वस्वं चान्वये सति ॥४॥

आपत्स्वपि हि कष्टासु वर्तमानेन देहिना ।
अदेयान्याहुराचार्या यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम् ॥५॥

कुटुम्बभरणाद् द्रव्यं यत्किञ्चिदतिरिच्यते ।
तद्देयमपहृत्यान्यत् कुटुम्बी दोषमाप्नुयात् ॥६॥

यस्य त्रैवार्षिकं वित्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये ।
अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥७॥

पण्यमूल्यं भूतिस्तुष्ट्या स्नेहात् प्रत्युपकारतः ।
स्त्रीभक्त्यनुग्रहार्थं च दत्तं सप्तविधं स्मृतम् ॥८॥

अदत्तं तु भयक्रोधद्वेषशोकरुगन्वितैः ।
तथोत्कोचपरीहासव्यत्यासच्छलयोगतः ॥९॥

बालमूढ़ास्वतन्त्रार्तमत्तोन्मत्तापवर्जितम् ।
कर्ता ममायं कर्मेति प्रतिलाभेच्छया च यत् ॥१०॥

अपात्रे पात्रमित्युक्ते कार्ये वा धर्मसंहिते ।
यद्दत्तं स्यादविज्ञानाददत्तं तदपि स्मृतम् ॥११॥

गृह्णात्यदत्तं यो लोभाद् यश्चादेयं प्रयच्छति ।
अदेयदायको दण्ड्यस्तथादत्तप्रतीच्छकः ॥१२॥

इति नारदीयसंहिताया दत्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदं चतुर्थं चतुर्भेदम् ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अभ्युपेत्य च शुश्रूषां यस्तां न प्रतिपद्यते ।
अशुश्रूषाभ्युपेत्यैतद्विवादपदमुच्यते ॥१॥

शुश्रूषकः पञ्चविधः शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः ।
चतुर्विधः कर्मकरस्तेषां दासास्त्रिपञ्चकाः ॥२॥

शिष्यान्तेवासिभृतकाश्चतुर्थस्त्वधिकर्मकृत् ।
एते कर्मकरा ज्ञेया दासास्तु गृहजादयः ॥३॥

सामान्यमस्वत्वन्त्रत्वमेषामाहुर्मनीषिणः ।
जातिकर्मकृतश्चोक्तो विशेषो वृत्तिरेव च ॥४॥

कर्मापि द्विविधं ज्ञेयमशुभं शुभमेव च ।
अशुभं दासकर्मोक्तं शुभं कर्मकृतां स्मृतम् ॥५॥

गृहद्वाराशुचिस्थानरथ्यावस्करशोधनम् ।
गुह्याङ्गस्पर्शनोच्छिष्टविन्मूत्रग्रहणोज्झनम् ॥६॥

इष्टतः स्वामिनश्चाङ्गैरुपस्थानमथोऽन्ततः ।
अशुभं कर्म विज्ञेयं शुभमन्यदतः परम् ॥७॥

आ विद्याग्रहणाच्छिष्यः शुश्रूषेत् प्रयतो गुरुम् ।
तद्वृत्तिर्गुरुदारेषु गुरुपुत्रे तथैव च ॥८॥

ब्रह्मचारी चरेद्भैक्षमधःशाय्यनलङ्कृतः ।
जघन्यशायी सर्वेषां पूर्वोत्थायी गुरोर्गृहे ॥९॥

नासंदिष्टः प्रतिष्ठेत तिष्ठेद्वा गुरुणा क्वचित् ।
संदिष्टः प्रतिकुर्वीत शक्तश्चेदविचारयन् ॥१०॥

यथाकालमधीयीत यावन्न विमना गुरुः ।
आसीनोऽधो गुरोः पार्श्वे फलके वा समाहितः ॥११॥

स्रोतोवहेव सर्वत्र विद्या निम्नानुसारिणी ।
निम्नवर्ती भवेत्तस्मात्तदर्थी सर्वदा गुरोः ॥१२॥

अनुशास्यश्च गुरुणा न चेदनुविधीयते ।
अविधिनाथवा वद्ध्वा रज्ज्वा वेणुदलेन वा ॥१३॥

दृशं न ताड़येदेनं नोत्तमाङ्गे न वक्षसि ।
अनुशास्याथ विश्वास्यः शास्यो राज्ञान्यथागुरुः ॥१४॥

समावृत्तश्च गुरवे प्रदाय गुरुदक्षिणाम् ।
प्रतीयात् स्वगृहानेषा शिष्यवृत्तिरुदाहृता ॥१५॥

स्वशिल्पमिच्छन्नाहर्तुं बान्धवानामनुज्ञया ।
आचार्यस्य वसेदन्ते कालं कृत्वा सुनिश्चितम् ॥१६॥

आचार्यः शिक्षयेदेनं स्वगृहे दत्तभोजनम् ।
न चान्यत् कारयेत् कर्म पुत्रवच्चैनमाचरेत् ॥१७॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शिक्षयन्तमदुष्टं य आचार्यः संपरित्यजेत् ।
वलाद्वासयितव्यः स्याद्वधबन्धौ च सोऽर्हति ।।१८।।

शिक्षितोऽपि कृतं कालमन्तेवासी समाप्नुयात् ।
तत्र कर्म च यत् कुर्यादाचार्यस्यैव तत् फलम् ।।१९।।

गृहीतशिल्पः समये कृत्वाचार्यप्रदक्षिणम् ।
शक्तितश्चानुमान्यैनमन्तेवासी निवर्तते ।।२०।।

वेतनं वा यदि कृतं ज्ञात्वा शिष्यस्य कौशलम् ।
अन्तेवासी समादद्यान्न चान्यस्य गृहे वसेत् ।।२१।।

भृतकस्त्रिविधो ज्ञेय उत्तमो मध्यमोऽधमः ।
शक्तिभक्त्यनुरूपा स्यादेषां कर्माश्रया भृतिः ।।२२।।

उत्तमस्त्वायुधीयोऽत्र मध्यमस्तु कृषीवलः ।
अधमो भारवाहः स इत्येष त्रिविधो भृतः ।।२३।।

अर्थेष्वधिकृतो यः स्यात् कुटुम्बस्य तथोपरि ।
सोऽपि कर्मकरो ज्ञेयः स च कौटुम्बिकः स्मृतः ।।२४।।

शुभकर्मकरास्त्वेते चत्वारः समुदाहृताः ।
जघन्यकर्मभाजस्तु शेषा दासास्त्रिपञ्चकाः ।।२५।।

गृहे जातस्तथा क्रीतो लब्धो दायादुपागतः ।
अनाकालभृतो लोके आहितः स्वामिना च यः ।।२६।।

मोक्षितो महतश्चर्णात् प्राप्तो युद्धात् पणे जितः ।
तवाहमित्युपगतः प्रव्रज्यावसितः कृतः ।।२७।।

भक्तदासश्च विज्ञेयस्तथैव वड़वाहृतः ।
विक्रेता चात्मनः शास्त्रे दासाः पञ्चदश स्मृताः ।।२८।।

तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दासत्वान्न विमुच्यते ।
प्रसादाद्धनिनोऽन्यत्र दास्यमेषां क्रमागतम् ।।२९।।

यश्चैषां स्वामिनं कश्चिन्मोक्षयेत् प्राणसंशयात् ।
दासत्वात् स विमुच्येत पुत्रभागं लभेत च ।।३०।।

अनाकालभृतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत् ।
संभक्षितं यद्दुर्भिक्षे न तच्छुध्येत कर्मणा ।।३१।।

आहितोऽपि धनं दत्त्वा स्वामी यद्येनमुद्धरेत् ।
अथोपगमयेदेनं स विक्रीतादनन्तरः ।।३२।।

ऋणं तु सोदयं दत्त्वा ऋणी दास्यात् प्रमुच्यते ।
कृतकालव्यपगमात् कृतकोऽपि विमुच्यते ।।३३।।

तवाहमित्युपगतो ध्वजप्राप्तः पणार्जितः ।
प्रतिशीर्षप्रदानेन मुच्यते तुल्यकर्मणा ।।३४।।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्ञामेव तु दासः स्यात् प्रव्रज्यावसितो नरः।
न तस्य विप्रमोक्षोऽस्ति न विशुद्धिः कथंचन ॥३५॥

भक्तस्योपेक्षणात् सद्यो भक्तदासः प्रमुच्यते।
निग्रहाद्वडवानां तु मुच्यते वडवाहृतः ॥३६॥

विक्रीणीते य आत्मानं स्वतन्त्रः सन्नराधमः।
स जघन्यतरस्तेषां नैव दास्यात् प्रमुच्यते ॥३७॥

चौरापहृतविक्रीता ये च दासीकृता बलात्।
राज्ञा मोक्षयितव्यास्ते दासत्वं तेषु नेष्यते ॥३८॥

वर्णानां प्रातिलोम्येन दासत्वं न विधीयते।
स्वधर्मत्यागिनोऽन्यत्र दारवद्दासता मता ॥३९॥

तवाहमिति चात्मानं योऽस्वतन्त्रः प्रयच्छति।
न स तं प्राप्नुयात् कामं पूर्वस्वामी लभेत तम् ॥४०॥

अधनास्त्रय एवोक्ता भार्या दासस्तथा सुतः।
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम् ॥४१॥

स्वदासमिच्छेद्यः कर्तुमदासं प्रीतमानसः।
स्कन्धादादाय तस्यासौ भिन्दयात् कुम्भं सहाम्भसा ॥४२॥

साक्षताभिः सपुष्पाभिर्मूर्धन्यद्भिरवाकिरेत्।
अदास इति चोक्त्वा त्रिः प्रांमुखं तमथोत्सृजेत् ॥४३॥

इति नारदीयधर्मशास्त्रेऽशुश्रूषाभ्युपेत्य नाम पञ्चमं व्यवहारपदं समाप्तम्।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भृतानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिक्रमः ।
वेतनस्यानपाकर्म तद्विवादपदं स्मृतम् ॥१॥

भृताय वेतनं दद्यात् कर्मस्वामी यथाक्रमम् ।
आदौ मध्येऽवसाने वा कर्मणो यद्विनिश्चितम् ॥२॥

भृतावनिश्चितायां तु दशभागं समाप्नुयुः ।
लाभगोवीजशस्यानां वणिग्गोपकृषीवलाः ॥ ३॥

क्रियोपकरणं चैषां क्रियां यत्प्रत्युदाहृतम् ।
तत्स्वभावेन कुर्वीत न जिह्मेन समाचरेत् ॥४॥

कर्माकुर्वन् प्रतिश्रुत्य कार्यो दत्त्वा भृतिं बलात् ।
भृतिं गृहीत्वा कुर्वाणो द्विगुणां भृतिमावहेत् ॥५॥

भृतिषड्भागमादद्यात् पण्यं युग्यकुतं त्यजन् ।
अददत् कारयित्वा तु सोदयां भृतिमावहेत् ॥६॥

अनयन् भाटयित्वा तु भाण्डवान् यानवाहने ।
दाप्यो भृतिचतुर्भागं सममर्धपथे त्यजन् ॥७॥

अनयन्वाहकोऽप्येवं भृतिहानिमवाप्नुयात् ।
द्विगुणां तु भृतिं दाप्यः प्रस्थाने विघ्नमाचरन् ॥८॥

भाण्डं व्यसनमागच्छेद्यदि वाहकदोषतः ।
स दाप्यो यत्प्रणष्टं स्याद्दैवराजकृतादृते ॥९॥

गवां शताद्वत्सतरी धेनुः स्याद्द्विशताद्भृतिः ।
प्रति सम्वत्सरं गोपे संदोहश्चाष्टमेऽहनि ॥१०॥

उपानयति या गोपः प्रत्यहं रजनीक्षये ।
चीर्णाः प्रीताश्च ता गोपः सायाह्ने प्रत्युपानयेत् ॥११॥

सा चेद् गौर्व्यसनं गच्छेद्व्यायच्छेत्तत्र शक्तितः ।
अशक्तस्तूर्णमागम्य स्वामिने तन्निवेदयेत् ॥१२॥

अव्यायच्छन्नविक्रोशन् स्वामिने चानिवेदयन् ।
वोढुमर्हति गोपस्तां विनयं चापि राजनि ॥१३॥

नष्टविनष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम् ।
हीनं पुरुषकारेण पालएव निपातयेत् ॥१४॥

अजाविके तथारुद्धे वृकैः पाले त्वनायति ।
यां प्रसह्य वृको हन्यात् पाले तत् किल्विषं भवेत् ॥१५॥

विघुष्यापहृतं चौरैर्न पालो दातुमर्हति ।
यदि देशे च काले च स्वामिनश्चापि शंसति ॥१६॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अनेन सर्वपालानां विवादः समुदाहृतः ।
मृतेषु च विशुद्धिः स्याद्बालशृङ्गादिदर्शनात् ॥१७॥

शुल्कं गृहीत्वा पण्यस्त्री नेच्छन्ती द्विस्तदाप्नुयात् ।
अप्रयच्छंस्तदा शुल्कमनुभूय पुमान् स्त्रियम् ॥१८॥

अयोनौ वा समाक्रामेद्बहुभिर्वापि वासयेत् ।
शुल्कं सोऽष्टगुणं दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥१९॥

पराजिरे गृहं कृत्वा स्तोमं दत्त्वा वसेत्तु यः ।
स तद्गृहीत्वा निर्गच्छेत्तृणकाष्ठेष्टकादिकम् ॥२०॥

स्तोमं विना वसित्वा तु परभूमावनिच्छतः ।
निर्गच्छंस्तृणकाष्ठानि न गृह्णीयात् कदाचन ॥२१॥

स्तोमवाहीनि भाण्डानि पूर्णकालान्युपानयेत् ।
ग्रहीतुरा भवेद्भग्नं नष्टं चान्यत्र संप्लवात् ॥२२॥

इति नारदीयधर्मशास्त्रे वेतनस्यानपाकर्मेति षष्ठं व्यवहारपदम् ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं लब्धापहृत्य वा ।
विक्रीयतेऽसमक्षं यद्विज्ञेयोऽस्वामिविक्रयः ॥१॥

द्रव्यमस्वामिविक्रीतं प्राप्य स्वामी समाप्नुयात् ।
प्रकाशविक्रये शुद्धिः क्रेतुः स्तेयं रहः क्रमात् ॥२॥

अस्वाम्यनुमताद्दासादसतश्च जनाद्रहः ।
हीनमूल्यमवेलायां क्रीणंस्तद्दोषभाग् भवेत् ॥३॥

न गूहेतागमं क्रेता शुद्धिस्तस्य तदागमात् ।
विपर्यये तुल्यदोषः स्तेयदण्डं च सोऽर्हति ॥४॥

विक्रेता स्वामिनेऽर्थं स्वं क्रेत्रे मूल्यं च तत्समम् ।
दद्याद्दण्डं तथा राज्ञे विधिरस्वामिविक्रये ॥५॥

परेण निहितं लब्ध्वा राजन्युपहरेन्निधिम् ।
राजगामी निधिः सर्व सर्वेषां ब्राह्मणादृते ॥६॥

ब्राह्मणोऽपि निधिं लब्ध्वा क्षिप्रं राज्ञे निवेदयेत् ।
तेन दत्तं च भूञ्जीत स्तेनः स्यादनिवेदयन् ॥७॥

स्वमप्यर्थं तथा नष्टं लब्ध्वा राज्ञे निवेदयेत् ।
गृह्णीयात्तत्र तं शुद्धमशुद्धं स्यात्ततोऽन्यथा ॥८॥

इति नारदीयधर्मशास्त्रेऽस्वामिविक्रयो नाम सप्तमं व्यवहारपदम् ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विक्रीय पण्यं मूल्येन क्रेत्रे यन्न प्रदीयते ।
विक्रीयासम्प्रदानं तद्विवादपदमुच्यते ॥१॥

लोकेऽस्मिन् द्विविधं द्रव्यं जङ्गमं स्थावरं तथा ।
क्रयविक्रयधर्मेषु सर्वं तत् पण्यमुच्यते ॥२॥

षड़विधस्तस्य तु बुधैर्दानादानविधिः स्मृतः ।
गणिमं तुलिमं मेयं क्रियया रूपतः श्रिया ॥३॥

विक्रीय पण्यं मूल्येन क्रेत्रे यो न प्रयच्छति ।
स्थावरस्योदयं दाप्यो जङ्गमस्य क्रियाफलम् ॥४॥

अर्धश्चेदपचीयेत सोदयं पण्यमावहेत् ।
स्थायिनामेष नियमो दिग्लाभो दिग्विचारिणाम् ॥५॥

उपहन्येत वा द्रव्यं दहेत्तापहियेत वा ।
विक्रेतुरेव सोऽनर्थो विक्रीयासम्प्रयच्छतः ॥६॥

निर्दोषं दर्शयित्वा तु सदोषं यः प्रयच्छति ।
मूल्यं तु द्विगुणं दाप्यो विनयं तावदेव च ॥७॥

तयान्यस्मैतुविक्रीतं योऽन्यस्मै सम्प्रयच्छति ।
सोऽपि तद्द्विगुणं दाप्यो विनयं चैव राजनि ॥८॥

दीयमानं न गृह्णाति क्रीतं पण्यं च यः क्रयी ।
विक्रीणानस्तदन्यत्र विक्रेता नापराध्नुयात् ॥९॥

दत्तमूल्यस्य पण्यस्य विधिरेवं प्रकीर्तितः ।
अदत्तेऽन्यत्र समयान्न विक्रेतुरतिक्रमः ॥१०॥

लाभार्थे वणिजां सर्वपण्येषु क्रयविक्रयः ।
स च लाभोऽर्धमासाद्य महान् भवति वा न वा ॥११॥

तस्मादेशे च काले च वणिगर्घं समाश्रयेत् ।
न जिह्मं च प्रवर्तेत श्रेयानेवं वणिकपथः ॥१२॥

इति नारदीयधर्मशास्त्रे विक्रीयासम्प्रदानं नामाष्टमं व्यवहारपदम् ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्रीत्वा मूल्येन यः पण्यं क्रेता न बहु मन्यते।
क्रीतानुशय इत्येतद्विवादपदमुच्यते ॥१॥

क्रीत्वा मूल्येन यत्पण्यं दुष्कृतं मन्यते क्रयी।
विक्रेतुः प्रतिदेयं तत्तस्मिन्नेवाह्नि-विक्षतम् ॥२॥

द्वितीयेऽह्नि ददत् क्रेता मूल्यात्रिंशांशमाहरेत्।
द्विगुणं तु तृतीयेऽह्नि परतः क्रेतुरेव तत् ॥३॥

क्रेता पण्यं परीक्षेत प्राक् स्वयं गुणदोषतः।
परीक्ष्याभिमतं क्रीतं विक्रेतुर्न भवेत् पुनः ॥४॥

त्र्यहाद्दोहं परीक्षेत पञ्चाहाद्वाहमेव तु।
मणिमुक्ताप्रवालानां सप्ताहः स्यात् परीक्षणम् ॥५॥

द्विपदामर्धमासः स्यात् पुंसां तद्द्विगुणं स्त्रियाः।
दशाहः सर्ववीजानामेकाहोलोहवाससाम् ॥६॥

परिभुक्तं च यद्वासः क्लिष्टरूपं मलीमसम्।
सदोषमपि तत्क्रीतं विक्रेतुर्न भवेत् पुनः ॥७॥

मूल्याष्टभागो हीयेत सकृद्धौतस्य वाससः।
द्विः पादस्त्रिस्त्रिभागस्तु चतुःकृत्वोऽर्धमेव च ॥८॥

अर्धक्षयात्तु परतः पादांशापचयः क्रमात्।
यावत् क्षीणदशं जीर्णं जीर्णस्यानियमः क्षये ॥९॥

लोहानामपि सर्वेषां हेतुरग्निक्रियाविधौ।
क्षयः संस्क्रियमाणानां तेषां दृष्टोऽग्निसंगमात् ॥१०॥

सुवर्णस्य क्षयो नास्ति राजते द्विपलं शतम्।
शतमष्टपलं ज्ञेयं क्षयस्तु त्रपुसीसयोः ॥११॥

ताम्रे पञ्चपलं विद्याद्विकारा ये च तन्मयाः।
तद्धातूनामनेकत्वादयसोऽनियमः क्षये ॥१२॥

तान्तवस्य च संस्कारे क्षयवृद्धी उदाहृते।
सूत्रकार्पासिकोर्णानां वृद्धिर्दशपलं शतम् ॥१३॥

स्थूलसूत्रवतां तेषां मध्यानां पञ्चकं शतम्।
त्रिपलं तु सुसूक्ष्माणामेषा वृद्धिरुदाहृता ॥१४॥

त्रिंशांशो रोमवद्धस्य क्षयः कर्मकृतस्य तु।
कौशेयवल्कलानां तु सैव वृद्धिर्न च क्षयः ॥१५॥

क्रीत्वा नानुशयं कुर्याद्वणिक् पण्यविचक्षणः।
वृद्धिक्षयौ तु जानीयात् पण्यानामागमं तथा ॥१६॥

इति नारदीयधर्मशास्त्रे क्रीतानुशयो नाम नवमं व्यवहारपदम्।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाषण्डिनैगमादीनां स्थितिः समय उच्यते ।
समयस्यानपाकर्म तद्विवादपदं स्मृतम् ॥१॥

पाषण्डिनैगमश्रेणीपूगव्रातगणादिषु ।
संरक्षेत् समयं राजा दूर्गे जनपदे तथा ॥२॥

यो धर्मः कर्म यच्चैषामुपस्थानविधिश्च यः ।
यच्चैषां वृत्त्युपादानमनुमन्येत तत्तथा ॥३॥

नानुकूलं च यद्राजाप्रकृत्यवमतं च यत् ।
बाधकं च यदर्थानां तत्तेभ्यो विनिवर्तयेत् ॥४॥

मिथः संघातकरणमहितं शस्त्रधारणम् ।
परस्परोपघातं च तेषां राजा न मर्षयेत् ॥५॥

पृथग्गणांश्च ये भिन्द्युस्ते विनेया विशेषतः ।
आवहेयुर्भयं घोरं व्याधिवमत्ते ह्युपेक्षिताः ॥६॥

दोषवत् करणं यत्स्यादनाम्नायप्रकल्पितम् ।
प्रवृत्तमपि तद्राजा श्रेयस्कामो निवर्तयेत् ॥७॥

इति नारदीये धर्मशास्त्रे समयस्यानपाकर्म दशमं विवादपदम् ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सेतुकेदारमर्यादाविकृष्टाकृष्टनिश्चये ।
क्षेत्राधिकारो यस्तु स्याद्विवादः क्षेत्रजस्तु सः ॥१॥

क्षेत्रसीमाविवादेषु सामन्तेभ्यो विनिश्चयः ।
नगरग्रामगणिनो ये च वृद्धतमा नराः ॥२॥

ग्रामसीमासु च बहिर्ये स्युस्तत्कृषिजीविनः ।
गोपशाकुनिकव्याधा ये चान्ये वनजीविनः ॥३॥

समुन्नयेयुस्ते सीमां लक्षणैरुपलक्षिताम् ।
तुषाङ्गारकपालैश्च कूपैरायतनैर्द्रुमैः ॥४॥

अभिज्ञातैश्च बल्मीकस्थलनिम्नोन्नतादिभिः ।
केदाराराममार्गैश्च पुराणैः सेतुभिस्तथा ॥५॥

निम्नगापहृतोत्सृष्टनष्टचिह्नासु भूमिषु ।
तत्प्रदेशानुमानाच्च प्रमाणैर्भोगदर्शनैः ॥६॥

अथ चेदनृतं ब्रूयुः सामन्तास्तद्विनिश्चये ।
सर्वे पृथक् पृथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥७॥

गणवृद्धादयस्त्वन्ये दण्डं दाप्याः पृथक् पृथक् ।
विनेयाः प्रथमेन स्युः साहसेनानृते स्थिताः ॥८॥

नैकः समुन्नयेत् सीमां नरः प्रत्ययवानपि ।
गुरुत्वादस्य कार्यस्य क्रियैषा बहुषु स्थिता ॥९॥

एकश्चेदुन्नयेत् सीमां सोपवासः समाहितः ।
रक्तमाल्याम्बरधरः क्षितिमारोप्य मूर्धनि ॥१०॥

यदि च न स्युर्ज्ञातारः सीमायाश्च न लक्षणम् ।
तदा राजा द्वयोः सीमामुन्नयेदिष्टतः स्वयम् ॥११॥

एतेनैव गृहोद्याननिपानायतनादिषु ।
विवादविधिराख्यातस्तथा ग्रामान्तरेषु च ॥१२॥

सीमामध्ये तु जातानां वृक्षाणां क्षेत्रयोर्द्वयोः ।
फलपुष्पं च सामान्यं क्षेत्रस्वामिषु निर्दिशेत् ॥१३॥

अन्यक्षेत्रोपजातानां शाखास्त्वन्यत्र संस्थिताः ।
स्वामिनस्ता विजानीयादन्यक्षेत्रविनिर्गताः ॥१४॥

अवस्करस्थलश्वभ्रभ्रमस्यन्दनिकादिभिः ।
चतुष्पथसुरस्थानरथ्यामार्गान्न रोधयत् ॥१५॥

रोधयन्ति तु ये मोहाद्बलाद्वापि कथञ्चन ।
दण्डयेत्तादृशान् राजा साहसेनोत्तमेन च ॥१६॥

परक्षेत्रस्य मध्ये तु सेतुर्न प्रतिषिध्यते ।
महागुणोऽल्पबाधश्च वृद्धिरिष्टा क्षये सति ॥१७॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सेतुस्तु द्विविधः प्रोक्तः खेयो बन्ध्यस्तथैव च।
तोयप्रवर्तनात् खेयो बन्ध्यः स्यात्तन्निवर्तनात् ॥१८॥

नान्तरेणोदकं सस्यं नश्येदभ्युदकेन तु।
य एवानुदके दोषः स एवाभ्युदके स्मृतः ॥१९॥

पूर्वप्रवर्तमुत्सन्नमपृष्ट्वा स्वामिनं तु यः।
सेतुं प्रवर्तयेत् कश्चिन्न स तत् फलभाग् भवेत् ॥२०॥

मृते तु स्वामिनि पुनस्तद्वांश्ये वाविमानवे।
राजानमामन्त्र्य ततः प्रकुर्यात् सेतुकर्म तत् ॥२१॥

अतोऽन्यथा क्लेशभाक् स्यान्मृगव्याधानुदर्शनात्।
इषवस्तस्य नश्यन्ति यो विद्धमनुविध्यति ॥२२॥

अशक्तप्रेतनष्टेषु क्षेत्रिकेष्वनिवारितः।
क्षेत्रं चेद्विकृषेत् कश्चिदश्नुवीत स तत् फलम् ॥२३॥

विकृष्यमाणे क्षेत्रे चेत् क्षेत्रिकः पुनराव्रजेत्।
खिलोपचारं तत्सर्वं दत्त्वा स्वक्षेत्रमाप्नुयात् ॥२४॥

तदष्टभागापचयाद्यावत् सप्त गताः समाः।
संप्राप्ते त्वष्टमे वर्षे भुक्तं क्षेत्रं लभत सः ॥२५॥

सम्बत्सरेणार्धखिलं खिलं तद्वत्सरैस्त्रिभिः।
पञ्चवर्षावसन्नं तु स्यात् क्षेत्रमटवीसमम् ॥२६॥

क्षेत्रं त्रिपुरुषं यत् स्याद् गृहं वा स्यात् क्रमागतम्।
राजप्रसादादन्यत्र न तद्भोगः परं नयेत् ॥२७॥

उत्क्रम्य तु वृतिं यत्र सस्यघातो गवादिभिः।
पालः शास्यो भवेत्तत्र न चेच्छक्त्या निवारयेत् ॥२८॥

समूलसस्यघाते तु तत् स्वामी सममाप्नुयात्।
वधेन पालो मुच्येत दण्डं स्वामिनि पातयेत् ॥२९॥

गौः प्रसूता दशाहं च महोक्षो वाजिकुञ्जरौ।
निवार्याः स्युः प्रयत्नेन तेषां स्वामी न दण्डभाक् ॥३०॥

माषं गां दापयेद्दण्डं द्वौ माषौ महिषीं तथा।
अजाविके सवत्से तु दण्डः स्यादर्धमाषकः ॥३१॥

अदण्ड्या हस्तिनोऽश्वाश्च प्रजापाला हि ते मताः।
अदण्ड्या गन्तुकी गौश्च सूतिका वाभिसारिणी ॥३२॥

नष्टा भग्ना च लग्ना च वृषभः कृतलक्षणः।
प्रोक्तं तु च्छिन्ननासायां वसन्त्यां तु चतुर्गुणम् ॥३३॥

अन्नानां द्विगुणः प्रोक्तो वसतां तु चतुर्गुणः।
प्रत्यक्षचारकाणां तु चौरदण्डः स्मृतो नृणाम् ॥३४॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

या नष्टाः पालदोषेण गावः क्षेत्रं यदाप्नुयुः।
न तत्र गोमिनां दण्डः पालस्तं दण्डमर्हति ॥३५॥

राजग्राहगृहीतो वा वज्राशनिहतोऽपि वा।
अथ सर्पेण दष्टो वा वृक्षाद्वा पतितो भवेत् ॥३६॥

व्याघ्रादिभिर्हतो वापि व्याधिभिर्वाप्युपद्रुतः।
न तत्र दोषः पालस्य न च दोषोऽस्ति गोमिनाम् ॥३७॥

गोभिस्तु भक्षितं धान्यं यो नरः प्रतियाचते।
सामन्तानुमते देयं धान्यं यत्तत्र भक्षितम् ॥३८॥

गावस्तु गोमिना देया धान्यं तत् कर्षिकस्य तु।
एवं हि विनयः प्रोक्तो गोपैः सस्यावपातनात् ॥३९॥

ग्रामोपान्ते च यत् क्षेत्रं विवीतान्ते महापथे।
अनावृते चेत्तन्नाशे न पालस्य व्यतिक्रमः ॥४०॥

पथि क्षेत्रे वृतिः कार्या यामुष्ट्रो नावलोकयेत्।
न लंघयेत् पशुर्वाश्वो न भिन्द्याद्यां च शूकरः ॥४१॥

गृहक्षेत्रे च दृष्टे द्वे वासहेतू कुटुम्बिनाम्।
तस्मात्ते नोत्क्षिपेद्राजा तद्धिमूलं कुटुम्बिनाम् ॥४२॥

वृद्धे जनपदे राज्ञो धर्मः कोशश्च वर्धते।
हीयते हीयमाने च वृद्धिहेतुमतः श्रयेत् ॥४३॥

इति नारदीये धर्मशास्त्रे सीमाबन्धो नामैकादशं व्यवहारपदम्।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विवाहादिविधिः स्त्रीणां यत्र पुंसां च कीर्त्यते ।
स्त्रीपुंसयोगनामैतद्विवादपदमुच्यते ॥१॥

स्त्रीपुंसयोस्तु सम्बन्धे वरणं प्राग् विधीयते ।
वरणाद्ग्रहणं पाणेः संस्कारोऽथ द्विलक्षणः ॥२॥

तयोरनियतं प्रोक्तं वरणं दोषदर्शनात् ।
पाणिग्रहणमन्त्रश्च नियतं दारलक्षणम् ॥३॥

ब्राह्मणक्षत्रियधिशां शूद्राणां च परिग्रहे ।
सजातिः श्रेयसी भार्या सजातिश्च पतिः स्त्रियाः ॥४॥

ब्राह्मणस्यानुलोम्येन स्त्रियोऽन्यास्तिस्र एव तु ।
शूद्रायाः प्रातिलोम्येन तथान्ये पतयस्त्रयः ॥५॥

द्वे भार्ये क्षत्रियस्यान्ये वैश्यस्यैका प्रकीर्तिता ।
वैश्याया द्वौ पती ज्ञेयावेकोऽन्यः क्षत्रियापतिः ॥६॥

आ सप्तमात् पञ्चमाद्वा बन्धुभ्यः पितृमातृतः ।
अविवाह्याः सगोत्राः स्युः समानप्रवरास्तथा ॥७॥

परीक्ष्यः पुरुषः पुंस्त्वे निजैरेवाङ्गलक्षणैः ।
पुमांश्चेदविकल्पेन स कन्यां लब्धुमर्हति ॥८॥

सुबद्धजत्रुजान्वस्थिः सुबद्धांशशिरोरुहः ।
स्थुलघाटस्तनूरुत्वगविलग्नगतिस्वरः ॥९॥

रेतोऽस्योत्प्लवते नाप्सु ह्लादि मूत्रं च फेनिलम् ।
पुमान् स्याल्लक्षणैरेतैर्विपरीतैस्तु षण्ढकः ॥१०॥

चतुर्दशविधः शास्त्रे षण्ढो दृष्टो मनीषिभिः ।
चिकित्स्यश्चाचिकित्स्यश्च तेषामुक्तो विधिः क्रमात् ॥११॥

निसर्गषण्ढो वधिश्च पक्षषण्डस्तथैव च ।
अभिशापाद् गुरो रोगाद्देवक्रोधात्तथैव च ॥१२॥

ईर्ष्याषण्ढश्च सेव्यश्च वातरेता मुत्खेभगः ।
आक्षिप्तो मोघवीजश्च शालीनोऽन्यापतिस्तथा ॥१३॥

तत्राद्यावप्रतीकारौ पक्षाख्यो मासमाचरेत् ।
अनुक्रमात्तु यस्यास्य कालः सम्बत्सरः स्मृतः ॥१४॥

ईर्ष्याषण्ढादयो ये ऽन्येचत्वारः समुदाहृताः ।
त्यक्तव्यास्ते पतितवत् क्षतयोन्या अपि स्त्रिया ॥१५॥

आक्षिप्तमोघवीजाभ्यां कृतेऽपि पतिकर्मनि ।
पतिरन्यः स्मृतो नार्या वत्सरार्धं प्रतीक्ष्य तु ॥१६॥

शालीनस्यापि दृष्टस्त्रीसंयोगाद् भ्रश्यते ध्वजः ।
तं हीनवेगमन्यस्त्रीबालाद्याभिरुपाचरेत् ॥१७॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्यस्यां यो मनुष्यः स्यादमनुष्यः स्वयोषिति ।
लभेत सान्यं भर्तारमेतत् कार्यं प्रजापतेः ॥१८॥

अपत्यार्थं स्त्रियः सृष्टाः स्त्रीक्षेत्रं वीजिनो नराः ।
क्षेत्रं वीजवते देयं नावीजी क्षेत्रमर्हति ॥१९॥

पिता दद्यात् स्वयं कन्यां भ्राता वानुमते पितुः ।
पितामहो मातुलश्च सकुल्या बान्धवास्तथा ॥२०॥

माता त्वभावे सर्वेषां प्रकृतौ यदि वर्तते ।
तस्यामप्रकृतिस्थायां दद्युः कन्यां सनाभयः ॥२१॥

यदा तु नैव कश्चित् स्यात् कन्या राजानमाश्रयेत् ।
अनुज्ञया तस्य वरं प्रतीत्य वरयेत् स्वयम् ॥२२॥

सवर्णमनुरूपं च कुलशीलवयःश्रुतैः ।
सह धर्मं चरेत्तेन प्रजां चोत्पादयेत्ततः ॥२३॥

प्रतिगृह्य च यः कन्यां वरो देशान्तरं व्रजेत् ।
श्रीनृतून् समतिक्रम्य कन्यान्यं वरयेद्वरम् ॥२४॥

कन्या नर्तुमुपेक्षेत बान्धवेभ्यो निवेदयेत् ।
ते चेन्न दद्युस्तां भर्त्रे ते स्युर्भ्रूणहभिः समाः ॥२५॥

यावन्तश्चर्तवस्तस्याः समतीयुः पतिं विना ।
तावत्यो भ्रूणहत्याः स्युस्तस्य यो न ददाति ताम् ॥२६॥

अतः प्रवृत्ते रजसि कन्यां दद्यात् पिता सकृत् ।
महोदेनः स्पृशेदेनमन्यथैवं विधिः सताम् ॥२७॥

सकृदंशो निपतति सकृत् कन्या प्रदीयते ।
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥२८॥

ब्राह्मादिषु विवाहेषु पञ्चस्वेष विधिः स्मृतः ।
गुणापेक्षं भवेद्दानमासुरादिषु च त्रिषु ॥२९॥

कन्यायां दत्तशुल्कायां ज्यायांश्चेद्वर आव्रजेत् ।
धर्मार्थकामसंयुक्तो वाक्यं तत्रानृतं भवेत् ॥३०॥

नादुष्टां दूषयेत् कन्यां नादुष्टं दूषयेद्वरम् ।
दोषे तु सति नागः स्यादन्योन्यं त्यजतोस्तयोः ॥३१॥

दत्त्वा न्यायेन यः कन्यां वराय न ददाति ताम् ।
अदुष्टश्चेद्वरो राज्ञा स दण्ड्यस्तत्र चौरवत् ॥३२॥

यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति ।
तस्य कुर्यान्नृपो दण्डं पूर्वसाहसचोदितम् ॥३३॥

अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद् द्वेषेण मानवः ।
स शतं प्राप्नुयाद्दण्डं तस्या दोषमदर्शयन् ॥३४॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रतिगृह्य तु यः कन्यामदुष्टामुत्सृजेन्नरः।
स विनेयस्त्वकामोऽपि कन्यां तामेव चोद्वहेत् ॥३५॥

दीर्घकुत्सितरोगार्ता व्याङ्गा संसृष्टमैथुना।
दुष्टान्यगतभावा च कन्यादोषाः प्रकीर्तिताः ॥३६॥

उन्मत्तः पतितः क्लीवो दुर्भगस्त्यक्तबान्धवः।
कन्यादोषौ च यौ पूर्वौ एष दोषगणो वरे ॥३७॥

अष्टौ विवाहा वर्णानां संस्कारार्थं प्रकीर्तिताः।
ब्राह्मस्तु प्रथमस्तेषां प्राजापत्यस्तथापरः ॥३८॥

आर्षश्चैव हि दैवश्च गान्धर्वश्चासुरस्तथा।
राक्षसोऽनवरस्तस्मात् पैशाचस्त्वष्टमः स्मृतः ॥३९॥

सत्कृत्याहूय कन्यां तु दद्यात्ब्राह्मे त्वलंकृताम्।
सह धर्मं चरेत्युक्त्वा प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥४०॥

वस्त्रगोमिथुनाभ्यां तु विवाहस्त्वार्ष उच्यते।
अन्तर्वेद्यां तु दैवः स्यादृत्विजे कर्म कुर्वते ॥४१॥

इच्छन्तीमिच्छतः प्राहुर्गान्धर्वं नाम पञ्चमम्।
विवाहस्त्वासुरो ज्ञेयः शुल्कसंव्यवहारतः ॥४२॥

प्रसह्य हरणादुक्तो विवाहो राक्षसस्तथा।
सुप्तप्रमत्तोपगमात् पैशाचस्त्वष्टमोऽधमः ॥४३॥

एषां तु धर्म्याश्चत्वारो ब्राह्माद्याः समुदाहृताः।
साधारणः स्याद् गान्धर्वस्त्रयोऽधर्म्यास्ततः परे ॥४४॥

परपूर्वाः स्त्रियस्त्वन्याः सप्त प्रोक्ता यथाक्रमम्।
पुनर्भूस्त्रिविधा तासां स्वैरिणी तु चतुर्विधा ॥४५॥

कन्यैवाक्षतयोनिर्या पाणिग्रहणदूषिता।
पूनर्भूः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारमर्हति ॥४६॥

कौमारं पतिमुत्सृज्य या त्वन्यं पुरुषं श्रिता।
पुनः पत्युर्गृहमियात् सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥४७॥

असत्सु देवरेषु स्त्री वान्धवैर्या प्रदीयते।
सवर्णाय सपिण्डाय सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥४८॥

स्त्री प्रसूताप्रसूता वा पत्यावेव तु जीवति।
कामाद्या संश्रयेदन्यं प्रथमा स्वैरिणी तु सा ॥४९॥

मृते भर्तरि संप्राप्तान्देवरादीनपास्य या।
उपगच्छेत् परं कामात् सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥५०॥

प्राप्ता देशाद्धनक्रीता क्षुत्पिपासातुरा च या।
तवाहमित्युपगता सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥५१॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देशधर्मानपेक्ष्य स्त्री गुरुभिर्या प्रदीयते।
उत्पन्नसाहसान्यस्मै अन्त्या सा स्वैरिणी स्मृता ॥५२॥

पुनर्भुवां विधिस्त्वेष स्वैरिणीनां प्रकीर्तितः।
पूर्वा पूर्वा जघन्यासां श्रेयसी तूत्तरोत्तरा ॥५३॥

अपत्यमुत्पादयितुस्तासां या शुल्कतो हृता।
अशुल्कोपहृतायां तु क्षेत्रिकस्यैव तत्फलम् ॥५४॥

क्षेत्रिकस्य यदज्ञातं क्षेत्रे वीजं प्रदीयते।
न तत्र वीजिनो भागः क्षेत्रिकस्यैव तत्फलम् ॥५५॥

ओघवाताहृतं वीजं क्षेत्रे यस्य प्ररोहति।
फलभुक्तस्य तत् क्षेत्री न वीजी फलभाग् भवेत् ॥५६॥

महोक्षो जनयेद्वत्सान्यस्य गोषु व्रजे चरन्।
तस्य ते यस्य ता गावो मोघं स्कन्दितमार्षभम्। ५७॥

क्षेत्रिकानुमते वीजं यस्य क्षेत्रे समर्प्यते।
तदपत्यं द्वयोरेव वीजिक्षेत्रिकयोर्मतम् ॥५८॥

न स्यात् क्षेत्रं विना सस्यं न वा वीजं विनास्ति तत्।
अतोऽपत्यं द्वयोरिष्टं पितुर्मातुश्च धर्मतः ॥५९॥

नाप्यपत्यं परगृहे संयुक्तस्य स्त्रिया सह।
दृष्टं संग्रहणं तज्ज्ञैर्नागतायाः स्वयं गृहे ॥६०॥

अदुष्टत्यक्तदारस्य क्लीवस्य क्षयिकस्य च।
सेच्छानुपेयुषो दारान्न दोषः साहसे भवेत् ॥६१॥

परस्त्रिया सहाकालेऽदेशे वा भवतोमिथः।
स्थानसंभाषणामोदास्त्रयः संग्रहणक्रमाः ॥६२॥

नदीनां संगमे तीर्थेष्वारामेषु वनेषु च।
स्त्रीपुंसौ यत्समीयातां तच्च संग्रहणं स्मृतम् ॥६३॥

दूतीप्रस्थापनैर्वापि लेखसंप्रेषणैरपि।
अन्यैश्च विविधैर्दोषैर्ग्राह्यं संग्रहणं वुधैः ॥६४॥

स्त्रियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तथा।
परस्परस्यानुमतं सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥६५॥

उपकारक्रिया केलिः स्पर्शो भूषणवाससाम्।
सहखट्टासनं चैव सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥६६॥

पाणौ यच्च निगृह्णीयाद्वेण्यां वस्त्राञ्चलेऽपि वा।
तिष्ठ तिष्ठेति वा ब्रूयात् सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥६७॥

वस्त्रैराभरणैर्माल्यैः पानैर्भक्ष्यैस्तथैव च।
संप्रेष्यमानैर्गन्धैश्च वेद्यं संग्रहणं वुधैः ॥६८॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दर्पाद्वा यदि वा मोहाच्छ्लाघया वा स्वयं वदेत् ।
ममेयं भुक्तपूर्वेति तच्च संग्रहणं स्मृतम् ॥६९॥

सजात्यतिशये पुंसां दण्ड उत्तमसाहसः ।
मध्यमस्त्वानुलोम्येन प्रातिलोम्ये प्रमापणम् ॥७०॥

कन्यायामसकामायां द्वयङ्गुलस्यावकर्तनम् ।
उत्तमायां वधस्तेव सर्वसंग्रहणं तथा ॥७१॥

सकामायां तु कन्यायां सङ्गमे नास्त्यतिक्रमः ।
किंत्वलंकृत्य सत्कृत्य स एवैनां समुद्वहेत् ॥७२॥

माता मातृष्वसा श्वश्रूर्मातुलानी पितृष्वसा ।
पितृव्यसखिशिष्यस्त्री भगिनी तत्सखी स्नुषा ॥७३॥

दुहिताचार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता ।
राज्ञी प्रव्रजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥७४॥

आसामन्यतमां गत्वा गुरुतल्पग उच्यते ।
शिश्नस्योत्कर्तनं तस्य नान्यो दण्डो विधीयते ॥७५॥

पशुयोनावतिक्रामन् विनेयः स दमं शतम् ।
मध्यमं साहसं गोषु तदेवान्त्यावसायिषु ॥७६॥

अगम्यागामिनश्चास्ति दण्डो राज्ञा प्रचोदितः ।
प्रायश्चित्तविधानं तु पापानां स्याद् विशोधनम् ॥७७॥

स्वैरिण्यब्राह्मणी वेश्या दासी निष्कासिनी च या ।
गम्याः स्युरानुलोम्येन स्त्रियो न प्रतिलोमतः ॥७८॥

आस्वेव तु भुजिष्यासु दोषः स्यात् परादारवत् ।
गम्या अपि हि नोपेया यत्ताः परपरिग्रहाः ॥७९॥

अनुत्पन्नप्रजायास्तु पतिः प्रेयाद् यदि स्त्रिया ।
नियुक्ता गुरुभिर्गच्छेद्देवरं पुत्रकाम्यया ॥८०॥

स च तां प्रतिपद्येत तथैवा पुत्रजन्मतः ।
पुत्रे जाते निवर्तेत संकरः स्यादतोऽन्यथा ॥८१॥

घृतेनाभ्यज्य गात्राणि तैलेनाविकृतेन वा ।
मुखान्मुखं परिहरन् गात्रैर्गात्राण्यसंस्पृशन् ॥८२॥

कुले तदवशेषे हि सन्तानार्थं न कामतः ।
स्त्रियं पुत्रवतीं वन्द्यां नीरजस्कामनिच्छतीम् ॥८३॥

न गच्छेद्गर्भिणीं निन्द्यामनियुक्तां च बन्धुभिः ।
अनियुक्ता तु या नारी देवराज्जनयेत् सुतम् ॥८४॥

जारजातमरिक्थीयं तमाहुर्ब्रह्मवादिनः ।
तथानियुक्तो यो भार्यां यवीयाज्ज्यायसो व्रजेत् ॥८५॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यवीयसो वा यो ज्यायानुभौ तौ गुरुतल्पगौ।
नियुक्तो गुरुभिर्गच्छेदनुशिष्यात् स्त्रियं च सः ॥८६॥

पूर्वोक्तेन विधानेन स्नुषां पुंसवने शुचिः।
सकृदागर्भाधानाद्वा कृते गर्भे तथैव सा ॥८७॥

अतोऽन्यथा वर्तमानः पुमान् स्त्री वापि कामतः।
विनेयौ सुभृशं राज्ञा विप्लवः स्यादतोऽन्यथा ॥८८॥

ईर्ष्यासूयसमुत्थे तु सम्बन्धे रागहेतुके।
दम्पती विवदीयातां न ज्ञातिषु न राजनि ॥८९॥

अन्योन्यं त्यजतोरागः स्यादन्योन्यविरुद्धयोः।
स्त्रीपुंसयोर्निगूढाया व्यभिचारादृते स्त्रियाः ॥९०॥

व्यभिचारे स्त्रिया मौण्ड्यमधःशयनमेव च।
कदन्नं वा कुवासश्च कर्म चावस्करोज्झनम् ॥९१॥

स्त्रीधनभ्रष्टसर्वस्वां गर्भविश्रंसिनीं तथा।
भर्तुश्च वधमिच्छन्तीं स्त्रियं निर्वासयेत् पुरात् ॥९२॥

अनर्थशीलां सततं तथैवाप्रियवादिनीम्।
पूर्वाशिनीं च या भर्तुः क्षिप्रं निर्वासयेद् गृहात् ॥९३॥

बन्ध्यां स्त्रीजननीं निन्द्यां प्रतिकूलां च सर्वदा।
कामतो नाभिनन्देत कुर्वन्नेवं स दोषभाक् ॥९४॥

अनुकूलामवाग्दुष्टां दक्षां साध्वीं प्रजावतीम्।
त्यजन् भार्यामवस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ॥९५॥

अज्ञातदोषेणोढा या निर्दोषा नान्यमाश्रिता।
बन्धुभिः साभियोक्तव्या निर्बन्धुः स्वयमाश्रयेत् ॥९६॥

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ।
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥९७॥

अष्टौ वर्षाण्युदीक्षेत ब्राह्मणी प्रोषितं पतिम्।
अप्रसूता तु चत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत् ॥९८॥

क्षत्रिया षट् समास्तिष्ठेदप्रसूता समात्रयम्।
वैश्या प्रसूता चत्वारि द्वे वर्षे त्वितरा वसेत् ॥९९॥

न शूद्रायाः स्मृतः काल एष प्रोषितयोषिताम्।
जीवति श्रूयमाणे तु स्यादेष द्विगुणो विधिः ॥१००॥

अप्रवृत्तौ तु भूतानां दृष्टिरेषा प्रजापतेः।
अतोऽन्यगमने स्त्रीणामेष दोषो न विद्यते ॥१०१॥

आनुलोम्येन वर्णानां यज्जन्म स विधिः स्मृतः।
प्रातिलोम्येन यज्जन्म स ज्ञेयो वर्णसंकरः ॥१०२॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अनन्तरः स्मृतः पुत्रः पुत्र एकान्तरस्तथा।
द्व्यन्तरश्चानुलोम्येन तथैव प्रतिलोमतः ॥१०३॥

उग्रः पारशवश्चैव निषादश्चानुलोमतः।
अम्बष्ठो मागधश्चैव क्षत्ता च क्षत्रियात्मजः॥ १०४॥

आनुलोम्येन तत्रैका द्वौ ज्ञेयौ प्रतिलोमतः।
क्षत्राद्याः प्रतिलोमाः स्युरनुलोमास्त्विमे स्मृताः॥१०५॥

संस्काराश्चरुपाकाद्यास्तेषां त्रिः सप्त वै मताः।
सवर्णो ब्राह्मणीपुत्रः क्षत्रियायामनन्तरः ॥१०६॥

अम्बष्ठोग्रौ तथा पुत्रावेवं क्षत्रिय वैश्ययोः।
एकान्तरस्तु चाम्बष्ठो वैश्यायां ब्रह्मणात् सुतः ॥१०७॥

शूद्रायां क्षत्रियात्तद्वन्निषादो नाम जायते।
शूद्रा पारशवं सूते ब्राह्मणादुत्तरं सुतम् ॥१०८॥

आनुलोम्येन वर्णानां पुत्रा हेयते प्रकीर्तिताः।
सूतश्च मागधश्चैव सुत्रावायोगवस्तथा ॥१०९॥

प्रातिलोम्येन वर्णानां क्षत्तृवैदेहकावपि।
अनन्तरः स्मृतः सूतो ब्राह्मण्यां क्षत्रियात् सुतः ॥११०॥

मागधायोगवौ तद्वद् द्वौ पुत्रौ वैश्यशूद्रयोः।
ब्राह्मण्येकान्तरं वैश्यात् सूते वैदेहकं सुतम् ॥१११॥

क्षत्तारं क्षत्रिया शूद्रात् पुत्रमेकान्तरं तथा।
द्व्यन्तरः प्रातिलोम्येन पापिष्ठः संकरे सति ॥११२॥

चण्डालो जायते शूद्राद् ब्राह्मणी यत्र मुह्यति।
तस्माद्राज्ञा विशेषेण स्त्रियो रक्ष्यास्तु संकरात् ॥११३॥

इति नारदीये धर्मशास्त्रे स्त्रीपुंसयोगो नाम द्वादशं व्यवहारपदं समाप्तम्।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभागोऽर्थस्य पित्र्यस्य पुत्रैर्यत्र प्रकल्प्यते।
दायभाग इति प्रोक्तं तद्विवादपदं बुधैः ॥१॥

पितर्यूर्ध्वं गते पुत्रा विभजेरन्धनं क्रमात्।
मातुर्दुहितरोऽभावे दौहित्रृणां तदन्वयः ॥२॥

मातुर्निवृत्ते रजसि प्रत्तासु भगिनीषु च।
निवृत्ते वापि रमणे पितर्युपरतस्पृहे ॥३॥

पितैव वा स्वयं पुत्रान्विभजेद्वयसि स्थितः।
ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन यथा वास्य मतिर्भवेत् ॥४॥

विभृयाद्वेच्छतः सर्वान् ज्येष्ठो भ्राता यथा पिता।
भ्राता शक्तः कनिष्ठो वा शक्त्यपेक्षाः कुले श्रियः ॥५॥

शौर्यभार्याधने चोभे यच्च विद्याधनं भवेत्।
त्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादो यश्च पैतृकः ॥६॥

मात्रा च स्वधनं दत्तं यस्मै स्यात् प्रीतिपूर्वकम्।
तस्याप्येष विधिर्दृष्टो मातापि हि यथा पिता ॥७॥

अध्यग्न्यध्यावाहनिकं भर्तुदायस्तथैव च।
भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षढ्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥८॥

स्त्रीधनं तदपत्यानां भर्तुगाम्यप्रजासु तु।
ब्राह्मादिषु चतुष्वाहुः पितृगामीतरेषु च ॥९॥

कुटुम्बं विभृयाद् भ्रातुर्यो विद्यामधिगच्छतः।
भागं विद्याधनात्तस्मात् स लभेताश्रुतोऽपि सन् ॥१०॥

वैद्योऽवैद्याय नाकामो दद्यादंशं स्वतो धनात्।
पित्र्यं द्रव्यं समाश्रित्य न चेत्तेन तदाहृतम् ॥११॥

द्वावंशौ प्रतिपद्येत विभजन्नात्मनः पिता।
समांशभागिनी माता पुत्राणां स्यान्मृते पतौ ॥१२॥

ज्येष्ठायांशोऽधिको देयः कनिष्ठायावरः स्मृतः।
समांमशभाजः शेषाः स्युरप्रत्ता भगिनी तथा ॥१३॥

क्षेत्रजेष्वपि पुत्रेषु तद्वज्जातेषु धर्मतः।
वर्णावरेष्वंशहानिरूढाजातेष्वनुक्रमात् ॥१४॥

पित्रैव तु विभक्ता ये हीनाधिकसमैर्धनैः।
तेषां स एव धर्मः स्यात् सर्वस्य हि पिता प्रभुः ॥१५॥

व्याधितः कुपितश्चैव विषयासक्तमानसः।
अन्यथाशास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रभुः ॥१६॥

कानीनश्च सहोढश्च गूढायां यश्च जायते।
तेषां वोढा पिता ज्ञेयस्ते च भागहराः स्मृताः ॥१७॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अज्ञातपितृको यश्च कानीनोऽनूढ़मातृकः ।
मातामहाय दद्यात् स पिण्डं रिक्थं हरेत च ॥१८॥

जाता ये त्वनियुक्तायामेकेन बहुभिस्तथा ।
अरिक्थभाजः सर्वे स्युर्वीजिनामेव ते सुताः ॥१९॥

दद्युस्ते वीजिने पिण्डं माता चेच्छुल्कतो हृता ।
अशुल्कोपगतायां तु पिण्डदा वोढ़ुरेव ते ॥२०॥

पितृद्विट् पतितः षण्ढो यश्च स्यादौपपातिकः ।
औरसा अपि नैतेऽशं लभेरन् क्षेत्रजाः कुतः ॥२१॥

दीर्घतीव्रामयग्रस्ता जड़ोन्मत्तान्धपङ्गवः ।
भर्तव्याः स्युः कुले चैते तत्पुत्रास्त्वंशभागिनः ॥२२॥

द्विरामुष्यायणा दद्युर्द्वाभ्यां पिण्डोदके पृथक् ।
रिक्थादर्धं समादद्युर्वीजिक्षेत्रिकयोस्तथा ॥२३॥

संसृष्टानां तु यो भागस्तेषामेव स इष्यते ।
अनपत्योंऽशभाग्योऽपि निर्वीजेष्वितरानियात् ॥२४॥

भ्रातृणामप्रजाः प्रेयात्कश्चिच्चेत् प्रव्रजेत्तु वा ।
विभजेरन्धनं तस्य शेषास्तु स्त्रीधनं विना ॥२५॥

भरणं चास्य कुर्वीरन् स्त्रीनामा जीवितक्षयात् ।
रक्षन्ति शय्यां भर्तुश्चेदाच्छिन्द्युरितरासु च ॥२६॥

या तस्य दुहिता तस्याः पित्र्योंऽशो भरणे मतः ।
वासंस्कारं भजेरंस्तां परतो विभृयात् पतिः ॥२७॥

मृते भर्तर्यपुत्रायाः पतिपक्षः प्रभुः स्त्रियाः ।
विनियोगात्मरक्षासु भरणे च स ईश्वरः ॥२८॥

परिक्षीणे पतिकुले निर्मणुष्ये निराश्रये ।
तत्सपिण्डेषु वासत्सु पितृपक्षः प्रभुः स्त्रियाः ॥२९॥

स्वातन्त्र्याद्विप्रणश्यन्ति कुले जाता अपि स्त्रियः ।
अस्वातन्त्र्यमतस्तासां प्रजापतिरकल्पयत् ॥३०॥

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।
पुत्रास्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥३१॥

यच्छिष्टं पितृदायेभ्यो दत्त्वर्णं पैतृकं च यत् ।
भ्रातृभिस्तद्विभक्तव्यमृनी न स्याद्यथा पिता ॥३२॥

येषां तु न कृताः पित्रा संस्कारविधयः क्रमात् ।
कर्तव्या भ्रातृभिस्तेषां पैतृकादेव ते धनात् ॥३३॥

अविद्यमाने पित्र्येऽर्थे स्वांशादुद्धृत्य वा पुनः ।
अवश्यकार्याः संस्कारा भ्रातृणां पूर्वसंस्कृतैः ॥३४॥

कुटुम्बार्थेषु यश्चोक्तस्तत्कार्यं कुरुते च यः ।
भ्रातृभिर्भरणीयोऽसौ ग्रासाच्छादनवाहनैः ॥३५॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभागधर्मसन्देहे दायादानां विनिर्णयः।
ज्ञातिभिर्भागलेख्यैश्च पृथक्कार्यप्रवर्तनात् ॥३६॥

भ्रातृणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवर्तते।
विभागे सति धर्मो हि तेषां भवेत् पृथक् पृथक् ॥३७॥

दानग्रहणपश्वन्नगृहक्षेत्रपरिग्रहाः।
विभक्तानां पृथग् ज्ञेयाः पाकधर्मागमव्ययाः ॥३८॥

साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च दानं ग्रहणमेव च।
विभक्ता भ्रातरः कूर्युर्नाविभक्ता परस्परम् ॥३९॥

येषामेताः क्रिया लोके प्रवर्तन्ते स्वरिक्थिनाम्।
विभक्तानवगच्छेयुर्लेख्यमप्यन्तरेण तान् ॥४०॥

वसेयुर्ये दशाब्दानि पृथग् धर्माः पृथक् क्रियाः।
विभक्ता भ्रातरस्ते तु विज्ञेया इति निश्चयः ॥४१॥

यद्येकजाता बहवः पृथग्धर्माः पृथक् क्रियाः।
पृथक्कर्मगुणोपेता न ते कृत्येषु सम्मताः ॥४२॥

स्वान्भागान्यदि दद्युस्ते विक्रीनीरन्नथापि वा।
कुर्युर्यथेष्टं तत्सर्वमीशास्ते स्वधनस्य तु ॥४३॥

ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम्।
संसृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेरन्निति स्थितिः ॥४४॥

औरसः क्षेत्रजश्चैव पुत्रिकापुत्र एव च।
कानीनश्च सहोढ़श्च गूढ़ोत्पन्नस्तथैव च ॥४५॥

पौनर्भवोऽपविद्धश्च लब्धः क्रीतः कृतस्तथा।
स्वयं चोपगतः पुत्रा द्वादशैत उदाहृताः ॥४६॥

एषां षड् बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः।
पूर्वः पूर्वः स्मृतः श्रेयाञ्जघन्यो यो य उत्तरः ॥४७॥

[छिन्नभोगे गृहे क्षेत्रे सन्देहो यत्र जायते।
लेख्येन भोगविद्भिर्वा साक्षिभिर्वा समाहरेत् ॥४८॥]

क्रमाद्धेयते प्रपद्येरन्मृते पितरि वा धनम्।
ज्यायसो ज्यायसोऽलाभे कनीयानूक्थमर्हति ॥४९॥

पुत्राभावे तु दुहितातुल्यसन्तानकारणात्।
पुत्रश्च दुहिता चोभौ पितुः सन्तानकारकौ ॥५०॥

अभावे तु दुहितृणां सकुल्या बान्धवास्ततः।
ततः सजातिः सर्वेषामभावे राजगामि तत् ॥५१॥

अन्यत्र ब्राह्मणेभ्यः स्याद्राजा धर्मपरायणः।
तत् स्त्रीभ्यो जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः ॥५२॥

इति नारदीये धर्मशास्त्रे दायभागो नाम त्रयोदशं यवहारपदं समाप्तम्।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सहसा क्रियते कर्म यत्किञ्चिद्बलदर्पितैः ।
तत् साहसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते ॥१॥

मनुष्यमारणं स्तेयं परदाराभिमर्शनम् ।
पारुष्यं द्विविधं ज्ञेयं साहसं च चतुर्विधम् ॥२॥

तत् पुनस्त्रिविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा ।
उत्तमं चेति शास्त्रेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक् ॥३॥

फलमूलोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च ।
भङ्गाक्षेपोपमर्दाद्यैः प्रथमं साहसं स्मृतम् ॥४॥

वासः पश्वन्नपानानां गृहोपकरणस्य च ।
एतेनैव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम् ॥५॥

व्यापादो विषशस्त्राद्यैः परदाराभिमर्शनम् ।
प्राणोपरोधि यच्चान्यदुक्तमुत्तमसाहसम् ॥६॥

तस्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य शतावरः ।
मध्यमस्य तु शास्त्रज्ञैर्दृष्टः पञ्चशतावरः ॥७॥

उत्तमे साहसे दण्डः सहस्रावर इष्यते ।
बधः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्कने ।
तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥८॥

अविशेषेण सर्वेषामेष दण्डविधिः स्मृतः ।
बधादृते ब्राह्मणस्य न बधं ब्राह्मणोऽर्हति ॥९॥

शिरसो मुण्डनं दण्डस्तस्य निर्वासनं पुरात् ।
ललाटे चाभिशस्ताङ्कः प्रयाणं गर्दभेन च ॥१०॥

स्यातां संव्यवहार्यौ तौ धृतदण्डौ तु पूर्वयोः ।
धृतदण्डोऽप्यसंभाष्यो ज्ञेय उत्तम साहसे ॥११॥

तस्यैव भेदः स्तेयं स्याद्विशेषस्तत्र दृश्यते ।
आधिः साहसमाक्रम्य स्तेयमाधिश्छलेन तु ॥१२॥

तदपि त्रिविधं प्रोक्तं द्रव्यापेक्षं मनिषीभिः ।
क्षुद्रमध्योत्तमानां तु द्रव्यतामपकर्षणात् ॥१३॥

मृद्भाण्डासनखट्वास्थिदारुचर्मतृणादि यत् ।
शमी धान्यं कृतान्नं च क्षुद्रद्रव्यमुदाहृतम् ॥१४॥

वासः कौशेयवर्जं च गोवर्जं पशवस्तथा ।
हिरण्यवर्जं लोहं च मध्यं व्रीहिजवा अपि ॥१५॥

हिरण्यरत्नकौशेयस्त्रीपुंगोगजवाजिनः ।
देवब्राह्मणराज्ञां च विज्ञेयं द्रव्यमुत्तमम् ॥१६॥

उपायैर्विविधैः सर्वैः कल्पयित्वापकर्षणम् ।
सुप्तप्रमत्तमत्तेभ्यः स्तेयमाहुर्मनीषिणः ॥१७॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सहोढ़ग्रहणात् स्तेयं होढ़मत्युपभोगतः ।
शङ्का त्वसज्जनैकत्वादन्यायव्ययतस्तथा ॥१८॥

भक्ताधकाशदातारः स्तेनानां ये प्रसर्पताम् ।
शक्ताश्च य उपेक्षन्ते तेऽपि तद्दोषभागिनः ।१९॥

उत्क्रोशतां जनानां च ह्रियमाणे धने तथा ।
श्रुत्वा ये नाभिधावन्ति तेऽपि तद्दोषभागिनः ॥२०॥

साहसेषु य एवोक्त स्त्रिषु दण्डो मनिषीभिः ।
स एव दण्डः स्तेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात् ॥२१॥

गवादिषु प्रणष्टेषु द्रव्येष्वपहृतेषु वा ।
पदस्यान्वेषणं कुर्युरामूलात्तद्विदो जनाः ॥२२॥

ग्रामे व्रजे विविक्ते वा यत्र संनिपतेत् पदम् ।
वोढ़व्यं तद् भवेत्तेन न चेत् सोऽन्यत्र तन्नयेत् ॥२३॥

पदे प्रमूढ़े भग्ने वा विषमत्वाज्जनान्तिके ।
यस्त्वासन्नतरो ग्रामो व्रजो वा तत्र पातयेत् ॥२४॥

समेऽध्वनि द्वयोर्यत्र तेन प्रायोऽशुचिर्जनः ।
पूर्वापवादेर्दुष्टा वा संसृष्टा वा दुरात्मभिः ॥२५॥

ग्रामेष्वन्वेषणं कुर्युश्चण्डालवधकादयः ।
रात्रिसञ्चारिणो ये च बहिः कुर्युर्बहिश्चराः ॥२६॥

स्तेनेष्वलभ्यमानेषु राजा दद्यात् स्वकाद् गृहात् ।
उपेक्षमाणो हेयनस्वो धर्मादर्थाच्च हीयते ॥२७॥

इति नारदीये धर्मशास्त्रे साहसं नाम चतुर्दशं व्यवहारपदं समाप्तम् ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देशजातिकुलादीनामाक्रोशन्यङ्गसंयुतम् ।
यद्वचः प्रतिकूलार्थं वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥१॥

निष्ठुराश्लीलतीव्रत्वात्तदपि त्रिविधं स्मृतम् ।
गौरवानुक्रमात्तस्य दण्डोऽप्यत्र क्रमाद् गुरुः ॥२॥

साक्षेपं निष्ठुरं ज्ञेयमश्लीलन्यङ्गसंयुतम् ।
पातनीयैरुपक्रोशैस्तीव्रमाहुर्मनीषिणः ॥३॥

परगात्रेष्वभिद्रोहो हस्तपादायुधादिभिः ।
भस्मादीनामुपक्षेपैर्दण्डपारुष्यमुच्यते ॥४॥

तस्यापि दृष्टं त्रैविध्यं मृदुमध्योत्तमं क्रमात् ।
अवगोरणनिःशङ्कपातनक्षतदर्शनैः ॥५॥

हीनमध्योत्तमानां तु द्रव्याणामपकर्षणात् ।
त्रीण्येव साहसान्याहुस्तस्त्र कण्टकशोधनम् ॥६॥

विधिः पञ्चविधस्तूक्त एतयोरुभयोरपि ।
विशुद्धिर्दण्डभाक्त्वं च तत्र संवध्यते यथा ॥७॥

पारुष्यदोषावृतयोर्युगपत्संप्रवृत्तयोः ।
विशेषश्चेन्न दृश्येत विनयः स्यात् समस्तयोः ॥८॥

पूर्वमाक्षारयेद् यस्तु नियतं स्यात् स दोषभाक् ।
पश्चाद् यः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः ॥९॥

द्वयोरापन्नयोस्तुल्यमनुवध्नाति यः पुनः ।
स तयोर्दण्डमाप्नोति पूर्वो वा यदि वोत्तरः ॥१०॥

श्वपाकमेदचण्डालव्यङ्गेषु वधवृत्तिषु ।
हस्तिपव्रात्यदासेषु गुर्वाचार्यातिगेषु च ॥११॥

मर्यादातिक्रमे सद्यो घात एवानुशासनम् ।
न च तद्दण्डपारुष्ये स्तेयमाहुर्मनीषिणः ॥१२॥

यमेव ह्यतिवर्तेत नीचः सन्तं जनं नृषु ।
स एव विनयं कुर्यान्न तद्विनयभाग् नृपः ॥१३॥

मला ह्येते मनुष्येषु धनमेषां मलात्मकम् ।
अपि तान् घातयेद्राजा नार्थदण्डेन दण्डयेत् ॥१४॥

शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमर्हति ।
वैश्योऽध्यर्धं शतं द्वे वा शूद्रस्तु वधमर्हति ॥१५॥

पञ्चाशद् ब्राह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशंसने ।
वैश्ये स्यादर्धपञ्चाशच्छूद्रे द्वादशको दमः ॥१६॥

समवर्णेर्द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे ।
वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत् ॥१७॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

काणमप्याथवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम् ।
तथ्येनापि ब्रुवन्दण्ड्यो राज्ञा कार्षापणावरम् ॥१८॥

न किल्विषेणापवदेच्छास्त्रतः कृतपावनम् ।
न राज्ञा धृतदण्डं च दण्डभाक् तद्व्यतिक्रमात् ॥१९॥

लोकेऽस्मिन् द्वाववक्त्यव्यावबध्यौ च प्रकीर्तितौ ।
ब्राह्मणश्चैव राजा च तौ हीदं विभृतो जगत् ॥२०॥

पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरेति वा पुनः ।
वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विर्दोषतां व्रजेत् ॥२१॥

एकजातिर्द्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन् ।
जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥२२॥

नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः ।
निखेयोऽयोमयं शङ्कुर्ज्वलन्नास्ये दशाङ्गुलः ॥२३॥

धर्मोपदेशं दर्पेण द्विजानामस्य कुर्वतः ।
तप्तमासेचयेत्तैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥२४॥

येनाङ्गेनावरोवर्णो ब्राह्मणस्यापराध्नुयात् ।
तदङ्गं तस्य च्छेत्तव्यमेवं शुद्धिमवाप्नुयात् ॥२५॥

सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यावकृष्टजः ।
कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचौ वास्यावकर्तयेत् ॥२६॥

अवनिष्ठीवतो दर्पाद् द्वावोष्ठौ छेदयेन्नृपः ।
अवमूत्रयतः शिश्नमवशब्दयतो गुदम् ॥२७॥

केशेषु गृह्णतो हस्तौ छेदयेदविचारयन् ।
पादयोर्दाढ़िकायां तु ग्रीवायां वृषणेषु च ॥२८॥

त्वक्छेदकः शतं दण्ड्यो लोहितस्य च दर्शकः ।
मांसभेत्ता तु षण्निष्कान् प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः ॥२९॥

उपक्रुश्य तु राजानं कर्मणि स्वे व्यवस्थितम् ।
जिह्वाछेदार्द्रवेच्छुद्धः सर्वस्वहरणेन वा ॥३०॥

राजनि प्रहरेद् यस्तु कृतागस्यपि दुर्मतिः ।
शूले तमग्नौ विपचेद् ब्रह्महत्याशताधिकम् ॥३१॥

पुत्रापराधे न पिता नाश्वे न शुनि दण्डभाक् ।
न मर्कटे च तत्स्वामी तेनैव प्रहितो न चेत् ॥३२॥

इति नारदीये धर्मशास्त्रे वाक्पारुष्यं दण्डपारुष्यं च पञ्चदशं व्यवहारपदम् ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अक्षान्नध्नशलाकाद्यैर्देवनं जिह्मकारितम् ।
पणक्रीड़ा वयोभिश्च पदं द्यूतसमाह्वयम् ॥१॥

सभिकः कारयेद् द्यूतं देयं दद्याच्च तत्कृतम् ।
दशकं च शतं वृद्धिस्तस्य स्याद् द्यूतकारिणः ॥२॥

द्विरभ्यस्ताः पतन्त्यक्षा ग्लहे यद्यक्षदेविनः ।
जयं तस्यापरस्याहुः कितवस्य पराजयम् ॥३॥

कितवेष्वेव तिष्ठेरन् कितवाः संशयं प्रति ।
त एव तस्य द्रष्टारस्त एव स्युस्तु साक्षिणः ॥४॥

अशुद्धः कितवो नान्यदाश्रयेद् द्यूतमण्डलम् ।
प्रतिहन्यान्न सभिकं दापयेत्तत् स्वमिष्टतः ॥५॥

कूटाक्षदेविनः पापान्निर्हरेद् द्यूतमण्डलात् ।
कण्ठेऽक्षमालामासज्य स हेम्नः विनयः स्मृतः ॥६॥

अनिर्दिष्टस्तु यो राज्ञा द्यूतं कुर्वीत मानवः ।
न स तं प्राप्नुयात् कामं विनयं चैव सोऽर्हति ॥७॥

अथवा कितवा राज्ञे दत्त्वा भागं यथोदितम् ।
प्रकाशं देवनं कुर्युरेवं दोषो न विद्यते ॥८॥

इति नारदीये धर्मशास्त्रे द्यूतसमाह्वयो नाम षोडशं व्यवहारपदम् ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रकीर्णके पुनर्ज्ञेयो व्यवहारो नृपाश्रयः।
राज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तत्कर्मकरणं तथा ॥१॥

पुरप्रदानं संभेदः प्रकृतीनां तथैव च।
पाषण्डनैगमश्रेणीगणधर्मविपर्ययः ॥२॥

पितापुत्रविवादश्च प्रायश्चित्तव्यतिक्रमः।
प्रतिग्रहविलोपश्च कोप आश्रमिणामपि ॥३॥

वर्णसंकरदोषश्च तद्वृत्तिनियमस्तथा।
न दृष्टं यच्च पूर्वेषु तत्सर्वं स्यात् प्रकीर्णके ॥४॥

राजा त्ववहितः सर्वानाश्रमान् परिपालयेत्।
उपायैः शास्त्रविहितैश्चतुर्भिः प्रकृतीस्तथा ॥५॥

यो यो वर्णोऽपहीयेत यो य उद्वेकमाप्नुयात्।
तं तं दृष्ट्वा स्वतो मार्गात् प्रच्युतं स्थापयेत् पथि ॥६॥

अशास्त्रोक्तेषु चान्येषु पापयुक्तेषु कर्मसु।
प्रसमीक्ष्यात्मना राजा दण्डं दण्डेग्रषु पातयेत् ॥७॥

श्रुतिस्मृतिविरुद्धं यद् भूतानामहितं च यत्।
न तत् प्रवर्तयेद्राजा प्रवृत्तं च निवर्तयेत् ॥८॥

न्यायापेतं यदन्येन राज्ञाज्ञानकृतं भवेत्।
तदप्यन्यायविहितं पुनर्न्याये निवेशयेत् ॥९॥

आयुधान्यायुधीयानां शिल्पद्रव्याणि शिल्पिनाम्।
वेश्यास्त्रीणामलंकारं वाद्यातोद्यादि तद्विदाम् ॥१०॥

यच्च यस्योपकरणं येन जीवन्ति कारवः।
सर्वस्वहरणेऽप्येतान्न राजा हर्तुमर्हति ॥११॥

अनिर्देश्यावनिन्द्यौ च राजा ब्राह्मण एव च।
दीप्तिमत्वाच्छुचित्वाच्च यदि न स्यात् पथश्च्युतः ॥१२॥

राज्ञा प्रवर्तितान् धर्मान् यो नरो नानुपालयेत्।
दण्डग्रः स पापो वध्यश्च लोपयन्राजशासनम् ॥१३॥

यदि राजा न सर्वेषां वर्णानां दण्डधारणम्।
कुर्यात् पथो व्यपेतानां विनश्येयुरिमाः प्रजाः ॥१४॥

ब्राह्मण्यं ब्राह्मणो जह्यात् क्षत्रियः क्षात्रमुत्सृजेत्।
शूले मत्स्यानिवाश्नीयुर्दुर्बलान् बलवत्तराः ॥१५॥

स्वकर्म जह्याद्वैश्यस्तु शूद्रः सर्वं विशेषयेत्।
राजानश्चेन्नाकरिष्यन् प्रजानां दण्डधारणम् ॥१६॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सतामनुग्रहो नित्यमसतां निग्रहस्तथा ।
एष धर्मः स्मृतो राज्ञामर्थश्चामित्रपीड़नात् ॥१७॥

न लिप्यते यथा वह्निर्दहन्शश्वदपि प्रजाः ।
न लिप्यते तथा राजा दण्डं दण्डेष्वपातयन् ॥१८॥

प्रज्ञा तेजः पार्थिवानां सा च वाचि प्रतिष्ठिता ।
ते यद्ब्रूयुरसत्सद्वा स धर्मो व्यवहारिणाम् ॥१९॥

राजेति संचरत्येष भूमौ साक्षात् सहस्रदृक् ।
न तस्याज्ञामतिक्रम्य संतिष्ठेरन् प्रजाः क्वचित् ॥२०॥

रक्षाधिकारादीशत्वाद् भूतानुग्रहदर्शनात् ।
यदेव कुरुते राजा तत्प्रमाणमिति स्थितिः ॥२१॥

निर्बलोऽपि यथा स्त्रीणां पूज्य एव पतिः सदा ।
प्रजानां विगुणोऽप्येवं पूज्य एव प्रजापतिः ॥२२॥

राज्ञामाज्ञाभयाद्यस्मान्न च्यवेरन् पथः प्रजाः ।
व्यवहारादतो ज्ञेयं संवृत्तं राजशासनम् ॥२३॥

स्थित्यर्थं पृथिवीपालैश्चरित्रविषयाः कृताः ।
चरित्रेभ्योऽस्य तत्प्राहुर्गरीयो राजशासनम् ॥२४॥

तपःक्रीताः प्रजा राज्ञा प्रभुरासां ततो नृपः ।
ततस्तद्वचसि स्थेयं वार्ता चासां तदाश्रया ॥२५॥

पञ्च रूपाणि राजानो धारयन्त्यमितौजसः ।
अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य धनदस्य च ॥२६॥

कारणादनिमित्तं वा यदा क्रोधवशं गतः ।
प्रजा दहति भूपालस्तदाग्निरभिधीयते ॥२७॥

यदा तेजः समालम्ब्य विजिगीषुरुदायुधः ।
अभियाति परान्राजा तदेन्द्रः स उदाहृतः ॥२८॥

विगतक्रोधसन्तापो हृष्टरूपो यदा नृपः ।
प्रजानां दर्शनं याति सोम इत्युच्यते तदा ॥२९॥

धर्मासनगतः श्रीमान्दण्डं धत्ते यदा नृपः ।
समः सर्वेषु भूतेषु तदा वैवस्वतः स्मृतः ॥३०॥

यदा त्वर्थिगुरुप्राज्ञभृत्यादीन् पृथिवीपतिः ।
अनुगृह्णाति दानेन तदा स धनदः स्मृतः ॥३१॥

तस्मात्तं नावजानीयान्नाक्रोशेच्च विशेषतः ।
आज्ञायां चास्य तिष्ठेत मृत्युः स्यात्तद्व्यतिक्रमात् ॥३२॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तस्य धर्मः प्रजारक्षा वृद्धप्राज्ञोपसेवनम् ।
दर्शनं व्यवहाराणामुत्थानं च स्वकर्मसु ॥३३॥

ब्राह्मणानुपसेवेत नित्यं राजा समाहितः ।
संयुक्तं ब्राह्मणैः क्षात्रं मूलं लोकाभिवृद्धये ॥३४॥

ब्राह्मणस्यापरीहारो राजन्यासनमग्रतः ।
प्रथमं दर्शनं प्रातः सर्वेभ्यश्चाभिवादनम् ॥३५॥

अग्रं नवभ्यः सप्तभ्यो मार्गदानं च गच्छतः ।
भैक्षहेतोः परागारे प्रवेशस्त्वनिवारितः ॥३६॥

समित्पुष्पोदकादीनां ह्यस्तेयं स्वपरिग्रहम् ।
अनपेक्षः परेभ्यश्च सम्भाषश्च परस्त्रिया ॥३७॥

नदीष्ववेतनस्तारः पूर्वमुत्तारणं तथा ।
तरेष्वशुल्कदानं च वणिज्यायां भवेत् स्थितिः ॥३८॥

वर्तमानोऽध्वनि श्रान्तो गृह्णन्नशनः स्वयम् ।
ब्राह्मणो नापराधी स्याद् द्वाविक्षू द्वे च मूलके ॥३९॥

नाभिशस्तान्न पतितान्न द्विषो नापि नास्तिकात् ।
नोपसन्नान्निर्निमित्तं दातारं न प्रपीडयेच ॥४०॥

अर्थिनां भूरीभावाच्च देयत्वाच्च महात्मनाम् ।
श्रेयान् परिग्रहो राज्ञां सर्वेषां ब्राह्मणादृते ॥४१॥

ब्राह्मणश्चैव राजा च द्वावप्येतौ दृढ़व्रतौ ।
नानयोरन्तरं किञ्चित् प्रजा धर्मेन रक्षतोः ॥४२॥

धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रक्षार्थं शासतोऽशुचीन् ।
मेध्यमेव धनं प्राहुस्तीक्ष्नस्यापि महीपतेः ॥४३॥

यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः ।
स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम् ॥४४॥

शुचीनामशुचीनां च संनिपातो यथाम्भसाम् ।
समुद्रे समतां याति तद्वद्राज्ञो धनागमः ॥४५॥

यथा ह्यग्नौ स्थितं दीप्ते शुद्धिमायाति काञ्चनम् ।
एवं धनागमाः सर्वे शुद्धिमायान्ति राजसु ॥४६॥

य एव कश्चित् स्वद्रव्यं ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति ।
तद्वाज्ञाप्यनुमन्तव्यमेष धर्मः सनातनः ॥४७॥

अन्यप्रकारादुचिताद्भूमेः षड्भागसंज्ञितात् ।
बलिः स तस्य विहितः प्रजापालनवेतनम् ॥४८॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शक्यं तत् पुनराहर्तुं यन्न ब्राह्मणस्यात्कृतम् ।
ब्राह्मणेभ्यस्तु यद्दत्तं न तस्य हरणं पुनः ॥४९॥

दानमध्ययनं यज्ञः कर्मास्योक्तं त्रिलक्षणम् ।
याजनाध्यापने वृतिस्तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥५०॥

स्वधर्मे ब्राह्मणस्तिष्ठेद्वृत्तिमाहारयेन्नृपात् ।
नासद्भ्यः परिगृह्णीयाद्वर्णेभ्यो नियमे सति ॥५१॥

अशुचिर्वचनाद् यस्य शुचिर्भवति मानवः ।
शुचिश्चैवाशुचिः सम्यक् कथं राजा न दैवतम् ॥५२॥

विदुर्य एव देवत्वं राज्ञो ह्यमिततेजसः ।
तस्य ते प्रतिगृह्णन्तो न लिप्यन्ते कथञ्चन ॥५३॥

लोकेऽस्मिन्मङ्गलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौर्हुताशनः ।
हिरण्यं सर्पिरादित्य आपो राजा तथाष्टमः ॥५४॥

एतानि सततं पश्येन्नमस्येदर्चयेत् स्वयम् ।
प्रदक्षिणं च कुर्वीत यथास्यायुः प्रवर्धते ॥५५॥

इति श्रीनारदीये धर्मशास्त्रे प्रकीर्णकं नाम व्यवहारपदं सप्तदशम् ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्विविधास्तस्करा ज्ञेयाः परद्रव्यापहारिणः।
प्रकाशाश्चाप्रकाशाश्च तान् विन्द्यादात्मवान्नृप ॥१॥

प्रकाशवञ्चकास्ते तु कूटमानतुलाश्रिताः।
उत्कोचकाः साहसिकाः कितवाः पण्ययोषितः ॥२॥

प्रतिरूपकराश्चैव मङ्गलादेशवृत्तयः।
इत्येवमादयो ज्ञेयाः प्रकाशलोकतस्कराः ॥३॥

अप्रकाशाश्च विज्ञेया बहिरभ्यन्ताराश्रिताः।
मुष्यां प्रसक्ताश्च नरा मुष्णन्त्याक्रम्य चैव ते ॥४॥

देशग्रामगृहघ्नाश्च यज्ञघ्ना ग्रन्थिमोचकाः।
इत्येवमादयो ज्ञेयाः अप्रकाशाश्च तस्कराः ॥५॥

न त्वहोढान्विताश्चौरा बध्या राज्ञा अनागसः।
सहोढ़ान् स्तेयकरणात् क्षिप्रं चोरान् प्रशासयेत् ॥६॥

स्वदेशघातिनो ये स्युस्तथा यज्ञावरोधिनः।
तेषां सर्वस्वमादाय भूयो निन्दां प्रकल्पयेत् ॥७॥

अहोढान्विमृशेच्चौरान् गृहीतान् यदि शङ्कया।
भयोपधाभिश्चिन्ताभिर्भ्रूयुस्तथा यथा कृतम् ॥८॥

देशं कालं दिशं जातिं नाम वा संप्रतिश्रयम्।
कृत्यं कर्मकरा वा स्युः प्रष्टव्यास्ते विनिग्रहे ॥९॥

वर्णस्वराकारभेदात् संसदि त्वनिवेदनात्।
अदेशकालदृष्टत्वाद्वासस्याप्यविशोधनात् ॥१०॥

असद्व्ययात् पूर्वचौर्यादसत्संसर्गकारणात्।
लेख्यैरप्यवगन्तव्या न होढ़ेनैव केवलम् ॥११॥

दस्युवृत्ते यदि नरे शङ्का स्यात्तस्करेऽपि वा।
यदि स्पृशेत लेशेन कार्यः स्याच्छपथं ततः ॥१२॥

चौराणां भक्तदा ये स्युस्तथाग्न्युदकदायकाः।
आवासदा देशिकाश्च तथैवोत्तरदायकाः ॥१३॥

क्रेतारश्चैव भाण्डानां प्रतिग्राहिण एव च।
समदण्डाः स्मृतास्ते तु ये च प्रच्छादयन्ति तान् ॥१४॥

राष्ट्रेषु राष्ट्राधिकृताः सामन्ताश्चैव चोदिताः।
अभ्याघाते तु मध्यस्था यथा चौरास्तथैव ते ॥१५॥

गोचरे यस्य मुष्येत तेन चौराः प्रयत्नतः।
मृग्या दाप्योऽन्यथा मोषं पदं यदि न निर्गतम् ॥१६॥

निर्गते तु यदा यस्मिन्नष्टेऽन्यत्र न पातयेत्।
सामन्तान्मार्गपालांश्च दिक्पालांश्चैव दापयेत् ॥१७॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गृहे वै मुषिते राजा चौरग्राहांस्तु दापयेत् ।
आरक्षकान् राष्ट्रिकांश्च यदि चौरो न लभ्यते ॥१८॥

यदि वा दोषकर्तेष तस्मिन्मोषे तु संशयः ।
मुषितः शपथं शाप्यो मोषे वै शुद्धिकारणात् ॥१९॥

अचौरो बोधितो मोषं चौरो वै शुद्धकारणात् ।
चौरे लब्धे लभेयुस्ते द्विगुणं प्रतिपादिताः ॥२०॥

चौरहृतं प्रपद्यैव सरूपं प्रतिपादयेत् ।
तदभावे तु मूल्यं स्याद्दण्डं दाप्यश्च तत्समम् ॥२१॥

काष्ठकाण्डतृणादीनां मृन्मयानां तथैव च ।
वेणुवैणवभाण्डानां वेतसस्यास्थिचर्मणोः ॥२२॥

शाकहरितमूलानां हरणे तृणपुष्पयोः ।
गोरसेक्षुविकाराणां तथा लवणतैलयोः ॥२३॥

पक्वान्नानां कृतान्नानां मद्यानामामिषस्य च ।
सर्वेषामल्पमूल्यानां मूल्यात् पञ्चगुणो दमः ॥२४॥

तुलाधरिममेयानां गणिमानां च सर्वतः ।
त्रभ्यस्तूत्कृष्टमूल्यानां मूल्यादष्टगुणो दमः ॥२५॥

धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं बधः ।
न्यूनं वैकादशगुणं दण्डं दाप्योऽब्रवीन्मनुः ॥२६॥

सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् ।
रत्नानां चैव मुख्यानां शतादभ्यधिके बधः ॥२७॥

पुरुषं हरतः पात्यो दण्ड उत्तमसाहसः ।
सर्वस्वं स्त्रीं तु हरतः कन्यां तु हरतो बधः ॥२८॥

महापशूंस्तु नयतो दण्ड उत्तमसाहसः ।
मध्यमो मध्यमपशुं पूर्वः क्षुद्रपशुं हरन् ॥२९॥

चतुर्विंशावरः पूर्वः परं षन्नवतिर्भवेत् ।
चतुःशतपरो यश्च मध्यमो द्विशतावरः ॥३०॥

सहस्रं तूत्तमो ज्ञेयः परः पञ्चशतावरः ।
त्रिविधः साहसेष्वेव दण्डः प्रोक्तः स्वयम्भुवा ॥३१॥

प्रथमे ग्रन्थिभेदानामङ्गुल्यङ्गुष्टयोर्बधः ।
द्वितीये चैव तज्ज्ञेयं दण्डः पूर्वस्तु साहसः ॥३२॥

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु स्थुरायाश्छेदनं भवेत् ।
दासीं तु हरतो नित्यमर्धपादविकर्तनम् ॥३३॥

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते ।
तत्तदेवास्य च्छेत्तव्यं तन्मनोरनुशासनम् ॥३४॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गरीयसि गरीयांसमगरीयसि वा पुनः ।
स्तेने निपातयेद्दण्डं न यथा प्रथमे तथा ॥३५॥

दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत् ।
त्रिषु वर्णेषु यानि स्युर्ब्राह्मणस्त्वक्षतः सदा ॥३६॥

उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।
चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥३७॥

अपराधं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः ।
सारानुबन्धावालोक्य दण्डानेतान् प्रकल्पयेत् ॥३८॥

न मित्रकारणाद्राज्ञा विपुलाद्वा धनागमात् ।
उत्सृष्टव्यः साहसिकस्त्यक्तात्मा मनुरब्रवीत् ॥३९॥

यावानबध्यस्य बधे तावान् बध्यस्य मोक्षणे ।
भवत्यधर्मो नृपतेर्धर्मस्तु विनियच्छतः ॥४०॥

न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।
निर्वास्यं संकारयेत् काममिति धर्मो व्यवस्थितः ॥४१॥

सर्वस्वं वा हरेद्राजा चतुर्थं वावशेषयेत् ।
एतेभ्योऽनुस्मरन्धर्मं प्राजापत्यमिति स्थितिः ॥४२॥

ब्राह्मणस्यापराधेषु चतुर्ष्वङ्को विधीयते ।
गुरुतल्पे सुरापाने स्तेये ब्राह्मणहिंसने ॥४३॥

गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने ध्वजः स्मृतः ।
स्तेये तु श्वपदं कृत्वा शिखिपित्तेन पूरयेत् ॥४४॥

अशिराः पुरुषः कार्यो ललाटे ब्रह्मघातिनः ।
असम्भाष्यश्च कर्तव्यस्तन्मनोरनुशासनम् ॥४५॥

राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता ।
आचक्षाणेन तत्स्तेयमेवंकर्मास्मि शाधि माम् ॥४६॥

अनेना भवति स्तेनः स्वकर्मप्रतिपादनात् ।
राजा ततः स्पृशेदेनमुत्सृजेत्तु ह्यकिल्विषम् ॥४७॥

राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ।
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥४८॥

शासनाद्वा विमोक्षाद्वास्तेनो मुच्यति किल्विषात् ।
अशासनात्तु तद्राजा स्तेनस्याप्नोति किल्विषम् ॥४९॥

गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम् ।
अतः प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥५०॥

अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम् ।
द्विरष्टापाद्यं वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य तु ॥५१॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ब्राह्मणस्य चतुःषष्टीत्येवं स्वायम्भुवोऽब्रवीत् ।
विद्यापि च विशेषेण विद्वत्स्वभ्यधिकं भवेत् ॥५२॥

शारीरश्चार्थदण्डश्च दण्डस्तु द्विविधः स्मृतः ।
शारीरं दशधा प्रोक्तमर्थदण्डस्त्वनेकधा ॥५३॥

काकिण्यादिस्त्वर्थदण्डः सर्वस्वान्तस्तथैव च ।
शारीरः संनिरोधादिर्जीवितान्तस्तथैव च ॥५४॥

काकिण्यादिस्तु यो दण्डः स तु माषावरः स्मृतः ।
माषावराद् योऽयं प्रोक्तः कार्षापणपरस्तु सः ॥५५॥

कार्षापणावराद् यस्तु चतुःकार्षापणावरः ।
द्व्यवरोऽष्टापरश्चान्यस्त्र्यवरो द्वादशोत्तरः ॥५६॥

कार्षापणो दक्षिणस्यां दिशि रौप्यः प्रवर्तते ।
पणैर्निबद्धः पूर्वस्यां विंशतिस्तु पणाः स तु ॥५७॥

माषो विंशतिभागस्तु ज्ञेयः कार्षापणस्य तु ।
काकिनी तु चतुर्भागो माषस्य च पलस्य च ॥५८॥

पाञ्चनद्याः प्रदेशे तु संज्ञा या व्यवहारिकी ।
कार्षापणप्रमाणं तु निबद्धमिह नैतया ॥५९॥

कार्षापणोऽन्तिका ज्ञेया ताश्चत्स्रस्तु धानकः ।
तद्द्वादश सुवर्णस्तु दीनाराख्यः स एव च ॥६०॥

वार्तां तु यां चाप्यथ दण्डनीतिम् ।
राजानुवर्त्तेतसदाप्रमत्तः ।
हन्यादुपायैर्निपुणैर्गृहीतान्
तयैव शास्तावनिगृह्य पापान् ॥६१॥

इति नारदप्रोक्तायां संहितायां चौरप्रतिषेधो नाम प्रकरणं समाप्तम् । समाप्तं चेदं नारदीयं धर्मशास्त्रम्

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

প্রণম্য বীরেশ্বরপাদপদ্মং দাক্ষায়ণী-সেবিতমর্চ্চনীয়ম্।
নারায়ণো নারদবাক্‌চয়ানাং বঙ্গানুবাদং বিদধাতি যত্নাৎ ॥
এষোঽনুবাদঃ সুখবোধহেতোঃ কুত্রাপি তাৎপর্য্যময়ো ময়োক্তঃ।
স প্রীণয়েদ্ যদ্যপি সূরিচিত্তং শ্রমস্তদা মে সফলঃ ফলী স্যাৎ ॥

নারদ প্রদর্শিত মনুস্মৃতির বিবৃতি

মানবসৃষ্টির প্রথম-অবস্থায় সর্ব্বজনপূজ্য ভগবান্ মনু শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত শিষ্টাচারময় ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহাদের কালে বিচার শাস্ত্রের আবশ্যক না থাকিলেও কালক্রমে কাম, ক্রোধ, লোভমূলক অনুচিত আচরণের সম্ভাবনা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর হিতকামনায় অনুগ্রহপূর্ব্বক আচার ও যাহাতে সকলে সুখে থাকিতে পারেন, তাহার উপায়স্বরূপ শাস্ত্র (শাসনরীতির বোধক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদি বোধক গ্রন্থ) প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

এই শাস্ত্রে (১) প্রথমে লোকসৃষ্টি, (২) প্রাণীদিগের শ্রেণীবিভাগ, (৩) ধার্ম্মিক ব্যক্তির স্থিতির জন্য পবিত্র দেশ (অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত যাহাকে বলে তাহা), (৪) সৎ ও অসৎ কার্য্যাদির বিবেচক বিশিষ্ট ব্যক্তির সমবায় (অর্থাৎ সভার লক্ষণ বা আইনসভা), (৫) বেদ ও বেদাঙ্গ শাস্ত্রে উক্ত যজ্ঞের বিধি, (৬) সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানরূপ আচার, (৭) ধর্ম্মাধিকরণে বিচার ও তাহার রীতি, (৮) দুষ্ট ব্যক্তির দমন, (৯) রাজার আচরণ (রাজধর্ম্ম), (১০) ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বিভাগ, (১১) ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস আশ্রম, (১২) বিবাহ রীতি (বিবাহ্যাবিবাহ্যাদি নিরূপণ ও তাহাতে প্রকারভেদাদি), (১৩) পতিপত্নীর ব্যবহারাদিরূপ সম্পর্ক, (১৪) সম্বন্ধাধীন লোকে যে ধন প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে যে ক্রমে অধিকারী হয়, (১৫) শ্রাদ্ধের বিধি, (১৬) শৌচ (শুদ্ধি প্রকার) ও আচার (নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম), (১৭) ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য নির্ণয়, (১৮) কোন্ বস্তু বিক্রয়যোগ্য, (১৯) কোন্ বস্তু বিক্রয়ের যোগ্য নহে ইহার নিরূপণ, (২০) পাপভেদ, সৎকর্ম্ম ও অসৎ কর্ম্মের ফল, (২১) স্বর্গ ও নরক বর্ণনা, (২২) পাপানুষ্ঠাতার নরকাদি ভয় হইলে তাহার প্রতিকার-স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত, (২৩) উপনিষদ (দুঃখময় সংসারে জন্মমরণাদি ক্লেশের প্রতিকারকল্পে জ্ঞান-সাধন শাস্ত্র) ও (২৪) রহস্যস্থান এই চতুর্ব্বিংশতি বিষয় সুবিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। এই বিষয়গুলি লক্ষসংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত আছে। উহা এক হাজার আশী অধ্যায়ে পরিণত করিয়া মনু, দেবর্ষি নারদকে দিয়াছিলেন। তিনি উহা অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া মনুষ্যের উহা ধারণা করা সহজ নহে মনে হওয়ায় বার হাজার শ্লোকে পরিণত করতঃ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে দিয়াছিলেন। সপ্তকল্পান্তজীবী মার্কণ্ডেয় ঋষি মানুষের আয়ুঃ ও শক্তি অল্প বিবেচনায় আট হাজার শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া ভৃগুবংশীয় সুমতিকে দিয়াছিলেন। তিনি মনুষ্যাদিগের আয়ুঃ ও শক্তির অত্যন্ত অল্পতা বিবেচনায় চার হাজার শ্লোকে এই মানব শাস্ত্র সংক্ষেপ করিয়াছিলেন। উক্ত মনু প্রণীত হাজার অশীতি অধ্যায়ে বিভক্ত লক্ষসংখ্যক শ্লোকাত্মক ঐ মানব শাস্ত্র দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের আছে। আর ভৃগুবংশীয় সুমতিকৃত সংক্ষিপ্ত মানব শাস্ত্র মনুষ্যগণের মধ্যে বিদ্যমান আছে। যাহার এক হাজার আশী অধ্যায়, সেই লক্ষসংখ্যক শ্লোকাত্মক মানব শাস্ত্রের ইহাই হইল প্রথম শ্লোক।

এই জগৎ লক্ষ্য করিবার ন্যায় ছিল না তখন অন্ধকাররূপে ছিল। কিছু জানিবার উপায় ছিল না। (এই শ্লোকে "আসীৎ" ও "প্রাজ্ঞায়ত" এই অতীতকালের বোধক প্রত্যয় হইতে জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থার (অর্থাৎ প্রলয়ের) নির্দ্দেশ হইতেছে।) সেই অন্ধকারময় জগতে নিজে স্বয়ং উৎপন্ন চতুর্ম্মুখ ভগবান্ আপনি প্রকাশ পাইয়াছিলেন। (এইস্থলে বক্তব্য ভৃগুবংশোৎপন্ন সুমতিকৃত যে মনুশাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহার প্রথম শ্লোক এরূপ নহে বলিয়া নারদস্মৃতিতে উদ্ধৃত মানব শাস্ত্রের যে শ্লোকটি আছে তাহা মনুর প্রথম কল্পিত শাস্ত্রের আদি শ্লোক বলিয়া অসহায় প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা তদ্রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আরও মনে হয় যে চতুর্ব্বিংশতি বিষয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মানব শাস্ত্রে আছে বলিয়া নারদস্মৃতিতে উক্ত আছে, তাহাদের মধ্যে ত্রয়োবিংশতিতম উপনিষদরূপ বিষয়টি ভার্গব সুমতির মানব শাস্ত্রে নাই। কেবল দুইটি শ্লোকে নামমাত্র উল্লিখিত আছে, "কৃৎস্নো বেদোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা" এই রহস্য শব্দে উপনিষৎ প্রাপ্ত হওয়ায়, আর দ্বিতীয়টি, "বিবিধাশ্চৌপনিষদীরাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ" কেবল নামমাত্র উল্লেখে অন্যান্য বিষয়গুলির মত বিস্তৃতভাবে বা স্বরূপও কিছু না থাকায়, ইহাও প্রথম কল্পিত লক্ষ শ্লোকাত্মক মানব শাস্ত্রে ছিল; ভার্গব প্রোক্ত মনুতে নাই। অতএব উক্ত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বক্তব্যগুলি প্রজাপতি ভগবান্ মনু প্রথমে নারদকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই নারদ স্বয়ং ব্যবহার অংশ (বিচার্য্য অংশ) বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করতঃ (নারদস্মৃতি নামক) এই শাস্ত্র মনুর অভিমতরূপে দেখাইয়াছেন। তাহার কারণ প্রজাপতি মনুই সকল প্রাণীর হিতার্থে কালান্তরীয় ও নানাস্থানস্থ শ্রুতিবাক্য সংগ্রহ করিয়া প্রথমে স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইজন্য অন্য ঋষিবাক্যে তাঁহার প্রশংসা বলা আছে। "এনমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমেকে প্রজাপতিম্। আহুরেকে পরং ধর্ম্মমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্", এইরূপ প্রশংসা অন্য কাহারও শুনা যায় না এবং এই সকল কারণে বৃহস্পতি বলিয়াছেন, "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে। বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্" এই বাক্য হইতে "স্মৃতি" এই শব্দের অর্থও পরিস্ফুট হইতেছে। যে বেদার্থের স্মরণ যে বাক্য হইতে হয় তাহাই স্মৃতিবাক্য। এই বিষয় সকলের অবলম্বনে ক্রমে প্রকরণ হইতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য প্রকরণ সকল বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রথম ব্যবহার নামক যে প্রকরণ ছিল ইহাকেই প্রথমে সূত্ররীতি অনুসারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

সূত্রের রীতি হইতেছে যে উহা অল্প অক্ষরে লিখিত হয়, উহাতে সন্দেহের বিষয় বা কোন নিরর্থক কল্পিত পদ থাকে না এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সঙ্কোচশূন্য হয়। এই রীতির অবলম্বনে নারদ সংসারে সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় বিবেচনায় বিস্তৃতভাবে প্রথমে ব্যবহার শাস্ত্র লিখিয়াছেন। এই 'ব্যবহার' শব্দের অন্তর্গত বি শব্দের অর্থ নানা বিষয়, অব শব্দের অর্থ সন্দেহ, হার শব্দের অর্থ যাহার দ্বারা হরণ হয়। তাহা হইলে নানা বিষয়ের সন্দেহের নাশ যাহার দ্বারা হয় তাহাকে 'ব্যবহার' বলে। এই পরিভাষিত ব্যবহার শব্দ নির্দ্দেশে দায়, অধিকার, স্ত্রীধন, দস্যুতাদি সাহস, গচ্ছিত রাখা ঋণদানাদিতে সংশয় উপস্থিত হইলে ভাষা (আর্জ্জী), উত্তর, সাক্ষী ও লেখ্য (দলিল পত্রাদি) দ্বারা বিষয় বস্তুর নির্ণয়সাধন কার্য্যকে 'ব্যবহার' বলা হইয়াছে। তাহার প্রারম্ভেই এই শ্লোক প্রথমে লিখিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মকেই বল বলিয়া মনে করিতেন অর্থাৎ ধর্ম্মই যাঁহাদের প্রধান ছিল সেই সকল ব্যক্তি যখন ছিলেন তাঁহারা সকলেই সত্যবাদী ছিলেন। এইজন্য কোন ব্যক্তিই অন্যের দ্রব্য নিজের বলিতেন না, এতদর্থে কোন বিষয়ের সংশয় না আসায় তাহার বিচারের প্রয়োজন না থাকায় ব্যবহার (অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রে বিচার) হইত না। কেহ কাহাকে বিদ্বেষ করিতেন না অতএব তখন ব্যবহার শাস্ত্রের প্রয়োজন না থাকায় সৃষ্টিসমকালে ব্যবহার শাস্ত্র ছিল না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নারদস্মৃতি

১। মনুষ্য যখন ধর্ম্মৈকবল, সত্যবাদী ও বিদ্বেষশূন্য ছিল এবং অপরের শুভদ্বেষী ছিল না, কেহ কাহার দ্রব্য অপহরণ করিত না, অপরের দ্রব্য আপনার বলিত না এবং অপরের অভ্যুদয়ে নিজের লঘুতা কল্পনাও করিত না, তখন কেহ কাহার বস্তু লইয়া নিজের বস্তু বলিয়া দাবী করিত না বলিয়াই প্রথম অবস্থায় বিচার কার্য্যের প্রয়োজন ছিল না।

২। পরে ঐ ধর্ম্মভাব নষ্ট হইলে একের বস্তুকে অপরে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, 'ঐ দ্রব্য আপনার নহে, আমার', এই প্রকার মিথ্যার আশ্রয়ে, বা 'আমা হইতে কেন ঐ লোক বড় হইবে', এই প্রকার বিদ্বেষবুদ্ধিতে নানা প্রকার কপটতার অবলম্বন হইলে তখন লোক রাজদ্বারে উহার বিচারার্থ উপস্থিত হইতে লাগিল ও তখন রাজা তাহাদের ঐ বিষয়ে বিচার করিয়া দিবার আবশ্যকতা বোধ করিলেন। ঐ বিচারের নাম হইল ব্যবহার। ব্যবহার শব্দ সংস্কৃত। উহাতে বি+অব+হার এই তিন শব্দ আছে। 'বি'র অর্থ নানা, 'অব' শব্দের অর্থ সন্দেহ, 'হার' শব্দের অর্থ যাহার দ্বারা হরণ অর্থাৎ নাশ করা যায়। এই তিন একত্র মিলিত করিলে অর্থ হইবে নানা বিষয়ে সন্দেহের হরণকারক ব্যাপার। দেখুন একটি বস্তুকে উভয়ে যদি নিজ সম্পত্তি বলে তখন ঐ বস্তুটি কাহার এই সন্দেহ হইল। তখন যে উপায়ে ঐ সন্দেহ নিবারিত হয় তাহাকে ব্যবহার বলে, এবং রাজা উহা করিলেই লুব্ধলোক তাহা স্বীকার কেন করিবে? এইজন্য রাজার বিশেষণ দণ্ডধর অর্থাৎ দুষ্টের দমনকল্পে যিনি দণ্ডধারণ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে লোকে দণ্ডের ভয়ে তাহা স্বীকার করিবে। ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রভুশক্তিসম্পন্ন বলিয়া রাজা তাহার বিচার-পূর্ব্বক নির্ণয় করিতে আরম্ভ করেন।

৩। উক্ত সন্দিগ্ধ বিষয় লইয়া পরস্পর বিবাদকারী বাদী ও প্রতিবাদীর কাহার কথা সত্য, ইহা নির্ণয়ের উপায় হইতেছে দুইটি; একটি লিখিতপত্র অর্থাৎ দলিল, অপরটি হইতেছে সাক্ষী।

৪। ঐ যে প্রথমে ব্যবহার বলা হইয়াছে, তাহা দুই প্রকার। একটি 'সোত্তর', অপরটি 'অনুত্তর'। ঐরূপ ভেদের কারণ বলা হইতেছে, যে বিচার্য্য বিষয়ে বাদী বা প্রতিবাদী 'আমি বলিতেছি যদি ইহা আমার বলিয়া প্রমাণ না করিতে পারি, তাহা হইলে আমি বিচার্য্য বিষয় ভিন্ন আরও অধিক এত মুদ্রা দিব', এইরূপ পণ (বাজি) রাখা হয় তাহাকে 'সোত্তর' বলে। আর ঐরূপ পণ না থাকিলে তাহাকে 'অনুত্তর' বলে। ঐস্থলে ঐ পণ লিখিত হওয়া আবশ্যক, কেবল বাক্যে বলিলে হইবে না। কারণ বাক্য অস্বীকার করিলে অপর পক্ষের দাবী নষ্ট হইতে পারে।

৫। ঐরূপ পণ রাখিয়া যে ব্যবহার (বিচার) হইয়া থাকে, সেইস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যে ব্যক্তি পরাজিত হইবেন, তাঁহাকে ঐ পণ দিতে হইবে এবং অর্থদণ্ডও গ্রহণ করিতে হইবে।*

৬। যাহা হউক, এইরূপ ব্যবহার সকলের (মকদ্দমার) অভিযোগ—উপস্থাপক ভাষাপত্রে (আর্জ্জিতে) লিখিত বিষয়গুলিই সার অংশ এবং ইহাকে 'প্রতিজ্ঞা' বলে। তাহাতে লিখিত বিষয় প্রমাণিত না করিতে পারিলে অভিযোগকারী (বাদী) পরাজিত হন। আর প্রমাণ দ্বারা প্রতিজ্ঞা প্রতিপাদন করিলেই জয়ী হইয়া থাকেন।

---

*মন্তব্য।—ভাষ্যকার এই শ্লোকের পাঠান্তর দেখাইয়াছেন—'স এব হি পণং দাপ্যঃ' ইহার স্থলে 'স্বকৃতং হি পণং দাপ্যঃ' এই পাঠান্তর আছে এবং তাহাতে কোন ক্ষতি হইতেছে না। তিনি লিখিয়াছেন ইহাতে বক্তব্য যিনি বাদী বা প্রতিবাদীর মধ্যে পণ রাখিবেন, এই ক্ষেত্রে যাঁহার পরাজয় তাঁহাকেই ঐ অধিক পণ দিতে হয়; ইহা প্রতীতি হইতেছে ঐ পাঠ হইলে যিনি পণ রাখেন তিনি পরাজিত হইলে অধিক পণ কেবল তাঁহাকেই দিতে হইবে, যিনি পণ না রাখিবেন তাঁহাকে আর পণ দিতে হইবে না কারণ নিজকৃতপণই পরাজয়ে দিতে হয়, ইহা বচন হইতে ঐ পাঠে লাভ হইতেছে। ইহা উচিত নহে কারণ এই শাস্ত্র হেতুবাদমূলক। যিনি পণ রাখিয়া জয়ী হইতেছেন তাঁহার ঐ পণ দিবার দৃঢ়তা হইতেই তাঁহার উক্ত বিষয়ের সত্যতা প্রতীত হইতেছে; তথাপি তাঁহাকে হয়রান করিবার জন্য পণ না রাখিয়া উক্ত কার্য্য (মকদ্দমা) চালনা করিলে, মিথ্যাভিযোগ বা মিথ্যা দ্বারা অভিযোগের প্রতিকার চেষ্টা প্রতীত হওয়ায় ধর্ম্মাধিকরণের পক্ষে অনুচিতকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এইজন্য ভাষ্যকারের 'ঐ পাঠে ক্ষতি নাই' এই উক্তি সুষ্ঠু বলিয়া মনে হয় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৭। প্রধান বণিক প্রভৃতি জনসমষ্টি (শ্রেণী), একবংশীয় কতিপয় ব্যক্তি (কুল), ব্রাহ্মণাদি সমূহ (গণ), (এইগুলি বেসরকারী মধ্যস্থ) রাজনিযুক্ত বিচারক অথবা স্বয়ং রাজা, ইঁহারা বিবাদের নিষ্পাদক হইবেন। ঐ সকলের মধ্যে প্রথম হইতে পর পরবর্ত্তীগুলির প্রাধান্য হইবে।

৮। ঐ ব্যবহার চতুষ্পাদ, চতুঃস্থান, ইহার চার প্রকার উপায়, চার প্রকার লোকহিতসাধনত্ব এবং উহা চতুর্ব্যাপী। (অর্থাৎ চারটি হইল তাহার স্থান, তাহাতে উপায় হইল চারটি, ইহা চার প্রকার লোকের হিতকারী, ইহা চার প্রকার ব্যক্তির উপরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং চার প্রকার ফলের নিষ্পাদক) ইহা কথিত আছে।

৯। ইহার অঙ্গ ৮ প্রকার, স্থান হইল ১৮টি, ইহার শাখাভেদ একশত, ইহার উৎপত্তি স্থান হইল ৩টি, দুইটি অভিযোগ, দুইটি দ্বার এবং ইহার গতি দুই প্রকার।

১০। (নারদ ঐ যে চতুষ্পাদাদি বলিয়াছেন, উহা তিনি নিজেই দেখাইতেছেন।) ধর্ম্ম, ব্যবহার, চরিত্র ও রাজশাসনরূপ চারটি অংশে ব্যবহার বিভক্ত। (পরের অংশ যথাক্রমে পূর্ব্বের অংশের অপেক্ষা বলবত্তর।)

১১। (১) যে ব্যবহার (বিচার) সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহা ধর্ম্ম। যেমন, 'এই ব্যক্তি আমার নিকট হইতে (১০০ একশত টাকা) ঋণ গ্রহণ করিয়াছে', এই বাদীর অভিযোগে প্রতিবাদী যদি তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে, সেইস্থলে সত্যের উপর অভিযোগ হওয়ায় উহা ধর্ম্ম হইল।

(২) আর তাহাই ব্যবহারপদবাচ্য ঋণদাতা বা ঋণগ্রাহীর দোষবশতঃ সত্যের অপলাপ শঙ্কা হওয়ায়, সাক্ষীর দ্বারা যেস্থলে প্রমাণ করিতে হয়।

(৩) আর সেই ব্যবহার অর্থাৎ বিচারকে চরিত্র বলে যেখানে ঋণাদিঘটিত সংশয় সাক্ষী প্রভৃতির নিজ হস্তে লিখিত পত্র (দলিল) দ্বারা বিচার হয়।

(৪) আর যাহা রাজাজ্ঞায় বিচার হয়, তাহা রাজশাসন নামে অভিহিত। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কারণ ব্যবহার সকলের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সমাধানকল্পে (৭ম শ্লোকে) কুল, শ্রেণি, গণ, রাজনিযুক্ত লোক (বিচারকাদি) ও রাজা ইঁহারা সমর্থক এই কথা বলিয়া পরবর্ত্তীক্রমে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং ঐস্থলে সর্ব্বশেষে রাজার উল্লেখ আছে। এই রাজাজ্ঞাতে যে বিচার শেষ হইতেছে তাহা শাসন।

সত্য, ব্যবহার, লেখ্য, রাজাদেশরূপ ব্যবহারের (বিচারের) চারিটি স্থান হওয়ায় ব্যবহার চতুঃস্থান ইহা বলা হইল।

১২। কোন ক্ষেত্রে বিচার প্রিয়বাক্যাদি দ্বারা হয়, কোন স্থলে উহা অর্থ দিয়া সাধিত হয়, কোন স্থলে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য দ্বারা ভেদ প্রয়োগকরতঃ বিচার সাধিত হয়, কোথায় বা দণ্ডের ভয় দেখাইয়া বিচার করিতে হয়। এই ব্যবহার চারিটি উপায়ে সাধিত হয় বলিয়া উহাকে চতুঃসাধন বলে। এবং ঐ ব্যবহারের দ্বারা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থাশ্রমী এবং সন্ন্যাসী প্রভৃতির হিতকারক বলিয়া চারটি আশ্রমের হিত হইতেছে, এইজন্য চতুর্হিত বলিয়া নারদ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৩। ঐ ব্যবহার কার্য্য (মকদ্দমা) বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী, বিচারসভার কার্য্যনিষ্পাদক সভ্য এবং রাজা (নির্ণেতা) এই চতুর্বিধ আশ্রয়নিষ্ঠ বলিয়া উহাকে চতুর্ব্যাপী বলা হইয়াছে।

১৪। উক্ত ব্যবহারদর্শীদের নিরপেক্ষভাবে বিচার্য্য বিষয়ের সম্যগ্‌দর্শনাদি জন্য ধর্ম্ম হয়, দুষ্টের দণ্ডাদি হইতে বা পরাজয় হইতে পণাদির লাভজন্য অর্থপ্রাপ্তি হয়, নিরপেক্ষভাবে বিচারে সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রকাশাদির জন্য যশোলাভ হয় এবং গুণবান বলিয়া লোকানুরাগ জন্মায়, এইরূপ চারি প্রকার ফলের কারণ বলিয়া উক্ত ব্যবহার চতুষ্কারী বলিয়া কথিত হয়।

১৫। এই বিচারকার্য্যের অঙ্গ হইতেছে ৮টি। রাজনিযুক্ত সাধু ব্যক্তি প্রাড়্‌বিবাক (বিচারক) সভ্যগণ সহ রাজা (এই সভ্য কাহারা হইবে তাহা পরে বলা হইবে), শাস্ত্র (মন্বাদি প্রণীত), গণক (দণ্ডপণাদি গণনাপূর্ব্বক গ্রহীতা), লেখক (বিচারকার্য্য বিষয় যিনি লিপিবদ্ধ করেন তিনি) এবং সুবর্ণ, অগ্নি ও উদক (এই তিনটি সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ বলিয়া ইহাদের সমক্ষে সত্য বলিবার জন্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সাক্ষী আনীত হয়)। কেহ বলেন, 'সৎপুরুষঃ' শব্দটি রাজার বিশেষণ। এইরূপে অঙ্গ ৮টি হইল। স্থলে 'সপুরুষঃ' এই পাঠান্তর হইতেও উহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। বিচারকার্য্যে গণনা- রী ও সাক্ষী প্রভৃতির বাক্য যিনি লিখিয়া থাকেন সেই লেখক একটি, আর রাজা এবং সৎপুরুষ ন্য বিচারক। এইরূপে অঙ্গ ৮ প্রকার হইল। কিন্তু সৎপুরুষঃ এই পাঠের পরিবর্ত্তে সপুরুষঃ ই পাঠ কোন পুস্তকে দেখা যায় এবং নারদীয় মনুসংহিতায় সপুরুষঃ এই পাঠ লক্ষিত হয়। াহাতে পুরুষ প্রাড়্‌বিবাক তাহার সহিত রাজা অর্থাৎ রাজা বিচারকের সহিত প্রথম এবং ভাগণ দ্বিতীয়, গণক তৃতীয়, অভিযোগ বিষয়ে সাক্ষী প্রভৃতির উক্তি যিনি লিখিয়া থাকেন তিনি তুর্থ, দন্ড বিশেষ জ্ঞাপক শাস্ত্র পঞ্চম, স্বর্ণ, অগ্নি, উদক ইহাদের সমক্ষে শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্য তে হয় অতএব ইহারাও ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অঙ্গ। এই অষ্ট প্রকারে ব্যবহার পূর্ণাঙ্গ হয়।

এই শাস্ত্রের বক্তব্য বিষয়ের নির্দ্দেশ—

১৬-১৯। এই যে বিচার দেখাইতেছেন, ইহার মূলে বিবাদ আছে। নতুবা কেহ বিচারপ্রার্থী য় না। অষ্টাদশ প্রকার বিষয়ে প্রথমে বিবাদ হয় বলিয়া বিবাদের পদ অর্থাৎ স্থান অষ্টাদশ। ১) ঋণগ্রহণ, (২) বস্তু গচ্ছিত রাখা লইয়া যে বিবাদ হয়, (৩) অনেকে মিলিতভাবে যে ব্যবসা রে, (৪) দত্তবস্তুর পুনর্গ্রহণ, (৫) শুশ্রূষার অস্বীকার অর্থাৎ সেবক যে চুক্তি করিয়া ব্রতী হইয়া ই চুক্তিভঙ্গ করে, (৬) বেতনের পরিশোধ না করা, (৭) স্বামী ভিন্ন অপর কর্ত্তৃক বিক্রয়, (৮) ক্রয় করিয়া ক্রেতাকে তাহা না দেওয়া, (৯) ক্রয় করিয়া ইহা কেন ক্রয় করিলাম এই প্রকার নুশোচনা, (১০) প্রতিজ্ঞাত কর্ম্ম না করা, (১১) ভূমি সম্বন্ধ লইয়া যে বিবাদ হয় তাহা, ১২) পতি ও পত্নীর সম্বন্ধ, (১৩) ধনস্বামীর মৃত্যু প্রভৃতি হইলে যাহারা ঐ ধনে অধিকারী য় তাহাদের বিভাগ, (১৪) দস্যুতাদি সাহসসাধ্য কর্ম্ম, (১৫) কটু ভাষণাদি, (১৬) দন্ডাদির রা আঘাত, (১৭) পণ রাখিয়া প্রাণী ভিন্ন বস্তুর ক্রীড়া, (১৮) বিবিধ।

২০। সংক্ষেপে এই অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া এই সকলের মধ্যে এক একটির ভেদ লইয়া কশত দ্বাত্রিংশৎ প্রকার হইতেছে ইহা নারদ বলিয়াছেন। ইহাতে মনুষ্যগণ চেষ্টা অর্থাৎ সাক্ষ্য- লেখ্যাদির নানা উপায় অবলম্বন করে বলিয়া 'শতশাখ' রূপে ইহা কথিত আছে।

২১। একশত বত্রিশ প্রকারে কাহার কতগুলি ভেদ আছে তাহা দেখাইতেছেন। ঋণাদানের ভেদ হইতেছে পঞ্চবিংশতি প্রকার। ঋণের আদান (গ্রহণ) প্রকরণে দেয় অদেয়াদির ভেদে ঐ প্রকার ইয়াছে। (১) ঋণের ভেদ, (২) ধনের ভেদ অর্থাৎ শুক্ল, শবল ও কৃষ্ণ রূপ প্রভেদ, (৩) আপৎকালে ক্ষণবৃত্তি, (৪) প্রমাণভেদ, (৫) কুসীদভেদ অর্থাৎ সুদের পার্থক্য, (৬) বার্দ্ধুষিকভেদ অর্থাৎ ুদ্ধি দেওয়া যেমন ১ মণ ধান্য গ্রহণ করিলে পরে দেড় মণ দিয়া শোধ করিতে হয়, (৭) প্রতিভূভেদ র্থাৎ 'আপনি ইহাকে ঋণদান করুন উহার জন্য আমি দায়ী থাকিলাম' ইত্যাদিরূপ জামিন, (৮) াধিভেদ অর্থাৎ বন্ধক রাখা দ্রব্যের ভেদ, (৯) লেখ্যভেদ অর্থাৎ ঋণ স্বীকার পত্রের (খতের) ভেদ, (১০) অসাক্ষীভেদ অর্থাৎ সাক্ষী না রাখার ভেদ, (১১) বাদীর সাক্ষীর নিয়ম, (১২) তিবাদীর সাক্ষীর নিয়ম, (১৩) ষড়্‌বিবাদপদ সাক্ষী নিন্দা অর্থাৎ ছয়টী ঘটনাস্থলে সাক্ষীর নাবশ্যকতা, (১৪) সাক্ষী প্রত্যুদ্ধার—অর্থাৎ সাক্ষী মানিয়া তাহাকে না দেওয়াইবার ব্যবস্থা, ১৫) মিথ্যা সাক্ষী, (১৬) সাক্ষ্যধিশ্রাবণ অর্থাৎ বাদীর অতিরিক্ত সাক্ষী, (১৭) সাক্ষীর বলাবল, ১৮) লেখ্যের ও সাক্ষীর অভাববিধি অর্থাৎ ঋণগ্রহণের দলিল ও সাক্ষী না থাকায় যে ভেদ হয় াহা, (১৯) তুলাবিধি অর্থাৎ তুলাদন্ডে পরীক্ষা, (২০) অগ্নিবিধি অর্থাৎ অগ্নিপ্রবেশাদি দিব্য, ২১) উদকবিধি অর্থাৎ জল দিব্য, (২২) বিষাদিব্য, (২৩) কোষবিধি, (২৪) তন্ডুলবিধি, (২৫) তমাষকবিধি। ঐ যে পঞ্চবিংশতিপ্রকার ঋণাদানাদি বলিলেন, এখন অন্য বিবাদপদের প্রকারভেদ দেখাইতেছেন; গচ্ছিত বস্তু ৬ প্রকার, যৌথ কারবার ৩ প্রকার, দত্ত বস্তুর না দেওয়া অর্থাৎ পুনর্গ্রহণের (ফিরাইয়া লওয়ার) ভেদ ৪ প্রকার।

২২। স্বীকৃতকার্য্যের যে অকরণ তাহার ভেদ ৯ প্রকার, বেতনের ভেদ ৪ প্রকার, স্বামী ভিন্ন অপরের দ্রব্য বিক্রয়ের ভেদ ২ প্রকার, বিক্রয় করিয়া ক্রেতাকে বিক্রীত বস্তু না দেওয়া এক প্রকার।

২৩। ক্রয়ের পরে অনুতাপ তাহার ভেদ ৪ প্রকার, স্বীকৃত বিষয়ে না করা (চুক্তিভঙ্গ) এক প্রকার, ভূমি সম্বন্ধে বিবাদের ভেদ ১২ প্রকার, পতিপত্নীর সম্বন্ধ বিষয়ে ভেদ ২০ প্রকার।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৪। দায়ভাগের ভেদ ১৯ প্রকার, (দস্যুতাদি) দুষ্টসাহসসাধ্য কর্ম্মের ভেদ ১২ প্র
(বাক্‌পারুষ্য) কটু উক্তির ভেদ ৩ প্রকার, দণ্ড (লাঠী) প্রভৃতি তাড়নের ভেদ ৩ প্রকার।

২৫। পণ রাখিয়া ক্রীড়ার ভেদ এক প্রকার, বিবিধ বিষয়ের ভেদ ৬ প্রকার। সর্ব্বস
প্রদর্শিত ঐ সকল ভেদ ধরিয়া অষ্টাদশ প্রকার পূর্ব্বদর্শিত ঋণাদানাদির ভেদ হইল ১
প্রকার।

২৬। কাম (বিষয়াভিলাষ), ক্রোধ, এবং লোভ এই তিনটি হইতে বিবাদের প্রারম্ভ হয় অর্থ
লোকে কামাদির বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বোক্ত অনুচিত কার্য্য করে; এইজন্য বিচারশাস্ত্রকে ঐ
হইতে উদ্ভূত বলিয়া ত্রিযোনি অর্থাৎ তিনটি স্থান হইতে উৎপন্ন বলে অর্থাৎ ঐ তিনটি বিবা
কারণ।

২৭। অভিযোগ দুই প্রকারঃ—সন্দেহমূলক অর্থাৎ শঙ্কাভিযোগ ও ঘটনামূলক অর্থ
বাস্তব অভিযোগ। অসৎ সংসর্গে থাকার জন্য যাহার নামে দোষারোপ করা হয়, তাহাকে শঙ্
ভিযোগ বলে। আর যেখানে চোরাই মাল প্রভৃতি দেখিয়া অভিযোগ করা হয়, তাহাকে বাস্
অভিযোগ বলে।

২৮। ঐ ব্যবহার কার্য্যের যিনি প্রথমে অভিযোগ উপস্থাপিত করেন, তাঁহাকে ব
বলে। আর যিনি পরে অভিযোগের উত্তর দান করেন, তাঁহাকে প্রতিপক্ষ অর্থাৎ প্রতিবাদী বলে
ঐ পূর্ব্ব ও উত্তর পক্ষ ঐ বিবাদের দ্বার হওয়ায় উহাকে দ্বিদ্বার বলা হয়।

২৯। উহা সত্য ও মিথ্যার অনুসরণ করিয়া দুই প্রকার গতিবিশিষ্ট। একটি স
গতি, অপরটি মিথ্যা গতি। যে ব্যবহারে বাস্তব অর্থ আছে তাহাকে সত্য গতি বলা হয়, অ
কপটতাদির দ্বারা যেস্থলে মিথ্যার আশ্রয়ে ব্যবহার হয়, তাহাকে মিথ্যা বা ছল গতি বলা হয়।

৩০। যেহেতু মিথ্যাবাদীরা অগ্নি, জল প্রভৃতি দিব্যকে অগ্রাহ্য করিয়া মিথ্যা বাক্যের ব্য
ব্যবহার কার্য্য করিয়া থাকে এইজন্য দেশ, কাল, প্রমাণাদি বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

৩১। যেস্থলে বাদীর অভিযোগ মিথ্যা হয়, সেই স্থলে রাজা ন্যায়ের অবলম্বনে কা
মিথ্যাকে পরিহার করিবেন এবং সম্পদের (উন্নতির) সৎ পথই মূল বলিয়া সত্যকেই আ
করিবেন।

৩২। ধর্ম্মতঃ ন্যায়বলে বিচারকার্য্যকারী রাজার কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য সাত প্রকার গু
জন্মে, যেমন অগ্নি হইতে সাত প্রকার রশ্মি নির্গত হয়।

৩৩। ১ম ধর্ম্ম, ২য় অর্থ (ধনবল), ৩য় কীর্ত্তি, ৪র্থ লোকের অনুরাগ, ৫ম প্রজাগ
ভক্তিভাজনতা, ৬ষ্ঠ প্রজাবর্গ হইতে বহু সম্মান এবং ৭ম দেহাবসানের পর চিরস্থায়ী স্বর্গলা

৩৪। সেইজন্য রাজা বিচারাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগকরতঃ, ধর্ম্ম
(যম) যেরূপ লোকের পুণ্য পাপ বিবেচনায় শুভ বা অশুভ ফল দান করিয়া থাকেন, সেইর
সমদর্শী হইয়া সকল প্রজার উপর সমানভাবে ব্যবহার করিবেন।

৩৫। রাজা মন্বাদিপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচারসভাস্থ সদস্যগণের সহিত বিচারপ্রার্থী
প্রিয়বাক্যে প্রশ্ন করিয়া, সম্যক্ জ্ঞানবান প্রধান বিচারক যাহা অবধারণ করিয়াছেন (একাগ্র
অর্থাৎ অন্য বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া) বিচারকার্য্যের নিয়মক্রমে সেই বিচার্য্য বিষয়গুলি দেখিবে

৩৬। প্রথমে, সম্বন্ধ অর্থাৎ কোন্ বিষয়ে এই বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, দ্বিতীয়, ঐ
ঋণাদান প্রভৃতি যে অষ্টাদশ প্রকার বিবাদ পদ আছে তাহার মধ্যে কোনটী, তৃতীয়, পূ
বিবাদোপস্থাপক পত্র (আর্জ্জি বলিয়া প্রসিদ্ধ) ও প্রতিবাদীর উত্তর এবং সাক্ষী ইহা
সত্যাসত্য নিরূপণ, চতুর্থ, তদনুসারে নির্ণয় করা। এই চার প্রকার হইতেছে ব্যবহার দর্শন।

৩৭। ধর্ম্মশাস্ত্র অদৃষ্টজনক শাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র লোকপ্রয়োজনসাধক শাস্ত্র। উক্ত উ
শাস্ত্রের যাহাতে বিরোধ না হয় এইরূপ বিচক্ষণতার সহিত যত্নপূর্ব্বক বিচারকার্য্য পরিচা
করিবেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩৮। যেমন ব্যাধ কর্ত্তৃক শরাদিতে বিদ্ধ মৃগ অরণ্যে পলায়িত হইলেও তাহার ক্ষতস্থান হইতে পতিত রক্তচিহ্ন দর্শন করিয়া যেস্থানে আহত মৃগ আছে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ বুদ্ধি বিবেচনায় যাহাতে বিচার ন্যায়সংগত হয় তাহাই করিবেন।

৩৯। যেস্থলে ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে বিরোধ হইবে সেইস্থলে অর্থশাস্ত্রের যুক্তিতে উক্ত বিষয়কে ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত যুক্তিকেই গ্রহণ করিবেন। যেমন বহুদিন বা বহুবৎসরকাল পরের ভূমিতে বসবাস করিলেও [যদি তাহার মূলে ঐ বাসের উচিত স্বত্বসম্পাদক কোন দলিল (লিখিত লেখ্য) পত্র বা কাহার নিকট হইতে দানপ্রাপ্তি বিষয়ে সাক্ষী প্রভৃতি প্রমাণ না থাকে তাহা হইলে] ঐ পরভূমিতে বাসাদি দ্বারা নিজের স্বত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা পরের ভূমি হরণ করিবার প্রবৃত্তি হওয়ায় রাজা সেই ব্যক্তিকে চৌরদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন, ইহা দণ্ড বিধায়ক বলিয়া অর্থশাস্ত্র। আর পুরুষানুক্রমে তিন পুরুষ ভোগ যদি ঐ ভূমিতে হইয়া থাকে তাহাকে পূর্ব্বভূস্বামী উচ্ছেদ করিতে পারিবে না। ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র। এইক্ষেত্রে একশাস্ত্র বহুশতবর্ষ ভোগ হইলেও ঐ ভোগকারীকে দণ্ডার্হ বলায়, অপর শাস্ত্র তিন পুরুষ ভোগ হইলে তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে না অর্থাৎ ঐ ভূমি তাহার হইবে এই কথা বলায় বিরোধ হইল। এইরূপ বিরোধস্থলে তিন পুরুষ ভোগ যেস্থানে হয় নাই অথচ বহুবর্ষ ভোগ করিয়াছে সেই ব্যক্তি দণ্ড পাইবার যোগ্য কিন্তু তিন পুরুষ ধরিয়া যাহার ভোগ হইয়াছে তাহার উচ্ছেদ হইবে না বা সে দণ্ডার্হ নহে, এইরূপ নিপুণভাবে দেখিয়া বিচার করিতে হইবে।

৪০। আর ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইলে যাহা যুক্তিযুক্ত তাহাই (বিধেয়) কর্ত্তব্য, কারণ শিষ্টলোকের আচারই ধর্ম্ম নির্ণয়ে প্রবল প্রমাণ, উহার দ্বারাই ধর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন পতির মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে জীবনযাপন করিতে হয়, ইহা এক শাস্ত্র। 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দের অর্থ মৈথুন বর্জ্জন, তাম্বূলাদি বর্জ্জন, ইহা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্যবিধি হইতে পাওয়া যায়। আবার এক শাস্ত্র—গুরুজনের অনুমতি অনুসারে দেবর বা সপিণ্ড বা সগোত্র কোন ব্যক্তি ঐ বিধবাতে পুত্রোৎপাদন করিবে। ইহা (পুত্রোৎপাদন) মৈথুন ভিন্ন হয় না, অতএব শাস্ত্রদ্বয়ে বিরোধ হইল। দ্বিতীয় শাস্ত্রটি বহু লোকের আচারবিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত কর্ম্ম।

৪১। ভগবান ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন সেইজন্য তাঁহার বিচার করা অতিশয় দুরধিগম্য। অতএব প্রত্যক্ষ উপায় দ্বারা (অর্থাৎ দলিল, সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা) রাজা বিচার কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

৪২। কখন কখন যে ব্যক্তি চোর নহে সে চোর বলিয়া এবং যে প্রকৃত চোর সে ব্যক্তিও চোর নহে বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যেমন মাণ্ডব্য মুনি নিজে চোর না হইলেও বিচারে চোর বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিলেন।

৪৩। স্ত্রীলোকঘটিত বিষয়ে, রাত্রিকালে গ্রামের বাহিরে অর্থাৎ জনহীন স্থানে, শত্রুমধ্যে, যেসকল ঘটনা হয় তাহার বিচার নিষ্পত্তি হইয়া যাইলেও ঐসকল স্থলে পুনর্ব্বিচার হইতে পারে।

৪৪। বিবাদের বিচার্য্য বিষয় জটিলতাপূর্ণ বলিয়া (অর্থাৎ অর্থলোভে বাদী ও প্রতিবাদী সত্যের অপলাপ করিয়া যে প্রমাণাদির উপস্থাপন করেন তাহা হইতে সত্য বিষয় গ্রহণ করা অতি কঠিন বলিয়া) এবং বহুকাল পূর্ব্বে যে ব্যাপার হইয়াছে তাহা ঠিক স্মরণ না হইতে পারে এই সম্ভাবনায়, ঋণাদি বিষয়ের অভিযোগ হইলে সত্যতা নিরূপণের জন্য সম্যক্ বিবেচনার্থ কালক্ষেপে বিচার করিতে হইবে।

৪৫। গো, ভূমি, স্বর্ণ, স্ত্রী, চৌর্য্য, কটূক্তি, হত্যা, দস্যুতাদি এবং মিথ্যা অপবাদঘটিত বিবাদস্থলে সময়ক্ষেপ না করিয়া তৎকালেই বিচার করিতে হইবে। (ইহার কারণ, সময় অতীত হইলে ঐসকল দ্রব্য নষ্ট হইতে পারে, কটূক্তির সাক্ষীর বিষয় বিস্মরণ সম্ভব, হত্যা বিষয়ে সংশয় হইতে পারে, কারণ শবাদি দেখিয়া ইহার নির্ণয় হয়, দস্যুতাদির বাহুল্য হইতে পারে এবং মিথ্যাপবাদের বহুল প্রচার সম্ভাবনা হয়)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪৬। সন্দেহাস্পদ বিষয়ে (যেমন 'ঐ ব্যক্তি আমার দ্রব্য চুরি করিয়াছে' ইহা যতক্ষণ প্রমা
না হইতেছে ততক্ষণ ঐ বস্তু হইল চোরিত বিষয়ে সন্দেহের স্থান) রাজাকে পূর্ব্বে না জানা
যদি কোন ব্যক্তি অভিযোগ উপস্থাপন করেন তাহার ঐ অভিযোগ অগ্রাহ্য হইবে এবং
ব্যক্তিকে জোর করিয়া দণ্ড দিতে হইবে।

৪৭। প্রতিবাদী যদি বাদীর অভিযোগ বিষয়ে যথাযথ প্রত্যুত্তর না দেয় কিম্বা তাহার বা
উল্লঙ্ঘন করে, তখন বাদী ঐ ব্যক্তিকে যে পর্য্যন্ত আহ্বান অর্থাৎ শমনজারী করা না হয় সে
পর্য্যন্ত রাজাজ্ঞায় অবরোধ করাইবে।

৪৮। ঐ যে রাজাজ্ঞায় অবরোধ বলা হইল উহা স্থান বিশেষে, কালবিশেষে, প্রবাসবিশেষে
ও কর্ম্মবিশেষে চার প্রকার হয়। ঐরূপ অবরুদ্ধ ব্যক্তি রাজাজ্ঞাকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না

৪৯। নদী পার হইবার সময়ে, ভয়ানক অরণ্যে, কুৎসিত দেশে (অর্থাৎ বিপৎসঙ্কুল স্থানে)
উপদ্রুত দেশে (প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপসর্গপীড়িত দেশে), আত্মীয় বিয়োগাদির জন্য শোক
পীড়াদি উপদ্রবস্থলে ঐ অবরুদ্ধ ব্যক্তি রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে অপরাধী হইবে না।

৫০। অভিযোগের বিষয়ীভূত যে কার্য্য রাজা স্বয়ং প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন অথবা সুহৃদ্, আ
সম্বন্ধীয় বা বান্ধব (মাতুল পুত্রাদি) যাহা দেখিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা পুনর্ব্বার বিচা
করাইবার ইচ্ছা করিলে অভিযোগে লিখিত বস্তুর দ্বিগুণ পণ দিয়া পুনর্ব্বার অভিযোগ উত্থাপ
করিতে পারে। (কারণ ইহা অপ্রাসঙ্গিক।)

৫১। যে ব্যক্তি ঐরূপ রাজাদেশে অবরুদ্ধ হইয়া অবরোধকাল মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যতিক্রমকার
ভিন্ন ঐ অবরোধাদেশ লঙ্ঘন করিবে সে ব্যক্তি রাজাদেশের অন্যথাকারী বলিয়া দণ্ডার্হ হইবে।

৫২। আর যাহারা অবরোধযোগ্য নহে, তাহাও নারদ মুনি বলিয়াছেন যথা;—বিবাহ করিতে
উদ্যত, রোগার্ত্ত, যাগ করিতে উদ্যত, যে ব্যক্তি বিপন্ন, যাহার নামে অপরে অভিযোগ (নালিশ)
করিয়াছে এবং রাজকার্য্য করিতে উদ্যত।

৫৩। আরও গোচারণ কার্য্যে গোপালক, কৃষিকার্য্যে (চাষ করিবার আরম্ভকালে) কৃষিজীবীরা
শিল্প করিবার সময়ে শিল্পীরা এবং যুদ্ধকালে অস্ত্রজীবীরা।

৫৪। আর জন্ম হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বালক; রাজকার্য্যের জন্য বা অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক
কার্য্যের জন্য প্রেরিত দূত, পর্ব্বাদিকালে দান করিতে উদ্যত, বিশেষ নিয়মপূর্ব্বক ব্রতাচরণকারী
এবং যাহারা রাজা বা দৈব জন্য সঙ্কট অবস্থায় উপনীত, ইহারা উক্ত অবরোধযোগ্য হইবে না
কিম্বা ইহাদিগকে রাজা কার্য্য সাধনের জন্য আহ্বান করিবেন না।

৫৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি (অর্থাৎ যাহার নামে নালিশ হইয়াছে সে) ঐ অভিযোগকারীকে
(বাদীকে) সেই সময় পর্য্যন্ত অভিযুক্ত করিতে পারিবে না (অর্থাৎ তাহার নামে নালিশ করিতে
পারিবে না) যে পর্য্যন্ত অন্য উপায়ে বাদীর কৃত অভিযোগ হইতে উদ্ধার না হইতেছেন এ
অপরে যাহাকে অভিযুক্ত করিয়াছে (অর্থাৎ অপরে যাহার নামে নালিশ করিয়াছে) তাহা
অভিযুক্ত করিবে না, কারণ এক ব্যক্তি মৃগকে বিদ্ধ করিলে অপরে তাহাকে বিদ্ধ করা নিষ্ফ
হয়। (এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবহার অধ্যায় ৯ম শ্লোকে আছে।)

৫৬। প্রথমে যেরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে (যেমন শত অর্থ প্রাপ্যরূপে অভিযোগ করিয়া)
পরে তাহার বিপর্য্যয় করা চলিবে না। আঘাত করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়া, কটুক্তি
করিয়াছে বলিয়া অভিযোগকে বিকৃত করিতে পারিবে না। অথবা পক্ষান্তর স্বীকার করিবে না
'আমার নিকট হইতে পঞ্চবিংশতি মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছে' এই অভিযোগে 'আমার পুত্রকে বিংশতি
মুদ্রা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিল' এইরূপ পক্ষান্তর অন্য পক্ষ আশ্রয় করিবে না। যদি ঐরূপ
করে তাহা হইলে ঐ বাদী পরাজিত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৫৭। কাহারও নামে মিথ্যা অভিযোগ করিবে না। যদি উহা কেহ করে সে মিথ্যা অভিযোগের জন্য দোষী হইবে। ঐরূপ মিথ্যা অভিযোগে যে দণ্ড বিহিত আছে তাহা ঐ অভিযোগকারীতেই যাইবে (অর্থাৎ মিথ্যা অভিযোগকারক সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে)।

৫৮। ছল দ্বারা কালক্ষেপকারী (যেমন, আমি অসমর্থ হইয়াছি, এখন উত্তর দিব না এইরূপ) ও বিচারালয়ে বিচারসংক্রান্ত বিষয়ে নির্ব্বাক অথবা পূর্ব্বে এক প্রকার বলিয়া পরে তাহার বিরুদ্ধবাদী হওয়া, এইরূপ চিহ্নগুলি পরাজিতের লক্ষণ।

৫৯। যে ব্যক্তি রাজার আহ্বান (শমন) পাইয়াও বিচারালয়ে উপস্থিত হয় না অথবা আসিয়া জিজ্ঞাসিত হইলেও কিছু বলে না, সেই ব্যক্তিকে রাজা দণ্ডিত করিবেন কারণ সেই ব্যক্তি নিজেই মকদ্দমায় পরাভব স্বীকার করিয়া লইতেছে।

৬০। অভিযোগ উপস্থাপনের সময় প্রথমে যাহা ভালভাবে (স্পষ্ট করিয়া) আবেদন করিয়াছে, বিচারকালে সভ্যগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলেও তাহা যদি সমর্থন না করিয়া পরে আবার পুনরায় সেই বক্তব্যের অনুসরণ করে [অর্থাৎ ধর্ম্মাধিকরণের সভ্যগণ যখন জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার সাক্ষী আছে কি, কোন কাগজপত্র অর্থাৎ দলিল আছে কি?' তখন সেই ব্যক্তি, "আমার কিছুই নাই", এরূপ উত্তর দিয়া যদি পরে বলে, "আমার সাক্ষী আছে, পত্রও (দলিল) আছে" এবং এইরূপ বলিয়া পূর্ব্ববাক্যের অনুসরণ করে]।

৬১। অথবা রাজদ্বারে কাহারও বিরুদ্ধে আবেদন করিলে, তাহার পত্র (দলিল) বা সাক্ষী আছে কিনা, ইহা জিজ্ঞাসা করার পরে, সেই আবেদনকারী, "আমার পত্র (দলিল) বা সাক্ষী আছে", বলিলে এবং উহা বিচারালয়ে উপস্থাপন করিতে বলিলেও সে উহার উপস্থাপন করে না, সেই সকল অভিযোগ ন্যায়সংগত নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

৬২। যে পত্র (দলিল) বা সাক্ষী পূর্ব্বে বিচারালয়ে (প্রমাণরূপে) উপন্যস্ত হয় নাই, সেই সকল প্রমাণ বিচারনির্ণয়ের পরে উপস্থাপন করিলেও উহা প্রমাণ মধ্যে গণ্য হইবে না।

৬৩। যেমন ধান্য পাকিবার পরে প্রভূত বর্ষণ নিষ্ফল হয় সেইরূপ বিচারে নির্ণয় হওয়ার পরে প্রমাণের উপস্থাপন নিষ্ফল হয়। [এই ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, "নির্ণিক্ত ব্যবহার" শব্দ হইতে অর্থাৎ বিচার নিষ্পত্তি হইলে পরে পত্র (দলিল) বা সাক্ষী প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না, ইহা উক্ত থাকায় পূর্ব্বে যদি ঐসকল আছে বলিয়া আবেদন করা থাকে দৈব প্রতিবন্ধকবশতঃ বা ভ্রান্তিবশতঃ বা অন্য বিচারালয়ে উহার উপস্থাপনের জন্য এই বিচারকালে উপস্থাপন না হইয়া থাকে, তাহা নির্ণয়ের পূর্ব্বে উপস্থাপিত হইলে বিচার সভার সভ্যগণ পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ মধ্যে গ্রহণ করিবেন।]

৬৪। বলিবার উচিতকালে মিথ্যা কথিত হইলে তাহাও প্রশ্নাদি দ্বারা (জেরা করিয়া) পরীক্ষা করিতে হইবে আর যাহা অনবধানবশতঃ বলিবার উচিতকালে কথিত হয় নাই তাহা সত্য হইলেও গ্রাহ্য হইবে না।

৬৫। আর যেক্ষেত্রে সাক্ষী প্রভৃতি দেখিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর যথাক্রমে জয় ও পরাজয়ের নির্ণয়, সভ্যগণ সকলে একবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন আর যেস্থলে কেবল সভ্যগণ অপরাধের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে পরাজিত ব্যক্তি (যদি ঐ বিচার অন্যায়ভাবে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে) দ্বিগুণ পণ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বিচার করাইতে পারে। (এতদ্ভিন্ন নারদের বচন বলিয়া এই বচনের পরে 'ব্যবহারতত্ত্বে' স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে পাওয়া যায়, সাক্ষী প্রভৃতি প্রমাণশূন্য অবস্থায়ও অন্যায় উপায়ে যে অভিযোগ দেখিয়া জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, শাস্ত্রসম্মত উপায়ে উহা না দেখা হওয়ায় তাহার পুনর্ব্বিচার হইবে।)

৬৬। যদি সভ্যগণ অন্যায়ভাবে মকদ্দমার বিচার করিয়া কোন প্রকার দণ্ড বিধান করেন সেই দণ্ড তাহা হইলে তাহাদের (সভ্যগণের) পাইতে হইবে কারণ দণ্ড না থাকিলে কেহ নির্দ্দিষ্ট পথে চলে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৬৭। বাদী বা প্রতিবাদীর মধ্যে কোন পক্ষের প্রতি অনুরাগবশতঃ বা বিষয়াদিনিবন্ধ পূর্ব্বের সঞ্জাত ক্রোধবশতঃ অথবা বোধশক্তির অভাববশতঃ কিম্বা ঐ বাদী বা প্রতিবাদীর ম কাহার নিকট হইতে অর্থাদি প্রাপ্তির লোভের জন্য বিচার সভার সভ্য যদি ন্যায়গর্হিত অভিম প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি সভ্য থাকিলেও অসভ্য (ঐ সভার অযোগ্য) বলিয়া বিবেচি হইবেন এবং সেস্থলে রাজা ঐরূপ পাপকার্য্য করার জন্য তাহাকে দণ্ড দিবেন।

৬৮। লোকের মনোবৃত্তি বহু প্রকার বলিয়া রাজধর্ম্মপালনপর রাজার তাহাদের সাধুভাব ও অসাধুভাব বিশেষরূপে পরীক্ষা করা উচিত।

৬৯। এইরূপ অনেক লোক আছে, যাহারা লোভপরতন্ত্র হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবার সময় মিথ্যা বলে আর এমন অনেক দুরাত্মা ব্যক্তি আছে যাহারা লিপি জাল করিয়া থাকে।

৭০। এইজন্য রাজার ঐ দুইটিকে অর্থাৎ লেখ্য পত্রকে ও সাক্ষীকে লেখ্যপত্রের ও সাক্ষীর পরীক্ষা করিবার নিয়মানুসারে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা উচিত।

৭১। কখনও মিথ্যাবাদীরা বাহ্যতঃ সত্যবাদীর ন্যায় প্রতিভাত হয় আর কখনও বা সত্য-বাদীরাও অসত্যবাদীর মত প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ বিবিধ ভাব সংসারে দেখা যায় বলিয়াই পরীক্ষা করা যুক্তিযুক্ত।

৭২। দেখুন, আকাশ অসীম শূন্য কিন্তু ঐ যেন তাহার তলদেশ এইরূপ চক্ষুর গোচর হয়। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহার তল নাই। আরও জোনাকিতে (খদ্যোতে) অগ্নি বলিয়া জ্ঞান হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা অগ্নি নয়।

৭৩। সেইজন্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও বস্তুকে পরীক্ষা করাই উচিত। যে রাজা সাক্ষী ও লেখ্য-পত্র পরীক্ষা করিয়া জয়পরাজয় জ্ঞাপন করেন, তিনি ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হন না।

৭৪। এই প্রকারে যে রাজা সকল সময়ে একাগ্রচিত্তে বিচারকার্য্য দেখেন, তিনি অতি উজ্জ্বল যশ বিস্তার করিয়া দেহাবসানে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

বিচারদর্শন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১। বাদী, নিজ প্রয়োজনের প্রেরণায় বিচার করাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া (স্বার্থসিদ্ধির উপায় পত্র ও সাক্ষী স্থির থাকায়) নিজের জয়লাভ বিষয়ে মনে বল করিয়া প্রথমপক্ষ অর্থাৎ ভাষা (আর্জ্জি) লিখিতভাবে আবেদন করিবে।

২। ধনীর অর্থ যাহার নিকট আছে, সেই প্রত্যর্থী (অর্থাৎ ঋণী ব্যক্তি) পূর্ব্বপক্ষীয় (অর্থাৎ বাদীর) অভিযোগের উপযোগী প্রত্যুত্তর পত্র প্রদান করিবে।

৩। ঐরূপ অভিযোগ অবগত হওয়ার পর প্রতিবাদী তাহার পরদিনে লিখিত উত্তর দিবে। তাহা না দিতে পারিলে ঐ উত্তর দিবার জন্য তিন দিন, তাহাতেও ঘটিয়া না উঠিলে সাত দিন সময় পাইবে। তৃতীয়পাদে অর্থাৎ বিচারকালে বাদীর উত্তর প্রয়োজন হইলে সেই দিনেই উপযুক্ত উত্তর দিতে হইবে, তবে সেই বাদী জয়ী হইবে। [এইক্ষেত্রে ঐ যে তৃতীয়পাদ অর্থাৎ বিচারকাল বলা হইল তাহা বৃহস্পতির বচনানুসারে। তদনুযায়ী ব্যবহারের পাদ চারিটি—পূর্ব্বপক্ষ (ভাষা) প্রথমপাদ, উত্তর দ্বিতীয়পাদ, ক্রিয়া (বিচার করা) তৃতীয়পাদ, নির্ণয় হইল চতুর্থপাদ। ইহা মিথ্যা উত্তর ও প্রত্যবস্কন্দ অর্থাৎ কারণোত্তর স্থলে আবশ্যক হয়।]

৪। উত্তর চারি প্রকার, যথা—(১) মিথ্যা উত্তর, (২) সম্প্রতিপত্তি, (৩) প্রত্যবস্কন্দ, (৪) প্রাঙ্‌ন্যায়।

৫। ঐগুলির মধ্যে যে মিথ্যা উত্তর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা চারি প্রকারে প্রকাশ পায় বলিয়া চারি প্রকার, যথা—(১) এই যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা মিথ্যা, (২) অভিযোগের বিষয় আমার অপরিজ্ঞাত, (৩) বাদী যেস্থানে ঋণগ্রহণ করা হইয়াছে অভিযোগে বলিয়াছেন সেইস্থানে আমি ছিলামই না, (৪) যে সময়ে ঋণ লওয়া হইয়াছে অভিযোগে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সময়ে আমি জন্মগ্রহণই করি নাই।

৬। এই হইল মিথ্যা উত্তর, উহার বিপরীত সত্য উত্তর, ইহার অপর নাম সম্প্রতিপত্তি। অর্থাৎ বাদী যাহা অভিযোগ করিয়াছেন তাহা প্রতিবাদী যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়েন। আর পূর্ব্বে যে অভিযোগ করিয়া বাদী পরাজিত হইয়াছে তাহাই পুনর্ব্বার অভিযোগ করা হইয়াছে, এই বলিয়া বাদীর অভিযোগ নিরাকরণের জন্য যে উত্তর প্রতিবাদী প্রদান করেন তাহাকে প্রাঙ্‌ন্যায় বলে। বাদীর অভিযোগের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক যে উত্তর প্রদান করা হয় তাহাই প্রত্যবস্কন্দ।

৭। প্রতিবাদীর অভিযোগের উত্তর দাখিল করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাদী ইচ্ছামত আর্জ্জির শোধন করিতে পারিবেন।

৮। সাত প্রকার হইতেছে বাদীর অভিযোগপত্রের ভাষার (আর্জ্জির) দোষ;—(১) অন্যার্থ, (২) অর্থহীন, (৩) প্রমাণবর্জ্জিত, (৪) আগমবর্জ্জিত, (৫) হীন, (৬) অধিক, (৭) ভ্রষ্ট।

৯। অন্যার্থ—যাহার যে বস্তু যে ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য সেই বস্তু তাহার নিকট হইতেই সেই ব্যক্তি পাইবে; অন্য ব্যক্তি অন্যের নিকট হইতে অন্যবস্তু প্রাপ্ত হইতে পারে না, এই হইতেছে তিন প্রকার অন্যার্থ (উদাহরণ—রামদত্ত যজ্ঞদত্তের নিকট হইতে শত মুদ্রার ঋণপত্র লিখিয়া ঋণ লইল। যজ্ঞদত্তের ভ্রাতা যদি রামদত্তকে ঐ লেখ্যের বলে অভিযুক্ত করে তাহা হইলে ঐ অভিযোগ অন্যার্থবাচক হইবে। এস্থলে ঐ অভিযোক্তা ঋণদাতা হইতে অন্য ব্যক্তি হইতেছে বলিয়া ইহা প্রথম প্রকারের অন্যার্থ। আর যজ্ঞদত্ত যদি ঐ লেখ্যের বলে শত রজত মুদ্রার পরিবর্ত্তে শত সুবর্ণ মুদ্রার অভিযোগ করে তাহা হইলে সেই অভিযোগও অন্যার্থ হইবে, কারণ শত রজত মুদ্রা হইতে উহা অন্য হইতেছে। ইহা দ্বিতীয় প্রকারের অন্যার্থ। আর যজ্ঞদত্ত যদি ঐ ঋণ-পত্রের বলে রামদত্তের আত্মীয় অপর কাহাকে অভিযুক্ত করে তখন ঐ অভিযোগ অন্যার্থ হইবে কারণ ঐস্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঋণগ্রহীতা হইতে পৃথক ব্যক্তি হইতেছে। ইহা হইল তৃতীয় প্রকারের অন্যার্থ)।

১০। অতঃপর অর্থহীন অভিযোগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—'তোমার মিত্র আমাকে এই বিষয়ে শত্রুবৎ মনে ভাবিয়াছে, এইজন্য আমি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তোমার নামে অভিযোগের আবেদন করিয়াছি'।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১১। ইহার পর প্রমাণবর্জ্জিতের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে—যে অভিযোগের দ্রব্য আমার ছি
ইহার প্রমাণ নাই, তুচ্ছ বস্তুও যে অভিযোগে নাই সেই অভিযোগপত্র প্রমাণহীন অর্থাৎ অকা
প্রতিবাদীকে ক্লেশ দিবার জন্য যে অভিযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা অগ্রাহ্য হইবে।

১২। অতঃপর আগমবর্জ্জিতের বিষয় বলা হইতেছে—বাদীর অভিযোগে লেখ্যপত্র (দলিল
না থাকিলে বহু লোকের বিরুদ্ধে নগরের বা জনপদের ক্ষতিকর একব্যক্তির অভিযোগ পরিত্যাজ্য।

১৩। ইহার পর হীন ও অধিকের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—যে লেখ্যপত্রের (দলিলের)
অনুস্বর বিসর্গাদি নাই অথবা বর্ণ বা পদ লেখার বিপর্য্যয় আছে সেই ভাষাহীনাধিকদোষদুষ্ট
লেখ্য নানা-অর্থ-প্রকাশক বলিয়া ব্যর্থ হইবে। ঐ ভাষাদোষ সযত্নে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১৪। যে অভিযোগপত্র তৈল বা জলাদি দ্বারা মলিন সেই আবেদনপত্রে অভিযোগের বিষয়
বোধগম্য হইলেও তাহা ভ্রষ্ট বলিয়া পরিত্যাগার্হ।

১৫। যদি অভিযোগপত্র সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তাহা ব্যবহারোপযোগী
স্থির রীতি হইতে বহির্ভূত বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে।

১৬। যেমন—"ঐ ব্যক্তি যখন গন্ধমাদন পর্ব্বতে ছিল তখন আমি উহাকে দিয়াছিলাম", এই
অভিযোগ বিচারকার্য্যের রীতি বহির্ভূত বলিয়া ঐ অভিযোগ অগ্রাহ্য হইবে।

১৭। যেস্থলে অন্য প্রকার অর্থ প্রকাশক ভাষা (আর্জ্জি) দাখিল করায় অন্য প্রকার ইষ্ট-
সিদ্ধির অনুকূলে অর্থ প্রকাশ করে সেইস্থলে বিচার্য্য বিষয় অনির্ণেয় হয়। অতএব বিচারও
সেইক্ষেত্রে ঠিক হইতে পারে না বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে।

১৮। কাম, ক্রোধ বা লোভের মধ্যে একটির আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া যদি বাদী বিচারালয়ে
আসিয়া অভিযোগ মুখে জ্ঞাপন করে তাহা লেখক লিখিবার সামগ্রীর উপর লিখিয়া রাখিবেন।

১৯। বিচারকগণের বোধের নিমিত্ত বাদীর আবেদনপত্রাদিতে যাহা উল্লিখিত আছে তাহা
ধর্ম্মাধিকরণস্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা বিচারপূর্ব্বক নির্ণয় করিবার পরে যদি তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তু
থাকে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

২০। বাদী ও প্রতিবাদীর অনুমোদিত বিষয় ও আবেদনপত্রে (আর্জ্জিতে) যাহা আছে সাক্ষীর
সহিত ঐসকল লিখিবে এবং বাদী ও প্রতিবাদীর যে স্বীকার তাহাও লিখিবে।

২১। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে তাহাদের আর্জ্জি ও উত্তরপত্র দাখিল করার পরে বাদীর
অতিরিক্ত কিছু মনে পড়িলে তাহাও যথাসময়ে নিবেশ করিতে পারে। ইহাকে 'প্রত্যাকলিত'
বলে।

২২। এই ব্যবহার কার্য্য বাদী ও প্রতিবাদী নিজেরাই করিবে। যদি ঐ কার্য্য করিতে নিজে
অসুস্থতার জন্য অসমর্থ হয় বা বাক্‌পটুতাদি না থাকায় অশক্ত হয়, তখন বাদী বা প্রতিবাদী
যাহাকে ভার দিবে সেই ব্যক্তি ঐ কার্য্য করিতে পারিবে। যে যাহার পক্ষ লইয়া বক্তব্য বলিবে
তাহাতেই ঐ বাদীর বা প্রতিবাদীর জয় বা পরাজয় হইবে। এই বচনে লোক নিয়োগ করিবার
কারণবিশেষের উল্লেখ না থাকায় সুস্থ বা বাগ্মী লোকও তাহার অভিমত লোকের দ্বারা ব্যবহার-
কার্য্য করাইতে পারিবে।

২৩। (যখন বিচারকার্য্য চলিতেছে তখন ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষের সহিত সৌহার্দ্য
বা বিদ্বেষ থাকিলে কাহার অনুকূলে বা কাহার প্রতিকূলে কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না হইয়াই কথা
বলিতে পারে, ঐরূপ বিচারকার্য্য কাহারও বা অতি তৃপ্তিকর এইজন্য স্বয়ং তাহাতে প্রবৃত্ত
হইতে পারে ইহাদের ঐ কার্য্য হইতে নিবারণ করার অভিপ্রায়ে এই বচন লিখিয়াছেন।) যে ব্যক্তি
ব্যবহার কার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তির ভ্রাতা বা পিতা বা পুত্র নহে অথবা উক্ত বাদী বা প্রতিবাদী ঐ কার্য্যে
তাহাকে নিযুক্তও করে নাই সেই ব্যক্তি অপরের কার্য্যে অনুকূল বা প্রতিকূল বলিলে দণ্ডার্হ
হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৪। যে বাদী প্রথম লিখিত অভিযোগাংশ প্রমাণ করিতে না পারিয়া অন্য অংশকে অভিযোগে উপস্থাপন করে, তাহার অভিযোগ অন্য বিষয়ে যাওয়ায় উক্ত অভিযোগকারীকে হীনবাদী বলে।

২৫। সর্ব্বত্র ব্যবহারে (সমস্ত মামলায়) বাক্য মিথ্যা হইলে পরাজয় হইয়া থাকে। কেবল পশু অর্থাৎ গো-মহিষাদি লইয়া যে বিবাদ, স্ত্রীসম্পর্ক লইয়া যে বিবাদ, ভূমি সম্বন্ধীয় অর্থাৎ গৃহক্ষেত্রাদিঘটিত যে বিবাদ এবং ঋণের আদান লইয়া যে বিবাদ হয়, সেইস্থলে মিথ্যাবাদ হইলে ঐ মিথ্যাবাদ জন্য দণ্ডার্হ হইবে কিন্তু তাহার প্রকৃত দাবী নষ্ট হইবে না।

২৬। প্রতিবাদী যদি অভিযোগকে মিথ্যা বলে তখন বাদী নিজের প্রতিপাদ্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদন করিবে যদি কারণোত্তর দ্বারা প্রতিবাদী তাহাকে পরাজিত না করিয়া থাকে।

২৭। বাদী প্রথমে অভিযোগ উপস্থাপনকালে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তৃতীয় পাদে অর্থাৎ ক্রিয়াদর্শনকালে (বিচারের সময়) ভাষায় লিখিত বিষয়গুলি সম্পূর্ণভাবে ক্রিয়া দ্বারা (প্রমাণাদির উপন্যাসে) সপ্রমাণ (প্রমাণিত) করিবে।

২৮। ঐ যে ক্রিয়া দ্বারা সপ্রমাণ করিবার কথা উক্ত হইল তাহা মানুষী ও দৈবী ভেদে দুই প্রকার। যাহা মানুষসাধ্য তাহা মানুষী যেমন সাক্ষী, লেখ্যপত্র (দলিল) অপরটি দৈবসাধ্য বলিয়া দৈবী, যেমন—তুলা, অগ্নি, জল পরীক্ষাদি।

২৯। ঐ যে দৈবী ও মানুষী বলিলেন এখন উহার বিষয়ভেদ বলিতেছেন—দিবাভাগে গ্রামে কিম্বা নগরে অর্থাৎ যেস্থানে যে সময়ে সাক্ষীর লাভ হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে সাক্ষী পাইবার সম্ভব স্থলে দৈবী ক্রিয়া কার্য্যসিদ্ধির উপায়রূপে গৃহীত হইবে না।

৩০। অরণ্যে, নির্জ্জন স্থানে, রাত্রিতে বা গৃহমধ্যে কিম্বা সাহসকার্য্যে (দস্যুতাদি স্থলে) অথবা গচ্ছিত বস্তুর অপলাপে দিব্যাদির প্রমাণতা হইবে। এইসকল ক্ষেত্রে প্রায়শঃ সাক্ষী লাভ হয় না বলিয়া উহার নির্দ্দেশ করিলেন কিন্তু যদি রাত্রিতে সাহসকার্য্যে বা বনভূমি বা গৃহমধ্যে অভিযোগের কারণ অনুচিত কার্য্যের কেহ সাক্ষী থাকে তাহা হইলে সাক্ষীই প্রমাণ হইবে। সাক্ষী না থাকিলে দিব্যাদি দৈবীক্রিয়া প্রমাণ হইবে।

৩১। যেস্থলে প্রতিবাদী বাদীর ঋণের অভিযোগে উহা সত্য স্বীকার করিয়া উহার পরিশোধ করিয়াছি বলিয়া উত্তরদানে বাদীকে নিরাকরণ করে, সেই ক্ষেত্রে যেমন বাদী ঋণ লইয়াছে বলিয়া অভিযোগ স্থলে ঋণগ্রহণ সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা সপ্রমাণ করে, সেইরূপ প্রতিবাদী নিজকৃত পরিশোধ প্রমাণিত করিবে।

৩২। ব্যবহার স্থলে অভিযুক্ত হইলে তাহাকে ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য আহ্বান করিলে যদি পালাইয়া যায় অথবা অনুপস্থিত হয় বা উপস্থিত থাকিয়াও কোন কথা না বলে অর্থাৎ প্রতিবাদ না করে কিম্বা বাদীপক্ষের সাক্ষী দ্বারা বাদীর অভিযুক্তাংশ প্রমাণিত হওয়ায় পরাজিত হয় অথবা উপায়ান্তর না থাকায় পরে পীড়নাদির ভয়ে বা ধর্ম্মভয়ে যদি উহা বাদীর অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার করে এই চার প্রকার ব্যক্তিকে পরাজিত বলে।

৩৩। অভিযোগ বিষয়ে যে প্রকৃত বিষয়ের উত্তর না দিয়া অন্য প্রকার অর্থাৎ অসঙ্গত কথা বলে বা ক্রিয়া সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা বিচার বিষয়ে বিদ্বেষ করে অর্থাৎ পরাঙ্মুখ হয়, রাজাজ্ঞাদির জন্য অন্য কারণে যে উপস্থিত হইতে পারে না বা প্রকৃত বিষয়ে উত্তর দেয় না অথবা আহূত হইয়াও অনুপস্থিত হয়, এই পাঁচ প্রকার প্রতিবাদী হীন অর্থাৎ অপকৃষ্ট হয়।

(রঘুনন্দনকৃত ব্যবহারতত্ত্বে ইহার পরে মুদ্রিত গ্রন্থে অপ্রাপ্ত এই নারদস্মৃতির বচনটি দেখিতে পাওয়া যায়—

"প্রপলায়ী ত্রিপক্ষেণ মৌনকৃৎ সপ্তভির্দিনৈঃ।
ক্রিয়াদ্বেষী তু মাসেন সাক্ষী ভিন্নস্তু তৎক্ষণাৎ।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ব শ্লোকে 'আহূত হইয়া পলায়িত মৌনীর পরাজয় হয়' বলিয়াও পরবর্ত্তী এই বচনে যে নিরুত্তর ও আহূত হইয়া পলায়িত ব্যক্তিকে হীনবাদী বলিয়া নারদ পরাজিত বোধ করাইয়াছেন, ইহাদিগের পরাজয় হইলে পুনরায় ইহা বিচার করাইতে পারিবে ইহা জানাইবার জন্যই এইরূপ পুনরুপন্যাস করিয়াছেন।

৩৪। যদি কেহ পদ্মরাগমণি প্রভৃতি বা দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), মুক্তা, বিদ্রুম বা শঙ্খ প্রভৃতি অকৃত্রিম বলিয়া বিক্রয় করে এবং পরে তাহা কৃত্রিম বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে উহা বিক্রয়কারী ফেরত লইবে ও অকৃত্রিম বস্তু ক্রেতাকে দিবে অথবা ক্রেতার নিকট যে মূল্য লইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিবে।

৩৫। রাজকীয় গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, বস্ত্র বা পাদুকা রাজার প্রদত্ত না হইলে উহা যে ব্যবহার করে সে বধদন্ড অর্থাৎ বন্ধনাদি কায়িক দন্ড পাইবার যোগ্য।

৩৬। বিক্রেয় বস্তুর মূল্য, বেতন বা পারিশ্রমিক, গচ্ছিত অর্থ, রাজদণ্ডের জন্য দেয় ধন (জরিমানা) এবং উপেক্ষিত বস্তুর লাভ, ধর্ম্মার্থ ভিন্ন দান (বৃথা দান) ও দ্যূতক্রীড়ালব্ধ ধন, ইহাদের সুদ হয় না যদি ঐ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে বিশেষ বলা (চুক্তি) না থাকে।

৩৭। শূদ্রজাতীয় যাহারা দ্বিজদিগকে মিথ্যাভিযোগে (মকদ্দমায়) অভিযুক্ত বা মিথ্যাপবাদ-গ্রস্ত করে বা দর্পবশতঃ দুর্ব্বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে অসম্মানিত করে তাহাদের জিহ্বাচ্ছেদনপূর্ব্বক শূলে দিতে হয় (ইহার কারণ হইতেছে, রাজার কর্ত্তব্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। তাহা না হইলে রাজা দোষভাগী হন। অতএব দ্বিজশুশ্রূষার জন্য সৃষ্ট শূদ্র যদি তাহার কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হইয়া বিপরীত কার্য্য করে তাহা হইলে ঐরূপ রাজদন্ড পাইবে)।

৩৮। (১) এই ব্যক্তি রাজাজ্ঞা মানিতেছে না, (২) এই ব্যক্তি লেখ্য (দলিল) গ্রাহ্য করিতেছে না, (৩) পত্রে লেখা আছে যে এই দাবী আমার, তথাপি এই ব্যক্তি উহাকে অবরোধ করিতেছে, (৪) আমার উপর এই গ্রাম শাসনের ভার (কর আদায়াদি) পত্রে আছে উহা জানিয়াও বলপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তি আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছে, (৫) ঐ ঋণকারী ব্যক্তি 'আমি শস্যোৎপাদন করিতেছি' এই বলিয়া আমার নিকট প্রথমে জমী বন্ধক রাখিয়া পুনরায় অপর ব্যক্তির নিকট সেই অভিপ্রায়ে বন্ধক দিয়াছে, (৬) পত্র অর্থাৎ স্বয়ং প্রতিশ্রুত পত্র দিয়াও তাহা আমাকে দিতেছে না, (৭) এই ব্যক্তি আমাকে বিক্রয় করিয়াও দেয় নাই, (৮) এই দ্রব্য আমি ক্রয় করিয়াছি তাহা এই ব্যক্তি আমাকে দিতেছে না, এই সকল বিষয় রাজার নিকটে যে আবেদন করে বিচারাভিজ্ঞগণ তাহাকে পূর্ব্বপক্ষ (বাদী) বলিয়া জানিবেন।

৩৯। বাদী পক্ষে সাক্ষ্য দিবার পরে প্রতিবাদী যদি সাক্ষীর দোষ দেখায় তখন বাদী উক্ত সাক্ষীর দোষ খন্ডন করিবে (সাক্ষ্য প্রকরণে ইহা উক্ত আছে এবং অদুষ্ট সাক্ষীকে দুষ্ট বলিলে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে)। সাক্ষীর নির্দ্দোষতা প্রমাণের পরে সাক্ষীর উক্তির শোধন করিতে হইবে (অর্থাৎ জেরার দ্বারা ঐ উক্তি সত্য কি মিথ্যা ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে)।

৪০। সাক্ষীর দোষে অথবা বিচারসভাসদস্যের বিবেচনার দোষে পরাজিত হইলে (বিচারকগণ বাক্যের দ্বারা জয়পরাজয় ঘোষিত করিলে যেমন দ্বিগুণ পণ দিয়া পুনর্ব্বার ঐ কার্য্য আরম্ভ করা যায় সেইরূপ রীতিতে) পুনর্ব্বিচার করাইতে পারে। আর যদি নিজেই মিথ্যা সাক্ষী প্রভৃতি নিয়োগ জন্য নিজকৃত দোষে পরাভূত হয় তাহার আর পুনর্ব্বিচার হইবে না।

৪১। কোন ব্যক্তি নিজে স্বীকার করার জন্য যদি পরাজিত হয় ও পত্র (দলিল) প্রভৃতি জাল প্রমাণিত হওয়ার জন্য বা সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার জন্য বিচারে যদি পরাজিত হয় অথবা বিচারকার্য্যে অনুসন্ধানের ফলে (সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা) পরাজিত হয়, তাহা হইলে এই তিন প্রকারে পরাজিত ব্যক্তিদিগকে রাজা স্বেচ্ছায় দন্ড প্রদান করিবেন না যে পর্য্যন্ত না বিচারকগণ অবধারণ অর্থাৎ রায় প্রদান করেন।

৪২। যখন নির্ণয়কাল উপস্থিত হইবে তখন সাক্ষী প্রভৃতির সহিত উভয় পক্ষকে সরাইয়া দিয়া সভ্যগণ নির্ণয় করিবেন। পক্ষদ্বয়ের অপসারণ না করিয়া নির্ণয় করিলে রাজপক্ষে দন্ডার্হের দন্ড না হওয়ায় রাজার অর্থক্ষতি হয় ও লোকনিন্দা হয়, ইহা ঐহিক ক্ষতি, আর দন্ডার্হের দন্ড না দেওয়ায় বা নির্দ্দোষ ব্যক্তির দন্ড হওয়ায় প্রত্যবায় হইবে, ইহা পারত্রিক ক্ষতি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪৩। সভ্য (রাজনিযুক্ত বিচারকাদি) যাহার দণ্ডবিধান করিবেন পরে শাস্ত্রানুসারে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন আর ঐ ক্ষেত্রে যাহার জয় ঘোষিত হইবে রাজা তাহাকে জয়জ্ঞাপক পত্র দিবেন।

৪৪। এই সকল যত ব্যবহার আছে সর্ব্বত্র এই সকল বিধি প্রযোজ্য বলিয়া স্বয়ম্ভূ ইহাকে 'ব্যবহারমুখ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। মুখশুদ্ধি অর্থাৎ প্রথম কর্ত্তব্য অংশে যদি দোষ না থাকে, তাহা হইলে আরম্ভ শুদ্ধ হইল বলিয়া ব্যবহার শুদ্ধ হইবে, অন্যথা ব্যবহার নির্দ্দোষ হইতে পারে না।

ইতি (ব্যবহারমাতৃকানাম) দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[ব্যবহারের নিয়ম কথিত হইতেছে। রাজসভায় বিচারকালে বাদী প্রতিবাদীর সহিত প্রীতি বা বিদ্বেষসম্পন্ন নানা প্রকারের লোক বিচারসভায় উপস্থিত হয়। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ জ্ঞানী, কেহ মূর্খ, কেহ বা পাণ্ডিত্যাভিমানী থাকে, তাহারা বাদপ্রতিবাদাদি দ্বারা কথা সৃষ্টি করিয়া বিচারক ও সভ্যদিগকে বিহ্বল করিতে পারে, এইজন্য বিচারকালে যেসকল ব্যক্তি ঐ (বিচার সম্বন্ধে) কথা বলিবে তাহা প্রথমে নির্দ্ধারিত হইতেছে।]

১। বিচারসভার কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত নহেন তাঁহাদের কোন কথা বলা চলিবে না। কেবল বিচারসভায় নিযুক্ত (বিচারাসনে উপবিষ্ট) যে ব্যক্তি, তিনি ধর্ম্মাধিকরণের উচিত বাক্য বলিবেন যাহা হইতে পক্ষপাত সূচিত না হয়।

২। (তবে যদি কোন স্থলে বুদ্ধিবিভ্রমবশতঃ সভাসদ্‌গণ শাস্ত্রার্থ ভুলিয়া অথবা লোভাদির জন্য শাস্ত্রবিহিত ন্যায়পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যায়ভাবে বিচারের নির্ণয় করিতে উদ্যত হন সেস্থলে) নিযুক্ত বা অনিযুক্ত হইলেও কোন (ব্যবহার) শাস্ত্রজ্ঞ (ব্রাহ্মণ) বিচারসভায় (যদি উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে) শাস্ত্রবাক্য দেখাইয়া সভাসদ্‌দিগকে অন্যায়পথ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বলিতে পারেন। তাহার কারণ যে ব্যক্তি শাস্ত্রবাক্যকে আশ্রয় করিয়া কথা বলেন তিনি দেববাক্য (অব্যভিচারী অর্থাৎ সত্যবাক্য) বলিয়া থাকেন।

৩। শাস্ত্র ও আচারের অবিরুদ্ধ যাহা হইবে তাহাই যুক্তিযুক্ত। উহার অবিরুদ্ধ বাক্যবাদী সভাসদ্‌ লোকের বিদ্বেষের পাত্র হন না বা পাপভাগীও হন না। কিন্তু উহার বিরুদ্ধবাদী হইলে তৎক্ষণে তিনি লোকবিদ্বিষ্ট ও পাপভাগী হইয়া থাকেন (বিচারকার্য্যসমূহে বহুশাস্ত্রজ্ঞ অনেক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা উচিত। গুণবান্‌ বলিয়াই এক ব্যক্তির উপর বিদ্বান্‌ ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নহে। এইজন্য বেদশাস্ত্রজ্ঞ দশ জন অথবা বেদপারগ তিন জন যাহা উপস্থিত বিচার্য্য বিষয়ে বলেন তাহাই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের সাধন, সদ্‌গুণসম্পন্ন রাজাই ধর্ম্মবিষয়ক সংশয়ের নিরাকরণকারী। এই অংশ এই গ্রন্থের পাঠান্তর অনুসারে এস্থলে সন্নিবেশিত করা হইল।)

৪। যেমন বলবান বলীবর্দ্দসমূহের উপর বহুভার অর্পিত হইলে তাহারা ঐ ভারবহনে সমর্থ হয়, সেইরূপ অতিগুরু বিচারকার্য্যের সম্পাদনে সমর্থ সুপরীক্ষিত ধার্ম্মিকদিগকে রাজা সভ্যপদে নিয়োগ করিবেন।

৫। অতঃপর সভাসদ্‌গণ কিরূপ হইবেন ইহা বলা হইতেছে। যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের (স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের) পরিভাষিত শব্দের অর্থ বিষয়ে নিপুণ, সৎকুলসম্ভূত (কুলমর্য্যাদা নাশের ভয়ে তাঁহারা অনুচিত কার্য্য করিতে পারেন না ইহা সূচিত হইতেছে), সত্য বলাই যাঁহাদের স্বভাব (মিথ্যা হইতে যাঁহারা সকল সময় ভীত), যাঁহারা শত্রু বা মিত্রকে সমদৃষ্টিতে দেখেন (ইহা হইতে আত্মগত পূর্ব্ববিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া অনুচিত বিচার করিবেন না সূচিত হইতেছে), রাজা সেইসকল ব্যক্তিকে সভাসদ্‌ করিবেন।

৬। এইরূপ সভ্যের উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং রাজাও ধর্ম্মের মূল। এইজন্য ঐসকল সাধুপ্রকৃতি লোকের সহিত অর্থাৎ সভাসদের সহিত রাজা বিচারের শুদ্ধি (ধর্ম্মবিচার) করিবেন।

৭। বিচার শুদ্ধ (অর্থাৎ পক্ষপাতাদিশূন্য যথাশাস্ত্র) করা হইলে ঐ বিচারসভার সভ্যগণ শুদ্ধ হন (অর্থাৎ পাপশূন্য ও যশোভাগী হন)। ঐ ধর্ম্মাচরণ জন্যই তাঁহাদের শুদ্ধি। এইজন্য তাঁহারা ধর্ম্মকথাই বলিবেন।

৮। বিচারকার্য্যদর্শিগণের যেস্থলে অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্মহানি হয় এবং অনুচিত বুঝিয়াও যাঁহারা অন্যায় বিচার করেন এবং মিথ্যা দ্বারা যেস্থানে সত্যের অপলাপ হয় ঐরূপ কার্য্যদর্শী সভাসদগণ ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হন।

৯। লোকে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া যেমন চিকিৎসকের নিকট আরোগ্যকামনায় যায়, সেইরূপ অনুচিত আচরণ অপরের নিকট হইতে পাইয়া তাহার প্রতিকার পাইবার জন্য তাহারা রাজসভায় (ধর্ম্মাধিকরণের নিকট আত্মপীড়া নিবারণের জন্য) উপস্থিত হয়। যদি তাহার সেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(হৃদয়ের) শল্য (দুঃখকারণ) উচ্ছিন্ন না হয় সেইস্থলে ঐ সভাসদ্‌গণ সেই শল্যবিদ্ধ হন (অর্থাৎ দুঃখের কারণ হওয়ায় অযশের ও অধর্ম্মের ভাগী হন)।

১০। ঐ বিচারসভায় একবারও (কোন সময়েই) প্রবেশ করা উচিত নহে। ঐস্থানে যাইলে যাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত তাহা বলিতে হইবে। ঐ সভায় যাইয়া কিছু না বলিলে অথবা বিরুদ্ধ বলিলে মনুষ্যমাত্রেই পাপী হইবে। এইজন্য সভাসদ্‌ ব্যক্তিদের সত্য কথাই বলা উচিত অন্যথা পাপী হইতে হইবে।

১১। (যে সভায় অপরের দুর্ব্যবহারবশতঃ লোকে মর্ম্মপীড়া নিরাকরণের জন্য উপস্থিত হয় সেই ধর্ম্মাধিকরণসভায়) যেসকল সভ্যগণ অন্যকার্য্যে ব্যাপৃতের ন্যায় (যেন অন্য কিছু চিন্তা করিবার ছলে) চুপ করিয়া থাকেন এবং এক ব্যক্তির জয় বা অপরের পরাজয় বলেন না, রাজা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদীর ন্যায় দেখিবেন।

১২। যেস্থলে মিথ্যাভিযোগ হইয়াছে যদি ঐ ক্ষেত্রে সভ্যগণ অসত্যের জয় বিধান করেন সেই স্থলে ঐ অধর্ম্ম ব্যবহার জন্য পাপ যাহা উক্ত আছে তাহার এক-চতুর্থাংশ ঐ মিথ্যা বিচারকারীর হইবে আর এক-চতুর্থাংশ সাক্ষীর হইবে, অপর এক-চতুর্থাংশ সভাসদ্‌গণের হইবে এবং অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ রাজার হইবে।

১৩। তবে ঐ মিথ্যাভিযোগে উক্ত অভিযোগকারীই যদি পরাজিত হয় তাহা হইলে রাজা নিষ্পাপ হন; সভাসদ্‌গণও ঐ পাপ হইতে মুক্ত হন। তখন সমস্ত পাপ ঐ মিথ্যাভিযোগকারীকে আশ্রয় করে।

১৪। আর যে ব্যক্তি শাস্ত্ররূপ চক্ষুর বিকলতার জন্য অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানের সম্যক্‌ অভাবের জন্য ধর্ম্মাধিকরণে যাইয়া অজ্ঞাত শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করে তাহাকে (অন্যের সাহায্য না লইয়া) মুখ, জিহ্বা, তালু, গলদেশে বিদ্ধকারী কণ্টকযুক্ত মৎস্যভোজনকারী অন্ধের সমান বলিয়া মনে হয়।

১৫। এইজন্য সভাসদ্‌গণ ধর্ম্মাধিকরণে (বিচারসভায়) যাইয়া প্রিয় বা অপ্রিয় জনে প্রীতি বা বিদ্বেষশূন্যভাবে বাক্য প্রয়োগ করিবে, যাহার ফলে (পাপী হইয়া) নরকে যাইতে না হয়।

১৬। যেমন কোন অস্ত্রোপচার-কুশল চিকিৎসক অস্ত্রাদির সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট শল্যকে (কণ্টকাদিকে) বাহির করিয়া দেন, সেইরূপ বিচারক অভিযোগের মধ্যে গুপ্তাবস্থায় স্থিত মিথ্যারূপ পাপকে বিচারশাস্ত্রবলে অপনোদিত করিবেন।

১৭। যাহা হইলে সকল সভাব্যক্তিই ইহা অতি ভাল কার্য্য (সাধুকার্য্য) হইল ইহা মনে করেন, এইরূপ ব্যবহার দর্শন করিলে বিবাদ শল্য রহিত হয়। তাহা না হইলে ঐ বিচারকে সশল্য অর্থাৎ দোষাক্রান্ত বলে।

১৮। এইজন্য উক্ত হয় সেই সভা সভা নহে, যে সভায় বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ না থাকেন। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ বয়োবৃদ্ধ হইলেও বৃদ্ধই নহেন যাঁহারা ধর্ম্মকথা বলেন না, আর সেই ধর্ম্মও ধর্ম্ম নহে যাহাতে সত্য নাই এবং সেই সত্য প্রকৃত সত্য নহে যাহা মিথ্যা দ্বারা আবৃত।

ইতি সভালক্ষণ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রথম ব্যবহারপদ

(১) ঋণভেদ

১। যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে স্থানে ও যে সময়ে যে প্রকারে যে ঋণ দান ও গ্রহণের রীতি অনুসারে দেয় ও অদেয় হয় তাহা ঋণাদান নামে অভিহিত।

২। পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রগণ বিভক্ত বা অবিভক্ত থাকুন পিতার ঋণ নিজ নিজ অংশানুসারে পরিশোধ করিবেন অথবা যিনি সংসারের সর্ব্বপ্রকার ভার গ্রহণ করিবেন তিনি ঐ ঋণ পরিশোধ করিবেন।

৩। পিতৃব্য বা ভ্রাতা বা মাতা অবিভক্ত অবস্থায় পরিবারবর্গের ভরণাদির জন্য যে ঋণ করেন সেই ঋণ ধনভাগিগণ সকলে পূর্ণমাত্রায় পরিশোধ করিবেন ('পরিবারবর্গের ভরণাদির জন্য যাহা ঋণ করা হয় তাহা অবশ্য পরিশোধ্য ইহা উক্ত থাকায় ব্যক্তিবিশেষের বিলাসাদির জন্য পিতৃব্যাদি কৃত ঋণ ধনভাগিগণের পরিশোধ্য নহে ইহা বুঝাইতেছে।)

৪। পিতামহের পিতৃকৃত ঋণ অপরিশোধিত থাকায় (ঐ পিতামহ পিতৃকৃত বলিয়া ধনের ন্যায় ঐ ঋণেরও ভাগী হইয়াছিলেন এস্থলে ঐ ঋণ অপরিশোধিত থাকায়) তাহার পুত্র ক্রমাগত ঋণ বলিয়া ঐ ঋণ পরিশোধ করিবেন। যদি তিনি তাহা না করিতে পারেন তাহা হইলে ঐ পিতামহের পৌত্র ঐ ঋণ ক্রমাগত বলিয়াই পরিশোধ করিবেন। কিন্তু তাহার পরে ঐ ঋণ পরিশোধ্য নহে।

৫। মহর্ষি নারদ লৌকিক ঋণের প্রসঙ্গে অলৌকিক ঋণের পরিশোধ করিবার অধিকার দেখাইতেছেন যে, কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত পিতৃবর্গ (পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ) পুত্রাদিগের (পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের) নিকট ইচ্ছা করিয়া থাকেন এই উত্তমের ঋণ ও অধমের ঋণ হইতে এই ব্যক্তি আমাকে মুক্ত করিবে। [যদিও লৌকিক ব্যবহারে যাহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহাকে উত্তমর্ণ বলা হয় এবং যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে অধমর্ণ বলা হইয়া থাকে তাহা হইলেও এস্থলে ঐ রূঢ্যর্থ না ধরিয়া যোগার্থ অনুসারে উত্তমর্ণ অর্থে উত্তমের ঋণ (অর্থাৎ দেবপিতৃঋষির যে ঋণ) এবং অধমর্ণ অর্থে অধমের ঋণ (অর্থাৎ নিকৃষ্ট জীবকীটাদির যে ঋণ) ইহাই বলা হইতেছে। যেমন ঋণ গ্রহণ করিলে তাহা অবশ্য পরিশোধ্য সেইরূপ অবশ্য দেয় যাহা হইবে তাহাও ঋণের তুল্য বলিয়া ঋণ শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব ঐহিক নিয়মিত ক্রমাগত ঋণের মধ্যে পিতৃবর্গের ঋণ পুত্রপ্রপৌত্রের অবশ্য দেয় ইহা নারদের বাক্য হইতে পাওয়া যাইতেছে।]

৬। পূর্ব্বের ঊর্দ্ধতন মৃত পুরুষত্রয় পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ পূজনীয়, এইজন্য উপরের তিনপুরুষ নীচের তিনপুরুষ—পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রকে ঐ পূজার জন্য অপেক্ষা করেন। অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষত্রয়ের লৌকিক ঋণ থাকিলে উহারাই পরিশোধ করিবে ইহাই পূজা—কারণ উহা করা না হইলে উপরের পুরুষত্রয়ের নিকৃষ্ট গতি হইয়া থাকে। আর শ্রাদ্ধাদি দ্বারায় অলৌকিক ঋণের মুক্তি হয়। এই কার্য্যের জন্য অবলম্বনস্বরূপ বলিয়া অধস্তন পুরুষত্রয় উপজীব্য হইতেছেন এবং তাঁহারাই পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের ঐ লৌকিক ও অলৌকিক দ্বিবিধ ঋণদাতা। এই অধস্তন পুত্রাদিপুরুষত্রয় ঐ দ্বিবিধ ঋণের পরিশোধের অপেক্ষিত বলিয়া মধ্যবর্ত্তী এবং এইরূপে চতুর্থ পুরুষে পুরুষ—সন্তানধারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭। ঋণদাতা ঋণ চাহিলেও অধমর্ণ যে ঋণ দেয় না তাহা, এবং ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ করিয়া দান করা হইলেও সেই প্রতিগ্রাহ্য বস্তু দানোদ্দেশ্য পাত্র চাহিলেও যদি তাহাকে দেওয়া না হয় তাহা একশতকোটিগুণ পর্য্যন্ত পরকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। (এই বচনস্থ "প্রতিগ্রহ" শব্দ 'কৃদভিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে' এই ন্যায় বলে অথবা 'প্রতিগৃহ্যতে যৎ' কর্ম্মবাচ্যে অন প্রত্যয় দ্বারা প্রতিগ্রাহ্য বস্তুকে বোধ করাইতেছে কিন্তু অন্যত্র প্রতিগ্রহ শব্দে 'প্রতিগ্রহীতৃ' অর্থ উপস্থিত হইবে না।)

৮। ঐ ধন বৃদ্ধি পাইয়া শতকোটিতে পরিণত হইলে ঐ ঋণী ব্যক্তি ঋণ শোধের জন্য বহুজন্ম তাহার গৃহে দাস হইয়া জন্মায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৯। আর যদি কোন তপস্বী বা অগ্নিহোত্রী (সাগ্নিক) ঐরূপ ঋণী হইয়া মারা যান তাহা হইলে তাঁহার কৃত তপস্যা ও অগ্নিহোত্র জন্য সমস্ত পুণ্যই উক্ত ধনবানেরই ধনস্বরূপ হইবে অর্থাৎ তিনি নিজে ঐ তপস্যার ফল লাভ করিবেন না)।

১০। যদি পুত্র নিজের জন্য ঋণ করেন তাহা তাহার পিতা পরিশোধ করিবেন না। কিন্তু পিতৃকৃত ঋণ পুত্র পরিশোধ করিবেন। তবে কামাতুর হইয়া (বেশ্যাদি পোষণের জন্য) বা ক্রোধবশবর্ত্তিতা জন্য কিম্বা মদ্যপানাদি কার্য্য জন্য কিম্বা দ্যূতক্রীড়া জন্য অথবা কাহারও জামিন ওয়ার জন্য যে ঋণ পিতা করেন সেই পিতৃকৃত ঋণ পুত্রের পরিশোধ্য নহে।

১১। পুত্রের কৃত ঋণ পিতার পরিশোধ্য নহে কিন্তু পিতার আদেশে যদি পুত্র ঋণ করে কুটুম্বভরণের জন্য পুত্র ঋণ করে অথবা প্রাণান্তকর ক্লেশে পড়িয়া পুত্র ঋণ করে, ঐ ঋণ তাহার পিতাকে দিতে হইবে।

১২। বিদ্যার্থিরূপে অধ্যাপকের গৃহে বাস করিয়া কলাবিদ্যা-শিক্ষানবীশ ছাত্র, ক্রীতদাস, গৃহজাত দাস, পত্নী প্রভৃতি গৃহকর্ত্রী, সংসারের ভারপ্রাপ্ত কার্য্য করিলে এইসকল ব্যক্তিরা স্বজন কুটুম্বভরণের জন্য যে ঋণ করে, ঐ পরিবারের যিনি কর্ত্তা তিনিই ঐ ঋণ দিবেন।

১৩। একান্নবর্ত্তী পরিবারবর্গের পোষণের জন্য কোন ব্যক্তি ঋণ করিয়া দেশান্তরে গত হইলে বা মৃত হইলে উক্ত ঋণকারীর জ্ঞাতিবর্গ অর্থাৎ আত্মীয়বর্গ পরে বিভক্ত হইলেও উহা অবিলম্বে শোধ করিবেন।

১৪। আর পিতা, পিতৃব্য অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐরূপ পরিবারবর্গের পালনের জন্য ঋণ করিয়া বিদেশে গত হইলে এবং পূর্ব্বে 'মৃত পিতার ঋণ শোধ্য' বলা থাকায় কল্পনা হইতেছে যে যদি তিনি জীবিত আছেন এই সংবাদ পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার পুত্রাদি কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বে ঐ ঋণ পরিশোধ না করিতেও পারেন।

১৫। অসম্বন্ধী কয়েক ব্যক্তি যদি একান্নবর্ত্তী থাকাকালীন সকলের প্রয়োজনবশতঃ ঋণ করেন ঋণকারীরা বাঁচিয়া থাকিলে একান্নাবস্থায় স্থিত ঐসকলের মধ্যে যে কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণদাতা ঐ ঋণ আদায় করিতে পারেন। তাঁহারা মারা যাইলে তাঁহাদের মধ্যে যে কোন একজনের পুত্র (উত্তরাধিকারী) পরের ঋণ দিবেন না অর্থাৎ ইহা বুঝাইতেছে যে ঐ পুত্র (উত্তরাধিকারী) নিজের পিতৃকৃত ঋণ অংশমত দিবেন।

১৬। নারী পতি ও পুত্রকৃত ঋণ নিজে পরিশোধ করিবার স্বীকার না থাকিলে বা পতির সহিত মিলিত হইয়া ঋণ না করিলে তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন না।

১৭। তবে অপুত্রা বিধবা মরণোন্মুখ পতি কর্ত্তৃক ঐ ঋণ শোধের জন্য আদিষ্ট হইলে তিনি অথবা যে ঐ মৃত ব্যক্তির ধন পাইবে সেই ঐ ঋণ পরিশোধ করিবে, কারণ মৃত ব্যক্তির ধন পায় ঋণও তাহার দেয় হয়।

১৮। ভার্য্যাকৃত ঋণ পতির পক্ষে দেয় হইবে না। তবে কন্যাপুত্রাদি পরিবারবর্গের জন্য আপৎকালে যদি পত্নীকৃত ঋণ হয় তাহা ঐ পরিবারবর্গের অভিভাবক পতির দেয় হইবে, কারণ পরিবারবর্গের আবশ্যকীয় প্রয়োজন অলঙ্ঘনীয়।

১৯। আপৎকাল ভিন্ন সময়েও সংসারে স্ত্রী এই সকল কার্য্য দেখিয়া থাকেন, যথাঃ— রজক, মৎস্যমাংসাদি বিক্রয়কারী, গোপ (দুগ্ধাদি সরবরাহকারী), শৌণ্ডিক প্রভৃতির স্ত্রীলোক সংক্রান্ত, কারণ ঐ রজক প্রভৃতির স্ত্রীলোকের উপর বিশ্বাস করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ হয় ও পরিবারবর্গের পালন হয় এজন্য উহাদের নিকট পত্নীকৃত ঋণ থাকিলে তাহাও গৃহস্বামীর দেয়।

২০। যদি পুত্রবতী নারী পতির মৃত্যুর পরে পুত্রকে ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করে তাহার স্ত্রীধন সেই পুরুষই গ্রহণ করিবে। স্ত্রীধন না থাকিলে পতির ধন লইয়া যে পুরুষকে আশ্রয় করিয়াছে ঐ নারীর মৃত্যুর পরে ঐ পতির ধন তাহার পুত্রই পাইবে ; ঐ পুরুষ পাইবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২১। 'আর যে স্ত্রী বালকপুত্রের সহিত স্বামীর ধন লইয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করে নারীর পূর্ব্বস্বামিকৃত ঋণ ঐ পুরুষ শোধ করিবে অন্যথা ঐ অর্থাদির সহিত নারীকে করিতে হইবে।

২২। নির্ধন অপুত্রক মৃত ব্যক্তির স্ত্রীতে যে ব্যক্তি উপগত হইবে সেই ব্যক্তি ঐ নারী পূর্ব্বভর্ত্তার ঋণভাগী হইবে যেহেতু ঐ স্ত্রীই তাহার ধনস্বরূপ।

২৩। ঋণ রাখিয়া পতির মৃত্যু হইলে তাহার পত্নী ও পুত্র সত্ত্বেও জ্ঞাতিরা যদি অসহায় বলিয়া বলপূর্ব্বক তাহার ধন গ্রহণ করে এবং তখন যদি সেই নির্ধন স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করে, তখন ধন ও মাতা না থাকায় বালক একাকী হইবে। এইরূপ স্থলে ঋণদাতার অভিযোগে প্রাপ্যধন বিচারকেরা কাহার নিকট হইতে উহা লইবে ইহা এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। ঐ ধনহারী ও স্ত্রীহারী ও পুত্রের মধ্যে যে ব্যক্তি ধন লইয়াছে সেই ব্যক্তিকেই ঋণ দিতে হইবে। স্ত্রীহারী ও ধনহারী উভয়ে না থাকিলে পুত্রই দিবে। এইরূপ ধনগ্রাহী ব্যক্তি ও পুত্র না থাকিলে, স্ত্রীকে যিনি রাখিয়াছেন তিনিই দিবেন কারণ পত্নীই মৃত ব্যক্তির ধন। ইহা হইতে আরও বুঝিতে পারা যায় যে, উক্তরূপ ধনগ্রাহী ও স্ত্রীহারী না থাকিলে পিতৃঋণ পুত্রকে দিতে হইবে।

২৪। স্বৈরিণী বহুপুরুষগামিনী স্ত্রীর (ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ের ৪৯ হইতে ৫২ শ্লোকে) ভেদ চার প্রকার। ঐ চার প্রকারের শেষোক্ত স্বৈরিণী এবং পুনর্ভূ স্ত্রীর (৪৬ হইতে ৪৮ শ্লোক) তিন প্রকারের মধ্যে যে প্রথমা এই উভয়ের পতিকৃত ঋণ ঐ নারীদ্বয়কে উপভোগকারী পুরুষেরা দিবে।

২৫। পত্নী, পুত্রবধূ, বেতন লইয়া কার্য্যকারিণী অথবা পত্নীর আশ্রিত ব্যক্তি আর যে ব্যক্তি তাহাদের পরিবারভুক্ত কাহারও ভূমির অবলম্বনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে এইসকল ব্যক্তির মধ্যে যে কোন ব্যক্তি পরিবারবর্গের পোষণাদির জন্য কিম্বা তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যে ঋণ করে সেই তাহা পরিশোধ করিবে।

ঋণাদানে দেয়াদি ভেদ নির্দ্দেশ করা হইল।

[যেসকল ভ্রাতা পরস্পর পত্নী ও ধনের সহিত বিভক্ত হইয়া পৃথক্‌ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে যদি কোন ভ্রাতা অপুত্রক অবস্থায় মৃত হন তাহা হইলে তাহার স্ত্রী ঐ ধনে অধিকারিণী হন।]

(২) ধনভেদ

২৬। নারী ঐরূপ অধিকারিণী হইলেও তাহার কৃত সকল কার্য্য, বিশেষতঃ গৃহ ক্ষেত্রাদির স্থাবর সম্পত্তির দান, বন্ধক ও বিক্রয় অপ্রমাণ হইবে ইহা মনীষিগণ বলিয়াছেন।

২৭। কিন্তু স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে হইলে ঐ ভূমিগৃহাদির বিক্রয়াদি প্রমাণসিদ্ধ হইবে। পতির অভাবে পুত্রের অনুমতিতে পারিবে। পতি ও পুত্রের অভাবে রাজার অনুমতিতেও। দানাদি নারী করিলে প্রমাণসিদ্ধ হইবে। (গ্রন্থান্তরে এই শ্লোকের স্থানে অন্য শ্লোক দেখা যায়। তাহার অর্থ—ভর্ত্তৃধনের দানবিক্রয়াদি কার্য্যে নারীর অধিকার হইবে না। যেরূপ ভোগ করিলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে সেইরূপ ভোগ করিবার মাত্র তাহার অধিকার আছে।

২৮। ভর্ত্তা প্রীত হইয়া স্ত্রীকে যাহা দিয়াছেন তাহা ভর্ত্তার মৃত্যুর পরে পত্নী ইচ্ছানুরূপ ভোগ বা দানবিক্রয়াদি করিতে পারিবেন। কিন্তু ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর (ভূমিগৃহাদি) দানাদি করিতে পারিবেন না।

২৯। যেমন স্বামীর অননুমত স্ত্রীকৃত দান বিক্রয়াদি কার্য্য অসিদ্ধ হয় সেইরূপ স্বামীর অনুমতি না থাকিলে ক্রীতদাসকৃত কর্ম্মও না করার মধ্যে পড়িবে ইহা বলিয়াছেন। কারণ ঐ দাসের নিজের উপরেও প্রভুত্ব নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩০। পিতার অসম্মতিতে পুত্রও যে কার্য্য করে তাহাও না করার মধ্যে গণ্য অর্থাৎ অসিদ্ধ ইহা মুনি বলিয়াছেন। তাহার কারণ ক্রীতদাস ও পুত্র তদ্বিষয়ে উভয়েই তুল্য।

৩১। স্বাধীন হইয়াও কোন ব্যক্তি ব্যবহার করিবার যোগ্যতা না আসা পর্য্যন্ত (ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম না হওয়া পর্য্যন্ত) ঋণের আদানপ্রদান কার্য্য করিতে পারিবে না। ঐসকল কার্য্যে জ্যেষ্ঠেরই স্বাধীনতা (স্বাতন্ত্র্য) থাকে যেহেতু গুণ ও বয়স জ্যেষ্ঠতার সম্পদ।

৩২। এই জগতে তিনজন স্বতন্ত্র (বা স্বাধীন) যেমন প্রথম রাজা, দ্বিতীয় আচার্য্য (যিনি উপনয়ন সংস্কার করিয়া বেদের উপদেশ দেন), তৃতীয় প্রতিবর্ণে সকল বর্ণের নিজ নিজ গৃহের গৃহস্বামী।

৩৩। সমস্ত প্রজামণ্ডল স্বাধীন নহেন। রাজা হইতেছেন স্বাধীন। যে ছাত্র সেও অস্বতন্ত্র, আচার্য্যে স্বতন্ত্রতা আছে।

৩৪। স্ত্রী পুত্র দাস প্রভৃতি পরিবারবর্গ স্বাধীন নহে। উত্তরাধিকারসূত্রে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই ধনে গৃহস্বামী স্বাধীন।

৩৫। অষ্টমবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শিশু গর্ভস্থ (ভ্রূণ) তুল্য অর্থাৎ অনুৎপন্নের মধ্যে গণ্য আর ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বালককে পোগণ্ড বলা হয়।

৩৬। ষোড়শবর্ষ বয়স অতীত হইলে ব্যবহারজ্ঞ (অর্থাৎ আয়ব্যয়াদি দেখিয়া অভিযোগাদি কার্য্য করিতে অধিকারী) হয়। পিতামাতা না থাকিলে কোন ব্যক্তি স্বাধীন অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কার্য্য করিতে পারিবে কিন্তু পিতামাতা জীবিত থাকিলে বৃদ্ধ হইলেও স্বাধীন হইবে না।

৩৭। ঐ যে পিতামাতার প্রাধান্য দৃষ্ট হইতেছে তন্মধ্যে বীজের প্রাধান্য আছে বলিয়া পিতা প্রধান (স্বতন্ত্র)। পিতার অভাবে মাতার প্রাধান্য (স্বাতন্ত্র্য), উহারও অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রধান (স্বতন্ত্র)।

৩৮। পূর্ব্বে যে স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট করা হইল তাহারা সকল সময়ে নিজ নিজ অধীন বর্গের বিষয়ে অনুশাসন (আদেশ উপদেশাদিতে), ত্যাগে (দানে), বিক্রয়ে প্রভু হন ইহা সর্ব্ববাদীর সম্মত।

৩৯। ষোড়শবর্ষ বয়স হইবার পূর্ব্বে বালক যেসকল কার্য্য করিবে অথবা অস্বতন্ত্রগণ যে কার্য্য করিবে তাহা না করার মধ্যেই গণ্য হইবে ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন।

৪০। এবং নিজে স্বতন্ত্র হইলেও যদি প্রকৃতিস্থ না থাকেন অর্থাৎ উন্মাদ অথবা বার্দ্ধক্য জন্য বিপর্য্যস্তবুদ্ধি হন তাহা হইলে তাহার কৃত দানবিক্রয়াদি কার্য্য না করার মধ্যে পরিগণিত হইবে অর্থাৎ ঐসকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। ইঁহাদের বিবেচনা সামর্থ্য না থাকার জন্য বালকের ন্যায় অস্বাতন্ত্র্যের কারণ থাকিতেছে।

৪১। যাহারা কাম বা ক্রোধের দ্বারা অভিভূত (বশবর্ত্তী) বা রোগাক্রান্ত কিম্বা ভয়ে বা বিপদে বিহ্বল অথবা যাহাদের অন্তঃকরণ বিষয়ভোগে অত্যন্ত আসক্ত বা বিদ্বেষপূর্ণ সেইসকল ব্যক্তিকেও অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া জানিতে হয়।

৪২। বংশে যে ব্যক্তি গুণে ও বয়সে বড় বলিয়া জ্যেষ্ঠ হইয়াছেন ও সাধু বলিয়া (ব্যবহারাদির জন্য) সমাজে যিনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন এবং যাঁহার চিত্ত বিহ্বল নহে সেই বক্তিরা যাহা করেন সকলে সেই করাকেই করা বলে। আর যাহার নিজের স্বাধীনতা নাই তাহার কৃতকর্ম্ম না করাই বুঝিতে হয়।

৪৩। ধর্ম্মকার্য্য বা অর্থার্জ্জনাদিসাধনরূপ কর্ম্ম কিম্বা উপভোগাদির কামমূলক যে কার্য্য হয় সেইসমস্ত কর্ম্মই ধনব্যয়সাধ্য বলিয়া ধনমূলক। এইজন্য ধনাগমের জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে। এই হেতু প্রথম হইল ধনের রক্ষা, দ্বিতীয় হইতেছে কৃষিবাণিজ্যাদির দ্বারা তাহার বৃদ্ধি সম্পাদন, তৃতীয় হইল তাহার দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের ভোগ—ইহাই হইল ধনের ত্রিবিধ নির্দ্দেশ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪৪। ঐ ধন শুক্ল, মিশ্রিত এবং কৃষ্ণ। এই ত্রিবিধ ধনের প্রত্যেকের সাতটি করিয়া প্
পৃথক্ ভেদ আছে।

৪৫। বিদ্যালব্ধ ধন, পুরুষকারের দ্বারা লব্ধ ধন, ধর্ম্মাচরণের দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হ
যায়, বিবাহ দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, ছাত্রের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যজমা
কার্য্যের দ্বারা যাহা অর্জ্জিত হয় আর উত্তরাধিকারসূত্রে যে ধন আসে এই সাত প্রকার
শুক্ল (শুদ্ধ) হয়। ঐ ধনগুলির আগমের উপায়ের পথসকল শুচি ও শুদ্ধ। এইজন্য ইহা
শুক্ল।

৪৬। ঋণের সুদ, কৃষিলব্ধ ধন, বাণিজ্যলব্ধ ধন, শুল্ক ('কন্যাকে বিবাহ করিবার নিমি
তাহার পিতা প্রভৃতিকে যে ধন দেওয়া হয় এবং গৃহনির্ম্মাণনিপুণ বা গৃহস্থোপযোগীদ্র
নির্ম্মাণনিপুণ বা বহনকারী বলীবর্দ্দ অশ্ব প্রভৃতির শিক্ষাদিতে নিপুণ, গোমহিষ অদে
হইলে তাহার দোহন কার্য্যে নিপুণ বা অলঙ্কারনির্ম্মাণাদি শিল্পকার্য্যে নিপুণ ব্যক্তিকে নি
অর্থ দিয়া আনিতে না পারিয়া তাহাদের আনিবার জন্য ঐ নিপুণ ব্যক্তিগণের আত্মীয়কে যে অ
ঘুষস্বরূপ দেওয়া হয় সেই ধনকে শুল্ক বলে, ইহা দায়ভাগে দ্রষ্টব্য), শিল্পকার্য্যের দ্বা
(অলঙ্কার ও চিত্র প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা), মনস্তুষ্টি সাধন দ্বারা যে ধন আসে, পূর্ব্বকৃত উপকা
প্রতিদানস্বরূপ যে ধন ব্রাহ্মণের হয় তাহা শবল। ব্রাহ্মণের স্ববৃত্তিবহির্ভূত বলিয়া ইহাতে কি
কৃষ্ণতা আছে এবং ইহার কর্ত্তব্যতাও আছে এইজন্য ইহা শবল (মিশ্রিত)।

৪৭। ঘুষ, পণ রাখিয়া পাশা প্রভৃতি ক্রীড়া, দ্যূতকর্ম্ম, পরপীড়নোপার্জ্জিত সকল দ্রব্য, চৌর্য
দস্যুতাদি, কপটতা এইসকল দ্বারা যে ধন অর্জ্জিত হয় সেই ধনকে কৃষ্ণ (পাপময়) বলে। এ
শ্লোকের রঘুনন্দন কৃত পাঠান্তর হইতেছে—

পার্শ্বিকদ্যূতচৌর্য্যার্ত্তি-প্রতিরূপক-সাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যদ্‌যত্তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতম্॥ শুদ্ধিতত্ত্বের দানপ্রকরণ

৪৮। ঐ তিন প্রকার ধনের দ্বারা ক্রয়, বিক্রয়, দান, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যকলা
হইয়া থাকে এবং শিষ্টভাবে বিষয়ের ভোগও হইয়া থাকে।

৪৯। ঐ তিন প্রকার দ্রব্যের মধ্য হইতে যেরূপ দ্রব্য লইয়া মানুষ কর্ম্ম করে সেই ব্য
পরকালে ও ইহকালে সেইরূপ ফললাভ করে।

৫০। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের দ্বাদশ প্রকার ধন শুদ্ধ হয়। ঐ দ্বাদশ প্রকারের মধ্যে তি
প্রকার ধন প্রত্যেক বর্ণের পক্ষে শুদ্ধ এবং তদ্ভিন্ন নয় প্রকার ধন বিশেষ বিশেষ বর্ণের প
শুদ্ধ।

৫১। সামান্যতঃ উত্তরাধিকারসূত্রে আগত ধন ও প্রীতিদত্ত ধন এবং ভার্য্যার সহিত প্রা
ধন—এই ত্রিবিধ ধন সকল বর্ণের পক্ষে সমানভাবে শুদ্ধ।

৫২। বর্ণবিশিষের পক্ষে যে নয় প্রকার ধন শুদ্ধ কথিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের প
প্রতিগ্রহ লব্ধ ধন, ঋত্বিক্ কর্ম্ম (পৌরোহিত্য) লব্ধ ধন, ছাত্রের নিকট হইতে (গুরুদক্ষিণাদিরূ
লব্ধ ধন এই তিন প্রকার ধন শুদ্ধ—ইহাই বিশেষ।

৫৩। রাজার প্রাপ্য কর (যাহা প্রজার নিকট হইতে পাওয়া যায়), যুদ্ধে জয়লব্ধ ধন অ
বিচারকার্য্য হইতে দণ্ডলব্ধ ধন এই তিন প্রকার ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শুদ্ধ—ইহাই বিশেষ।

৫৪। কৃষিকর্ম্মলব্ধ ধন, গোরক্ষাদি (পশুপালনাদি) লব্ধ ধন আর বাণিজ্য (ব্যবসা) ল
ধন এই তিন প্রকার বৈশ্যের পক্ষে শুদ্ধ—ইহাই বিশেষ। উক্ত বর্ণত্রয়ের অনুগ্রহে শূদ্র যাহা লা
করে সেই ধনই তাহার পক্ষে শুদ্ধ হয়।

৫৫। এই ধনাগম সকল বর্ণেরই ধর্ম্মানুগত হইতেছে। ইহার বিপরীতভাবে যে ধনা
হয় তাহা ধর্ম্মানুগত নহে যদি অত্যন্ত আপৎকাল উপস্থিত না হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(৩) আপদ্ বৃত্তি

৫৬। ব্রাহ্মণের আপৎকাল উপস্থিত হইলে অর্থাৎ নিজ বৃত্তি দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ বা অসম্ভব হইয়া পড়িলে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করা চলিবে, তাহা না হইলে বৈশ্যবৃত্তিরও অবলম্বন করা চলিবে। কিন্তু শূদ্রের বৃত্তি কোনক্রমেই গ্রহণ করা চলিবে না।

৫৭। শূদ্রকর্ত্তব্য কর্ম্ম কোন প্রকারে ব্রাহ্মণের করা চলিবে না এবং ব্রাহ্মণকর্ত্তব্য কর্ম্মও শূদ্রের করণীয় যেহেতু ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রোচিত কর্ম্ম, শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম পাতিত্যজনক।

৫৮। শূদ্রের ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তি ভিন্ন উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বৃত্তি নাই অর্থাৎ শূদ্রের ব্রাহ্মণবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণের শূদ্রবৃত্তি নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তি ভিন্ন বলিবার কারণ হইতেছে এই যে ঐ দুই বৃত্তি সাধারণ অর্থাৎ সকল বর্ণই উহা আশ্রয় করিতে পারে।

৫৯। তবে ব্রাহ্মণ আপৎকালে ক্ষত্রিয়বৃত্তির অবলম্বনে অর্জ্জিত ধন দ্বারা আপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া ঐ ক্ষত্রিয়বৃত্তির অবলম্বনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।

৬০। আর যদি ব্রাহ্মণ ঐ ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে সর্ব্বদা অর্থাৎ আপৎকাল না থাকিলেও রত থাকেন তাহা হইলে শাস্ত্রজীবী সেই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণোচিত পথ হইতে ভ্রষ্ট অর্থাৎ উৎকৃষ্ট-গতিজনক পথচ্যুত বলিয়া অপাংক্তেয় অর্থাৎ শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণপংক্তির বহির্ভূত বলে। সেই ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইবে না।

৬১-৬৩। আর বৈশ্যবৃত্তি যদি ব্রাহ্মণকে অবলম্বন করিতে হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি তাঁহার পক্ষে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ, যেমন দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, সোম, লাক্ষা (গালা), গুড়, চিনি প্রভৃতি তৈল, মদ্য (সুরা), মাংস, ওদন (ভাত), তিল, ক্ষুমা অর্থাৎ ক্ষুমা লতাবিশেষ তাহার সূত্রাদি নির্ম্মিত বস্ত্রাদি, পুষ্প, ফল, পাষাণ, মনুষ্য, বিষ, শস্ত্র (হিংসাসাধন অস্ত্র), জল, দধি, পিষ্টক, গুল্মলতা এবং বস্ত্র, গরদ তসর (গুটি হইতে যাহা প্রস্তুত হয়), চর্ম্ম, অস্থি, কম্বল (ভেড়ার লোম হইতে প্রস্তুত); যে পশুর খুর জোড়া সেই পশু (অশ্ব গর্দ্দভাদি), মৃৎপাত্রাদি, তক্র (ঘোল), কেশ (চামর প্রভৃতি) পিন্যাক (খোল), শাক, আদা, যাহা ওষধি বলিয়া প্রসিদ্ধ, (অর্থাৎ ফল পক্ক হইলে যেসকল লতাদি মরিয়া যায়) এইসকল বৈশ্যবৃত্তি হইলেও আপৎকালে ব্রাহ্মণের বিক্রেয় নহে।

৬৪। যে তৃণ ও কাষ্ঠ গন্ধদ্রব্য হয় (যেমন বেণার মূল প্রভৃতি), 'এরকা' (তৃণবিশেষ আয়ুর্ব্বেদে উহা উক্ত আছে গুন্দ্র মূলা, শিম্বী গুন্দ্রা, শরী), বেত্র, তুলা, মূল, কুশ ভিন্ন শুষ্ক তৃণ ও কাষ্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিক্রেয়। (মন্তব্য—এস্থলে পাঠান্তর আছে "ব্রাহ্মণস্য ত্ববিক্রেয়ং" তাহাতে এই অর্থ হয় যে পূর্ব্বোক্ত গন্ধ তৃণ কাষ্ঠ ব্যতিরিক্ত শুষ্ক তৃণ ও কাষ্ঠও অবিক্রেয় কিন্তু মিতাক্ষরাকার এই পাঠ গ্রহণ করেন নাই।)

৬৫। যে ফল আপনিই পড়িয়াছে সেই ফল, বিদল অর্থাৎ মুগ মাষকলাই প্রভৃতি ভাঙ্গা দাল, এই বচনে বদর ইঙ্গুদের পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকায় উহা আপনি পতিত না হইলেও ঐ দুই ফল, রজ্জু, অবিকৃত (বর্ণান্তর যাহাকে করা হয় নাই এইরূপ) কার্পাস সূত্র, এইসকল দ্রব্য ব্রাহ্মণের বিক্রেয়। [এইক্ষেত্রে মিতাক্ষরায় নারদবচন উল্লেখে "স্বয়ং শীর্ণানি পর্ণানি ফলানাং বদরাঙ্গুদে" এই পাঠান্তর অনুসারে স্বয়ং পতিত পত্রসকল এবং ফলের মধ্যে বদর ও ইঙ্গুদ ফল ব্রাহ্মণের পক্ষে বিক্রেয়, অন্য ফল নহে এই অর্থ পরিস্ফুট হয়।]

৬৬। ব্রাহ্মণপক্ষে (পূর্ব্বের ৬২ শ্লোকে) যে তিলের অবিক্রেয়ত্ব উক্ত হইয়াছে তাহা সাধারণভাবে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ তিল বিক্রয় ভিন্ন যদি উপায়ান্তর না থাকে সেইরূপ অশক্ত পক্ষে অথবা ঔষধের জন্য কিম্বা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত যদি তিল অবশ্য বিক্রয় করিতে হয় তখন তিলমানের সমান ধান্য দ্বারা অর্থাৎ ধান্যের পরিবর্ত্তে তিল দেওয়া চলিবে; অর্থাদি মূল্য লইয়া তিল বিক্রয় করা চলিবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৬৭। ব্রাহ্মণের যাহা বিক্রয় করিতে নাই সেইসকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে থাকিলে
কর্ত্তব্যপথ হইতে চ্যুত হইবেন এবং তখন রাজা গুরুদণ্ড দিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণোচিত
পথে পুনর্ব্বার স্থাপন করিবেন।

(৪) প্রমাণভেদ।

৬৮। প্রমাণের অবলম্বনে যাঁহারা জয়পরাজয়াদি নির্ণয় করেন অর্থাৎ বিচারসভার
বিচারকগণ ও রাজা, তাঁহারা যত্নসহকারে বিচারক্ষেত্রে প্রমাণ (যাহার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া
তাহা) স্থির করিয়া লইবেন। প্রমাণ স্থির না হইলে সেই অস্থির প্রমাণ লইয়া বিচার
প্রমাণসাধ্য প্রকৃত বিষয়টির তথ্য নির্ণয় হয় না বলিয়া উহা নষ্ট হইবে।

৬৯। এই প্রমাণ হইতেছে তিন প্রকার—(১) লিখিত (দলিল), (২) সাক্ষী, (৩)
(অর্থাৎ দখল) যাহার বলে অধমর্ণের নিকট হইতে গৃহীত ধন উত্তমর্ণ ফিরাইয়া পায়।

৭০। যদি বিশ্বসৃষ্টিকারী ভগবান অতীত দর্শনে চক্ষুঃস্বরূপ এই লেখা (অক্ষর সৃষ্টি
না করিতেন তাহা হইলে জগতের এই গতি (এইসকল তত্ত্ব নির্ণয়ের উপায়) শুভ হইতে পারিত
না।

৭১। দেশ, কাল, ফল, দ্রব্য, প্রমাণ ও সীমার নিশ্চয় করিতে লিপিই সমস্ত সন্দেহনাশ
উৎকৃষ্ট চক্ষুঃস্বরূপ (প্রবল প্রমাণ)।

৭২। কোন স্থানে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিয়াও যে ব্যক্তি উহার অপলাপ করিতে ইচ্ছা
সাক্ষিগণ তাহাকে সত্যপথে উপস্থাপিত করিয়া অসাধ্যের সাধন করিয়া থাকে।

৭৩। দলিলে নানা দোষ ঘটিতে পারে, সাক্ষিগণও অজর ও অমর হয় না। এইজ
ধারাবাহিক ভোগ (দখল) দলিল বা সাক্ষীর ন্যায় ধ্বংসশীল পার্থিব বস্তু নহে বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষ
নিশ্চিত প্রমাণ।

৭৪। ধনী সন্দিগ্ধ (ঋণাদি দেওয়া হইয়াছে কি না এইরূপ সন্দেহাস্পদ) ধন হইলে এ
অপ্রমাণ বলিয়া পাইবে না, এই সম্ভাবনাস্থলে এই তিন প্রকার অর্থাৎ ঋণপত্র, সাক্ষী বা ধারাবাহি
ভোগের মধ্যে যে কোন একটি প্রমাণের দ্বারা ঐ ধন প্রমাণিত হইলে পাইবে। এইজন্য এই তি
প্রকার প্রমাণই প্রমাণ বলিয়া জানিবে।

৭৫। (লিখিত) দলিলপত্র উহা সকল সময়ে প্রবল প্রমাণ হইবে। পরে জীবিত সাক্ষী
প্রমাণ হইবে। আর দীর্ঘকালীন ভোগ বলবৎ প্রমাণ হইবে—ইহা শাস্ত্রসম্মত।

৭৬-৭৭। এই যে তিন প্রকার প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে ইহাদের ক্রমানুসারে পর প
লিখিতাদি প্রমাণ হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্বের প্রধানতা হইবে। আর সকল প্রমাণ হইতে ক্ষেত্রবিশে
ভোগ (দখল) প্রবল প্রমাণ হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্বের প্রবলতা বলিয়া সর্ব্বশেষে
ভোগরূপ প্রমাণের সর্ব্বাপেক্ষায় প্রবলতা বলায় দলিলপত্র থাকিলেও এবং সাক্ষী সকলে
জীবিত থাকিলেও বিশেষভাবে যে স্থাবর বস্তু দখলে নাই তাহা যে তাহার ইহা স্থির হইবে না

৭৮। নিজের বস্তু অপরে ভোগ করিলেও যে ব্যক্তি মূঢ়তার জন্য উপেক্ষা করে জীবিতাবস্থা
তাহার সমক্ষে ঐ অপরের ভোগ (দখল) সেই দখলকারীর স্বত্ব সম্পাদন করে।

৭৯। ঐ যে ভোগ পূর্ব্বস্বামীর স্বত্বকে নষ্ট করিয়া দখলকারীর স্বত্বের কারণ হয় তাহা
কতদিনে ইহা বলিতেছেন। যেস্থলে ধনী সন্নিহিত হইয়াও দশ বৎসর পর্য্যন্ত কাল কেহ ভো
করিতেছে দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহার প্রতিবাদ করে না সেইস্থলে যে কোন বস্তু
হউক না কেন ঐ ধনী তাহা আর পাইতে পারেন না।

৮০। যে ধনী দীর্ঘকালীন রোগাদির জন্য বিকলান্তঃকরণ নহে বা মূক বা অন্ধ অ
বধির বলিয়া জড় নহে, তাহার বস্তু যদি অপরে তাহার সমক্ষে দশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভোগ ক
পরে রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেও সেই ধনী পরাজিত হয়। তখন ঐ দখলকারী ঐ
পাইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৮১। এই যে ভোগের পূর্ব্বস্বামীর স্বত্বনাশকতা ও ভোগকারীর স্বত্বজনকতা বলা হইল তাহাও দ্রব্যবিশেষে স্বত্বনাশ ঘটাইবে না। যথা, বন্ধকী দ্রব্য, সীমা অর্থাৎ জমির পিলপা, নাবালকের ধন, গচ্ছিত বস্তু, গচ্ছিত স্ত্রী, রাজার ভূমি, বেদবেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণোচিত ষট্‌কর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণের গবাদি ধন ইহা ভোগ করিলেও ভোগকারীর হইবে না।

৮২। তবে ঐ বন্ধকী দ্রব্যাদি যদি তাহার মালিকদিগের সমক্ষে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ করে তাহা হইলে উহাতে পূর্ব্বস্বামীর স্বত্ব নষ্ট হইয়া উহা ভোগকারীর হইবে কিন্তু ঐ গচ্ছিত স্ত্রী ও রাজার ভূমি ভোগ করিলেও ভোগকারীর হইবে না।

৮৩। স্ত্রীধনে (অর্থাৎ যে ধনে স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছায় দানভোগাদি করিবার অধিকার আছে তাহাতে) এবং রাজার ধনে যদি দানাদিসূচক দলিলপত্র না থাকে তাহা হইলে বহুশত বর্ষেও কোন প্রকার ভোগাদিতে ঐ ধনে তাহাদের স্বত্ব নষ্ট হইবে না।

৮৪। যেস্থলে দখল দেখা যায় কিন্তু তাহার দলিল দেখা যায় না সেইস্থলে ঐ ভোগের মূলে দলিলই কারণ, ঐ ভোগ কারণ নহে।

৮৫। দোষবর্জ্জিত দলিলের সহিত ভোগই ভোগকারীর স্বত্বের প্রমাণ হইবে। দোষদুষ্ট দলিলের বলে যে ভোগ তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮৬। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র 'আমি ভোগ করিতেছি এইজন্য ইহা আমার' ইহাই বলিয়া থাকে কখনও 'দলিল আছে' বলে না তাহাকে ভোগরূপ ছলের দ্বারা পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিতে অভিলাষী চোর বলিয়া জানিতে হইবে।

৮৭। দলিল না থাকিলে যদি বহু শতাব্দী কেহ ভোগ করিতে থাকে তখন রাজা পরদ্রব্য অপহরণে উদ্যত বলিয়া পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তিকে চোরের উচিত যে দণ্ড তাহা দিবেন।

৮৮। দলিলশূন্য অবস্থায় যে ভোগ হয় তাহা ভোক্তার স্বত্বসম্পাদক ভোগ নহে কিন্তু ঐরূপ ভোগকারীর মৃত্যুর পরে তাহার পুত্রাদির স্বত্বসম্পাদক ভোগ হইবে (এইজন্য যে ভোগ করিতেছে তাহাকে পূর্ব্বস্বামীর উপেক্ষা করা উচিত নহে ইহাই সূচনা করিল)।

৮৯। স্মরণীয় কালের মধ্যে দলিলের সহিত ভোগ স্বত্বের সম্পাদক হয়। স্মরণাতীত কালে দলিল না থাকিলেও তিন পুরুষ ক্রমাগত ভোগই স্বত্বের সম্পাদক হইবে।

৯০। পরকীয় অর্থকে যে ব্যক্তি নিজের করিয়া লইয়াছে সেই পরধনের অপহরণকারীই অভিযুক্ত হইবে। সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ বস্তুকে প্রমাণাদির উপন্যাসে নিজের বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবে। আর সেই ভোগই বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে যাহা পিতৃক্রমে আসিয়াছে।

৯১। ধনস্বামীর অনুমতি প্রভৃতির অভাবে পিতার পূর্ব্বতন তিন পুরুষ অন্যায়ভাবেও যাহা ভোগ করিয়াছে তাহা ক্রমিক ত্রিপুরুষ ভোগ হওয়ায় পিতার ঐ ধনাধিকার কেহ নষ্ট করিতে পারিবে না।

৯২। (১) যাহার বস্তু তাহাকেই দিবার জন্য অপরের হস্তে যে বস্তু অর্পিত হয় (ইহা অন্বাহিতবস্তু শব্দের মিতাক্ষরাকারের ব্যাখ্যা), (২) চৌরাদি কর্ত্তৃক অপহৃত পরের দ্রব্য, (৩) বিশ্বস্তভাবে ন্যস্ত যাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ অর্থাৎ কাড়িয়া লওয়া হয়, (৪) কার্য্যের জন্য যাহা চাহিয়া লওয়া হয় এবং (৫) অসাক্ষাতে যাহা ভোগ করিয়াছে এই ছয় প্রকারে আগম (প্রাপ্ত বস্তু) দলিল না থাকিলেও ভুক্ত বলা হয়।

৯৩। কোন অভিযোগের বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বে যদি কেহ মারা যায়, সেই ক্ষেত্রে তাহার পুত্র উহা সংশোধন করাইবে অর্থাৎ পিতার নামস্থলে নিজের নাম দিয়া বিচার কার্য্য চালাইবে অন্যথা তাহা আইনসঙ্গত হইবে না।

৯৪। ধনীর মৃত্যুর পরে তাহার বাগ্‌দত্ত বিষয়ে সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিরা সাক্ষী থাকিলেও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবেন না। ধনী মৃত্যু সন্নিহিত বুঝিয়া (মুমূর্ষু অবস্থায়) যাঁহাকে বলিয়া যাইবেন একমাত্র তিনিই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৯৫। প্রতিবাদী মারা যাইলে সাক্ষীর বাক্য প্রমাণ হইবে না যেহেতু সে জীবিত থাকি ঐ বিষয়ে সাক্ষিবিশিষ্ট অভিযোগই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয়।

৯৬। ৯২ শ্লোকে উক্ত অন্বাহিতাদি ছয় প্রকার বিষয়ের মধ্যে যে কোন বিষয়ে ধর্ম্মবুদ্ধিতে দানাদি বিষয়ে পীড়িত হইয়াও যদি কাহাকে নিজের অভিপ্রায় শুনাইয়া পরে যান তাহা হইলে ঐসকল শ্রোতা ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণ হইবে।

৯৭। (ঋণাদি ব্যবহার পদে) ঋণাদিরূপ বিচার্য্য বিষয়ে যে যে পরবর্ত্তী কুসীদ বৃদ্ধি স্বীকৃ হইবে তাহাই প্রবল হইবে (অর্থাৎ পূর্ব্বে ঋণগ্রস্ত হইলে তাহাকে কেহ পরে ঋণ দিতে ইচ্ছা করে কারণ পূর্ব্বকৃত ঋণ সে পরিশোধ করিতে পারে নাই এইজন্য পরে পরে যে সুদের হার বৃ হইবে তাহাই প্রবল হইবে) প্রতিগ্রহ, বন্ধক রাখা ও ক্রয়স্থলে যাহা পূর্ব্বে হইয়াছে সেই কার্য্য প্রবল বলিয়া গৃহীত হইবে। (কোন ব্যক্তি দাতার নিকট হইতে ভূমি লাভ করিলেও ঐ দাতা বিস্মরণবশতঃ সেই ভূমিই যদি অন্য কেহ লাভ করে সেস্থলে পরে প্রতিগ্রহকারীর উহা সিদ্ধ হইবে না, পূর্ব্বের প্রতিগ্রহই সিদ্ধ হইবে। এইরূপ যাহা কোন ব্যক্তির নিকটে বন্ধক রাখা হইয়াছে বা বিক্রয় করা হইয়াছে তাহা যদি পরে অপরের নিকট বন্ধক রাখা বা বিক্রয় করা হয় সেইস্থলে যাহার নিকট প্রথমে বন্ধক রাখা বা বিক্রয় করা হইয়াছে তাহারই উহা সিদ্ধ হইবে পরে কৃত বন্ধক বা বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না।)

(৫) কুসীদ ভেদ

৯৮। যে কোন দ্রব্যের বর্দ্ধিত অংশপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে আদানপ্রদান হয় তাহাকে কুসীদ বলে উহা ঐ উত্তমর্ণের জীবিকা হয়।

৯৯। ধনকে বৃদ্ধি করে ঐ যে কুসীদ তাহা বশিষ্ঠ যে নিয়মে গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন সেই নিয়মেই তাহা করিবে। সেই নিয়ম হইতেছে শত টাকা ঋণ লইলে প্রতিমাসে আশীভাগের এক ভাগ বর্দ্ধিত হিসাবে দিতে হইবে।

১০০। ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ, পাঁচগুণ যুগপৎ (এককালীন প্রতিমাস সম্বন্ধীয় বৃদ্ধি (সুদ) গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ যদি প্রতিমাসে বৃদ্ধি (সুদ) না দিয়া দীর্ঘকাল পরে একই সময়ে সুদ দেয় তখন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দ্বিগুণ (একশত মুদ্রা ক থাকিলে দ্বিশত মুদ্রা) গ্রহণ করিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে তিনগুণ, বৈশ্যের নিকট হইতে চারগুণ এবং শূদ্রের নিকট হইতে পাঁচগুণ গ্রহণ করিবে।

১০১। অথবা সজ্জনগণের আচরণ স্মরণ করিয়া সকল বর্ণের বৃদ্ধি (সুদ) সকল দ্বিগুণ হিসাবে শত ঋণ স্থলে (বহুদিন অতীত হইলেও) দ্বিশতই গ্রহণ করিবে। দ্বিশত গ্রহণকারী ঐরূপ সুদ গ্রহণে (অনুচিত অর্থগ্রহণের জন্য) পাপী হইবে না।

১০২। এই শাস্ত্রে বৃদ্ধি (সুদ) চার প্রকারের বলিয়া উক্ত আছে। ১ম কালিকা, ২য় কারিতা ৩য় কায়িকা এবং ৪র্থ চক্রবৃদ্ধি।

১০৩। ঐ যে কালিকাদি চার প্রকার বৃদ্ধির উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে প্রতিমাসে সুদকে বৃদ্ধি করিয়া দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ ও পাঁচগুণ পর্য্যন্ত হয় সেই সুদকে কালিকা বলে আর ঋণকারী নিজেই বিশেষ প্রয়োজনে অধিক সুদের অঙ্গীকারে ঋণ গ্রহণ করিলে যে বৃদ্ধি করে তাহাকে কারিতা বলে।

১০৪। ঋণ গ্রহণ করিবার সময় ধনী বা ঋণী যে কেহ প্রতিদিন তাহার সুদ এই পরিমাণ বা এক-চতুর্থাংশ করিয়া লইব বা দিব এইরূপ স্বীকৃত বৃদ্ধি গ্রহণ দীর্ঘকাল করিলেও ঋণের মূল অর্থাৎ আসল পূর্ণমাত্রায় থাকে এইজন্য ঐ বৃদ্ধিকে কায়িকা বলে। আর মাসিক বা বার্ষিক দেয় ঋণ যদি যথাকালে না দিলে তাহাও গৃহীত ঋণের ন্যায় বৃদ্ধীভূত হয় ও তাহা আসলে গণ্য হইয়া সুদ বৃদ্ধি পায় তাহাকে চক্রবৃদ্ধি বলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১০৫। ধনবৃদ্ধির কারণ এই রীতি সকল স্থানে দেখা যায়। অন্য প্রকার যে দেশে যে প্রচলন আছে তাহা সেই দেশে ঋণ বিষয়ে ব্যবহাররূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।

১০৬। আর অন্যদেশে ঋণ পরিশোধ দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ দিবারও রীতি আছে। উপরন্তু দেশবিশেষে আটগুণ দিবারও রীতি আছে।

(৬) বার্দ্ধুষিক ভেদ

১০৭। সুবর্ণ, শমী ও শূক ধান্য এবং বস্ত্র ঋণ করিলে তাহাদের বৃদ্ধি যথাক্রমে দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ পর্য্যন্ত হইবে আর তৈলঘৃতাদি তরল পদার্থ আটগুণ বৃদ্ধি হইবে এবং স্ত্রী পশুদিগের সন্তান বৃদ্ধিরূপে গণ্য হইবে (শমী ধান্য—মাষাদি, শূক ধান্য—যবাদি) [১০৭ শ্লোকের পাঠান্তর শ্লোকদ্বয়ঃ—সূত্র, কার্পাস, সুরার বীজ, রাঙ্, সীসা, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র, চর্ম্ম, তাম্র, লৌহ এবং ইহা ভিন্ন অন্য দ্রব্য যেমন ইষক ইহাদের বৃদ্ধি অপরিমিত হয়। প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন, সকল প্রকার তৈল, মদ্য, মধু, ঘৃত, গুড় ও লবণের বৃদ্ধি আটগুণ করিয়া হইবে]।

১০৮। কোন ঋণ প্রীতিপ্রযুক্ত দেওয়া হইলে যদি বৃদ্ধির কথা বলা না থাকে তাহার কখনও বৃদ্ধি হইবে না কিন্তু ছয় মাসের ঊর্দ্ধ হইলে উহা বৃদ্ধি পাইবে।

১০৯। প্রীতিপ্রযুক্ত ঋণরূপে দত্ত যে কোন বস্তু যদি অযাচিত হয় তাহার বৃদ্ধি (সুদ) হইবে না এবং উহা যাচিত হইলেও যদি দেওয়া না হয় তাহা হইলে পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইবে।

১১০। প্রীতিপ্রযুক্ত ঋণরূপে দত্ত হইলে হিরণ্যাদি বিষয়ে এই হইল বৃদ্ধি (সুদ) হইবার নিয়ম। বৃদ্ধি বলিয়া যাহা ধান্য সম্বন্ধে বলা হইল তাহার বর্ত্তমানে নাম হইল 'বার্দ্ধুষিক'।

১১১। আপৎকাল উপস্থিত দেখিয়া ইচ্ছা হইলে ঐ বার্দ্ধুষিক ধান্যাদির বৃদ্ধিকারক কর্ম্ম দ্বারা আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু ক্লেশজনক আপদ্ উপস্থিত হইলেও ব্রাহ্মণ ঐ বার্দ্ধুষিক বৃত্তি অবলম্বন করিবে না। আপদ্কালে ব্রাহ্মণ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে ইহা উক্ত থাকিলেও বার্দ্ধুষিক তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইল।

১১২। পুত্রাদির সহিত যে ব্রাহ্মণকে যাহা দেয় বলিয়া স্থির আছে সেই ব্রাহ্মণ বা তাহার পুত্রাদি না থাকিলে তাহার স্বকুল্যগণকে (পিতা পিতৃব্য বা তাহার পুত্রদিগকে) দিবে। (এই ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, অধস্তন পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ঊর্দ্ধতন পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এবং ইহাদের প্রত্যেকের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত সপিণ্ড ধনগ্রহণে উক্ত আছে কিন্তু এই বচনে 'সান্বয়স্য' এই বিশেষণ থাকায় অন্বয় শব্দের দ্বারা বংশজ সন্তান মাত্র উক্ত হওয়ায় স্বকুল্য শব্দ ঐ ধনাধিকারী ঊর্দ্ধতন সপিণ্ডগণকে বুঝাইল।) তাহাদের অভাবে উক্ত ব্রাহ্মণের বন্ধুদিগকে দিবে। (মাতা, ভগিনী, ভাগিনেয় প্রভৃতিকে দিবে ইহা টীকাকার বলিয়াছেন কিন্তু মনে হয় তাহার দেয় পিণ্ডাদি দানকারী মাতুলপুত্র পিতৃষ্বসৃপুত্র মাতৃষ্বসৃপুত্রাদিকে ও পরে ভাগিনেয় প্রভৃতিকে দেওয়া উচিত। অন্বয় শব্দ হইতে দৌহিত্রকেও দেয় পাওয়া যাইতেছে; সেও তাহার কন্যাসন্তান ধরা হইতেছে।)

১১৩। যখন ঐ স্বকুল্যেরা থাকিবে না, সম্বন্ধী বান্ধবগণও থাকিবে না তখন তাহার উদ্দেশ্যে দত্ত বস্তু অন্য তাহার গ্রামবাসী ব্রাহ্মণকে দিবে; ঐ স্থানে দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ না থাকিলে জলে ফেলিয়া দিবে। [রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত পাঠের অর্থ অন্যরূপ—স্বজাতি ও শিষ্যগণকে দিবে, পরে জলে নিক্ষেপ করিবে।]

১১৪। ঋণদাতা বৃদ্ধি (সুদ) উপস্থিত হইলে (অধমর্ণ সুদ দিবার জন্য আনিলে) তাহা গ্রহণ করিয়া ঋণীব্যক্তিকে প্রাপ্ত অর্থের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র (রসিদ) দিবে আর যদি ঋণী ব্যক্তি উহা প্রার্থনা করিলেও ঋণদাতার নিকট হইতে না পায় তাহা হইলে পরে ঋণদাতার যাহা প্রাপ্য হয় তাহা দিবে না। [প্রাপ্তিস্বীকার পত্র এই বাক্যে নাই, পরবাক্য দেখিয়া ইহা কল্পনা করিতে হইল।]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১১৫। অথবা ঋণকারীর প্রেরণা সত্ত্বেও ঋণদাতা যদি যাহা দিল তাহা ঋণপত্রে না লেখা তাহা হইলে গৃহীত ঋণ যেমন বৃদ্ধি পায় সেইরূপ ঐ ঋণদাতার ঐ দত্ত অর্থাদিও বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ যাহা পাইয়া তাহার রসিদ দেওয়া হয় নাই বা তাহা প্রার্থনা করিলেও খতে উসুল দিবে দেয় নাই তাহা গৃহীত ঋণের ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে।

১১৬। ঋণদাতা (ঋণ পরিশোধ হইলে) ঐ ঋণকারীকে সেই ঋণ গ্রহণকালীন পত্রখানি ফিরাইয়া দিবে। যদি ঐ ঋণপত্র না থাকে তাহা হইলে অন্য বিশুদ্ধিপত্র লিখিয়া দিবে অর্থাৎ তোমার নিকট হইতে সমস্ত ঋণাদি পাইয়াছি ইহা লিখিয়া দিবে। এইরূপ হইলে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার পরস্পরের বিশুদ্ধি হইবে অর্থাৎ ঋণদাতা ধর্ম্মতঃ ঋণ পরিশোধের স্বীকার জন্য লোভাদি দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এবং ঋণগ্রহীতাও ঐ ঋণ শোধ করার জন্য দেয় দানকার্য অতএব অর্থশুচি বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইবে।

১১৭। বৃদ্ধি হেতু লাভের আশায় যে ঋণ দেওয়া হয় ঐ লভ্যাংশ লাভের বিশ্বাস কারণ হইতেছে দুইটি, একটি জামিন অপরটি বন্ধকদ্রব্য। যাহা ঋণরূপে গৃহীত তাহার যে সুদ ও সেই বিষয়ে যে প্রমাণ এবং জামিন বা বন্ধকদ্রব্য এই চারিটি বিষয়ে সন্দেহনাশক হইলে দলিল ও সাক্ষীরা অর্থাৎ ঋণপত্র (খত বা হ্যান্ডনোট) ও সাক্ষীরা এই ঋণকারী সুদ দিবে তাহার পরিমাণ এবং ঐ ব্যক্তি দিতে না পারিলে যে ব্যক্তি জামিন হইয়াছে সেই ব্যক্তি বা যে বস্তু বন্ধক রাখিয়া লইয়াছে খত ও সাক্ষীরা তাহার প্রকাশক হইবে (এইজন্য সাক্ষী ও দলিল ঐ বিষয়ে দুইটি প্রমাণ হইতেছে)।

(৭) প্রতিভূ ভেদ

১১৮। অন্য ব্যক্তির উপর বিশ্বাসের জন্য যে ব্যক্তি অপরের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তাহাকে প্রতিভূ বলে। ইহা বর্ত্তমানে জামিন নামে পরিচিত। বিদ্বন্মণ্ডলী তিনটি বিষয়ে উহা দেখিতে পান এইজন্য প্রতিভূ তিন প্রকার। প্রথম হইতেছে যদি কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেও তাহাকে ধরিতে না পারার জন্য অভিযোগ কার্য্য চালান অসম্ভব হয় এমতাবস্থায় ঋণদাতা হঠাৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলে সেই সময় যদি কেহ ঐ ঋণকারীর উপস্থিতির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় সে হইল এক প্রকার জামিনদার। ঋণ পরিশোধ না করিবার সম্ভাবনা স্থলে ঋণ গ্রহণকালীন যে ব্যক্তি ঋণদাতাকে ঋণকারীর হইয়া ঋণ পরিশোধের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করে (বা গ্যারান্টি দেয়) এবং ঋণকারী পরিশোধ না করিলে নিজেই পরিশোধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তাহাকে দ্বিতীয় প্রকার জামিনদার বলা হয়। আর যেস্থলে ঋণকারীকে অবিশ্বাসের প্রশ্ন উপস্থাপিত হয় সেস্থলে যে ব্যক্তি ঋণার্থীর হইয়া (আমার উপর বিশ্বাস করিয়া ইহাকে ঋণদান করা হউক; এ ব্যক্তির বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায় নাই; এ ব্যক্তি বিশিষ্ট বংশসম্ভূত; ইহার বহু বিষয়সম্পত্তি আছে অথবা ঋণার্থী গ্রামের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—এবম্প্রকার উক্তির দ্বারা ঋণদাতার বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত) ঋণ পরিশোধের সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করে তাহাকে তৃতীয় প্রকার জামিনদার বলে।

১১৯। ঋণ গ্রহণকারী ঋণ পরিশোধ না করিলে এবং বিশ্বাস পর্য্যন্ত নষ্ট করিলে ঋণ দানকালীন ঋণ গ্রহণকারীকে বিশ্বাস্য বলিয়া যে ব্যক্তি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে এবং রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেও জামিনদার ঋণ গ্রহণকারীকে তথায় উপস্থাপিত না করিলে তখন ঐ ঋণ জামিনদারের পরিশোধ্য হইবে।

১২০। ঐরূপ ক্ষেত্রে যদি অনেক লোক জামিন থাকে তাহা হইলে তাহারা সকলে অংশানুরূপ ঐ ঋণের দেয় অর্থ দিবে। ঐরূপ অংশ অংশ করিয়া গ্রহণে অসুবিধা বুঝিলে ঐসকল জামিনদারগণের মধ্যে যাহার নিকট হইতে সহজলভ্য মনে হইবে ঋণদাতা ইচ্ছানুসারে সেই জামিনদারের নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তির জন্য অভিযোগ করিতে পারিবে।

১২১। জামিনদার উৎপীড়িত হইয়া (ঋণদাতা কর্ত্তৃক) যে অর্থ ঋণদাতাকে দিবে ঐ ঋণকারী ব্যক্তি সেই জামিনদারকে তাহার ঋণদাতাকে দত্ত ধনের দ্বিগুণ দিবে। (এই বাক্যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উৎপীড়িত হইয়া জামিনদারকে দ্বিগুণ দিতে হইবে এই ব্যবস্থা থাকায় যদি জামিনদার দ্বিগুণ লাভের লোভে উৎপীড়িত না হইয়াও নিজেই ঋণদাতাকে দেয় তাহা হইলে জামিনদার যাহা দিয়াছে ঋণী ঐ জামিনদারকে তাহাই দিবে অর্থাৎ দ্বিগুণ দিতে হইবে না।)

১২২। ঋণী যদি ঋণ না দেয় তখন তাহাকে (তুমি ধার্ম্মিক ঋণ না দিলে জন্মান্তরে দাস্য স্বীকারাদি দ্বারাও পরিশোধ করিতে হইবে এবং যে সময়ে আমার নিকট হইতে ঋণ লইয়াছিলে তখন তুমি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলে, আমি ঋণ না দিলে কিরূপ বিপন্ন হইতে; অতএব আমি এক প্রকারে তোমার উপকারী; অতএব উপকারীর প্রত্যুপকারস্বরূপ বর্দ্ধিত অর্থের সহিত আমাকে আমার প্রাপ্য দিয়া তোমার ধর্ম্মরক্ষা কর এইরূপ) ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা নিজের প্রাপ্য সাধন করিতে হয়। যদি ঐরূপ উপদেশে কোন সুফল লাভ না হয় তখন রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া উত্তমর্ণ দত্ত ধন আদায় করিবে। অথবা (যেমন এখন তুমি আমার বিশেষ প্রয়োজনের সময় টাকা দিয়া আমাকে দায় হইতে রক্ষা কর, ঐ দায় কাটিয়া যাইলে তোমাকে অর্থ ফেরত দিব এইরূপ মিথ্যা ছল করিয়া কিম্বা) কপটতার আশ্রয়ে ঐ ঋণরূপে দত্ত ধন আদায় করা যাইতে পারে। ইহাতেও টাকা আদায় না করিতে পারিলে (আমি এই দ্বারবান রাখিলাম বা তোমাকে আমার অর্থ না দেওয়া পর্য্যন্ত স্নানাহারাদি করিতে দিব না, এই স্থানে বন্ধ করিয়া রাখিব এইরূপে) ঋণকারীর আহারাদি অবরোধ করিয়া ঋণদাতা দত্ত ঋণ আদায় করিতে পারে। এই চার প্রকারে অনাদায় হইলে পঞ্চম প্রকার প্রহারাদি দ্বারাও আদায় করা যায়। [এই পাঁচ প্রকার উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করাইবার উপায় এই স্মৃতিতে উক্ত আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সাম অর্থাৎ মিষ্টভাষণ, ভেদ অর্থাৎ আত্মীয় বিচ্ছেদাদি বা রাজসভায় বিচারের জন্য উপস্থাপন নিমিত্তক বিচ্ছেদ, দান কপটতায়—তোমাকে পরে দিব; দণ্ড, স্নান পান আহারাদির অবরোধ বা বলপ্রয়োগ, প্রহার এই চার প্রকার ঋণের আদায়ের উপায় বলা আছে। আহারনিরোধ ও প্রহারাদি দণ্ডের মধ্যে পড়ায় ঐ দুইস্থলে এক প্রকারই ঋণ আদায়ের উপায় বলা আছে।]

১২৩। এইরূপে যে ঋণদাতা ঋণগ্রাহীর নিকট হইতে নিজের প্রয়োজন সাধন (প্রাপ্য ঋণ আদায়) করিবে তাহাকে রাজা প্রজাবর্গের ঐহিক লৌকিক ব্যবহার স্থিতি রক্ষার জন্য ও পরলোকের হিতকারক সাধুবৃত্তি রক্ষার জন্য নিবারণ করিবেন না।

[প্রতিভূ ভেদ সমাপ্ত হইল।]

(৮) আধি ভেদ

১২৪। ঋণদাতার নিকট হইতে অধমর্ণ যে অর্থ গ্রহণ করে এবং ঐ অর্থের পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে বিশ্বাসের জন্য উত্তমর্ণের অধিকারে যে দ্রব্য রাখিয়া দেয় তাহাকে 'আধি' বলে। লৌকিক কথায় তাহাকেই বন্ধক বলা হয়। ঐ বন্ধক দুই প্রকার। কোন বিশেষ নির্দ্দেশে যাহা রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহা এক প্রকার আর যাহা রাখিবার সময়ে কোনরূপ কাল নির্দ্দেশ হয় না অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত ঋণ শোধ না হইবে ততদিন ঐ দ্রব্য ঋণদাতার নিকট থাকিবে ইহা দ্বিতীয় প্রকার।

১২৫। ঐ দুই প্রকার বন্ধকের ভেদ আবার দুই প্রকার। রক্ষণীয় এক প্রকার ভোগযোগ্য দ্বিতীয় প্রকার। রক্ষণীয় হইতেছে গৃহক্ষেত্রাদি বন্ধকের নির্দ্দিষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ক্ষতিজনক কিছু না ঘটে তাহা দেখা। আর ভোগ্য হইতেছে বন্ধকী ক্ষেত্রগৃহাদি হইতে উপস্বত্ব ভোগ। তাহা হইতে সযত্নে ফলাদির উৎপাদন না করিলে উৎপন্ন ফলাদির লাভ না হওয়ায় উহা ফল হানিকর হয়।

১২৬। যে ধনী বন্ধক রাখিল তাহার অনবধানতার জন্য যদি বন্ধকদ্রব্য নষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার দেওয়া ঋণও নষ্ট হইবে। যদি রাজকৃত বা দৈবকৃত উপদ্রবের জন্য বন্ধক নষ্ট হয় তাহাতে ঋণদাতার দত্ত ঋণ নষ্ট হইবে না (যেমন গো বা বলীবর্দ্দ বন্ধক রাখিলে অতিশয় দোহন বা অতিশয় বাহন এবং তাদৃশ খাদ্যাদি না দেওয়ার জন্য যদি উহা কাণা খোঁড়া হইয়া নষ্ট হয় এবং স্বর্ণালঙ্কারাদি যত্নপূর্ব্বক রক্ষাদি না করার জন্য যদি নষ্ট হয় তাহাতে ঋণদাতার মূল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্রব্য নষ্ট হইবে আর দোষের জন্য যদি রাজা সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন কিম্বা ভূকম্পনাদি জন্য গৃহাদি চাপা পড়িয়া মারা যায় অথবা দস্যুরা সর্ব্বস্ব লইয়া যায় তাহার মধ্যে ঐ বন্ধক দ্রব্য নষ্ট হয় তাহাতে ঋণদাতার দেওয়া ঋণ নষ্ট হইবে না।)

১২৭। নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে দেয় (রক্ষণীয়) যে বন্ধকদ্রব্য, নিজের কাছে থাকিলেও তাহা ঋণদাতার ভোগ করিবার অধিকার নাই যদি জোর করিয়া ভোগ করে তাহা হইলে ঋণের সুদ পাইবে না। যে বন্ধক রাখিয়াছে তাহাকে ঐ বন্ধকদ্রব্যের মূল্য দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইবে। ইহা না করিলে চুরি করা হইবে।

১২৮। যে ব্যক্তি বন্ধক রাখিয়াছে তাহার দ্রব্য ঋণদাতা তাহার অজ্ঞতানিবন্ধন যে বন্ধক রাখিয়াছে তাহার অনুমতি লইয়া যদি ভোগ করে তাহা হইলে ঐ ভোগের মূল্যস্বরূপ অর্দ্ধেক সুদ তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।

১২৯। উপকার সাধন বন্ধকদ্রব্য রাখিলে ঋণদাতা সুদের বৃদ্ধি পাইবে না আর বন্ধকের নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে উহা ঋণদাতার স্বভাবসিদ্ধ নিজের বস্তু হইবে না বা বিক্রয়াদি করা চলিবে না। (ইহা দ্বারা বন্ধকদ্রব্যে ঋণদাতার স্বত্ব হয় না ইহা বুঝা যাইতেছে।)

১৩০। যে স্থলে বন্ধক রাখিয়া ঋণগ্রহণ হইয়াছে ঐ ঋণদাতা যত্নসহকারে বন্ধকদ্রব্য রক্ষা করিলেও কালক্রমে উহা নষ্ট হইতে লাগিল তখন ঋণগ্রাহীকে অন্য কোন দ্রব্য বন্ধকস্বরূপ দিতে হইবে অথবা তাহার দেয় ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

১৩১। আর ঋণী দুঃসময়ের প্রভাবে যদি শক্তিহীন হইয়া পড়ে তখন ঋণীর যখন যেরূপ ধনাগম হইবে তখন (রাজা) তাহার শক্তি অনুসারে সেই ঋণ তাহাকে দিতে বাধ্য করাইবেন।

১৩২। আর যে ঋণকারী ধন থাকিতেও নিজের দুষ্টস্বভাব বলিয়া ঋণ পরিশোধ করে না রাজা তাহার নিকট হইতে পাঁচশত মুদ্রা দণ্ডস্বরূপ লইয়া তাহাকে ঐ ঋণ পরিশোধ করাইতে বাধ্য করিবেন।

১৩৩। যে ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত হইয়া নিজের স্বীকারোক্তি দ্বারা ঋণগ্রহণ স্বীকার করে যেমন 'এই যে ঋণ আমার বলিয়া অভিযোগ হইয়াছে ইহা সত্য অতএব উহা আমার দেয়' ইহা বলিলে ঐ ঋণীকে দশাংশের একাংশ দণ্ড প্রদান করিতে হইবে কিন্তু স্বীকার না করিলে যদি প্রমাণাদি দ্বারা পরে পরাজিত হয় সেই ক্ষেত্রে ঐ দণ্ডের দ্বিগুণ দিতে হইবে।

১৩৪। এই স্থলে যদি পরাজিত ঋণীর দ্রব্য দেয় ঋণের পরিমাণানুরূপ না হয় তাহা হইলে ঐ ঋণী ব্যক্তিরও ঋণদাতার জাতি নাম ও বাসস্থানাদির পরিচয়ের (লেখ্যপত্র) দলিল করিয়া রাখিবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে ঋণ শোধের উপায় উহা হইতে পারিবে।

[ঋণদানে আধিভেদ সমাপ্ত হইল।]

(৯) লেখ্য ভেদ

১৩৫। এক্ষণে লেখ্য পত্রের কথা বলা হইতেছে। উহা দুই প্রকার একটি হইল নিজের হাতে লিখিত অপরটি হইল অন্য দ্বারা লিখিত। ঐ দলিলে দেশের আচার অনুযায়ী সাক্ষী থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে।

১৩৬। দেশাচারের যাহা বিরুদ্ধ হইতেছে না যে পত্রে বন্ধক বা জামিন (টীকাকারসম্মত পাঠানুসারে) ঠিকমত আছে এবং দলিল লিখিবার রীতি যাহাতে অক্ষত আছে সেই দলিল পত্রই প্রমাণ হইবে।

১৩৭। স্বভাবতঃ মত্ত (পাগল) ব্যক্তির বা সুরাপানাদি জন্য মত্ত (এই 'মত্ত' শব্দ বুদ্ধি-ভ্রংশের ও বার্দ্ধক্য জন্য নষ্ট বোধশক্তির সূচক) ব্যক্তির লিখিত বা উত্তমর্ণ নিজের প্রাপ্য ঋণাদির জন্য কাহারও নামে অভিযোগ উপস্থাপন করিলে সেই ঋণী ব্যক্তি ঐ ঋণের দায়ে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঐসকল সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যাইবে এই সম্ভাবনায় যাহা কিছু লাভ হয় এইজন্য যদি ঐ সম্পত্তি অপরকে লিখিয়া দেয় এইরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তির লিখিত, স্ত্রীলোক ও ষোড়শ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক কর্তৃক লিখিত এবং জোর করিয়া যাহাকে দিয়া লিখিত হইয়াছে কিম্বা ভয়ে পড়িয়া যাহা লিখিত অথবা কপটতার দ্বারা যাহা লিখিত হইয়াছে এইরূপ দলিল প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৩৮। যে স্থলে ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা ও ঐ ঋণের পত্র (খত বা হ্যাণ্ডনোট) লেখক এবং সাক্ষীরা সকলেই মারা গিয়াছে সেই ঋণপত্র (খত বা হ্যাণ্ডনোট) নিষ্ফল অর্থাৎ অপ্রমাণ হইবে। যদি স্থিরতর কোন বন্ধকদ্রব্য না থাকে অর্থাৎ যে স্থলে বন্ধকদ্রব্যের উল্লেখে দলিল আছে ঐ বন্ধকদ্রব্যের ভোগ রহিয়াছে ইহা হইতে ঋণ করার চিহ্ন সুস্পষ্ট থাকায় ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা ও ঐ ঋণপত্রের লেখক এবং সাক্ষীরা সকলে মারা যাইলেও ঐ খত অপ্রমাণ হইবে না।

১৩৯। স্থাবর (ভূম্যাদি) ও অস্থাবর (অলঙ্কারাদি দ্রব্য) বন্ধক হয় বলিয়া বন্ধক দুই প্রকার উক্ত আছে। ঐ উভয় দ্রব্যই বন্ধক হইবে। ঐ দ্রব্যে ঋণদাতার ভোগ থাকিলে অর্থাৎ উহা ঋণদাতার তত্ত্বাবধানে থাকিলে তবে ঐ দুই প্রকার বন্ধক হইবে। তাহার (ঋণদাতার) আয়ত্তে না থাকিলে বন্ধক সিদ্ধ হইবে না।

১৪০। আর যে দলিল মধ্যে মধ্যে অবসর মত লোককে দেখান হইয়াছে, উহাতে লিখিত বস্তু ঋণীর নিকট তাগাদা করা হইয়াছে এবং তাহাকে ঐ ঋণের দলিল শুনান হইয়াছে, ঐ দলিল এইজন্য সত্য বলিয়া সমস্ত সাক্ষীরা মারা যাইলেও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪১। আর যে স্থলে ঋণগ্রহণকারীর সন্তানেরা পিত্রাদিকৃত ঋণপত্র দেখে নাই বা পূর্ব্বপুরুষ পিত্রাদির নিকট হইতে ঋণের কথা শুনেও নাই সেইরূপ ঋণপত্র বিচারের (অভিযোগের) জন্য উপস্থিত হইলে (অভিযোগকালে প্রকাশ পাইলে) সাক্ষীরা জীবিত থাকিলেও ঐ খত প্রমাণ হইবে না।

১৪২। ঋণপত্র যদি ভিন্ন দেশে থাকে বা দগ্ধ হইয়া যায়, অশুদ্ধ বা অস্পষ্টভাবে লিখিত হয় কিম্বা চোরিত হয়, অভিযোগ করার পরে প্রতিবাদী ঐ ঋণপত্র দেখিতে চাহিলে বাদী সেই খত দেশান্তরে আছে এই উত্তর দিলে অথবা প্রতিবাদী বাদীর অভিযোগের উত্তরে 'আমি ঋণ পরিশোধ করিয়াছি, দত্ত শোধপত্র আমার নিকট আছে' বলে তখন বাদী তাহা দেখিতে চাহিলে সে যদি বলে 'উহা দেশান্তরে আছে' তখন ঐ উভয় স্থলে সেই পত্র আনিবার জন্য সময় পাইবে এবং নষ্ট চোরিতাদি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই উক্ত উভয় প্রকার পত্র পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে ঐ পত্র আনিয়া দেখাইবার জন্য সময় পাইবে। আর ঐ পত্র নষ্ট হইলে যে ব্যক্তিরা উহা দেখিয়াছে সেইসকল লোককে আনিয়া প্রমাণ করিবে (অর্থাৎ যে ঐ পত্রের লেখক এবং পত্র লিখিবার সময় যে বা যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল)।

১৪৩। যে কোন দলিলে যদি ঐরূপ সংশয় হয় যে উহা করা হইয়াছিল কিনা সেইস্থলে নিজের হস্ত চিহ্ন (টিপসহি) দ্বারা বা সাক্ষী চিহ্ন দ্বারাও লেখকের লিপির নিরূপণ দ্বারা এবং কি কারণে উহা ঘটিয়াছিল সেই প্রকার যুক্তি প্রাপ্তির দ্বারা ঐ সংশয় দূর করিবে।

১৪৪। আর যে দলিল (খত) কোন কারণবশতঃ অপরের নামে (অর্থাৎ বেনামী) হইয়া থাকে তাহা অপরের নামে চিহ্নিত বলিয়া সন্দেহস্থল হইলে নিশ্চয় করিবার অর্থাৎ প্রকৃত ঋণদাতার বা ঋণগ্রহীতার অবধারণের জন্য সম্বন্ধ আগম ও হেতু দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। ঐ সম্বন্ধ, আগম ও হেতুর অর্থ কল্যাণভট্ট দেখাইয়াছেন একবংশে উৎপত্তি সম্বন্ধ একজাতি বলিয়া সম্বন্ধ, বৈবাহিক সম্বন্ধ, মিত্রতা সম্বন্ধ, একরূপ ব্যবহার করা সম্বন্ধ। আগম একবংশে জন্ম বলিয়া, ক্রয়জন্য, গচ্ছিত রাখা (লাভ) কুড়িয়া পাওয়া, প্রীতি প্রাপ্তি, সুদ পাওয়া এইসকল উপায়ে যাহা আসে তাহাকে আগম বলে। হেতু শব্দের অর্থ বিতর্ক, কেন কিসের জন্য ইত্যাদি বা কারণ, যেজন্য উহা হইয়াছে সেইস্থলে হেতু শব্দ প্রয়োগ হয়। ঐসকল সম্বন্ধাদি দ্বারা সংশয় নষ্ট হইবে। অতএব অন্যের নামে কেন খত হইল ইহা পরীক্ষায় স্থির হইলে ঐ খত প্রমাণ হইবে এইসকল কারণ না থাকিলে উহা অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। [এস্থলে বক্তব্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই যে ঋণাদি বিষয়ে যে দলিল (খত) হয় তাহাতে যে ব্যক্তি ঋণ করে ও যে ব্যক্তি ঋণ দে উভয়ের নাম ঐ পত্রে থাকে এইজন্য আত্মীয়স্থলে ঋণাদিতে অনাদায় রাজদ্বারে যাইয়া আত্মীয়ে নামে নালিশ করিলে লোকলজ্জা ভয় থাকে বা 'আমি ব্রাহ্মণ অথচ সুদ লইতেছি' ইহাতে লোকে নিকট অর্থলোভে অন্যায় করার জন্য লোকলজ্জা, বা নিজের ধর্ম্মাচরণ হানি প্রকাশের ভ অপরের কাছে ঋণ জন্য খত হইতে পারে এবং ঋণগ্রহীতার আত্মীয়স্থলে ঋণ না পাইবে সম্ভাবনায় বা দারিদ্র্য প্রকাশে লঘুতা প্রকাশ হইবে এইজন্য ঋণগ্রাহী অন্যের নাম দিয়া ক করাইতে পারে এইসকল কারণে অন্যের নাম চিহ্নিত খত হইলে নিজ নামে ঋণ না দিবার না লইবার কারণ সম্বন্ধ, আগম ও হেতু দ্বারা ভিন্ন ব্যক্তির ঋণ দিবার পত্র ও অন্যের না ঋণকারীর পত্র হইয়াছে ইহা প্রমাণ হইলে সেই খত প্রমাণ হইবে নতুবা অপ্রমাণ।]

১৪৫। উত্তমর্ণ যদি ঋণপত্র দ্বারা নিজের ঋণ দেওয়া প্রমাণ করে, তখন ঋণগ্রাহী ঋণের শোধনপত্র (রসিদ) দেখাইয়া উহার পরিশোধ প্রমাণ করিবে। ইহা হইতে ঋণদাতা ঋণপত্র (খত) হারাইয়া গিয়াছে কিম্বা দগ্ধ হইয়াছে বা চুরি গিয়াছে বলে তখন ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধপত্রও ঐভাবে নষ্ট হইয়াছে ইহা বলিতে পারিবে আর সাক্ষী দ্বারা ঋণগ্রহ প্রমাণ হইলে ঋণ পরিশোধও সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে যদি সাক্ষী থাকে ঋণ পরিশোধের কালীন ঋণদাতার দেওয়া ঋণ শোধপত্র থাকিলে সাক্ষী হইতেও উ বলবৎ হইবে। কিন্তু লিখিত হইতে সাক্ষীর প্রামাণ্য হইবে না।

১৪৬। যদি ঋণপত্র ছিন্ন বা খণ্ড খণ্ড বা অপহৃত কিম্বা অন্য প্রকারে নষ্ট হয় অথ তাহা মুছিয়া যায় কিম্বা ঐ খতে উত্তমর্ণ বা অধমর্ণের নামধামাদির বিশেষ উল্লেখ না থা তখন ঋণদাতা অধমর্ণকে ধরিবে। তখন সে অন্য খত করিয়া দিবে। আর যদি বলে 'ঐ আমি গ্রহণ করি নাই, ঐ দলিল জাল, উহা অন্যের দ্বারা করান হইয়াছে', তাহা হইলে অভিযো করিয়া (রাজা দ্বারা) উহা করাইয়া লইবে। এই হইল লেখ্য বিধি।

(১০) অসাক্ষী ভেদ

১৪৭। বাদী ও প্রতিবাদী কোন সন্দেহাস্পদ বিষয় লইয়া বিবাদ করিতে থাকিলে যেসক ব্যক্তি উক্ত বিষয় শুনিয়াছে বা দেখিয়াছে অথবা উহা হইতে অনুভব করিয়াছে সেইসকল সাক্ষ হইতে সন্দিগ্ধ বিষয়ে সত্যের প্রকাশ হইবে।

১৪৮। কর্ণে ও চক্ষুতে ইন্দ্রিয়সংগত জ্ঞান হয় বলিয়াই ঐ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সাক্ষী না উক্ত হয়। শ্রোত্রের যে জ্ঞান তাহা পরের উক্তির অনুভব, চক্ষুর যে জ্ঞান তাহাই দর্শন।

১৪৯। শাস্ত্রে ঐ সাক্ষী একাদশ প্রকার মনীষিগণ বলিয়াছেন। উহার মধ্যে পাঁচ প্রক সাক্ষীকে কৃতসাক্ষী আর অবশিষ্ট ছয় প্রকার সাক্ষীকে অকৃতসাক্ষী বলে।

১৫০। দলিল পত্রাদিতে যাহাদের নাম লিখিত থাকে তাহারা লিখিত সাক্ষী ইহা প্রথ প্রকার। যাহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে হয় তাহারা স্মারিত সাক্ষী ইহা দ্বিতীয় প্রকার। যাহা দৈবাৎ উপস্থিত হওয়ার জন্য বিবাদ বিষয়ে জ্ঞাত হয় এবং অনুরোধে সাক্ষী দেয় তাহা যদৃচ্ছাভিজ্ঞ সাক্ষী ইহা তৃতীয় প্রকার। যাহারা অজ্ঞাতভাবে থাকিয়া বিবাদ বিষয় শুনিয়া থা তাহারা গূঢ় সাক্ষী ইহা চতুর্থ প্রকার। সাক্ষীদের কথা শুনিয়া যাহারা সাক্ষী হয় তাহারা উভ সাক্ষী নামে অভিহিত ইহা পঞ্চম প্রকার। এই পঞ্চবিধ হইতেছে কৃত সাক্ষী।

১৫১-১৫২। আর অবশিষ্ট ছয় প্রকার নিজেই সাক্ষী হয় বলিয়া অকৃত সাক্ষী, যথা—প্র ঘটনা ঘটায় গ্রামস্থ ব্যক্তিরা যে সাক্ষী হয় তাহা গ্রামসাক্ষী ইহা প্রথম। বিচারালয়ের ঘটনা বিচারক যে সাক্ষী হয় তাহা প্রাড়্‌বিবাক সাক্ষী ইহা দ্বিতীয়। রাজার সমক্ষে ঘটনা ঘটিলে রাজাই সাক্ষী হন ইহা তৃতীয় প্রকার। মকদ্দমাকারীদিগের মকদ্দমার বিষয়ে যাহারা জানি আছে তাহারা কার্য্যাভ্যন্তর সাক্ষী হয় ইহা চতুর্থ প্রকার। যাহারা মকদ্দমা কার্য্য করিবার জ বাদী কর্ত্তৃক প্রেরিত হয় তাহারা অর্থিপ্রহিত সাক্ষী ইহা পঞ্চম প্রকার। বংশগত বিবাদে বংশবৃত্তান্তজ্ঞ বংশজগণ যাহারা সাক্ষী হয় তাহারা তুল্য সাক্ষী ইহা ষষ্ঠ প্রকার। এই ছয় প্রক স্বতঃসিদ্ধ সাক্ষী বলিয়া ইহাদিগকে অকৃত সাক্ষী বলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৫৩। সদ্‌বংশসম্ভূত, সরলস্বভাব এবং জন্ম হইতে যাহারা বিশুদ্ধ, গর্হিত কর্ম্ম না করার জন্য যাহারা পবিত্র, অর্থের আদানপ্রদানে যাহারা শুচিপ্রকৃতি, যাহারা অর্থলোলুপ নহে, যাহারা শাস্ত্রে প্রবিষ্ট, লোকে যাহাদিগকে নিন্দা করে না এইরূপ তিনজন সাক্ষী হইলেও কার্য্যসিদ্ধির হেতু হয়। দুই বা এক ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে যদি উভয় পক্ষের অনুমোদিত হয়। অন্যস্থলে কার্য্যবিস্তারানুসারে সাক্ষী বিস্তার হইবে।

১৫৪। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অনিন্দিত অর্থাৎ দোষরহিত যাহারা, তাহারা স্বীয় বর্ণের সাক্ষী হইবে। অথবা সকল বর্ণের বিবাদেই সকল বর্ণের অদুষ্ট সকল বর্ণই সাক্ষী হইতে পারে।

১৫৫। (সমান কার্য্য যাহাদের তাহাদিগকে সমশ্রেণী বলে) যে শ্রেণীর যে লোক সে সেই শ্রেণীর সাক্ষী হইবে। যে বর্গের (বর্গ এক প্রকার কার্য্যকরী) যে ব্যক্তি সেই বর্গের সে ব্যক্তি সাক্ষী হইবে গ্রামের বাহিরের সাক্ষীদিগের বিবাদ বিষয়ে গ্রামবাহ্য জাতি সাক্ষী হইবে। স্ত্রীজাতির বিবাদে স্ত্রীলোকই সাক্ষী হইবে।

১৫৬। ঐ শ্রেণী প্রভৃতি বা বর্গসকলের এক ব্যক্তির উপর বিদ্বেষ আসিলে ঐ বিদ্বিষ্ট ব্যক্তি যদি রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থাপন করে তখন ঐ শ্রেণী পুরুষ বা বর্গীয় ব্যক্তিরা সাক্ষী হইবে না কারণ তাহারা সকলেই বিদ্বেষকারী।

১৫৭। বুধগণ এই শাস্ত্রে দেখিয়াছেন যে অসাক্ষীও পাঁচ প্রকারে হয়, বচন অনুসারে প্রথম প্রকার, দোষ অনুসারে দ্বিতীয় প্রকার, ভেদ অনুসারে তৃতীয় প্রকার, স্বয়মুক্তি চতুর্থ প্রকার, মৃতান্তর পঞ্চম প্রকার।

১৫৮। ঐ যে পাঁচ প্রকার অসাক্ষী উক্ত হইল তাহাদের স্বরূপ দেখাইতেছেন—(১) শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, (২) তপস্বী, (৩) বৃদ্ধ, (৪) সন্ন্যাসী এই চারি প্রকার বচন অনুসারে সাক্ষী হইবে না এই শাস্ত্রনির্দ্দেশ। তাহাদের সাক্ষী না হওয়ার কারণ অন্য কোন হেতু নাই।

১৫৯। চোর, দস্যু প্রকৃতির লোক, উগ্র স্বভাব (অতি ক্রোধী), ধূর্ত্ত, হত্যাকারী ইহারা দুষ্ট বলিয়া সাক্ষী হইবে না। কারণ এইসকল ব্যক্তি সত্যের আশ্রয়ী নয়। ইহারা দোষ জন্য সাক্ষী হইল না।

১৬০। কোন ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের নির্ণয়ের নিমিত্ত রাজা (বিচারক) সাক্ষী গ্রহণ করিতে থাকিলে সাক্ষীরা যদি বিভিন্ন প্রকার বলে সাক্ষীদের পরস্পরোক্তির ভেদ হওয়ার ঐ সাক্ষী প্রমাণ হইবে না (যেমন কোন ঋণদাতা সাক্ষী দ্বারা ঋণগ্রহণ প্রমাণকালে যদি কোন সাক্ষী বলে 'রাত্রিতে গ্রহণ করিয়াছে', কোন ব্যক্তি বলে দিবাভাগে, কেহ যদি বলে নোট, কেহ যদি বলে মুদ্রা অথবা সকলেই আমার সমক্ষে ঋণ লইতে দেখিয়াছি বা ঋণ গ্রহণকালে আমি সেইস্থলে ছিলাম এইক্ষেত্রে ঐসকল সাক্ষী প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না)। ইহারা ভেদ জন্য সাক্ষী হওয়ায় সিদ্ধ নহে।

১৬১। যাহার নাম সাক্ষীর মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই সেই ব্যক্তি যদি আসিয়া বলে 'আমি অতিশয় শুচিস্বভাব ব্যক্তি', অকারণ এই ঋণ দিয়া বা ঋণগ্রহণের অভিযোগে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া এই সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছি, তবে পূর্ব্বে তাহার নাম সাক্ষীর মধ্যে উল্লেখ না থাকায় সেই ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে না ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। ইহা স্বয়মুক্তি সাক্ষী।

১৬২। যে সাক্ষীর বিচারকালে যাহা শোনাইবার আছে তাহা ঐ বিচারার্থীর মৃত্যু হইলে কোথায় সে সাক্ষ্যের কথা বলিবে? [যেমন এই প্রতিবাদী আমার সমক্ষে এইসকল দ্রব্য বা এত টাকা লইয়াছে এই সাক্ষীর বক্তব্য থাকিলেও যদি (ঐ ঋণদাতা) বাদী মারা গিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ সাক্ষী কাহার অগ্রে বলিবে?] ইহা হইল মৃতান্তর সাক্ষী এইজন্য উহা অপ্রমাণ হইবে।

(১১) বাদীর সাক্ষী নিয়ম

১৬৩। যেস্থলে বিবাদকারী উভয়েরই বিবাদ বিষয়ে সাক্ষী আছে যে ব্যক্তি বাদী হইয়াছে তাহার সাক্ষীই প্রথমে গ্রাহ্য হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(১২) প্রতিবাদীর সাক্ষী নিয়ম

১৬৪। আর যেস্থলে যে বিচার্য্য বিষয়ে বাদীপক্ষের সাক্ষী প্রভৃতির বাক্যাদির কোন দোষ জন্য হীনতা হইবে সেই মকদ্দম্যয় প্রতিবাদীর সাক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

১৬৫। বিপক্ষের মানিত সাক্ষীর সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতে যাইবে না বা অন্য ব্যক্তি দ্বারা তাহার সাক্ষী ভাংগাইবে না এইরূপ ঘটনা প্রমাণিত হইলে সেই ব্যক্তি পরাজিত হইবে।

১৬৬। মানিত সাক্ষী যদি মারা যায় বা অতি দূরদেশ গত হয় তখন ঐ মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বকালীন ও বিদেশ গমনের পূর্ব্বকালীন বাক্য শ্রবণকারীও সাক্ষীরূপে প্রমাণ হইবে কারণ সাক্ষাৎ প্রমাণ না থাকায় ঐ সাক্ষাই শেষ বিচারসাধন ক্রিয়া হইতেছে অর্থাৎ উহা অতি দুর্ব্বল (গৌণ) প্রমাণ। উপায়ান্তর না থাকায় তাহাকে প্রমাণ বলিতে হইতেছে।

১৬৭। লিখিত সাক্ষী বহুকাল অতীত হইলেও সে বিশিষ্ট প্রমাণ হইবে। লিখিত সাক্ষীর স্বরূপ এই, যে ব্যক্তি লিখিতে জানে এইজন্য স্বয়ং সাক্ষী বলিয়া লিখিয়াছে এবং যে ব্যক্তি লিখিতে না জানায় পরের দ্বারা সাক্ষী বলিয়া লিখাইয়াছে।

১৬৮। আর যে ব্যক্তি সাক্ষী হইবে বলিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহাকে যদি বিবাদ বিষয়ে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় সেইরূপ সাক্ষী আট বৎসর পর্য্যন্ত প্রমাণ হইবে। আর যে ব্যক্তি কার্য্যস্থলে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়ার জন্য সাক্ষী হইয়াছে এইরূপ যাহাকে স্মরণ করাইতে হয় সে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সাক্ষী হইবে (যদিও দুইজনকে স্মরণ করাইতে হয় তাহা হইলেও সাক্ষী হইব মনে করিয়া যে ব্যক্তি আসে তাহার উক্ত বিষয়ে আগ্রহ থাকায় উহার বিস্মরণ বিলম্বে হইয়া থাকে। অন্য ব্যক্তি প্রসঙ্গাধীন উপস্থিত বলিয়া তাহার উক্ত বিষয়ে তাদৃশ একাগ্রতা না থাকায় সত্বর বিস্মরণ হইতে পারে এইজন্য ঐ উভয়ের কালগত ভেদ হইল)।

১৬৯। আর গুপ্তভাবে থাকিয়া ঋণগ্রহণাদিতে যাহা সাক্ষী হয় তাহারা তিন বর্ষ পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে আর ঐ উত্তর সাক্ষী (মুমূর্ষু ব্যক্তি বা অতি দূরদেশ গত ব্যক্তি হইতে শোনা কথা বলে যে সাক্ষী) সে এক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে।

১৭০। সাক্ষীর প্রতি উক্ত কাল নিয়ম দেখিতে হয় না কারণ ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞগণ স্মরণশক্তি ধরিয়াই সাক্ষী হইবে ইহা বলিয়াছেন। (পূর্ব্বে উক্ত ঐ ঐ কাল পর্য্যন্ত মানুষের স্মরণ থাকার সম্ভাবনায় কালনিয়ম বলা হইয়াছে।)

১৭১। যে সাক্ষীর বুদ্ধি বিপর্য্যয় হয় নাই এবং স্মৃতিশক্তিও অক্ষুণ্ণ আছে, কর্ণের দোষও হয় নাই, সেই সাক্ষী সুদীর্ঘকালের পরেও সাক্ষ্য দিতে পারে।

১৭২। ছয়টি বিবাদ বিষয় আছে যাহাতে সাক্ষী না থাকিলেও উহা বোধগম্য হয়। মহাত্মা মনীষিগণ সেইসকল কার্য্যের লক্ষণগুলি সাক্ষ্যের সূচক হইবে ইহা বলিয়াছেন।

১৭৩-১৭৫। গৃহে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া বাহিরে আসিয়া কোন ব্যক্তির হস্তে জ্বলন্ত মশাল দেখিলে তাহাকে গৃহে অগ্নিসংযোগ করিতে না দেখিলেও সেই ব্যক্তি গৃহে অগ্নিদাতা নিশ্চয় করিতে হইবে। নির্জ্জনে অস্ত্রাঘাত হত ব্যক্তিকে দেখিয়া নিকটস্থ অস্ত্রধারীকে দেখিলে ঐ ব্যক্তি ঘাতক ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে। দুইটি ব্যক্তিকে কোন স্ত্রীলোকের বাটীতে চুলোচুলি করিয়া (পরস্পর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক) বিবাদে রত দেখিয়া পরস্ত্রীগামী বলিয়া ধরিতে হইবে। ক্ষেত্রে জলরক্ষার জন্য যে মৃত্তিকা উন্নত করিয়া দেওয়া আছে তাহাকে কাটিতে কাহাকে না দেখিলেও সমীপস্থ কোদালধারী ব্যক্তিকে ঐ জলের আবরক-ভেদকারী বলিয়া বুঝিতে হয়। কুঠার হাতে লইয়া যাইতেছে দেখিলে বনের বৃক্ষ যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই ছেদন করিয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। এই ব্যক্তি দণ্ড দ্বারা হত্যা করিয়াছে ইহা দৃশ্যমান চিহ্ন হইতে জানা যায়। ঐসকল স্থলে সাক্ষী না থাকিলেও ঐসকল জ্ঞানের কারণ বুঝা যায়। তবে হত্যাদি কঠোর কার্য্যে পরীক্ষা করিতে হয়।

১৭৬। কারণ কোন ব্যক্তি হত্যাদিরূপ পারুষ্য করিয়া উহার চিহ্ন অপরের উপর বিদ্বেষবশতঃ চাপাইয়া দিয়া তাহার উপদ্রব সৃষ্টি করে এইজন্য ঐ কার্য্যের হেতু ক্রোধাদি বা প্রয়োজন এবং সামর্থ্য (অর্থাৎ শক্তি) ধরিয়া অর্থাৎ কেন করিল এবং উহা দ্বারা কি লাভ থাকিতে পারে, হত্যাকারী হত ব্যক্তি হইতে দুর্ব্বল কি বলবান এইসকল দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করা উচিত।

(১৩) ছয় প্রকার সাক্ষী নিন্দা

১৭৭। এই যেসকল সাক্ষীর কথা বলা হইল ঐসকল সাক্ষী যাহাদের সহিত অর্থসম্বন্ধ আছে তাহারা বা যাহারা আত্মীয়, এক কুলোৎপন্ন তাহারা কিম্বা এককার্য্যে যাহারা মিলিত হইয়া উন্নতিকর কার্য্য করে তাহারা অথবা যাহাদের সহিত শত্রুতা আছে তাহারা এবং যাহারা অন্য বিচারকার্য্যে সাক্ষী দিয়া মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এইরূপ দোষদুষ্ট ব্যক্তিরা সাক্ষী হইলে তাহাদিগকে নির্ণয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করিবে না (অর্থাৎ অবিশ্বাস্য বিধায় তাহারা নির্ণয়ের যোগ্য বাক্যবাদী বলিয়া গৃহীত হইবে না)।

(১৪) সাক্ষী প্রত্যুদ্ধার

১৭৮। গৃহে দাসীর গর্ভোৎপন্ন, দাস, নৈকৃতিক (শঠ ব্যবহারকারী বা বিপদ্‌গ্রস্ত), শ্রাদ্ধের অযোগ্য, বৃদ্ধ (বার্দ্ধক্যজন্য অসমর্থ), স্ত্রীলোক, বালক (ষোড়শ বর্ষ বয়স যাহার হয় নাই), চাক্রিক* (স্তুতিপাঠক বিশেষ), সুরাপানাদি জন্য মত্ত, উন্মাদ রোগগ্রস্ত, প্রমাদী, পীড়িত, দ্যূতকর (জুয়াড়ী), গ্রামযাজক (যে ব্যক্তি একটি গ্রামের সকলের পৌরোহিত্যকারী ও সেইজন্য সকলের কার্য্য বিহিতকালে করিতে পারে না তাহা হইলেও ঐ কার্য্য করে অর্থাৎ ধর্ম্মভাবরহিত)।

১৭৯। দীর্ঘপথচারী, সমুদ্র গমনাগমন দ্বারা বাণিজ্যকারী, সন্ন্যাসাশ্রমী, সাময়িক রোগার্ত, বিকলাঙ্গ, একাকী (সংসারে যাহার কেহ নাই), বেদশাখাধ্যায়ী দান প্রতিগ্রহাদি ব্রাহ্মণোচিত ষট্‌কর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ, স্বধর্ম্মচ্যুত (যথেচ্ছাচারী), নপুংসক, নৃত্যগীতাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী (চারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ)।

১৮০। নাস্তিক (ধর্ম্মবিশ্বাসশূন্য), উপনয়ন কাল চলিয়া যাইলেও যাহাদের উপনয়ন সংস্কার হয় নাই, যাহারা স্বেচ্ছায় বিবাহিত স্ত্রীত্যাগকারী ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া অগ্নির উচ্ছেদ করিয়াছে, যাহারা নিন্দিত জাতির বা ব্যক্তির যাজনকারী (যাহাদের পৌরোহিত্য করা বর্জ্জনীয়, অর্থলোভে তাহাদের পৌরোহিত্যকারী), একপাকে ভোজনকারী বলিয়া সাহায্যকারী, শত্রু, রাজনিযুক্ত চর, জ্ঞাতি, সহোদর।

১৮১। যাহাদের দোষ পূর্ব্ব হইতে জানা আছে (এইস্থলে টীকাকার পূর্ব্বজন্ম কৃত পাপের সূচক কুষ্ঠাদি রোগ যাহার আছে বলিয়াছেন), যাহারা নটের বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, যাহারা বিষের ক্রয়বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, যাহারা সর্পাদি ধরিয়া তাহা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে, যাহারা ব্যাধিজনক বিষপ্রয়োগকারী, যাহারা গৃহাদিতে অগ্নিদানকারী, যাহারা কীনাশ অর্থাৎ ক্ষুদ্র বা হীন পশুঘাতী (পশুহিংসাজীবী), যাহারা শূদ্রাপুত্র (অবিবাহিত শূদ্র জাতীয় স্ত্রীগর্ভ সম্ভূত), যাহারা গোহত্যাদি জন্য উপপাতকপাপযুক্ত।

---

*চাক্রিকশব্দের অনেক অর্থ হয় যথা—"বৈতালিকা বোধকরাশ্চাক্রিকা ঘাণ্টিকার্থকাঃ" অমরকোষ। চক্রেণ চরতো বণ্টাঘাতেন দেবতাদ্যগ্রে স্তুতিং পঠন্তি ইতি টীকা। তৈলকার-হেমচন্দ্র। শাকটিক—ইহা মহাভারতে রাজধর্ম্মে 'শকটচালক' এই অর্থে প্রদর্শিত আছে। হেমচন্দ্র মতে 'চাক্রিক' শব্দের 'তৈলকার' অর্থ থাকিলেও এস্থলে উহা প্রযুক্ত হইবে না কারণ পরবর্ত্তী ১৮২ শ্লোকে 'তৈলিক' থাকায় পুনরুক্তি হইয়া পড়ে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৮২। অত্যন্ত শারীরিক ক্লেশযুক্ত, জোর করিয়া অনুচিত কার্য্যকারী, নিঃসঙ্গ (সঙ্গ হইয়াও সংসারী নহে), দ্যূতক্রীড়াদি দুষ্কার্য্যের জন্য সর্ব্বস্বহীন অন্ত্যাবসায়ী (চণ্ডাল শিষ্টাচারবর্জ্জিত, ব্রহ্মচারী), বিকলান্তঃকরণ (হিতাহিতবোধে অক্ষম), তৈল ব্যবসায়ী, বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহকারী (অর্থাৎ অর্থার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া যাহারা মূল সম্পত্তি জীবিকার জন্য বিক্রয় করে) তাহারা অর্থলোভে মিথ্যা বলিতে পারে।

১৮৩। ভূতাবিষ্ট, রাজদ্বেষী, বর্ষ নক্ষত্রসূচক (বৃহৎসংহিতায় উক্ত আছে "অবিদিত্বৈ শাস্ত্রং দৈবজ্ঞত্বং প্রপদ্যতে। সংপংক্তিদূষকঃ পাপো জ্ঞেয়ো নক্ষত্রসূচকঃ। তিথ্যুৎপত্তিং ন জা গ্রহাণাং নৈব সাধনম্। পরবাক্যেন বর্ত্তন্তে তে বৈ নক্ষত্রসূচকাঃ") অর্থাৎ ঘরে ঘরে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র ও বর্ষের শুভাশুভ যাহারা বলিয়া জীবিকার্জ্জন পাপিষ্ঠ অর্থাৎ পাপ-চৌর্য্যরত হিংস্র, ধনের জন্য আত্মবিক্রয়কারী অর্থাৎ ক্রীতদাস, বাহু পাদশূন্য, স্ত্রী দ্বারা পুরুষান্তর হইতে জীবিকার্জ্জনকারী।

১৮৪। কুনখী (সঙ্কুচিত নখ), শ্যাবদন্ত (সম্মুখস্থ দন্তদ্বয়ের মধ্যে কৃষ্ণদন্ত বা ক্ষুদ্র দুইটি জন্মান্তরীয় মহাপাতকসূচক), মিত্রদ্রোহী, শঠ, সুরাব্যবসায়ী জাতি, ইন্দ্রজালিক ব্যবসায়ী, লোভী, উগ্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয় দ্বারা শূদ্রাগর্ব্ভে উৎপাদিত ব্যক্তি, স্বশ্রেণীর বা স্বজাতি গণের বিরোধী।

১৮৫। শৌণিক (প্রাণিহিংসাবৃত্তিজীবী), চর্ম্মের দ্রব্যাদি নির্ম্মাতা (টীকায় 'চর্ম্মকৃৎ' পাঠস্থলে 'চিত্রকৃৎ' এই পাঠ করিয়া যাহারা চিত্র অঙ্কনাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে লিখিয়াছেন), যে পায়ে হাঁটিতে পারে না, পতিত (বৈদিক কর্ম্মে অনধিকারসম্পাদক যে পাপ পাপযুক্ত), যে ব্যক্তি জাল দলিল করে ও কৃত্রিম দ্রব্য দ্বারা লোকবঞ্চনাকারী, মন্ত্র ঔষধাদি বশীকরণাদি অভিচারকর্ম্মকারী, প্রব্রজ্যাদি হইতে ভ্রষ্ট, চোর, রাজসেবক।

১৮৬। মনুষ্য ও পশু, মাংস, অস্থি, মধু বা মদ্য, দুগ্ধ, জল, ঘৃত এইসকলের বিক্রয়কা ব্রাহ্মণ, সুদগ্রহণে জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণ।

১৮৭। নিজ ধর্ম্মত্যাগী, শিল্পিকুলপ্রধান, তোষামোদকারী, হীন দাস্যকারী, পিতার সহি বিবাদকারী, পরের সহিত মনোমালিন্যের উৎপাদক এইসকল ব্যক্তি সাক্ষী হইবে না অর্থাৎ ইহ সত্যাশ্রয়ী নহে বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য নহে।

১৮৮। গৃহে দাসী গর্ব্ভোৎপন্ন দাস ও শঠ প্রভৃতি সাক্ষী হইবে না বলিয়া যাহারা নির্দ্দি হইয়াছে তাহারাও ঘটনাবিশেষের গুরুত্বস্থলে (প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হইলে) সাক্ষী হইতে পারিবে।

১৮৯। যাহারা সাক্ষী হইবে না বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহারাও কার্য্যগৌরব স্থলে সা হইবে বলিয়া কার্য্যবিশেষ দেখাইতেছেন। দস্যুতাদিরূপ যেসকল সাহসকর্ম্ম আছে তাহাতে চৌর্য্য প্রভৃতি কার্য্যে এবং দণ্ডপারুষ্য (লাঠালাঠি) করিয়া যে উগ্রকার্য্য হয় তাহাতে ও কটুবাক্য ঘটিত বিবাদে কোনরূপ সাক্ষীর বিচার করিতে হইবে না।

১৯০। তবে ঐ নিষিদ্ধ সাক্ষী সকলে সাক্ষী হইতে পারিলেও উহাদের মধ্যে যে অপ্রা বয়স্ক (ষোড়শবর্ষমধ্যবর্তী বলিয়া) ও স্ত্রীলোক নিষিদ্ধ আছে এবং যাহার আত্মীয় বলি কেহ নাই, একাকী কাল কাটায়, আর জালিয়াৎ যে ব্যক্তি কিম্বা অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভ্রাতা প্রভৃ অথবা যাহার সহিত শত্রুতা আছে উহারা সাক্ষী হইতে পারে না। কারণ তাহারা বিপরী সাক্ষ্য দিতে পারে।

১৯১। কাহার দ্বারা কি প্রকার সাক্ষ্যের বিপর্য্যয় হইতে পারে তাহা হইল এইরূপ—য অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের সম্যক্ জানোন্মেষ না হওয়ায় কি বলিতে কি বলিবে, স্ত্রীলোক দুর্ব্ব প্রকৃতি বলিয়া পূর্ব্বপ্রীতি থাকিলে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবে না, বিদ্বেষ থাকিলে বাড়াইয়া বলি পারে, কর্ত্তব্যজ্ঞানের অল্পতার জন্য স্ত্রীলোক সত্যে প্রতিষ্ঠিত নহে আর যে জালজুয়াচুরি করি থাকে, পুনঃপুনঃ পাপকার্য্য করায় তাহার স্বভাবই অসত্য পথে চলা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্নেহের জন্য পাপ গোপন করে, যে ব্যক্তি শত্রু সে সর্ব্বদা শত্রুতাসাধন করিতে উদ্যত, এইজন্য ইহারা সাক্ষী হইলে শত্রুর নিগ্রহকল্পে প্রকৃত বিষয়ের সত্য প্রকাশ না করিতে পারে। সেইজন্য কোন অবস্থায় ইহারা সাক্ষী হইবে না।

১৯২। তবে যদি ঐসকল নিষিদ্ধ সাক্ষিগণের মধ্যে কাহাকেও বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই সাক্ষী বলিয়া অনুমোদন করে তাহা হইলে প্রকৃত বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে (অর্থাৎ তাহার কথাও প্রমাণ হইবে, ইহা হইতে অসাক্ষীও সাক্ষী হইবে)।

(১৫) মিথ্যা সাক্ষী

১৯৩। সাক্ষ্য দিবার সময় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে কিনা তাহা সাক্ষীর লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে হইবে। সেই লক্ষণ হইতেছে নিজের দোষে নিজেই অন্য প্রকার হইয়া অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া লক্ষিত হয় বা নিজে একস্থানে স্থির থাকে না অথবা যে কোন এক একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অনুসরণ করে।

১৯৪। কিম্বা চঞ্চল হইয়া পদচারণা করে বা কোন কারণ না থাকিলেও (হঠাৎ) পুনঃপুনঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে অথবা পা দিয়া ভূমিতে আঁক কাটিতে থাকে কিম্বা হাত বা বস্ত্র কাঁপাইতে থাকে।

১৯৫। কিম্বা তাহার মুখ বিবর্ণ হয়, কপালে (ললাটে) ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়, অধর ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায় এবং কখনও ঊর্দ্ধে কখন বা নিম্নে কখনও বা এদিক ওদিক দেখিতে থাকে।

১৯৬। আর জিজ্ঞাসিত না হইলেও হঠাৎ (কোন কারণ না থাকিলেও) যে ব্যস্ত হইয়া বহু কথা বলে এইসকল লক্ষণ দ্বারা মিথ্যা সাক্ষী বুঝিতে হইবে এবং ঐ পাপিষ্ঠকে রাজা দণ্ডিত করিবেন।

১৯৭। পূর্ব্বে অন্য লোককে বিচার্য্য বিষয় যাহা শুনাইয়াছে তাহা বিচারকালে যদি গোপন করে (অর্থাৎ না বলে) সেই সাক্ষী গুরুতর দণ্ডনীয়। যেহেতু মিথ্যা সাক্ষী হইতেও সে ব্যক্তি অধিক অনিষ্টকারী।

১৯৮। কিভাবে সাক্ষ্যগ্রহণ করিতে হয় তাহার আরম্ভ হইতেছে। সাক্ষীদিগকে পৃথক পৃথক সাদরে আহ্বান করিয়া শপথ দ্বারা তাহাদিগকে (সত্য বলিবার জন্য) সত্যবদ্ধ করতঃ বিচার্য্য বিষয় যাহা অবগত আছে সেই সমস্ত জ্ঞাত বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করিবে।

(১৬) সাক্ষিবিশ্রাবণ

১৯৯। কাহাকে কিরূপ শপথ করাইতে হইবে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রাহ্মণকে সত্যের দ্বারা শপথ করাইবে অর্থাৎ 'আপনি বলুন যে আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য', আর ক্ষত্রিয়কে বাহন ও অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করাইবে আর বৈশ্যকে গো, ধান্যাদি বীজ ও স্বর্ণ স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইবে এবং শূদ্রকে এইরূপে শপথ করাইতে হইবে 'আমি যদি সত্য না বলি সমস্ত পাতক আমার হইবে'।

২০০। পৌরাণিক, ধর্ম্মবাক্য দ্বারা সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এবং মিথ্যা বাক্যের নিন্দাপরত্ব কীর্ত্তন করিয়া ঐসকল সাক্ষিদিগকে ভীতি প্রদর্শন করাইবে।

২০১। মিথ্যা সাক্ষ্যের দোষ বলিতেছেন। যে ব্যক্তি সাক্ষ্যে মিথ্যা বলিবে তাহাকে মুণ্ডিত মস্তকে বস্ত্রহীন অবস্থায় ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বলায় ভিক্ষাপ্রার্থিরূপে শরাবাদি মৃৎপাত্র হস্তে দৃষ্টিহীন হইয়া শত্রুর গৃহে যাইতে হইবে।

২০২। যে ব্যক্তি সাক্ষ্যে মিথ্যা বলিবে সেই ব্যক্তি বস্ত্রহীন মুণ্ডিত মস্তক হইয়া আহারের ইচ্ছায় অপরের দ্বারে যাইলে সেইস্থানে বহু বহু শত্রুকে দেখিতে পাইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২০৩। পূর্ব্ব বিবাহিতা পত্নী স্বামীর সহিত তাহার সপত্নীর আনন্দময় রাত্রি যাপন বিষয় স্মরণ করিয়া নিজের ঐ প্রকার পূর্ব্বাবস্থা হারাইয়াছে ভাবিয়া যেভাবে মনঃক্ষোভ সহিত রাত্রি অতিবাহিত করে বা দ্যূতে পরাজিত ব্যক্তি রাত্রিতে শয়নাবস্থায় সেই পরাজয় অর্থক্ষতি স্মরণের জন্য উত্তপ্তমস্তিষ্ক হইয়া অতিশয় দুঃখে যেভাবে রাত্রি অতিবাহিত বা রোগসেবাদি বা অন্য প্রকার গুরু কার্য্যভারাক্লিষ্ট দেহ লইয়া যেভাবে ক্লেশে নিশা যাপন করি বাধ্য হয়, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীকেও সেইভাবে রাত্রি যাপন করিতে হয়।

২০৪। যেমন গোরু এদিক ওদিক কাণ নাড়ে অথবা 'গোকর্ণ' (মৃগবিশেষ) যেমন অ হইয়া ছোটাছুটি করে সেইরূপ যে সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদানকালে শিথিল (সামঞ্জস্যহীন) বাক্য সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বরুণদেবের সহস্রসংখ্যক নাগপাশে বদ্ধ হয়।

২০৫। তাহার ঐ পাশবন্ধন শতবর্ষ পূর্ণ হইলে নিজেই খুলিয়া যায় তখন ঐ পা ব্যক্তি স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২০৬-২০৭। এই প্রকারে স্ত্রী পর্য্যন্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে পর সেই দৃঢ় বন্ধন হই মুক্তিলাভ করে। পশু, গো, অশ্ব, মনুষ্য (দাসাদি), স্বর্ণ ও ভূমি সম্বন্ধেও মিথ্যা ভাষণের জ যতগুলি বান্ধব হত্যা করা হয় তাহা আমি তোমাকে পূর্ব্বাপরক্রমে সেসকল বলিতেছি, সৌম্য শ্রবণ কর।

২০৮। পশুবিষয়ে মিথ্যা বলিলে পাঁচজন বান্ধবকে হত্যা করা হয়। গোবিষয়ে মি বলিলে দশজন বান্ধব হত্যা করা হয়। অশ্বের জন্য মিথ্যা বলিলে শত বান্ধব হত্যা করা হ পুরুষবিষয়ে মিথ্যা বলিলে হাজার বান্ধবকে হত্যা করা হয়।

২০৯। স্বর্ণের জন্য মিথ্যা বলিলে উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন সকল বান্ধবকে বিনাশ করা আর ভূমির নিমিত্ত মিথ্যাবাদী সকল বান্ধবকেই নষ্ট করে অতএব ভূমিবিষয়ে কখনও মি বলিও না।

২১০। যেমন নৌকা সমুদ্রের পরপারে যাইবার সাধন হয় সেইরূপ নিজকে পবিত্র করিব উপায় অদ্বিতীয় একমাত্র সত্যই স্বর্গগমনের সোপান ইহা বলিয়াছেন।

২১১। সহস্র বার অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যাগের ও সত্যের মধ্যে কাহার অধিক গুরুত্ব ই নিশ্চয় করিবার জন্য যদি তুলাদণ্ডে পরীক্ষা করা হয় তাহা হইলে সহস্র বার অনুষ্ঠিত অশ্বমে যাগ হইতে সত্যই গুরু হইবে।

২১২। শতকূপ প্রতিষ্ঠা হইতে একটি দীর্ঘিকার উৎসর্গ শ্রেষ্ঠ। শত দীর্ঘিকার উৎস হইতে একটি ক্রতু (যাগ) শ্রেষ্ঠ আর শত ঐরূপ বিশিষ্ট যাগ হইতে পুত্রোৎপত্তি শ্রেষ্ঠ এ শতপুত্র হইতেও সত্য শ্রেষ্ঠ বস্তু।

২১৩। সত্যের উৎকর্ষের কারণ হইতেছে সত্যের প্রভাবে ভূমণ্ডল সকলকে ধারণ কর সূর্য্যদেব ঐ সত্যের প্রভাবে উদিত হন, বায়ু যে সদাগতিযুক্ত তাহাও সত্যের প্রভাবে হই থাকে আর ঐ সত্যের প্রভাবে জলও প্রবাহিত হইয়া থাকে।

২১৪। লোকদিগের দান বলিয়া যাহা কিছু উক্ত আছে সত্যই তাহার মধ্যে প্রধান। অ সত্যই সর্ব্বপ্রধান তপস্যা এবং ধর্ম্ম বলিয়া যাহা আছে, সত্যই তাহাদের মধ্যে যে প্রধান ই আমাদিগের শুনা আছে।

২১৫। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায়, দেবগণ সত্যস্বরূপ, মনুষ্যগণ মিথ্যাস্বরূপ ইহা ম হয়। এইজন্য যাহার মতি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার এই ভূলোকেই দেবত্ব লাভ হইয়াছে

২১৬। এইজন্য হে সাক্ষ্যদানে উদ্যত, তুমি মিথ্যা পরিহার করিয়া যাহা সত্য তাহাই ব সত্যের দ্বারা তুমি স্বর্গগামী হইবে আর মিথ্যা বলিলে মহাঘোর নরকগামী হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২১৭। দুঃখব্যঞ্জক কাতরোক্তিতে যাহাদের দয়ার উদ্রেক হয় না ও নিজ শক্তিতে যাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারা যায় না এইরূপ কঠোরপ্রকৃতি ও বলশালী যমকিঙ্করেরা তরবারি দ্বারা তোমার জিহ্বাচ্ছেদনপূর্ব্বক নরকে নিক্ষেপ করিবে।

২১৮। নিরুপায় উচ্চকণ্ঠে চিৎকারকারী তোমাকে আক্রমণ করিয়া শূলের দ্বারা বিদ্ধ করিবে। ক্রূরূপ বিদ্ধ বা খণ্ডিত অবস্থাপন্ন তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

২১৯। অতিশয় তীব্র সেইসকল নরকযন্ত্রণা বহুকাল ধরিয়া অনুভব (ভোগ) করিবার পরে ইই ভূলোকে শকুনি, কাক প্রভৃতি পাপময় যোনিতে আসিতে হইবে।

২২০। মিথ্যা সাক্ষ্যে এইসকল দোষ জানিয়া এবং সত্যভাষণে সদ্‌গুণ জানিয়া তুমি সত্য বল, নিজেকে উন্নত কর, নিজেকে নিজেই অধঃপাতিত করিও না।

২২১। অতি তীব্র (অন্ধকারময় বা তমোগুণাত্মক) ঐ নরকে নিমগ্ন হইবার সময় তোমার ভ্রাতাদি বান্ধবেরা বা সুহৃদ্‌গণ কিম্বা তোমার প্রভূত ধনসম্পৎ কেহই তোমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

২২২। তুমি সাক্ষী বলিয়া স্থির হইলে তোমার পিতৃবর্গ সন্দিগ্ধচিত্তে অপেক্ষা করেন 'এই সন্তান কি সত্য বলিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবে কিম্বা আমাদিগকে নরকে পাতিত করিবে'।

২২৩। সত্যই মনুষ্যের আত্মা, সমস্ত জগৎই সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তুমি সত্য কথা বলিয়া নিজ আত্মা দ্বারা নিজেকে মঙ্গলের সহিত যুক্ত কর।

২২৪। যে রাত্রিতে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ আর যে রাত্রিতে তুমি প্রাণত্যাগ করিবে এই জন্ম হইতে মৃত্যু কালাবধি কালের মধ্যকাল তোমার নিষ্ফল হইবে যদি তুমি যাহা জ্ঞাত আছ তাহার বিপরীত কথা সাক্ষ্যে বল (এখানে রাত্রি শব্দে অহোরাত্র বুঝিতে হইবে)।

২২৫। ব্রহ্মহত্যাকারীর যে লোক (অর্থাৎ ভোগভূমি নরক) হয় এবং স্ত্রীলোক ও বালক হত্যাকারীদের যে ভোগভূমি আছে আর কৃতঘ্ন ব্যক্তির যেরূপ ভোগভূমি আছে সাক্ষ্য দিবার বিষয়ে তুমি মিথ্যা বলিলে তোমারও তাহাই হইবে।

২২৬। সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই, এবং মিথ্যা হইতে কোন বড় পাপ নাই। সাক্ষীর আচরণে উহা বিশেষ করিয়া জানিবে সেইজন্য সাক্ষ্যে তুমি সত্যই বলিবে।

২২৭। এইস্থলে দুইটি পুরাণের বচন আছে যে পুরুষাধম পরের প্রয়োজনে (পরের জন্য) নিজের বাক্যকে কলুষিত করে, নরকভয়শূন্য সেই পাপিষ্ঠ নিজের জন্য কিনা করিতে পারে?

২২৮। সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। এইজন্য বাক্যই ঐসকলের মূল হইতেছে বলিয়া বাক্য হইতে উহার নির্ণয় হয় অতএব ঐ বাক্যকে যে গোপন করে অর্থাৎ সত্য গোপন করে সেই ব্যক্তি সমস্তই চুরি করে।

(১৭) সাক্ষীর বলাবল

২২৯। বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষে যেসকল সাক্ষী গৃহীত হইল তাহাতে উভয় পক্ষীয় সাক্ষীদের উক্তিতে বিরোধ হইলে বহু সাক্ষী যাহা বলিবে তাহাই গ্রাহ্য হইবে। আর যদি ঐসকল সাক্ষী সমানসংখ্যক হয় তাহা হইলে যে পক্ষে বিশুদ্ধ ব্যক্তির সাক্ষী হইয়াছে সেই সাক্ষীই গ্রাহ্য হইবে। আর বিশুদ্ধ সাক্ষী সমানসংখ্যক হইলে উহাদের মধ্যে যাহাদের স্মৃতিশক্তি অধিক লক্ষিত হইয়াছে তাহারা গ্রাহ্য হইবে।

২৩০। আর যে বিবাদে স্মরণশক্তিসম্পন্ন সাক্ষী সংখ্যায় সমান হয় সেস্থলে সাক্ষীদের গুণবত্তা বিষয়ে যে বিশেষত্ব আছে তাহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ঐসকল সাক্ষীর সাক্ষ্য তুল্যতানিবন্ধন নির্ণয়ের কারণ হইবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৩১। যে বাদী দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বপক্ষে কোন প্রকারে সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারে নাই মনীষিগণ শপথ দ্বারাও তাহার জয়লাভ ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ তাহার অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

২৩২। সাক্ষী সাক্ষ্য দিবার কাল আসিলে উল্লিখিত অর্থসমূহ বিষয়ে ভাষাপত্রের (আর্জ্জি) লেখার অনুরূপ না বলে তাহা হইলে সেই সাক্ষ্য না বলার মধ্যেই হইবে।

২৩৩। দিবারাত্রি বা চৈত্রবৈশাখাদি মাস বর্ষাদি, বয়স, ধান্যাদি দ্রব্য এবং তাহার পরিমাণ ও আকার এবং কোন্ জাতীয় এইসকল বিষয়ে যেস্থলে ভাষাপত্রের লিখিতের সহিত সাক্ষীর উক্তিতে বিরোধ হইবে সেই সাক্ষ্যও অসাক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

২৩৪। আর যে অভিযোগে সাক্ষীরা ভাষাপত্রে লিখিত অর্থের ন্যূন বা অধিক সাক্ষ্যে বলিবে তাহাও সাক্ষীর না বলার মধ্যে বুঝিতে হইবে। এই হইল সাক্ষীর সম্বন্ধে নিয়ম।

(১৮) লেখ্য ও সাক্ষীর অভাব

২৩৫। যেস্থলে ঋণদাতার অনবধানতাবশতঃ দলিল (ঋণগ্রহণ পত্র) হয় নাই বা সাক্ষীরাও নাই সেই ক্ষেত্রে উক্ত ঋণদাতা অভিযোগ করিলে ঋণকারী যদি ঐ ঋণ অস্বীকার করে সেইস্থলে তিন প্রকার নিয়ম নির্ণয়ের জন্য উক্ত আছে।

২৩৬। ঐ তিন প্রকার নিয়ম হইতেছে—(১) তাগাদা, (২) যুক্তি, (৩) শপথ। ঋণীকে ঋণ শোধ করিবার জন্য বহু সময় বারম্বার তাগাদা করা হইল প্রথম প্রকার। তৎসত্ত্বেও যদি ঋণী ঋণ শোধ না করে তখন তাহাকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া সত্যের প্রকাশ করাইতে হইবে এই হইল দ্বিতীয় প্রকার। ইহাতেও স্বীকার না করিলে তখন তৃতীয় প্রকার উপায় হইতেছে ঋণীকে শপথ গ্রহণ করাইয়া প্রয়োজন সাধন করিতে হইবে।

২৩৭। তুমি ঋণ করিয়াছ ঐ ব্যক্তিকে তাহা পরিশোধ কর এরূপ বারম্বার প্রেরণা (তাগাদা) পাইয়াও যে ঋণী উক্ত বক্তাদিগের বাক্যকে তিন চার পাঁচবার যদি প্রতিবাদ না করে তখন ঋণী যে ঋণ করিয়াছে ইহা পরিস্ফুট হওয়ায় ঐ অর্থ তাহাকে দিতে বাধ্য করাইবে।

২৩৮। যখন ঐরূপ পুনঃপুনঃ তাগাদা করা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি ঋণী বলিয়া নিজেকে স্বীকার না করে তখন দেশ, কাল, প্রয়োজন, সম্বন্ধ, পরিমাণ ও কার্য্যঘটিত যুক্তি দেখাইয়া তাহাকে অনুসরণ করিবে অর্থাৎ তাহাকে ঋণ স্বীকার করাইবার জন্য চেষ্টা করিবে।

২৩৯। এইরূপ যুক্তি দ্বারাও কোন ফল না হইলে অর্থাৎ ঋণী তাহার ঋণ স্বীকার না করিলে তখন তাহাকে দেশ কাল সামর্থ্য অনুসারে অগ্নি জল তুলা সুকৃতাদিঘটিত শপথ দ্বারা স্বীকার করাইতে হইবে।

২৪০। জলে প্রবেশের পরে যাহাকে জল অভ্যন্তরে রাখে অর্থাৎ জলের উপরে যে ভাসিয়া উঠে না এবং দীপ্ত অগ্নি যাহাকে দগ্ধ করে না ও যে ব্যক্তি নিরুপদ্রবে অভিশাপ কাল অতিবাহিত করে সেই ব্যক্তি শুদ্ধ। ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলেই সেই ব্যক্তি পাপকারী ইহা নিশ্চয় হইবে।

২৪১। এই যে দিব্যকে প্রমাণ বলা হইল তাহা যেস্থানে বা যেরূপ ঘটনায় প্রযোজ্য তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে, যেমন—বনভূমিতে বা নির্জ্জন স্থানে অথবা নিশাকালে কিম্বা গৃহাভ্যন্তরে যে ঘটনা ঘটে তাহাতে সাক্ষীর সম্ভব হয় না এইজন্য ঐসকল ক্ষেত্রে দিব্য প্রমাণ আবশ্যক হয়। আর সাহসকর্ম্ম (হত্যা দস্যুতাদিতে) এবং গচ্ছিত বস্তুর অপলাপে অর্থাৎ না দিতে চাহিলে দিব্যই প্রমাণ হইবে। ঐসকল ক্ষেত্রে সাক্ষীর প্রায়শঃ অভাব ঘটিয়া থাকে।

২৪২। স্ত্রীলোকের চরিত্রগত অভিযোগ স্থলে এবং চৌর্য্যে ও মনুষ্যমারণাদিরূপ সাহস কার্য্যে আর সকল প্রকার অর্থের অপলাপে এই দিব্য বিধি দেখা যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৪৩। এই শপথে সংশয়ের কোন কারণ নাই; ইহা বহুদিন হইতেই প্রমাণরূপে চলিয়া আসিতেছে; ইহা দেবতাদিগের ও ঋষিদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল তাহাও স্মরণপথে উদিত হয়, যাহারা রাক্ষস তাহারা বশিষ্ঠকে দোষী বলিয়া শঙ্কা করায় তিনিও দিব্য করিয়াছিলেন অর্থাৎ দিব্য দ্বারা বশিষ্ঠ নির্দ্দোষ প্রমাণ হইলে রাক্ষসগণও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

২৪৪। এবং পুষ্করের (পদ্মের) নিমিত্ত শঙ্কিত সপ্তর্ষিগণ অর্থাৎ পদ্মের অপহরণ সপ্তর্ষিগণ করিয়াছেন ইন্দ্র এইরূপ শঙ্কা (কল্পনা) করিলে পরস্পরের নিষ্পাপভাব প্রকাশের নিমিত্ত ধীরতার সহিত শপথ করিয়াছিলেন (এইসকল হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবতাগণ ও তমোগুণপ্রধান রাক্ষসগণও এইরূপ দোষাশঙ্কায় শপথ দ্বারা শুদ্ধি অর্থাৎ নির্দ্দোষিতা স্বীকার পূর্ব্বে যখন করিয়াছেন এখন তাহা হইলে মনুষ্যগণের স্বীকার করিতে হইবে ইহাতে আর বক্তব্য কি)।

২৪৫। কাহারও বিষয়ে অনুচিত বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া অথবা চৌর্য্যাদিরূপ সাহসকার্য্য করিয়া বাদী কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি ধর্ম্মাধিকরণে যদি সেই অভিযোগ মিথ্যা ইহা না বলে, অথবা সত্য বলিয়া নিজেই বলে, তাহার ঐ দোষে যে দণ্ড উক্ত আছে তাহার অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে।

২৪৬। আর যদি ঐ অনুচিত কার্য্য চৌর্য্যাদি করিয়া অভিযুক্ত হইয়া উহা গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও সাক্ষ্য বা দিব্যাদিরূপ বিচিত্র (নানা) উপায়ে পাপপ্রকৃতি সেই ব্যক্তি পরাজিত হয়, তাহা হইলে বিচারক তুষ্ট থাকেন না অর্থাৎ তাহার উপর কুপিত হন। তাহার উপর কঠোর দণ্ড (অর্থাৎ দ্বিগুণাদি দণ্ড) পাতিত হয় অর্থাৎ তাহার যে দণ্ড হইত তাহা হইতে গুরু (কঠোর) দণ্ড দেন।

২৪৭। বিবাদে বিরুদ্ধবাদী মনুষ্যগণের যখন সাক্ষী থাকিবে না, তখন বিভিন্ন প্রকার শপথ ও দিব্য (জলানল পরীক্ষাদি) দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে।

২৪৮। অপরাধ স্থলে শপথে সত্যপাঠ, বাহন (অশ্বাদি) শস্ত্রস্পর্শ, গো, বীজ (ধান্যাদি) ও স্বর্ণ, দেবতা এবং পিতার পাদস্পর্শ করিয়া এবং 'যাহা আমি দান করিয়াছি বা পুণ্যার্জ্জন করিয়াছি তাহা আমার নষ্ট হইবে যদি আমি মিথ্যা বলি' এইরূপে বর্ণভেদে সত্যপাঠ করাইবে। (পুত্রের বা পত্নীর অথবা সুহৃদিগের মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিবে অথবা সমস্ত অভিযোগে কোষ পান করিবে এইসকলকে শপথ বলে; স্বল্প কারণে ইহা প্রযোজ্য। এই পাঠ দিব্যতত্ত্বে ধৃত নারদবচনে দৃষ্ট হয়।)

২৪৯-২৫০। গুরু অপরাধের স্থলে রাজা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জল অনলাদি দিব্য করাইবেন আর অল্প অপরাধের অভিযোগ স্থলে কেবল ঐ অভিযুক্তকে এরূপভাবে শপথ করাইবেন যাহাতে অপরেও তাহা জানিতে পায়। মনু অল্প অপরাধ স্থলে এইসকল শপথ করিবার কথা বলিয়াছেন এবং পাতকাদির অভিযোগ স্থলে জল, অনল পরীক্ষাদিরূপ দিব্য বিধি বলিয়াছেন। (ইহাতে শপথ ও দিব্যের ভেদ প্রদর্শিত হইল।)

২৫১। অপহৃত বস্তু বিষয়ে কাহারও উপর অত্যন্ত সন্দেহবশতঃ অভিযোগ হইলে, বিশেষ-ভাবে লুক্কায়িত (গুপ্তস্থানস্থ) দ্রব্যসকলের অপ্রাপ্তিতে কাহারও উপর অপহরণ সন্দেহ হইলে নিশ্চয়জ্ঞানের জন্য ভগবান মনু পাঁচ প্রকার দিব্য হইবে ইহা বলিয়াছেন।

২৫২। তুলাদণ্ড প্রথম, অগ্নি দ্বিতীয়, জল তৃতীয়, বিষ চতুর্থ, কোষ পঞ্চম, এই পাঁচ প্রকার দিব্য (মহাত্মগণ কর্ত্তৃক) মহাত্মাদিগের (নিষ্পাপদিগের) বিশুদ্ধি জানিবার জন্য উক্ত আছে।

২৫৩। রক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত না হওয়ায় দুষ্ট স্বভাব ব্যক্তিদিগকে চোর বলিয়া অভিযোগ করিলে তাহাদিগকে চোর বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার সত্যাসত্যের স্থিরনিশ্চয়ের জন্য ইহলোকে বা এই গ্রন্থে পাঁচ প্রকার দিব্য বলিয়াছেন।

২৫৪। পাপাদি নির্ণয়ের জন্য ঐ যে পাঁচ প্রকার দিব্য বলা হইয়াছে এখন উহার কাল উল্লিখিত হইতেছে—বর্ষাকালে অগ্নি পরীক্ষা, শীতকালে তুলারোহণ পরীক্ষা, গ্রীষ্মকালে জল পরীক্ষা, শীতল সময়ে বিষ পরীক্ষা হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৫৫। পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে জল পরীক্ষা দ্বারা শুদ্ধি নিষিদ্ধ, পিত্তরোগগ্রস্তদিগের পক্ষে বিষশুদ্ধি নিষিদ্ধ, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীর ও অন্ধদিগের এবং কুনখীদের অগ্নি পরীক্ষার দ্বারা শুদ্ধি নিষিদ্ধ।

২৫৬। যাহারা ব্রত আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ কর্ম্মবিশেষে যাহারা ব্রতী ও যাহারা অতি কাতর দুর্গত বলিয়া শরীর যাহাদের অবসন্ন, যাহারা রোগগ্রস্ত এবং যাহারা তপোনিষ্ঠ তাহাদিগের এবং স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে দিব্য হইতে পারে না যদি ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। (সাধারণভাবে দিব্য নিষিদ্ধ থাকিলেও টীকাকার অগ্নি পরীক্ষারূপ দিব্য নিষিদ্ধ বলিয়াছেন।)

২৫৭। যে বাদী ঐরূপ অভিযোগ করিয়াছে সে ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলে রাজা দিব্য পরীক্ষা করাইবেন না। যেহেতু অভিযোগের কারণের সহিত দিব্য বিহিত হইয়াছে এইজন্য বিচারার্থীদের (বাদীদের) দিব্য হইবে না। (কিন্তু দিব্যতত্ত্বে উক্ত অন্য নারদবচন অনুযায়ী পাওয়া যায়—রাজগণ যাহাকে পাপী বলিয়া শঙ্কা করেন এবং দস্যুগণ ধরা পড়িলে তাহারা যাহাকে দলভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে আত্মশুদ্ধি যে ব্যক্তি জানিতে ইচ্ছা করে, অভিযোগকারী অগ্রবর্ত্তী না থাকিলেও এইসকল ব্যক্তির দিব্য হইতে পারে।)

২৫৮। সেইজন্য প্রাজ্ঞ বিনয়সম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা দিব্যবিষয়ক বিধি জানেন বলিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর মতানুসারে যত্নপূর্ব্বক সমস্ত দিব্য ব্যবস্থা করিবেন (ইহা হইতে এরূপ ইচ্ছায় দিব্য হইবে না বুঝা যায়)।

২৫৯। [পূর্ব্বে (২৫৪ শ্লোকে) যে দিব্য যে কালে উক্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন কালে তাহা না হইতে পারে। এইজন্য কালবিশেষের নিষেধ দ্বারা নিষিদ্ধেতর কালে (স্পষ্ট বিহিত না থাকিলেও হইতে পারে] শীতকালে জল দিব্য হইবে না (৩০৪ শ্লোকে শীতকালে ও হেমন্তকালে), গ্রীষ্মকালে অগ্নি পরীক্ষা হইবে না, বর্ষাকালে বিষশুদ্ধিও হইবে না (৩২০ শ্লোকে শরৎ গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে), আর বায়ু বিশেষভাবে প্রবাহিত থাকিলে তুলারোহণ পরীক্ষা নিষিদ্ধ। (পূর্ব্বে মাত্র বর্ষাকালে অগ্নি পরীক্ষা উক্ত হইলেও এই বচনে গ্রীষ্মকালে উহার নিষেধ থাকায় গ্রীষ্ম ভিন্ন শীতাদি কালেও অগ্নি পরীক্ষা হইতে পারিবে। এইরূপ অন্য পরীক্ষায় কল্পনা হইবে। ২৫৬ শ্লোক হইতে এই ২৫৯ শ্লোকের পাঠান্তর গ্রন্থান্তরে আছে তাহার বিশেষ অংশের অনুবাদ এই—তুলা অনল জলাদি পরীক্ষা যাহা মুনিগণ বলিয়াছেন তাহা বাদীর অনুমত হইলে রাজা ইহা করাইবেন, তাহা না হইলে রাজা করাইবেন না। যদি করান তাহাতে চৌর্য্য জন্য যে পাপ হয় রাজা সেই পাপভাগী হইবেন। বর্ষাকালাদিতে তুলাদি পরীক্ষা হইতে পারে বলিয়া তুলা পরীক্ষা ব্রাহ্মণের, অগ্নি পরীক্ষা ক্ষত্রিয়ের, জল পরীক্ষা বৈশ্যের, বিষ পরীক্ষা শূদ্রের হইবে। ব্রাহ্মণের বিষ পরীক্ষা হইবে না, তুলা পরীক্ষা ক্ষত্রিয়ের নাই এবং অগ্নি, জল ও বিষ পরীক্ষা বলশালীর হইবে; বালক, বৃদ্ধ ও আতুরের সকল সময়েই তুলা পরীক্ষা কর্ত্তব্য; অন্য পরীক্ষা নাই। কৃষ্ণ রোগীর অগ্নি পরীক্ষা নাই, শ্বাস বা কাশ রোগীর জল পরীক্ষা হইবে না এবং পিত্তশ্লেষ্ম রোগীর বিষ পরীক্ষা বর্জ্জনীয়।)

২৬০। (অগ্নি, জল ও বিষ দিব্য বিষয়ে দেশ কালাদির বহু বিরোধ দেখা যায় বলিয়া সকল ধর্ম্মে বিশেষ অভিজ্ঞ ও ধর্ম্মের নির্ণয় বিষয়ে নিপুণ বিদ্বন্মণ্ডলী বিচারপূর্ব্বক এই তুলারোহণদিব্য সকল ঋতুকালে হইতে পারিবে ইহা বলিয়াছেন।

(১৯) ধট (তুলা) বিধি

২৬১। এক্ষণে তুলা কিভাবে হইবে তাহা দেখাইতেছেন। তুলাদণ্ড যাহার উপর থাকিবে সেই স্তম্ভ দুইটির পরিমাণ হইবে ছয় হস্ত। (এই হস্তের পরিমাণ যবতণ্ডুল আটটি পার্শ্বসংযুক্ত হইলে যে পরিমাণ হয় তাহা একাঙ্গুলি হইবে, এইরূপে চব্বিশ অঙ্গুলি একহস্তের সমান হইবে) ঐরূপ ছয় হস্ত পরিমিত দণ্ডদ্বয়ের দুই হাত ভূমিতে প্রোথিত করিবার জন্য উক্ত আছে।

২৬২। আর তুলাদণ্ড (মানজ্ঞাপক দণ্ড) চার হস্ত পরিমিত, উহার আশ্রয়স্বরূপ স্তম্ভ দুইটিও চার হস্ত পরিমিত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে (ছয় হাত দীর্ঘ স্তম্ভ দুইটির দুই হাত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিমাণ প্রোথিত হওয়ায় ভূমির ঊর্দ্ধে চার হস্ত পরিমিত হইল) এবং ঐ তুলাধারণ স্তম্ভ দুইটির (পরস্পরের) দূরত্ব হইবে দেড় হাত [পিতামহ বচনানুসারে দুই বা দেড় হাত দূরত্ব হইবে অন্তরন্তু তয়োর্হস্তৌ ভবেদধ্যর্দ্ধমেব বা' ইতি দিব্যতত্ত্ব]।

২৬৩। মানদণ্ডটি (ধাড়া ইতি প্রসিদ্ধ) সরল হইবে ও খদির কাষ্ঠের বা তিন্দুক কাষ্ঠের (গাব বা কেদ বৃক্ষের) হইবে। আর তিন স্থান যাহা চৌকা হইবে যে অংশ (মধ্যভাগে) মান গ্রহণের জন্য থাকিবে ও যে অংশদ্বয় মান গ্রহণের শিকা ঝুলাইবার জন্য কর্কটের দাঁড়ার ন্যায় বক্র লোহার কড়া এবং তুলাদণ্ড ধারণ কাষ্ঠ (আদিপদ গ্রাহ্য) থাকিবে।

২৬৪। যে খদির কাষ্ঠের মানদণ্ড হইবে ঐ কাষ্ঠ ছিদ্রাদিশূন্য হইবে ও স্বতঃ শুষ্ক কাষ্ঠে হইবে না; ঐরূপ খদির কাষ্ঠের অলাভ হইলে শিংশপা অর্থাৎ তিন্দুক (গাব বা কেদ কাষ্ঠ) মানদণ্ডের জন্য গ্রাহ্য হইবে অথবা নিচ্ছিদ্র সাল কাষ্ঠেরও হইবে।

২৬৫-২৬৬। মানদণ্ডের নিমিত্ত এই প্রকার কাষ্ঠ স্থির করিতে হইবে ধর্ম্মাধিকরণের বা রাজকুলের (রাজবাটীর) দ্বারসমীপে অথবা দেবালয় প্রাঙ্গণে গন্ধমাল্যাদিভূষিত দধি ও অক্ষত ঘৃতচন্দন দ্বারা যাহার পবিত্র মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে এইরূপ স্তম্ভকে নিশ্চল (নিশ্চল যাহাতে হয় সেইভাবে প্রোথিত) করিতে হইবে।

২৬৭। যখন লোকের পরীক্ষা দ্বারা শুদ্ধি জানিবার জন্য এই তুলা স্থির করা হইবে তখন ধর্ম্মরক্ষার জন্য আহূত করিয়া আনীত লোকরক্ষকগণ সেইস্থানে থাকিবে এবং দেখিবার জন্য সকল লোকের সমক্ষে সকল সময়ে অর্থাৎ ঋতুবিশেষের অনিয়মে ঐ তুলা পরীক্ষা দিতে হইবে।

২৬৮। পূর্ব্বদিনে উপবাস করিয়া পরদিনে স্নানের পরে আর্দ্রবস্ত্র পরিধানকরতঃ উপস্থিত ব্যক্তিকে পূর্ব্বাহ্ণে সকল প্রকার দিব্য পরীক্ষা দিতে হয় ইহা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

২৬৯। দিব্য পরীক্ষা দেখিবার জন্য উপস্থিত লোকদিগের সমক্ষে অভিযোগকারী (বাদী)ও উপস্থিত হইলে তবে দিব্য পরীক্ষাদান হইবে ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। কিন্তু যদি রাজহিংসার অভিযোগ হয় সেইস্থলে অভিযোগকারীর অগ্রে অবস্থান না হইলেও দিব্য পরীক্ষা হইবে।

২৭০। রাজকৃত অভিযোগস্থলে বিচারের নির্ণয়াত্মক চতুর্থ পাদস্বরূপ না হইলেও (অভিযুক্তদিগের অভিযোগকারীর অগ্রবর্ত্তিতা না থাকিলেও) দিব্য ব্যবস্থা হইবে। অন্যের অভিযোগস্থলে অন্য অভিযুক্তদিগের দিব্য যে ক্রমে উক্ত আছে তাহাই হইবে।

২৭১। তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তে কর্কটের শৃঙ্গের (দাঁড়ার) ন্যায় বক্রলৌহে (কড়ায়) দৃঢ় (অর্থাৎ ভারসহ) দুইটি শিকা লাগাইয়া ঐ উভয়ের মধ্যে একটিতে পরীক্ষার্থী পুরুষকে ও অন্যটিতে শিলা দিয়া ওজন করিবে।

২৭২। ঐ তুলার উত্তর পার্শ্বে পরীক্ষার্থী পুরুষকে বসাইবে আর দক্ষিণ পার্শ্বে শিলা স্থাপন করিবে। পরে (উভয় দিকের ভারসাম্য করার জন্য) সেই তুলাস্থ পিটিকাকে (যে দুই দিকে পরীক্ষার্থী ও শিলা আছে সেই পীঠকে) ইষ্টক, ভগ্ন ইষ্টকাংশ (ঢিল) বা ধূলির দ্বারা পূরণ করিবে অর্থাৎ শিলা ও মনুষ্যের ভার তুল্য না হইলে উভয় দিকে ভারের সমতার জন্য ইট বা ঢিল দিয়া উভয় দিকের ভারের সমতা করিবে।

২৭৩। তুলায় প্রথম আরোহণের পরিমাণ নিপুণ ব্যক্তিগণের সঙ্গে মিলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আর তুলা ও শিলার উপযুক্ত যেরূপ তোরণ হওয়া উচিত সেইরূপ লক্ষণান্বিত তোরণ করিবে। (পিতামহবচনে উক্ত আছে—উভয় পার্শ্বে তোরণ করিতে হয়, ঐ তোরণ তুলা হইতে দশ অঙ্গুলি পরিমাণে উচ্চ হইবে। ইহা দিব্যতত্ত্বেও প্রদর্শিত আছে।)

২৭৪। তুলাধারণ বিষয়ে অভিজ্ঞ সুবর্ণকারগণ এবং নিপুণ বণিকেরা ও কাঁসারিরা সেই তুলাকে বিশেষ করিয়া দেখিবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৭৫-২৭৬। পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত ব্যক্তিকে প্রথমে তুলারোহণ করাইয়া তুলাদণ্ডের মান চিহ্নিত করিবে পরে যখন তুলাদণ্ডের উভয় পার্শ্ব সমান হইবে তখন ঐ তুলা হইতে ঐ ব্যক্তিকে অবতরণ করাইয়া শপথাদি করানর যেরূপ আচাররীতি আছে তাহা করাইয়া বায়ুশূন্য বৃষ্টিবর্জ্জিত স্থানে পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত অভিযুক্ত ব্যক্তির মস্তকে ('অভিযোগের সত্যাসত্য বিচারের জন্য হে তুলাদণ্ড, তুমি ইহার ধর্ম্মতঃ নির্ণয়কারী হও' ইত্যাদি) লিখিত পত্র স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার তুলায় আরোহণ করাইবে।

২৭৭। সেই ব্যক্তি তুলারোহণ করিলে ব্রাহ্মণ ঐ তুলাদণ্ডের একদেশ (বন্ধনরজ্জু) স্পর্শ করিয়া " 'ধকার' হইতে তুমি ধর্ম্মমূর্ত্তি 'টকার' হইতে তুমি কুটিল মানুষকে ধরাইয়া দেও এইজন্য তুমি ধট নামে অভিহিত আছ" ইহা এবং পরবর্ত্তী বাক্যগুলি পাঠ করিবে।

২৭৮। তুমি সকল ব্যক্তিরই পাপ ও পুণ্য সকলই জান, রাজদ্বারে (বিচারে) নিন্দাভাজন এই ব্যক্তিকে তুমি তুলিতেছ পাপী বা নিষ্পাপ ইহা নির্ণয় করিতেছ।

২৭৯। তুমি সত্য বিষয়ে দেবতা, অসুর, মনুষ্যাদিগকে অতিক্রম করিয়াছ [হে তুলে (তুলাদণ্ড) তুমি পূর্ব্বকালে সত্যের আশ্রয়রূপে দেবতাগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছ।

২৮০। হে কল্যাণি (মঙ্গলময়ি), তুমি সত্য বল (প্রকাশ কর), আমি পাপী বলিয়া যে সংশয় হইয়াছে ঐ সংশয় হইতে আমাকে মোচন কর। যদি আমি পাপ করিয়া থাকি (পাপকর্ম্মা হই) তাহা হইলে আমাকে অধোবর্ত্তী কর (নামাইয়া দেও)।

২৮১। আর আমাকে নিষ্পাপ বলিয়া যদি তুমি জান তাহা হইলে আমাকে উচ্চে উঠাইয়া লও] সেইজন্য পাপী কি নিষ্পাপ এই সংশয় পথে আরোহণ করিয়াছে এই ব্যক্তি, তুমি ধর্ম্মানুসারে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছ।

(মন্তব্য—[ ] এই প্রকার বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তির পাঠ্য। মুদ্রিত পাঠ অনুসারে অনুবাদ করা হইল।)

২৮২। (ইন্দ্রাদি) লোকপাল ও দেবগণের সহিত অভিযুক্ত পুরুষকে এইসকল বাক্য শুনাইবার পরে সেই ব্যক্তিকে পুনরায় তুলায় আরোহণ করাইয়া (তুলামান) দেখিবে।

২৮৩। তুলায় আরোপিত পুরুষ যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ উন্নত হয়) তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই শুদ্ধ ইহাতে আর কোনরূপ সংশয় থাকিবে না। আর যদি পূর্ব্বে যেরূপভাবে ছিল সেইরূপই থাকে বা তাহা হইতে হীয়মান অর্থাৎ অবসাদগ্রস্ত হয় তাহা হইলে সেই মনুষ্য অশুদ্ধ অর্থাৎ পাপী বলিয়া জানিতে হইবে।

২৮৪। আর যদি তুলার পাল্লা ভাঙ্গিয়া যায় কিম্বা তুলাদণ্ড যদি ভগ্ন হয় কিম্বা তুলার শিকা ঝুলাইবার জন্য যে দুইটি কর্কটের দাঁড়ার ন্যায় বক্র কড়া আছে তাহা ভগ্ন হয় কিম্বা শিকার রজ্জু ছিন্ন হয় বা তুলার আধার কাষ্ঠ ভগ্ন হয় তাহা হইলে স্বরূপতঃ শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। (ইহা হইতে সুস্পষ্ট এই অভিপ্রায় পাওয়া যাইতেছে যে, দিব্যানুষ্ঠানের জন্য যে পূর্ণাবয়ব তুলাদণ্ডে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আরোপিত করিয়া শুদ্ধি নির্ণয় করিতে হয় ঐ পূর্ণাবয়ব তুলাদণ্ডের যদি কোন অংশ নষ্ট বা ছিন্ন বা ভগ্ন হয় তাহা হইলে অঙ্গচ্ছেদ জন্য পূর্ণাঙ্গ তুলা দিব্যানুষ্ঠান হয় না। সেইস্থলে 'মূর্ত্তিতঃ' অর্থাৎ পূর্ণাবয়ব তুলাদণ্ড পুনরায় ঠিক করিয়া তাহা হইতে শুদ্ধির আদেশ করিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও ঐ অভিপ্রায়ই পরিস্ফুট আছে।]

(২০) অগ্নিবিধি

২৮৫। তুলা পরীক্ষার পরে অগ্নি পরীক্ষার উত্তম বিধি বলিতেছি। এক একটি মণ্ডলের বত্রিশ অঙ্গুলি ব্যবধানে অপর মণ্ডল হইবে ইহা অভিহিত আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৪৬। এই প্রকার আটটি মণ্ডল করিতে হইবে তাহাতে ভূমির পরিমাণ দুইশত ছাপ্পান্ন (২৫৬) অঙ্গুলি হইবে (এই মণ্ডলের মান অগ্নিপরীক্ষা দিবার জন্য উদ্যুক্ত ব্যক্তির পদের মানের সমান হইবে। ঐরূপ এক মণ্ডল হইতে বত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত ভূমিভাগে অপরটি সম্পন্ন হইবে। এই যে দিব্যকারীর পদের মান বলা হইল তাহা ২৯৯ শ্লোকে উক্ত আছে)।

২৪৭। যে ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছে তাহার হস্তদ্বয়ে সাতটি (৭) অশ্বত্থপত্র স্থাপন করিয়া ৭ গাছি শ্বেতসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে (এই মুদ্রিত পুস্তকের পাঠে বেষ্টন প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং যে পাঠ আছে তাহা হইতে সপ্তসূত্রের সহিত পত্রগুলিকে ন্যস্ত করিবে ইহাও সঙ্গত হয় না এবং পরার্দ্ধস্থ পত্রপদবাচ্য হয় এইজন্য এই বচনের দিব্যতত্ত্ব ধৃত পাঠানুসারে বেষ্টন করিতে হইবে। ইহা অনুবাদে প্রদর্শিত হইল ঐ পাঠ 'বেষ্টয়েত শিতৈর্হস্তৌ সপ্তভিঃ সূত্রতন্তুভিঃ')।

২৪৮। যে প্রকৃত লোহাকার (কর্ম্মকার) জাতি, অগ্নিদিব্যকার্য্যে নিপুণ এবং অন্যস্থানে ইহা পূর্ব্বে দেখিয়াছে সেই ব্যক্তি দ্বারা লৌহপিণ্ড অগ্নিতপ্ত করাইবে।

২৪৯-২৯০। অগ্নিতে তপ্ত করিতে করিতে যখন ঐ পঞ্চাশৎ পল পরিমিত (কিঞ্চিন্ন্যূন সওয়া দুই সের পরিমিত) লৌহপিণ্ড অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া অগ্নিবর্ণ বিকীরণ করিবে তখনও পুনঃপুনঃ তাহাকে তপ্ত করিয়া শুচি ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার অগ্নিতাপে তপ্ত অগ্নিস্বরূপ ঐ লৌহকে এইরূপ বলিবেন। সত্যপদযুক্ত অথবা সত্য যাহাকে অগ্রে করিয়াছেন ও ইন্দ্রাদি লোকপাল যাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন সেই মানবধর্ম্ম আপনি শ্রবণ করুন। (৪২০ পৃঃ দিব্যতত্ত্বে ইহার অনুরূপ পাঠ আছে)।

২৯১। হে অগ্নি, তুমি সমস্ত দেবতাদিগের পবিত্র শ্রেষ্ঠ মুখস্বরূপ এবং তুমি সকল জীবেরই অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতি সকল জীবগণের হৃদয়ে অবস্থানকরতঃ সকল প্রকার মনের অভিপ্রায় জান।

২৯২। তোমা হইতে জিহ্বার সত্য ও মিথ্যা উৎপন্ন হয়। বেদাদি অলৌকিক শাস্ত্র ইহা বলিয়াছেন ইহা তুমি অন্যথা করিতে পার না।

২৯৩। এই ব্যক্তি আমাকে এইরূপ বলিয়াছে ইহা যদি মিথ্যা বলিয়া থাকে তাহা হইলে যেরূপে সর্ব্ব প্রকারে ঐ বাক্য মিথ্যা প্রতিপাদিত হয়, সেইরূপ প্রতিপাদনের জন্য আমি তোমাকে ধারণ করাইতেছি।

২৯৪। এই মনুষ্য এইরূপ সত্যবদ্ধ হইয়া তোমাকে ধারণ করিতেছে সেইজন্য হে হুতাশন! এই ব্যক্তি যদি সত্যবাদী হয় তাহা হইলে ইহার সম্বন্ধে তুমি শীতল হও, আর মিথ্যাবাদী হইলে এই পাপিষ্ঠের হস্তদ্বয়কে শাপোদ্যত (ক্রুদ্ধ) হইয়া দগ্ধ কর।

২৯৫। ঐসকল প্রকৃতার্থ পত্রে লিখিয়া উহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুনাইবার পরে ঐ পত্র তাহার মস্তকে দিতে হইবে।

২৯৬। স্নান করিয়া (যে অষ্টমণ্ডল করা হইয়াছে) তাহার প্রথম মণ্ডলে থাকিবে পরে অগ্নিগ্রহণ করিয়া প্রথম মণ্ডলে দাঁড়াইয়া ঐ স্থান হইতে অন্য সাতটি মণ্ডলে আস্তে আস্তে যাইবে।

২৯৭। ঐ অগ্নি রাখিবার স্থান যাহা অগ্রে করা হইয়াছে সেই স্থান প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অগ্নিকে ফেলিবে না। অষ্টমণ্ডল পর্য্যন্ত যাইয়া ঐ অগ্নিকে পরিত্যাগ করিবে।

২৯৮। তবে যদি কোন ব্যক্তি ভয়বশতঃ ঐ অগ্নিকে ফেলিয়া দেয় এবং তাহার হস্ত দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় না তাহা হইলে তাহাকে পুনর্ব্বার অগ্নি ধারণ করাইবে এই মর্য্যাদা (নিয়ম) দৃঢ়ীকৃত আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৯৯। পূর্ব্বে (২৮৫ শ্লোকে) একমণ্ডল হইতে বত্রিশ অঙ্গুলি ব্যবধানে অপর মণ্ডল উক্ত আছে ঐ মণ্ডলের পরিমাণ হইবে ঐ দিব্যকারীর পদের পরিমাণের তুল্য। অগ্নি লইয়া যাইবার সময়ে ঐ মণ্ডলকে অতিক্রম করিবে না বা পূর্ব্বেও পদক্ষেপ করিবে না অর্থাৎ নিজের পদ পরিমিত মণ্ডলেই পদক্ষেপকরতঃ সাতটি মণ্ডল যাইয়া অগ্নি প্রক্ষেপ করিবে।

৩০০। অগ্নিরূপ দিব্য নিয়মানুসারে ইহা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্ম ঋতু ভিন্ন কালে উহা সকল সময়েই হইবে এবং গ্রীষ্মেতর কাল যদি অত্যন্ত শীতল হয় তখন উহা হইবে (ইহা হইতে গ্রীষ্ম সময় ভিন্ন অন্য কালে যদি উত্তাপ থাকে তখন অগ্নি পরীক্ষা দিব্য হইবে না ইহা জানা যায়)।

৩০১। তিলকব্রণ কিম্বা হাতে যেসকল কড়া আছে তদ্‌যুক্ত হস্তে কাকপদের ন্যায় (রক্তচন্দন দ্বারা) চিহ্ন করিয়া দিবে, পরে ঐসকল চিহ্নগুলি দ্বারা বিন্দুচিত্রিত হস্তকে পুনর্ব্বার দেখিবে।

৩০২। আর যখন ঐ হস্তদ্বয় দগ্ধ বলিয়া মনে করা যাইবে না তখন ব্রীহি (শরৎপক্ক ধান্য) গ্রহণ করিয়া যত্নসহকারে সাতবার মর্দ্দন করিবে অর্থাৎ চাপ দিয়া সাতবার রগড়াইবে।

৩০৩। ঐ ধান্যমর্দ্দন দ্বারা (হস্তে ক্ষতাদি প্রকাশ না হওয়ায়) অর্থাৎ ধান্যমর্দ্দন দেখিয়া হাতে ক্ষত থাকিলে ঐভাবে ধান্যমর্দ্দন করিতে পারে না ইহা চিন্তা করিয়া সভ্যগণ হস্ত দগ্ধ হয় নাই এইরূপ নিশ্চয় করিবেন। তখন অদগ্ধ নিশ্চয় করিলে শুদ্ধকে সৎকার (আদর) পূর্ব্বক মুক্ত করিবেন আর দগ্ধ নিশ্চয় হইলে তাহাতে দণ্ডনীয় হইবে বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন।

(২১) উদকবিধি

৩০৪। ইহার পরে জল পরীক্ষার উত্তম নিয়ম বলিতেছি: ঐ দিব্য সকল ঋতুতেই হইতে পারিবে। কিন্তু ক্রমে যে হেমন্ত ও শিশির (শীত) ঋতু হয় ঐ ঋতুদ্বয়ে হইবে না।

৩০৫। প্রখর বেগশূন্য নদীতে, সাগরে, ক্ষুদ্র নদীতে, হ্রদে দেবখাতে (পুষ্করাদিতে), বৃহৎ পুষ্করিণীতে ও সাধারণ সরোবরসকলে ঐ জল পরীক্ষা (দিব্য) হইবে।

৩০৬। যে ধনুঃ অতি ক্রূর নহে সেই ধনুর দ্বারা তিনটি শর প্রক্ষেপ করিয়া জলমজ্জনরূপ দিব্য করিবে ঐ ধনুঃ কি পরিমাণে হয় পণ্ডিতগণ তাহা বলিয়াছেন।

৩০৭। ঐ যে অতি ক্রূরের কথা বলা হইল, ঐ ক্রূর কাহাকে বলে তাহা দেখাইতেছেন একশত সপ্তাঙ্গুলি পরিমিত ধনুঃ ক্রূরধনু, একশত ছয় অঙ্গুলি পরিমিত ধনুঃ মধ্যম, একশত পাঁচ অঙ্গুলি পরিমিত ধনুঃ মন্দধনুঃ বলিয়া জানিবে। ধনুঃ বিষয়ে এই হইল বিধি।

৩০৮। নাভি পর্য্যন্ত জলে কোন বলবান্ ব্যক্তিকে থাকিবার ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর তাহার ঊরুদ্বয় গ্রহণ করিয়া সেই নিন্দার পাত্র (দোষী বলিয়া যে অভিহিত হইয়াছে সেই ব্যক্তি) জলে নিমগ্ন হইবে।

৩০৯। যেস্থান হইতে শর প্রক্ষেপ করা হইয়াছে সেইস্থান হইতে যে কোন যুবক মধ্যম শর যেস্থানে পড়িয়াছে সেই পর্য্যন্ত যতদূর সামর্থ্যে কুলায় সেইরূপ বেগে গমন করিবে।

৩১০। তৎক্ষণাৎ ঐ শর পতিত স্থল হইতে শর গ্রহণ করিয়া সেইরূপ অন্য যুবাপুরুষ সেইরূপ বেগে যেস্থান হইতে পূর্ব্বে শর নিক্ষেপ করা হয়াছিল সেইস্থানে আসিবে।

৩১১। ঐস্থানে আসিয়া শরগ্রহণকারী ঐ ব্যক্তি যদি পরীক্ষার্থীকে জল নিমগ্ন বলিয়া দেখিতে না পায় তখন ঐ যাতায়াতের কাল পর্য্যন্ত সম্যকভাবে জলমধ্যে অবস্থিতির জন্য তাহার শুদ্ধি ঘোষণা করিবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩১২। উহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ আসিয়া জলমগ্নকে উত্থিত দেখিলে বা একটি অঙ্গও তাহার দেখা যাইলে বা যেস্থান পূর্ব্বে নিমগ্ন হইয়াছে সেইস্থান হইতে অন্যস্থানে নড়িয়ে গেলে তাহার শুদ্ধি হইবে না।

৩১৩। ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা স্ত্রীলোককে, বালককে, রোগীদিগকে, বৃদ্ধাদিগকে এবং যেসকল পুরুষ দুর্ব্বল তাহাদিগকে জলদিব্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন না।

৩১৪। যাহারা উৎসাহশূন্য অর্থাৎ মানসিক ও দৈহিক অবসাদগ্রস্ত, যাহারা রোগজন্য দুর্ব্বল হইয়াছে, যাহারা বা শোকাদি দ্বারা পীড়িত, তাহাদিগকে জলপ্রবেশ করাইবে না। তাহারা জলপ্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ মারা যাইতে পারে যেহেতু তাহারা হীনবল বলিয়া বিবেচিত।

৩১৫। ইহারা সাহস করিয়া জলদিব্য করিতে আসিলেও জলে নিমজ্জিত হইতে দিবে না এবং ঐসকল ব্যক্তিকে অগ্নি পরীক্ষা দ্বারা শুদ্ধ বলিয়া সাধন করিবে না বা বিষদিব্যের দ্বারা শোধিত করিবে না।

৩১৬-৩১৭। (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্টকারীদের মধ্যে জল ও অগ্নিদিব্যই হইল শ্রেষ্ঠ।) জলদিব্য ও অগ্নিদিব্য সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্টকারীদিগের মধ্যে প্রধানতম এবং যেহেতু জল হইতে অগ্নি হইয়াছিল সেইজন্য জলেতেই বিশেষভাবে দূষিতদিগের শুদ্ধি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞেরা করিয়া থাকেন। সেইজন্য হে জলাধিপ বরুণদেব! আপনি সত্য প্রকাশ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছেন।

ইতি জলদিব্য।

(২২) বিষদিব্য

৩১৮। ইহার পরে যে সময়ে যে প্রকারে বিষদিব্য করিতে হয় ইহা বলা আছে এবং যেরূপ বিষ শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে তাহার নিয়ম সম্পূর্ণভাবে বলিব।

৩১৯। তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিগণ ধর্ম্মানুসারে যে পরিমাণ বিষ দিবার কথা বলিয়াছেন তাহা শরৎকালে যখন অত্যন্ত হিমপাত হইবে অর্থাৎ শরৎকালের শেষভাগে (হেমন্তকালের সন্নিহিত সময়ে) নিক্তিতে ওজন করিয়া দিতে হইবে। [তোলয়িত্বৈপ্সিতং কালে এই পাঠান্তর ১২১ পৃঃ মিতাক্ষরায় আছে ইহা ভাল বলিয়া মনে হয় কারণ পরবচনে (৩২০তে) ও ৩২৪ বচনে শরতের নিষেধ স্পষ্টভাবে উক্ত আছে টীকাকারও উহাই বলিয়াছেন 'পূর্ব্বগৃহীতোঽপি শরৎকালঃ পুনরপবাদদর্শনাদ্বিবর্জ্জিতঃ।]

৩২০। ঐ বিষ পরীক্ষা অপরাহ্ণকালে হইবে না ও সন্ধ্যাকালে হইবে না এবং মধ্যাহ্নকালেও হইবে না এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি উহা শরৎকালে (অত্যন্ত হিমপাত না হওয়া পর্য্যন্ত) বা গ্রীষ্মকালে কিম্বা বসন্তকালে অথবা বর্ষাকালে ঐ বিষ দিব্যের ব্যবস্থা পরিহার করিবেন।

৩২১। ঐ দিব্যের জন্য যে বিষ দিতে হইবে তাহা নষ্ট হইলে বা বেশী ঘাঁটাঘাঁটি হইলে কিম্বা গন্ধযুক্ত করা হইলে বা মিশ্রিত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং প্রাণহানিকর অর্থাৎ সর্পাদির বিষ কিম্বা অলাবু (লাউ) হইতে যে বিষ উৎপন্ন হয় তাহা যত্নসহকারে (অবশ্য) পরিহার করিবে।

৩২২। হিমালয় পর্বতে জন্মায় যে শৃঙ্গবিকার (শৃঙ্গকৃষ্ণবিশেষ বা শৃঙ্গশিখরে উৎপন্ন) বিষ, বর্ণ ও গন্ধ যেরূপ তাহার আস্বাদন স্বাভাবিক তাহা যদি থাকে তাহা হইলে ঐ বিষই প্রশস্ত হইবে। অর্থাৎ বর্ণ (রঙ্) যদি বদ্‌লাইয়া না যায়, গন্ধেরও যদি বিপর্য্যয় না হয় আর আস্বাদেরও বৈজাত্য না ঘটে তাহা হইলে ঐ বিষ হইবে প্রশস্ত। উহা যদি গুঁড়াইয়া না যায় তাহা হইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতীয়দিগকে দিতে হইবে (ব্রাহ্মণের বিষদিব্য নাই)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩২৩। পল পরিমাণের ছয়ভাগের একভাগ কুড়িভাগে বিভক্ত করিলে বিষের যে পরিমাণ হইবে তাহারও অষ্টভাগের ভাগকে পরিত্যাগ করিয়া যে পরিমিত বিষ হইবে সেই পরিমিত বিষকে ঘৃতের দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া (অর্থাৎ ঘৃতযুক্ত করিয়া) শুদ্ধিপ্রার্থীকে দিতে হইবে।

৩২৪। ঐ যে পরিমাণ উক্ত হইল ইহা ঋতুভেদে যৎকিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি ও সমভাগ করিয়া নারদ বলিতেছেন, বর্ষাঋতুতে ছয়টি যবের পরিমাণে ঐ বিষের পরিমাণ হইবে। গ্রীষ্মকালে পঞ্চযবের পরিমাণানুরূপ হইবে আর হেমন্তকালে সপ্ত বা অষ্ট যবের পরিমাণ হইবে (শরৎকালের শেষাংশে অতিশয় হিমপাত আরম্ভ হইলে বিষ দিব্য উক্ত আছে তথাপি সেই সময়ে বিষের ঐ পরিমাণ কেহ ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ এই পরিমাণ বিষ তখন দেওয়া হইবে না। পূর্ব্বে গ্রীষ্ম ও বর্ষাতে বিষ পরীক্ষার নিষেধ থাকায় এই যে গ্রীষ্ম ও বর্ষায় যবমান নির্দ্দেশে বিষ দিবার কথা বলা হইল তাহা বর্ষাদি জন্য শীতলভাব আসিলে বিষ পরীক্ষা হইতে পারিবে ইহা বিধি নিষেধ হইতে বুঝিতে পারা যায়)।

৩২৫। তুমি বিষ ব্রহ্মের সন্তান বলিয়া সত্যরূপ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ। তুমি এই পাপাচরণকারী বলিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুদ্ধ কর অর্থাৎ পাপকারী নহে বলিয়া প্রকাশ কর। এই ব্যক্তি সত্যসেবী বলিয়া অর্থাৎ ইহার সত্য পাপাচরণ নাই বলিয়া সেই সত্যের প্রভাবে অমৃত-স্বরূপ হও।

৩২৬। ঐ বিষভক্ষণকারীকে ছায়ায় রাখিয়া দিবাশেষ পর্য্যন্ত অনাহারে স্থিত রক্ষণীয়ের বিষভক্ষণ জন্য শারীরিক উত্তেজনা জন্য ক্লেশের অবসান হইলে সে বিষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বলিয়া সেই ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে ইহা মনু বলিয়াছেন।

ইতি বিষদিব্য সমাপ্ত।

(২৩) কোষবিধি

৩২৭। শাস্ত্রকারগণ যে দিব্য যে প্রকারে সকল ঋতুকালে হইতে পারে ইহা বলিয়াছেন অতঃপর সেই কোষদিব্যের (অপ্রসারিতাঙ্গুলি হস্তকে কোষ বলে) উত্তমবিধি বলিতেছেন।

৩২৮। পাপকারী বলিয়া অভিযুক্ত দয়াবান (ধার্ম্মিক) ব্যক্তি পূর্ব্বদিনে উপবাস করিয়া পরদিনে স্নানের পরে সিক্ত বস্ত্রেই রাজকৃত বা দেবকৃত বিপদাদি রহিত অবস্থায় পূর্ব্বাহ্ণে কোষ পান করিবে।

৩২৯। যাহার নামে অভিযোগ হইয়াছে সেই পরিবাদাস্পদ ব্যক্তি যে দেবতায় ভক্তিমান হইবে সেই দেবতার স্নানপূজাদির পরে ঐ স্নানজল তিন কোষ পান করিবে।

৩৩০। ঐ পানের পরে সপ্তাহ মধ্যে বা দ্বিসপ্তাহ কালমধ্যে যাহার আত্মগত অশুভ রাজদৈবকৃত অমঙ্গল দেখা যাইবে সেই ব্যক্তি যে পাপী উহাই তাহার জ্ঞাপক।

৩৩১। কোষ পানকারীর মধ্যে যাহার দুই সপ্তাহের পরে অমঙ্গল হইবে, কোষ পান পরীক্ষার কাল অতীত হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিই তাহাকে অভিযোগ করিতে পারিবে না।

৩৩২। মহাপাতকী ও ধর্ম্মহীন এবং কৃতঘ্ন, ক্লীব ও লোকনিন্দিত, নাস্তিক এবং যাহার উপনয়ন কাল অতীত হইলেও উপনীত নহে (ব্রাত্য) ও দাস এইসকল ব্যক্তিদের কোষ পান হইবে না।

৩৩৩। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে এই পাঁচ প্রকার দিব্য রাজার নিকটে পরিবাদ পাত্র বিষয়ে ব্যবস্থা করিলে সেই ব্যবস্থাকারী ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দলাভ করে।

৩৩৪। গ্রীষ্মকালে জলদিব্য হইবে। অতিশয় শীত পড়িলে বিষদিব্য হইবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে তুলারোহণ পরীক্ষা দেয়। অগ্নিদিব্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দেয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩৩৫। আর জলাদিব্য বৈশ্যের পক্ষে, বিষপরীক্ষা শূদ্রের পক্ষে হইবে। ব্রাহ্মণ বিষয়ে বিষদিব্য ব্যবস্থা করিবে না, ক্ষত্রিয় বিষয়ে লৌহ স্থানান্তরিত করিবে না (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের অগ্নিদিব্য বিহিত থাকায় লৌহ ভিন্ন অন্য উত্তপ্ত ধাতুর দ্বারা অগ্নি পরীক্ষা হইবে ইহা তাৎপর্য্য হইতে বুঝা যায়)।

৩৩৬। তুলারোহণ হইতে কোষ পান পর্য্যন্ত এই যে পাঁচ প্রকার দিব্য তাহা গুরুতর অভিযোগে ব্যবস্থা করিবে। শুদ্ধি প্রমাণ হইলে পঞ্চশৎপণ অভিযোগকারীকে রাজা দেওয়াইবেন আর অশুদ্ধ প্রমাণ হইলে সেই ব্যক্তি অপরাধানুরূপ দণ্ডভাগী হইবে।

(২৪) তণ্ডুলবিধি

৩৩৭। তণ্ডুলের ভক্ষণের জন্য শাস্ত্রবোধিত বিধি বলিতেছি। চৌর্য্যের অভিযোগ স্থলে এই তণ্ডুল ভক্ষণ করিতে দিতে হয় অন্য কারণে ঐ দিব্য হইবে না ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত।

৩৩৮-৩৪০। পবিত্র হইয়া শালি (হৈমন্তিক) ধান্যের শুক্লবর্ণ তণ্ডুল ভক্ষণ করাইবে অন্য ধান্যের নহে। মৃত্তিকাপাত্রে তাহা সূর্য্যদেবের অগ্রে রাখিয়া স্নানজল দ্বারা সম্পর্কযুক্ত করিয়া রাত্রিতে সেইস্থানে রাখিবে, পরদিনে রাত্রি প্রভাত হইলে পূর্ব্বমুখে অবস্থিত পূর্ব্বদিনে উপবাসী স্নাত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ তণ্ডুল সূর্য্যপূজাকারী নিজেই সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্য তিনবার করিয়া দিবে।

৩৪১। ঐ তণ্ডুল (চর্ব্বণপূর্ব্বক) ভক্ষণ করিয়া পরে অশ্বত্থপত্রে নিষ্ঠীবন (থুতু) ত্যাগ করাইবে। অশ্বত্থপত্রের অভাব হইলে ভূর্জ্জপত্রে থুতু ফেলাইবে।

৩৪২। ঐ নিষ্ঠীবন (থুতু) ত্যাগ করাইলে যাহার রক্ত উহাতে দেখা যাইবে ও দন্তগুলি অবসন্ন হইবে অর্থাৎ শক্তি হ্রাস হইবে এবং গাত্র কম্পমান হইবে তাহাকে অশুদ্ধ অর্থাৎ চোর বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

(২৫) তপ্ত মাষকবিধি

৩৪৩। অতঃপর তপ্ত মাষকরূপ পরীক্ষা বলিব। শুদ্ধ বা অশুদ্ধ ইহা পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন।

৩৪৪। সুবর্ণময়, রজতময়, লৌহময় বা মৃণ্ময় পাত্রে ঘৃত গ্রহণ করিয়া উহা ক্ষিপ্রকারিতার সহিত শুদ্ধ অবস্থায় অগ্নিতে স্থাপন করিবে।

৩৪৫। মাষক পরিমিত (মাষা লৌকিক পরিমাণে প্রসিদ্ধ) সুবর্ণময় বা রজতময় বা তাম্রময় বা লৌহময় সুপরিষ্কৃত মুদ্রাকে জল দ্বারা পুনঃপুনঃ ধৌত করিয়া ঐ তপ্ত ঘৃত মধ্যে প্রক্ষেপ করিবে।

৩৪৬। দীর্ঘকাল উত্তপ্ত ঘৃত মধ্যে চঞ্চল অবস্থায় পড়িয়া থাকায় সেই মুদ্রারূপ অগ্নি (সাধারণের) পক্ষে স্পর্শ বিষয় অতিশয় ভয়াবহ হইবার পরে এই মন্ত্র দ্বারা সেই উত্তপ্ত ঘৃতকে অভিমন্ত্রিত (উপাসনা) করিবে।

৩৪৭। ঘৃত তুমি পরম পবিত্র, সকল যজ্ঞকার্য্যে (দেবতার উদ্দেশ্যে যে দ্রব্য ত্যাগ করা হয় সেইসকল কার্য্যে) অমৃতস্বরূপ হও (দেবতারা অমৃতই পান করেন) যদি আমি পাপকারী হই আমাকে তুমি দগ্ধ কর আর আমি যদি শুচি অর্থাৎ পাপশূন্য হই তাহা হইলে আমার নিকটে তুমি হিমের ন্যায় শীতল হও।

৩৪৮। ঐভাবে মুদ্রাটি স্পর্শ করিলেও যাহার তর্জ্জনী অঙ্গুলি ক্ষতযুক্ত হইবে না অর্থাৎ যেমন পূর্ব্বে ছিল সেইরূপ থাকিবে এবং ঐরূপ উষ্ণ ঘৃত স্পর্শেও তাহাতে স্ফোটক (ফোস্কা) হইবে না সেই ব্যক্তি এই পরীক্ষায় নিষ্পাপ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। ইহার বিপরীত হইলে সেই ব্যক্তি শুদ্ধ নহে ইহা জানিতে হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বিতীয় ব্যবহারপদ

নিক্ষেপ ও উপনিধি ভেদ

১। যেক্ষেত্রে নিজের দ্রব্য নষ্ট হইতে পারে না (এই বিশ্বাসে নিঃশঙ্কচিত্তে) গচ্ছিত রাখে তাহাকে পণ্ডিতগণ 'নিক্ষেপ' নামক ব্যবহারপদ বলেন।

২। কিরূপ ব্যক্তির নিকটে গচ্ছিত রাখিলে সেই দ্রব্য নষ্ট হয় না ইহা বলিতেছেন। সদ্বংশসম্ভূত, সচ্চরিত্র, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, সৎসহায়সম্পন্ন, ধনবান, লোকমান্য ব্যক্তির নিকটে নিজ বস্তু গচ্ছিত রাখা যায় (অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তির নিকটে দ্রব্য গচ্ছিত রাখিলে তাহা নষ্ট হয় না)।

৩। যে ব্যক্তি যাহার নিকটে যে বস্তু যেভাবে গচ্ছিত রাখিবে সেই বস্তু তাহার নিকট হইতে সেইভাবেই গ্রহণ করিবে। কারণ যেভাবে দেওয়া হয় গ্রহণও সেইভাবে হওয়া উচিত (তাহা না হইলে লোকসমক্ষে গচ্ছিত রাখিয়া গোপনে গ্রহণ করিলে যে ব্যক্তি গচ্ছিত রাখিতেছে সেই ব্যক্তি গোপনে গ্রহণ করিয়াও বলিতে পারে যে আমি উহা গ্রহণ করি নাই, গচ্ছিত প্রত্যর্পণকারী উহার প্রত্যর্পণ বিষয়ে সাক্ষী দেখাইতে পারিবে না)।

৪। যাহার নিকটে দ্রব্য গচ্ছিত রাখা হইয়াছে সে লোভবশবর্ত্তী হইয়া যদি নিয়মানুসারে গচ্ছিত বস্তুটি নিক্ষেপকারীকে প্রত্যর্পণ না করে সেই ক্ষেত্রে রাজদ্বারে অভিযোগ হইলে, রাজা সেই ব্যক্তিকে আনাইয়া দিব্যাদি দ্বারা উহা (দ্বিগুণ রাজদণ্ডাদিসহ) প্রত্যর্পণ করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

৫। নিক্ষেপ (গচ্ছিত কাহাকে বলে ইহা) দেখাইয়া উপনিধি বলিতেছেন (ইহাও গচ্ছিত বিশেষ)। পূর্ব্বোক্ত নিক্ষেপ হইতে পার্থক্য নিবন্ধন ইহার 'ঔপনিধিক' সংজ্ঞা হইবে। অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ঐ আচ্ছাদনের মধ্যে কি দ্রব্য থাকিল তাহা না বলিয়া যে দ্রব্য পরের গৃহে গচ্ছিত রাখে সেই গচ্ছিত বস্তুকে 'ঔপনিধিক' বলে।

৬। সাক্ষী রাখিয়া এবং সাক্ষী না রাখিয়াও বিশ্বাসের উপর রাখিতে পারে এইরূপে উহা দ্বিপ্রকার হইতেছে। যে প্রকারে রাখা হইয়াছে (সাক্ষী রাখিয়া বা না রাখিয়া) সেই প্রকারে উহা প্রত্যর্পণ করিবে অর্থাৎ সাক্ষী থাকিলে তাহার সমক্ষে এবং সাক্ষী না থাকিলে কাহারও অনুপস্থিতিতে উহা প্রত্যর্পণ করিবে। প্রত্যর্পণ না করিলে সাক্ষী বা দিব্যাদি দ্বারা তাহা জানিতে হইবে। ('উপ'—সমীপে 'নিধি'—স্থাপন রাখা। যে দ্রব্য বলিয়া ও দেখাইয়া রাখা হয় তাহা নিক্ষেপ আর যাহা কোন বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া এবং যাহা রাখা হইতেছে তাহা না বলিয়া বা না দেখাইয়া বিশ্বস্ত লোকের নিকট যে দ্রব্য স্থাপিত হয় তাহাকে 'উপনিধি' বলে।)

৭। ঐ নিক্ষেপকারী প্রার্থনা করিলে পর যদি ঐ গচ্ছিত বস্তু প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে ঐ দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাজা দণ্ড দিবেন। যদি কোন প্রকারে ঐ গচ্ছিত নষ্ট হইয়া থাকে তখন যে বস্তু ছিল তাহার তুল্য বস্তু তাহাকে (ঐ গচ্ছিত বস্তু যাহার নিকট ছিল তাহাকে) দিতে বাধ্য করাইবেন।

৮। আর গচ্ছিতকারীর অনুমতি না লইয়া যাহার নিকট গচ্ছিত বস্তু আছে সেই ব্যক্তি যদি ঐ গচ্ছিত বস্তু দ্বারা নিজের প্রয়োজন সাধন করে, সেই ক্ষেত্রে (ঐ গচ্ছিত বস্তু ব্যবহারকারী) ব্যক্তি দণ্ড পাইবার যোগ্য হইবে এবং সুদের সহিত ঐ গচ্ছিত বস্তু তাহাকে রাজা দেওয়াইবেন।

৯। পূর্ব্বে (৭ শ্লোকে) যে গচ্ছিত বস্তু নষ্ট হইলে গচ্ছিত বস্তুর সমান দিতে হইবে বলা হইয়াছে তাহার ব্যতিক্রম বলিতেছেন। যাহার নিকটে গচ্ছিত বস্তু রাখা হইয়াছে সেই গচ্ছিত রক্ষাকারীর বস্তুর সহিত ঐ গচ্ছিত বস্তুও যদি নষ্ট হয় তাহা হইলে ঐ গচ্ছিত বস্তুও নষ্টের মধ্যে গণ্য হইবে (অর্থাৎ উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না)। এইরূপ দৈববশতঃ নষ্ট হইলে বা রাজা কোন কারণবশতঃ ঐ ব্যক্তির সকল বস্তু গ্রহণ বা বাজেয়াপ্ত করিলে তাহাও দিতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

না (যেমন দৈববশতঃ গৃহদাহ হওয়ায় সমস্ত দগ্ধ হইলে বা যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে
প্রজার সমস্ত লইলে, যে দ্রব্য গচ্ছিত রাখিবে তাহাকে গচ্ছিত বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে হইবে
কিন্তু যদি কপটতা দ্বারা (চৌর্য্যদস্যুতাদি প্রচার দ্বারা) গচ্ছিত রক্ষাকারীর গচ্ছিত
অপলাপের চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে ঐ গচ্ছিত বস্তু রাজার সাহায্যে আদায় হইবে।

১০। গচ্ছিত রাখিয়া সেই ব্যক্তি মারা যাইলে পর, যাহার নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল
ব্যক্তি যদি উহা ঐ মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে নিজেই প্রত্যর্পণ করে তাহা হইলে ঐ
চ্ছিত বস্তু সম্পূর্ণ প্রত্যর্পিত হয় নাই, এই বলিয়া সেই ব্যক্তিকে রাজা বা যে ব্যক্তি গচ্ছিত
খিয়াছিল, তাহার অন্য আত্মীয়গণও দায়ী করিতে পারিবে না।

১১। ঐ প্রত্যর্পণকারী কোন কারণবশতঃ গচ্ছিত বস্তু সম্পূর্ণ প্রত্যর্পণ করে নাই, এই
ক্ষর হইলে সরলভাবে প্রীতিপূর্ব্বক সেই গচ্ছিত বস্তু পাইবার ইচ্ছা করিবে। তাহার
হার নিকট গচ্ছিত ছিল তাহার) আচরণ বিচার করিয়া প্রিয়ব্যবহারের দ্বারা প্রত্যর্পণ
রিতে হইবে।

১২। চোরে চুরি করিলে বা জলে ডুবিয়া নষ্ট হইলে অথবা গৃহদাহ জন্য অগ্নিতে
ড়িয়া যাইলে, যে গচ্ছিত রাখিয়াছে সে তাহা দিবে না, যদি ঐ গচ্ছিত বস্তু হইতে কিছু
া কোন কার্য্যে ব্যবহার না করিয়া থাকে (ইহা হইতে প্রতীতি হয় যদি অন্য কার্য্যে গচ্ছিত
ছু কিছু অংশ ব্যবহারে লাগাইয়া থাকে তবে তাহা তাহাকে দিতে হইবে)।

১৩। যে ব্যক্তি গচ্ছিত বস্তু প্রত্যর্পণ করে না, আর যে ব্যক্তি গচ্ছিত না রাখিয়াই গচ্ছিত
য়া প্রার্থনা করে, ঐ উভয় ব্যক্তিই চৌরের ন্যায় দণ্ডনীয় এবং ঐ দাবীর সমান অর্থ দণ্ডরূপে
হইবে।

১৪। এই যে নিক্ষেপ ও উপনিধিতে নিয়ম দেখান হইল, এই নিয়মই গচ্ছিতস্থলে
অমুক কার্য্য করিব, এই বলিয়া প্রার্থনা করার জন্য যাহা পাইয়াছে সেই ধনে যাহা পরে
র্দ্ধার রাখা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে এবং শিল্প কার্য্য করিবার জন্য যাহা গৃহীত হইয়াছে
ধন বিষয়ে এবং আচ্ছাদিত করিয়া দ্রব্য বিশেষ না বলিয়া যাহা রাখা হইয়াছে, সেই গচ্ছিত
র এক ব্যক্তির গচ্ছিত বস্তু কার্য্যকাল বিশেষে প্রয়োজন হওয়ায় অন্যের হস্তে তাহা ন্যস্ত
র, সেই বিষয়ে এই নিয়ম ব্যবহার করিতে হইবে।

১৫। আর যে ব্যক্তি অনাথ বলিয়া, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে গ্রহণ করে তাহার এইরূপ
হইবে। এই ছয়টি বিধি (নিয়ম) এক প্রকার জানিবে। (১) যাচিত বিধি, (২) অন্বাহিত
(৩) শিল্পহস্তগ ধন, (৪) ন্যাস, (৫) প্রতিন্যাস, (৬) পৌগণ্ড বিধি। এই ছয়টি উপনিধি
।

উপবিধি-নামক দ্বিতীয় ব্যবহারপদ সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তৃতীয় ব্যবহারপদ

সম্ভূয় সমুত্থানের তিন প্রকার ভেদ

১। বণিক প্রভৃতিরা যেস্থলে মিলিত হইয়া একযোগে কর্ম্ম করে সেই ব্যবহারপদ 'সম্ভূয় সমুত্থান' নামে অভিহিত। (মিলিতদিগের উদ্‌যোগ সম্ভূয় সমুত্থান অর্থাৎ যৌথ কারবার)।

২। লাভের নিমিত্ত যে কোন উপায়ের অবলম্বনে মিলিতভাবে কার্য্য করিবার নি একত্রে অনেকের অর্থ বা দ্রব্য রাখা হয়, উহাই 'সম্ভূয় সমুত্থান'। সেই ধন বা দ্রব্য হ অংশানুসারে উহারা (দ্রব্যাদির একযোগে স্থাপনকারীরা) উন্নতি লাভ করিবে। (যেমন ব্যক্তি পঞ্চশত দিল, অপরে দুইশত, অন্য তিনশত, অপর এক ব্যক্তি চারশত, এইভাবে সেই সেই পরিমাণে ধান্যাদি দ্রব্য একত্র সমাবেশ করিয়া যে উপায়ে অর্থাৎ ঋণ দিয়া বা দ্বারা যে বৃদ্ধি বা লাভ হয় তাহা যে ব্যক্তির যেমন ঐ কার্য্যে দেওয়া আছে সেই অংশানু লভ্যাংশ গ্রহণ করিবে।)

৩। ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন, ঐ একত্র যে দ্রব্যের বা অর্থের সমাবেশে কর সমানভাবে দিয়াছে, কেহ বা অধিক দিয়াছে, কেহ বা অল্প দিয়াছে, এইরূপে নিষ্পন্ন সমা যাহার যেরূপ অংশ আছে, ঐ ক্ষেত্রে দ্রব্যের বা অর্থের যে ব্যয় বা ক্ষতি অথবা লাভ হ ঐ সকল ব্যক্তির নিজ নিজ অংশানুসারেই সেই বিষয়ে ভাগী হইতে হইবে।

৪। এই কার্য্যের আরম্ভকালে যেভাবে প্রত্যেকের কার্য্য ব্যবস্থা নিজেরা স্থির ক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে সেই সেই নির্জাদিগের স্বীকৃত বিষয়ে অবিচলিত থাকিয়া তত্ত মূলধন, তৎকালেস্থিত দ্রব্যাদি, ব্যয় কি পরিমাণে রক্ষিত আছে, কার্য্যগত গুরুত্ব এবং লাভ ক্ষতি হইতেছে কি না, আর এই লাভাদি-স্থিরাংশ যাহা হইতেছে, এই সকল নির্ণয়ে নিয়মের অনুল্লঙ্ঘ্যজ্ঞানে পর্য্যবেক্ষণ করিবে।

৫। এই যে সকলে মিলিতভাবে যে অর্থাদি দিয়াছে তাহা কাহারও অনবধানতার যাহা নষ্ট হইবে বা নিষিদ্ধ কার্য্য করার জন্য যাহা ক্ষতি হইবে এবং মিলিতভাবে যহ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাদিগের আদেশ না পাইয়া অর্থাৎ অসম্মত বিষয়ে ক্ষ যদি কিছু কেহ করে, ঐ ক্ষতির পূরণ তাহাকেই করিতে হইবে।

৬। দৈব (ভূকম্পন বা গৃহদাহাদির জন্য) ও তস্করাদি হইতে এবং রাজার সৈন্যাদি হই বিপত্তি (লুঠ প্রভৃতি) হইলে, যে ব্যক্তি স্বীয় শক্তি দ্বারা ঐ সকল দ্রব্য রক্ষা করিবে, তাহ তাহার দশাংশের একাংশ লাভ (অধিক) দিতে হইবে।

৭। ঐ মিলিতভাবে কার্য্যকারীদিগের মধ্যে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তহ উত্তরাধিকারী তাহার অংশ পাইবে। তাহার উত্তরাধিকারী না থাকিলে ঐ মি কার্য্যকারীদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি মৃতের ঔর্দ্ধদেহিক অর্থাৎ দাহাদি কার্য্যে অধিকারী তা সকলেই তাহার অংশ গ্রহণ করিবে।

ঋত্বিক্ ভেদ—

৮। এইরূপ ঋত্বিক্ (যজ্ঞ কর্ম্মে যাহারা বৃত হইয়া ঋতুকাল কর্ত্তব্য যাগ করে) যজ্ঞ করার পরে ঐ কার্য্যে বৃত ঋত্বিক্‌দিগের মধ্যে কেহ মারা যাইলে অন্য ব্যক্তি তাহার কার্য্য ক কারণ অপরের আরব্ধকর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং ঐ ব্যক্তি (মৃত) ঋত্বিকের পূর্ব্বকল্পিত প্রাপ্য দক্ষি অংশ গ্রহণ করিবে (যেমন জ্যোতিষ্টমবিকৃতি যে যাগ আছে তাহাতে চারটি চারটি কর চারিটি দলে ঋত্বিক্ বরণ করিতে হয় ঐ চারিটি দলের প্রত্যেক দলেই প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ঋত্বিক্ আছে, ইহাদের প্রথম চারিটিকে দ্বাদশ করিয়া, দ্বিতীয়দিগকে ছয়টি ছ করিয়া, তৃতীয়দিগকে চারিটি চারিটি করিয়া ও চতুর্থ ঋত্বিক্‌দিগকে তিনটি তিনটি করিয়া দক্ষিণা দিতে হয়, এই ক্ষেত্রে ঐ কর্ম্মারম্ভের পরে কাহারও বিপদ হইলে পরে বৃত ঋত্বিক্ ঋত্বিকের যাহা প্রাপ্য হয়, তাহার প্রাপ্য দক্ষিণা কার্য্য করার অংশানুসারে গ্রহণ করিবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৯। এই সকল ঋত্বিক্, যজমান দোষদুষ্ট না হইলেও এবং অপকার না করিলেও যদি ঐ যজমানকে পরিত্যাগ করে কিম্বা অদুষ্ট ঐরূপ ঋত্বিক্‌কে যদি যজমান পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ উভয়েই দণ্ডার্হ হইবে।

১০। এই ঋত্বিক্ হইতেছে তিন প্রকারঃ (১) পিত্রাদি পূর্ব্বপুরুষগণ যাহাকে ঋত্বিক্ বলিয়া বরণ করিয়াছে, (২) পূর্ব্বপুরুষ কৃত ঋত্বিক্ না থাকিলে নিজে যাহাকে ঋত্বিক্ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, (৩) যে পূর্ব্বপুরুষকৃত বা নিজে গৃহস্বামী কর্ত্তৃক ঋত্বিক্‌কার্য্যে বৃত হয় নাই অথচ তখন ঐ গৃহস্থের কোন ঋত্বিক্ আসে নাই বা স্থির নাই, সেই ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় আসিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ঋত্বিক কার্য্য করে।

১১। পূর্ব্বপুরুষক্রমে যে ঋত্বিক্ বলিয়া বৃত আছে বা গৃহস্বামী যাহাকে নিজেই ঋত্বিক্‌পদে বরণ করিয়াছে, এই দুই প্রকার ঋত্বিক্ বিষয়েই দোষযুক্ত না হইলে বা অপকারকারী না হইলে যজমান ঋত্বিক্‌কে ও ঋত্বিক্ যজমানকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। আর যে ঋত্বিক্ না থাকায় বৃত না হইয়াও স্বয়ং বৃত হয় তাহাকে গৃহস্বামী ত্যাগ করিলে পাপ হইবে না।

শুল্ক ভেদ

১২। যে স্থানে রাজার বাণিজ্যের উপর শুল্ক (অর্থাৎ কর) নির্দ্ধারিত আছে, বণিক্ সেই স্থান প্রাপ্ত হইলে যাহা কর দিবার কথা বলা আছে, তাহার অপলাপ করিবে না কারণ ইহাই রাজাকে পূজা করিবার দ্রব্য।

১৩। শুল্কস্থানে বাণিজ্য করার পরে শুল্ক (বাণিজ্যকর) না দিয়া ঐস্থান ত্যাগ করিলে বা শুল্ক না দিয়া অকালে অর্থাৎ যখন ক্রয়-বিক্রয় করিবার নিয়ম আছে, শুল্ক না দিবার অভিপ্রায়ে অন্য সময়ে ক্রয় বা বিক্রয় করিলে অথবা যে পরিমাণ দ্রব্যের ক্রয় বা বিক্রয়ে পরিমাণানুসারে শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে না দিবার অভিপ্রায়ে বাণিজ্য দ্রব্য পরিমাণ মিথ্যা বলিয়া বাণিজ্য করিলে যাহা ন্যায্য শুল্কে হয় তাহার অষ্টগুণ অধিক দণ্ড দিতে হইবে।

১৪। ব্রাহ্মণ কোন সময়ে শুল্ক দিবে না ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উক্ত আছে ব্রাহ্মণের গৃহকার্য্যোপযোগী যে বস্তু তাহার শুল্ক সে দিবে না। সে যদি বাণিজ্য করে তাহা হইলে তাহার শুল্ক বর্জ্জন হইবে না।

১৫। ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহলব্ধধনে শুল্ক নাই কারণ উহা বাণিজ্য নহে। যাহারা নৃত্যগীতাদি দ্বারা অর্থ অর্জ্জন করে তাহার সেই ধনার্জ্জন বাণিজ্য নহে। এবং যাহারা স্কন্ধে লইয়া বাণিজ্য করিতে পারে ঐ বাণিজ্যও অল্প বলিয়া বাণিজ্য পদবাচ্যই নহে, অতএব উহাতে ঐ সকল ক্ষেত্রে শুল্ক দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে (অর্থাৎ উচিত নহে)।

১৬। দেশান্তরে বাণিজ্যকারী কোন বণিক কোন রাজ্যে বাণিজ্য করিবার জন্য আসিয়া যদি মরা যায়, তাহা হইলে দেশের রাজা সেই বণিকের বাণিজ্য দ্রব্য সেই পর্য্যন্ত রক্ষা করিবেন যে পর্য্যন্ত তাহার উত্তরাধিকারীকে দেখা না যায় (অর্থাৎ উত্তরাধিকারীর না আসে)।

১৭। তাহার পুত্রাদি উত্তরাধিকারী অথবা পিত্রাদি, ভ্রাতাদি, কেহ না থাকিলে তাহার জ্ঞাতিদিগকে, রাজা উহা সমর্পন করিবেন। তাহাদিগের দর্শন বা সন্ধান না হইলে দশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজা উহা রাখিয়া দিবেন।

১৮। তাহার পরে দশবর্ষ পর্য্যন্ত পড়িয়া আছে যে ধন, সেই ধনের স্বামী না থাকায় এবং উত্তরাধিকারীরাও না থাকায়, রাজা উহা নিজের করিয়া লইবেন, ইহাতে রাজার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না।

সম্ভূয় সমুত্থান নামক তৃতীয় ব্যবহারপদ সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চতুর্থ ব্যবহারপদ

দত্তের অপ্রদান

১। যে ব্যক্তি অসাধুভাবে দ্রব্য দানের পরে উহা পুনঃ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা 'দত্তাপ্রদানিক' নামক ব্যবহারপদ বলিয়া প্রচলিত আছে।

২। অদেয় (দানের অযোগ্য) ও দেয় (দানযোগ্য) বস্তু এবং যে দান সিদ্ধ এবং যাহা অসিদ্ধ এই চার প্রকার ব্যবহার বিষয়ে 'দান মার্গ'।

৩। এই সকল বিষয়ের মধ্যে অদেয় আট প্রকার এবং দেয় এক প্রকার। সিদ্ধদান (যাহা দান করা হইয়াছে তাহা) সাত প্রকার আর অদত্ত (অসিদ্ধদান) ষোড়শ প্রকার।

৪-৫। অদেয় যাহা আট প্রকার উক্ত হইল তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, (১) অন্বাহিত অর্থাৎ যে গচ্ছিত রাখিয়াছিল তাহাকে সেই বস্তু দিবার জন্য অন্যের হস্তে সমর্পিত, (২) যাচিত (এক ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিয়াছে তাহা), (৩) বন্ধক দ্রব্য, (৪) অবিভক্ত বস্তু (সাধারণের অর্থাৎ দাতার একার নহে), (৫) গচ্ছিত বস্তু, (৬) স্ত্রী ও পুত্র এবং (৭) বংশধারা থাকিলে স্থাবর অস্থাবর সমস্ত ধন। (৮) অপরকে দিবার নিমিত্ত যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছে। এই আট প্রকার বস্তু অত্যন্ত আপদ্‌গ্রস্ত অবস্থায়ও দানের যোগ্য নহে (অদেয়) বলিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন।

৬। পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনাদি দ্বারা ভরণের পরে যাহা অতিরিক্ত (অধিক) হইবে, সেই বস্তুই দানযোগ্য হইবে। ইহা ভিন্ন বস্তু অর্থাৎ অবশ্য প্রতিপাল্য কুটুম্বের ভরণোপযোগী দ্রব্য পরিহার করিয়া (ভরণাদি বিষয়ে কষ্ট দিয়া) দান করিলে ঐ প্রতিপালক গৃহস্বামী প্রত্যবায়ভাগী হইবে।

৭। যে ব্যক্তির ত্রৈবার্ষিক আয় অবশ্যভরণীয়ের জীবিকা সম্পাদন করিয়াও প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকে, সেই ব্যক্তি সোমযাগ করিবার যোগ্য পাত্র।

৮। (১) বস্তু ক্রয় করিয়া যে মূল্য দেওয়া হয়, (২) বেতন যাহা দেওয়া হয়, (৩) ব্যবহারাদি দেখিয়া সন্তোষের জন্য যাহা দেওয়া হয়, (৪) স্নেহের জন্য যাহা দেওয়া হয়, (৫) উপকারকারীর উপকারের জন্য যাহা দেওয়া হয়, (৬) স্ত্রীকে যাহা দেওয়া হয়, (৭) ভক্তিপ্রযুক্ত পূজ্য ব্যক্তিকে যাহা দেওয়া হয়, এই সাত প্রকার ধনকে দত্তধন বলে।

আর অদত্ত ধন

৯-১১। (১) ভয়প্রযুক্ত, (২) ক্রোধবশতঃ, (৩) দ্বেষপ্রযুক্ত, (৪) শোকাভিভূত অবস্থায়, (৫) রোগগ্রস্ত অবস্থায় যে দান, (৬) উৎকোচ (ঘুষ), (৭) পরিহাসপূর্ব্বক, (৮) বস্তু বিপর্যয় দ্বারা যে ছল প্রদর্শনমূলক দান, (৯) অপ্রাপ্তবয়স্ক (নাবালক) অবস্থায়, (১০) হিতাহিত বোধশূন্য ব্যক্তির, (১১) অস্বতন্ত্রের (যে স্বাধীন নহে তাহার), (১২) জলাদিতে পড়িয়া মরণোন্মুখ ব্যক্তির, (১৩) সুরাদি পান জন্য মত্তাবস্থায়, (১৪) উন্মাদ অবস্থায়, (১৫) আমার কার্য্য এই ব্যক্তি করিয়া দিবে এই প্রতিলাভের ইচ্ছায় যে দান, (১৬) আর ধর্ম্মকার্য্য করিবার জন্য যে দানের পাত্র নহে তাহাকে অজ্ঞানপ্রযুক্ত দানের পাত্রবোধে যে দান, তাহাও অদত্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১২। ঐ সকল অদত্ত বস্তুকে যে ব্যক্তি লোভপ্রযুক্ত গ্রহণ করে বা ঐ অদেয় বস্তুকে যে দান করে, সেই অদত্তের গ্রহণকারী ও অদেয়দানকারী এই উভয়েই দণ্ডার্হ হইবে।

দত্তাপ্রদানিক বিবাদপদ সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পঞ্চম ব্যবহারপদ

অশুশ্রূষাভ্যুপেত্য (সেবা করার অঙ্গীকার ভঙ্গ) নামে যে ব্যবহারপদ

১। যে ব্যক্তি শুশ্রূষা করিবার অঙ্গীকার করিয়া তাহা করে না, ইহাকে অশুশ্রূষাভ্যুপেত্য নামক বিবাদপদ বলে।

২। মনীষিগণ শাস্ত্রে পঞ্চপ্রকার শুশ্রূষাকারী দেখিয়াছেন। ঐ পঞ্চপ্রকারের মধ্যে চার-প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে অপর একপ্রকার হইল দাস, ঐ দাসের ভেদ হইল পঞ্চদশপ্রকার।

৩। শিষ্য (ছাত্র), বাটীতে থাকিয়া শিল্পশিক্ষাকারী (অন্তেবাসী), বেতনগ্রাহী কর্ম্মচারী, অতিরিক্ত কর্ম্ম যে করে সেই ব্যক্তি, এই চারি প্রকারকে কর্ম্মকর বলিয়া জানিবে। আর যে পঞ্চদশ প্রকার ভেদের দাস আছে, তাহারা গৃহদাসীগর্ভজাত প্রভৃতি, ইহা পরে বিস্তৃতভাবে উক্ত হইবে।

৪। দ্বিতীয় শ্লোকে পঞ্চপ্রকার শুশ্রূষাকারী বলিয়া পরে ভেদ দেখাইয়াছেন, এখন ইহাদের সর্ব্বসাধারণ যে ধর্ম্ম তাহা দেখাইতেছেন। এই পঞ্চপ্রকার ব্যক্তির অস্বতন্ত্রতাই (পরাধীনতাই) সাধারণ ধর্ম্ম, ইহা মনীষিগণ বলিয়াছেন। জাতি বিভাগ অনুসারে কর্ম্ম দ্বারা বিশেষত্ব হইবে এবং সেই কর্ম্মানুসারেই ইহাদিগের বৃত্তি (জীবিকা) হইবে।

৫। কর্ম্ম হইতেছে শুভ ও অশুভ ভেদে দুইপ্রকার। সাধারণ কর্ম্মকরদিগের কর্ম্মকে শুভ আর দাসকর্ম্মকে অশুভ কর্ম্ম বলা হয়।

৬-৭। গৃহদ্বার, অশুচিস্থান, পথ, বিষ্ঠা বা সম্মার্জ্জনাদি নিক্ষিপ্ত ধূলি প্রভৃতির শোধন এবং মলদ্বার স্পর্শ অর্থাৎ ক্ষালনাদি, উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনাদি, বিষ্ঠা-মূত্রাদি গ্রহণ ও পরিষ্কার করা, প্রভুর ইচ্ছানুসারে স্বীয় অঙ্গের দ্বারা চরম উপাসনা করা অশুভ (হীন) কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। এতদ্ব্যতীত কর্ম্ম শুভ।

৮। তৃতীয় শ্লোকে যে শিষ্য এবং অন্তেবাসী প্রভৃতিকে কর্ম্মকররূপে বলিয়াছেন, এখন শিষ্যের আচরণীয় কর্ম্ম বলিয়া অন্যের সহিত পার্থক্য দেখাইতেছেন। শিষ্য (ছাত্র) যতদিন বিদ্যা গ্রহণ করিবে, সেইকাল পর্য্যন্ত সংযত (একনিষ্ঠ)ভাবে গুরুকে শুশ্রূষা করিবে এবং গুরুর ন্যায় গুরুপত্নীর প্রতি তদ্রূপ আচরণ করিবে ও গুরুপুত্রের বিষয়েও সেইরূপই করিবে।

৯। গুরুগৃহে বাসকালীন ব্রহ্মচারী হইয়া (সংযতেন্দ্রিয় হইয়া) বহুভিক্ষা করিবে, নিম্নে শয়ন করিবে অর্থাৎ খট্টারোহণ করিবে না, ভূষণ পরিধান করিবে না, সকলে শয়ন করিলে পর শয়ন করিবে এবং অন্য সকলের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবে।

১০। গুরুর আদেশ না পাইলে কোন দূর স্থানে যাইবে না বা গুরুর নিকটে থাকিবে না। গুরু আদেশ করিলে যদি সেই কার্য্য করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে উহা ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া করিবে।

১১। গুরুর আসনের নিম্নে পার্শ্বদেশে বা পীঠে (পিঁড়িতে) উপবিষ্ট হইয়া পাঠের নির্দ্দিষ্টকালে একাগ্রচিত্তে সেই পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবে যে পর্য্যন্ত না গুরু অমত করেন।

১২। বিদ্যা স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় সর্ব্বত্র নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়। এইজন্য বিদ্যার্থী যে শিষ্য সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা গুরুর নিম্নদেশে অবস্থান করিবে।

১৩। যদি শিষ্য গুরুর আদেশ প্রতিপালন না করে তাহা হইলে গুরু তাহাকে তিরস্কার করিবেন, অথবা (অবস্থাবিশেষে) নির্দ্দয়ভাবে বাঁধিয়া রজ্জু বা কঞ্চি (বংশ শাখা) দ্বারা তাড়ন করিবেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৪। ঐ তাড়ন করিতে উপদেশ থাকিলেও অতিশয় তাড়ন করিবে না এবং মস্তক বা বক্ষঃস্থলে তাড়ন করিবে না। ঐরূপ শাসন করার পরে শিষ্যকে মিষ্টবাক্যে উপদেশাদি দ্বারা শান্ত করিবে। তাহা না করিলে শিষ্য রাজাকে জানাইলে রাজা সেই গুরুকে শাসন করিবেন।

১৫। বিদ্যাধ্যয়নের পরে সমাবর্ত্তন সংস্কার হইলে শিষ্য আচার্য্যকে (গুরুকে) ভালরূপ দক্ষিণা দিয়া নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিবে। এইরূপ শিষ্যের বৃত্তি (আচরণ) উক্ত আছে।

১৬। পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির অনুজ্ঞা লইয়া নিজ শিল্প (যে জাতীয় লোকের যে শিল্পবৃত্তি আছে তাহা) শিক্ষা করিবার বাসনায় গুরুর গৃহে সময়ের অবধারণ করিয়া বাস করিবে।

১৭। ঐ গুরু নিজগৃহে অন্নাদি দিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবেন। তাহাকে অন্য কোন কার্য্য করাইবেন না। পুত্রের ন্যায় ইহার সহিত আচরণ করিবেন।

১৮। নিয়মিত শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত ঐ গুরুকে যে অন্তেবাসী বিনা দোষে পরিত্যাগ করিবে তাহাকে বলপূর্ব্বক ঐস্থানে থাকিতে বাধ্য করিতে হইবে। সেই ছাত্র আটকস্থানে বন্ধনদণ্ড পাইবার যোগ্য।

১৯। পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত ঐ অন্তেবাসী যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহা, এবং সেইস্থানে যে কর্ম্ম করিবে তাহার ফল (লাভ) গুরুরই হইবে।

২০। শিষ্য শিল্পবিষয়ে শিক্ষিত হইয়া আসিবার কাল উপস্থিত হইলে শিক্ষককে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক শক্তি অনুসারে সম্মানিত করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

২১। সেই ছাত্রের শিল্পশিক্ষায় নৈপুণ্য জন্মাইয়াছে বুঝিয়া যদি গুরু তাহার বেতন নির্দ্দেশ করেন তখন সেই অন্তেবাসী (ছাত্র) তাহা গ্রহণ করিবে এবং গ্রহণ করিয়া সেইস্থানে থাকিবে, অন্যের গৃহে যাইবে না।

অন্তেবাসী প্রকরণ সমাপ্ত।

২২। উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ভৃত্য তিনপ্রকার। ইহাদিগের সামর্থ্য ও অনুরাগ অনুসারে কর্ম্মের অনুরূপ বেতন হইবে।

২৩। অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তি হইল উত্তম, কৃষিনিপুণ ব্যক্তি মধ্যম এবং যাহারা কেবল ভার বহন করে তাহারা অধম, এই হইল তিনপ্রকার ভৃত্য।

২৪। আর যাহারা কার্য্যে নিযুক্ত (যেমন রাজপক্ষে, কেহ প্রজা পালন কর্ম্মে, কেহ কর-গ্রহণাদি কার্য্যে, কেহ যুদ্ধের উপকরণ সৈন্যরক্ষাদি কার্য্যে; সাধারণ গৃহস্থপক্ষে, কেহ ভূমি সম্বন্ধে শস্যাদিতে জল সেবাদি বিধানের জন্য প্রণালী রচনা ও প্লাবনাদির নিবৃত্তির জন্য জলের বাঁধ প্রণয়ন রক্ষাদি কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত হয় এবং মকন্দমার তদ্বির করিতে যাহারা নিযুক্ত হয়) ইহারা এবং পরিবারবর্গের ভোজন, বসন, পরিচ্ছদাদির আনয়ন, রক্ষণ, পরিষ্কার করা প্রভৃতি কার্য্যে যাহারা তত্ত্বাবধায়ক তাহারা সকলেই কর্ম্মকর (ভৃত্য); ইহারা 'কৌটুম্বিক' এই নামে অভিহিত হয়।

২৫। এই চারপ্রকার (শিষ্য, অন্তেবাসী, ভৃতক ও অধিকর্ম্মকৃৎ) শুভ কর্ম্মকর ভৃত্য বলিয়া উক্ত আছে। আর হীন কর্ম্মকারী অবশিষ্ট যে দাস, তাহারা পঞ্চদশপ্রকার।

২৬-২৮। (১) গৃহে দাসীতে উৎপন্ন, (২) ক্রীতদাস, (৩) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে লব্ধ, (৪) উত্তরাধিকারসূত্রে যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, (৫) দুর্ভিক্ষকালে অন্নাদি দিয়া যাহাকে রক্ষা হইয়াছে, (৬) যাহার প্রভু নিজ দাসকে অপরের নিকট বন্ধক রাখিয়াছে সেই দাস, (৭) কোন মহাজনের গুরুতর ঋণ হইতে উদ্ধার করার জন্য যে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, (৮) যুদ্ধে রক্ষার জন্য যে দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছে, (৯) দ্যূতক্রীড়ায় দাসত্বপণে জয়ের জন্য যে ব্যক্তি দাস হইয়াছে, (১০) ধনাদি লোভে বা অন্য কোন কারণে যে ব্যক্তি দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...) সন্ন্যাসী থাকিয়া ক্লেশাদির জন্য যে দাস হইয়াছে, (১২) কাল নির্দ্ধারণ করিয়া, যেমন ...বা তিন বৎসরের জন্য আমি আপনার দাস রহিলাম', এইরূপ দাস, (১৩) অন্ন খাইবার ...যে দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছে সেই দাস, (১৪) এক ব্যক্তির ক্রীতদাসীর লোভের জন্য যে ব্যক্তি ...স্বীকার করিয়াছে, (১৫) নিজেকে বিক্রয় করিয়া যে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে; শাস্ত্রে এই ...প্রকার দাস আছে দেখা যায়।

...। এই সকলের মধ্যে প্রথম চারিটী (গৃহে দাসীতে উৎপন্ন, যাহাকে দাস বলিয়া ক্রয় ...হইয়াছে, এবং প্রতিগ্রহাদি দ্বারা যাহাকে দাসরূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, পিতৃপরম্পরা ...উত্তরাধিকারসূত্রে যাহাকে দাসরূপে পাওয়া গিয়াছে) প্রভুর অনুগ্রহ ভিন্ন দাসত্ব হইতে ...হইবে না। কারণ এই দাসত্ব ধারাবাহিকভাবে আসিয়াছে।

...। তবে ঐ সকলের মধ্যে যদি কোন দাস প্রভুকে প্রাণসংশয় হইতে রক্ষা করে, সে দাসত্ব ...মুক্ত হইবে এবং পুত্রের ন্যায় সম্পত্তি হইতে অংশ পাইবে।

...। দুর্ভিক্ষের জন্য যে ব্যক্তি দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, দুইটী গো দিয়া দাসত্ব হইতে ...হইবে। এবং দুর্ভিক্ষকালে যাহা ঐ ব্যক্তির খাইয়াছে তাহা আর কর্ম্ম করিয়া শোধ করিতে ...না।

...। আর যে প্রভু যাহাকে দাসরূপে বন্ধক রাখিয়াছে সেই ব্যক্তিকে অর্থ দিয়া উদ্ধার ...মুক্ত হইবে। তবে যদি উদ্ধার না করিয়া যাহার নিকট বন্ধক আছে তাহাকে অর্পণ ...তাহা হইলে সেই দাস বিক্রীত হইল বলিয়া ক্রীতদাসের তুল্য হইবে।

...। ঋণ লইয়া যে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সেই ব্যক্তি সুদের সহিত ঐ ঋণ পরিশোধ ...দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি কাল নির্দ্ধারণে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে ...পূর্ণ হইলেই, সে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে।

...। যে ব্যক্তি স্বয়ং দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে ও সন্ন্যাসাশ্রমচ্যুত বলিয়া যে দাস হইয়াছে, ...দাস্যপণে যে দাস হইয়াছে, ইহারা তুল্য কার্য্যকারক প্রতিনিধি দিয়া মুক্ত হইবে।

...। সন্ন্যাসাশ্রমচ্যুত বলিয়া যে দাস হইতেছে সে রাজাদিগেরই দাস হইবে, অন্যের নহে। ...দাস্যের অবসান নাই, কোন প্রকারেই তাহার শুদ্ধি হইবে না।

...। আর অন্নভোজনের জন্য যে দাস্য স্বীকার করে সেই ব্যক্তি উহার অন্ন ত্যাগ করিলেই ...হইবে। আর ক্রীতদাসীর প্রাপ্তির লোভে যে দাস্য স্বীকার করিয়াছে, দাসীকে তাহার ...হইতে কাড়িয়া লইলেই তাহার দাস্য হইতে মুক্তি হইবে।

...। আর যে নরাধম স্বাধীন হইয়া নিজকে বিক্রয় করে, সেই ব্যক্তি দাসদিগের মধ্যে ...জঘন্য (নিকৃষ্ট), সেই ব্যক্তি দাস্য হইতে মুক্ত হয় না।

...। আর যাহাদিগকে চোরে চুরি করিয়া আনিয়া (দাসরূপে) বিক্রয় করিয়াছে অথবা ...করিয়া যাহাদিগকে দাস করা হইয়াছে, তাহাদিগকে রাজা মুক্ত করাইয়া দিবেন। কারণ ...দাসত্ব হইতে পারে না।

...। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই হইল অনুলোম বর্ণ, ইহার বিপরীত হইতেছে ...নাম। এইরূপ প্রতিলোমভাবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ...বা বৈশ্য শূদ্রের দাস হইবে না, যদি উহারা নিজ ধর্ম্মত্যাগী না হয়। স্বধর্ম্মত্যাগী হইলে ...নীচবর্ণের দাস্য করিবে। যদি স্বধর্ম্মত্যাগ না করিয়া দাস্য স্বীকার করে তাহা হইলে ...পত্নীর ন্যায় অস্বতন্ত্রতা (পরাধীনতা) মাত্র হইবে।

...। আর নিজের স্বতন্ত্রতা যাহার নাই সেই ব্যক্তি, "আমি আপনার হইলাম" এই ...আত্মদান করে, সেই ব্যক্তির ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না, সে পূর্ব্বে যাহার অধীন ছিল সেই ...ই হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪১। ভার্য্যা, দাস এবং পুত্র এই তিন ব্যক্তির স্বামী, প্রভু ও পিতা থাকিতে নিজের বলিয়া স্বাধীন কোন ধন থাকে না। তাহারা যাহা অর্জ্জন করে সেই ধন তাহার স্বামীর, প্রভুর বা পিতারই হইবে। অর্থাৎ স্বামী, প্রভু বা পিতার অনুমতি ভিন্ন ভার্য্যা বা দাস কিম্বা পুত্র স্বেচ্ছায় ধন ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৪২। যিনি সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ দাসকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন তিনি দাসের স্কন্ধ হইতে জলপূর্ণ মৃন্ময় কুম্ভ গ্রহণ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন।

৪৩। তণ্ডুল ও পুষ্প মিশ্রিত জল (দ্বারা) তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিবে 'তুমি দাস নও (অদাস) ইহা তিনবার বলিয়া পূর্ব্বাভিমুখ সেই ভৃত্যকে পরিত্যাগ করিবে।

অশুশ্রূষাভ্যুপেত্য নাম ব্যবহারপদ সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ষষ্ঠ ব্যবহারপদ

বেতনের অনপাকর্ম্ম

১। যাহারা গৃহে কার্য্যকারী বলিয়া পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে, তাহাদের বেতনের দেওয়া বা না দেওয়া বিষয়ে বিধিক্রম আছে। তাহাকে বেতনের অনপাকর্ম্ম নামক ব্যবহারপদ বলে।

২। কর্ম্মসম্বন্ধে আদিতে বা মধ্যে বা শেষে যেভাবে বেতন দিবার চুক্তি হইয়াছে, কর্ম্মকর্ত্তা সেই নিয়মক্রমে কর্ম্মচারীকে বেতন দিবেন।

৩। পূর্ব্বে পারিশ্রমিক দিবার বিষয়ে যদি কোন চুক্তি না হইয়া থাকে তাহা হইলে বাণিজ্যে নিযুক্ত বণিক (ঐ কর্ম্মচারী) লাভের দশমাংশ পাইবে, গোপ (নিযুক্ত কর্ম্মচারী) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গোরুর দশমাংশ ও কৃষক (নিযুক্ত কর্ম্মচারী) বীজ (শাকাদির) ও ধান্যাদি শস্যের দশমাংশ পাইবে।

৪। এবং ইহাদিগের অর্থাৎ বণিক, গোপ ও কৃষকের কার্য্যের জন্য যে উক্ত কার্য্য সম্পাদনের সামগ্রী বলা আছে, তাহা সরল অন্তঃকরণে সম্পাদন করিবে (অর্থাৎ নিজের করিলে যেমন যত্নসহকারে ঐ কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হয় সেইরূপ মন দিয়া করিবে। অপরের করিতেছে বলিয়া) কপটতা করিবে না।

৫। কর্ম্ম করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিবার পরে কর্ম্মকর্ত্তা উহাকে পূর্ব্বে পারিশ্রমিক বা বেতন দিলে পর যদি কর্ম্ম না করে তাহা হইলে সেই বেতনদাতা উহাকে জোর করিয়া কার্য্য করাইবেন। তথাপি যদি সেই ব্যক্তি কার্য্য না করে, যে পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়াছে তাহার দ্বিগুণ (উক্ত বেতনদাতাকে) ফেরত দিতে হইবে।

৬। আর যদি পণ্য অর্থাৎ বিক্রেয় দ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য পারিশ্রমিকের চুক্তিমাত্র করিয়া গো বা অশ্ব-শকটাদি দ্বারা স্থানান্তরিত করিবার যোগ্য বিক্রেয় দ্রব্যকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে যে পারিশ্রমিকের চুক্তি ছিল তাহার ষষ্ঠাংশ ঐ ভারত্যাগকারী অবশ্যই দিবে (এই ক্ষেত্রে বক্তব্য 'আদদ্যাৎ' ইহার স্বারসিক অর্থ 'গ্রহণ করিবে' কিন্তু ঐ অর্থ অসঙ্গত হয় বলিয়া আ-সম্যক্ দদ্যাৎ দিতে হইবে এইরূপ অর্থ করিতে হইল), আর যদি যাহার দ্রব্য গবাদি-দ্বারা স্থানান্তরিত করিয়াছে সেই ব্যক্তি যদি কার্য্যকারীকে না দেয়, তাহা হইলে পণ্য স্থানান্তরিতকারীর প্রাপ্য অর্থ সুদের সহিত অবশ্য দিবে।

৭। দ্রব্যাদির স্বামী যান (শকটাদি) বাহন (অশ্ব গবাদি) ভাড়া করিয়া ঐ যান-বাহন যদি গ্রহণ না করে তাহা হইলে ঐজন্য যে অর্থ চুক্তি হইয়াছিল তাহার এক-চতুর্থাংশ যানবাহন চালককে দিতে হইবে, অর্দ্ধপথে যাইয়া যদি ঐ যান-বাহন ত্যাগ করে তাহা হইলে যে চুক্তি হইয়াছিল তাহাই দিতে হইবে।

৮। আর বাহক যদি চুক্তি করিয়া না লইয়া যায় তাহা হইলে যে ভাড়া চুক্তি ছিল সেই প্রাপ্যের চতুর্থাংশ বাহকের ক্ষতি হইবে অর্থাৎ তাহাকে চতুর্থাংশ দিতে হইবে (বচনে 'এবং' শব্দ হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ শ্লোকে কথিত চতুর্থাংশ বুঝাইতেছে) আর যাইবার সময়ে বিঘ্ন করিলে যে ভাড়া তাহার প্রাপ্য হইত তাহার দ্বিগুণ দ্রব্যস্বামীকে দিতে হইবে।

৯। যদি বহনকারীর নিজের দোষে দ্রব্য (যাহা সে স্থানান্তরিত করিতেছে তাহা) নষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষতিপূরণ সেই বাহকই করিবে। কিন্তু ঐ দোষ দৈবজন্য বা রাজকীয় ব্যক্তির জন্য হইলে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না।

১০। গোপালক একশত গোরুর চারণাদি করিলে প্রতি বৎসর একটী বৎসতরী (তিন বৎসর বয়স্কা গো) পারিশ্রমিক পাইবে। আর দুইশত গোরুর চারণাদির জন্য একটী ধেনু (সবৎসা দুগ্ধবতী গো) তাহার বার্ষিক প্রাপ্য হইবে। আর প্রতি অষ্টম দিনে ঐ সকল গোরুর যে দুগ্ধ তাহাও ঐ কার্য্যের পারিশ্রমিকস্বরূপ তাহার প্রাপ্য হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১১। গোপ, রাত্রির অবসানে প্রাতঃকালে প্রতিদিন যে গাভী সকল গোচারণ স্থানে লইয়া যাইবে তাহারা দিবাভাগে আহার ও বিচরণ করার পরে জল পান করিলে পর সন্ধ্যাকালে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবে।

১২। ঐ গোচারণকাল মধ্যে যদি গোরু বিপদগ্রস্ত হয়, সেইস্থলে শক্তি অনুসারে তাহাকে শুশ্রূষাদি করিবার জন্য গ্রহণ করিবে অর্থাৎ তাহার শুশ্রূষা বা রক্ষণাদি বিষয়ে যত্নবান হইবে। আর যদি তাহার শুশ্রূষা বা রক্ষণাদি কার্য্য করিতে নিজে অক্ষম হয় শীঘ্র আসিয়া গোস্বামীকে তাহা জানাইবে।

১৩। গোরু বিপন্ন হইলে গোপ যদি তাহার রক্ষাকল্পে উদ্‌যুক্ত না হয় এবং ব্যাঘ্রাদির আক্রমণে রক্ষা করা নিজশক্তিবহির্ভূত বলিয়া উচ্চস্বরে লোককে আহ্বান জন্য চিৎকার না করে এবং গোস্বামীকে না জানায় তাহা হইলে ঐ গোপ সেই মৃত গাভীকে বহন করিয়া আনিবে এবং রাজদণ্ডও বহন করিতে বাধ্য হইবে।

১৪। যদি গাভীকে দেখা না যায়, গাভী কীটাদি (সর্প বৃশ্চিকাদি) দংশনে মারা যায়, কুক্কুরাদি দ্বারা হত হয় কিম্বা উচ্চ-নীচ ভূমিতে পড়িয়া মারা যায়, সম্যক্ পুরুষাকারের (চেষ্টার) অভাবে অর্থাৎ পালকের অনবধানতার জন্য যদি মারা যায়, তাহা হইলে পালকই উহা দিবে।

১৫। ছাগসমূহ বা মেষসমূহের মধ্য হইতে নেকড়ে-বাঘ আক্রমণ করিলে যদি পালক উপস্থিত না হয় এবং ঐ নেকড়ে (বলপূর্ব্বক) কোন ছাগ বা মেষকে বধ করে পালক সেই বধের জন্য পাপভাগী হইবে।

১৬। যদি কতকগুলি চৌর একযোগে চিৎকারাদি পূর্ব্বক 'আমরা পশু লইয়া যাইতেছি' এইরূপ ঘোষণা পূর্ব্বক পশু অপহরণ করে, সেই পশু পালককে দিতে হইবে না, যদি হরণের পরেই নিকটস্থ স্বামীকে ঐ পালক উহা বলে।

১৭। ইহার দ্বারা পালক সকলের বিবাদ বলা হইল। আর যদি পশু মারা যায় তাহা হইলে সেই মৃত পশুর পুচ্ছ, শৃঙ্গ প্রভৃতি দেখাইলে পালক দোষমুক্ত হইবে।

১৮। বেশ্যা, শুল্ক (চুক্তিমত অর্থ) গ্রহণ করিবার পরে সেই অর্থদাতাকে যদি ইচ্ছা না করে, সেই অর্থদাতা পুরুষ যে শুল্ক (অর্থ) দিয়াছিল তাহার দ্বিগুণ (ঐ নারীর নিকট হইতে) পাইবে। আর যদি কোন পুরুষ ঐ নারীকে ভোগ করিয়া শুল্ক না দেয় তাহা হইলে ঐ পুরুষ শুল্কের দ্বিগুণ দিবে। (এই না দেওয়া দুই প্রকারের হইতে পারে; প্রথমে কোনরূপ চুক্তি না হওয়ায় পরে দিতে স্বীকার না করা এক প্রকার, চুক্তি করিয়া পরে তাহার প্রতিপালন না করা দ্বিতীয় প্রকার)।

১৯। অথবা যোনি ভিন্ন স্থান (চণ্ডেশ্বর মুখাদি বলিয়াছেন) আক্রমণ (উপভোগের জন্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ) করে, কিম্বা মাত্র নিজের জন্য চুক্তি করিয়া অনেকের সহিত সংসর্গ করায় (রাজা) সেই ব্যক্তিকে চুক্তি যে পরিমাণ ছিল তাহার অষ্টগুণ অধিক দেওয়াইবেন। আর দণ্ডও সেই পরিমাণে দেওয়াইবেন। (এস্থলে 'রাজা' বচনে উল্লেখ না থাকিলেও দণ্ডের উল্লেখ থাকায় রাজাকে কর্ত্তৃরূপে লেখা হইল।)

২০। অপরের প্রাঙ্গণে অর্থাৎ পরস্বামিক ভূমিতে ভাড়া (খাজনা) দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক যে ব্যক্তি বাস করে, সেই ব্যক্তি তৃণ (খড়), কাষ্ঠ বা ইষ্টকাদি দ্বারা যে ভিত্তি প্রভৃতি করিয়াছিল তাহা লইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিতে পারিবে।

২১। আর ভাড়া (খাজনা) না দিয়া পরভূমিতে বাস করার পরে ঐ ভূস্বামী ইচ্ছা না করিলে ঐ স্থান হইতে চলিয়া যাইবার কালে নির্ম্মিত গৃহের যে তৃণ (খড়), কাষ্ঠ বা ইষ্টকাদি রহিয়াছে তাহা কখন সে লইতে পারিবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২২। ভাড়া দিয়া শকটাদিতে দ্রব্য সকল নির্দ্দিষ্টকালে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার যে চুক্তি হইয়াছিল পূর্ণকালে দ্রব্য সকল সেই স্থানে উপস্থিত হইলে সেই চুক্তিকারী উহা সম্যক্-প্রকারে বুঝিয়া লইবে। যদি ঐ বস্তু শকটাদিতে লইয়া যাওয়ার সময়ে ভগ্ন অর্থাৎ বিকৃত হয় কিম্বা সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে ঐ ভাড়া লইয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইবার অঙ্গীকারে যে শকটাদিচালক দ্রব্য সকল গ্রহণ করিয়াছিল তাহাকেই ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে (যদি ঐ ক্ষতি রাজকৃত বা দৈবকৃত না হয়)।

এই হইল বেতনের অনপাকর্ম্ম নামক ষষ্ঠ ব্যবহারপদ

বিশেষ দ্রষ্টব্য—১। কার্য্যের জন্য নিযুক্তের বেতন ও যানবাহনাদি ভাড়া বিবরণ ৯ শ্লোক পর্য্যন্ত। ২। গবাদি পালকভৃতি বিবরণ ১৭ শ্লোক পর্য্যন্ত। ৩। পণ্যাস্ত্রী শুল্ক দেওয়ার বিবরণ ১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত। ৪। পরভূমিতে বাস জন্য ভাড়ার বিবরণ ২১ শ্লোক পর্য্যন্ত। এই হইল বেতনদানের ৪ ভাগ।

এই প্রসঙ্গগুলির ক্রম দেখিলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ২২ শ্লোক ৯ শ্লোকের পরে বসিলে প্রসঙ্গ অনুসারে সঙ্গত হইত। কারণ ৫ শ্লোক হইতে ৯ শ্লোক পর্য্যন্ত যানবাহন ভাড়া সম্বন্ধে বলা আছে এবং নবম শ্লোকের পরার্দ্ধে ক্ষতিপূরণের কথা বলা আছে, তাহা এই ২২ শ্লোকের পরার্দ্ধেও বলা আছে। কেবল পূর্ব্বার্দ্ধে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইলে ঐ দ্রব্যের উহা স্বামী নামাইয়া লইবেন ইহা বিশেষ বলা আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সপ্তম ব্যবহারপদ

অস্বামিবিক্রয়

১। যে বস্তু অপরে গচ্ছিত রাখিয়াছে, সেই দ্রব্য যাহার নিকট গচ্ছিত আছে, সেই ব্যক্তি যদি ঐ দ্রব্যস্বামীর অসমক্ষে অর্থাৎ অসাক্ষাতে অপরকে যে বিক্রয় করে অথবা অপরের যাহা হারাইয়া গিয়াছে সেই বস্তু অপরে পাইয়া ঐভাবে যদি বিক্রয় করে কিম্বা চুরি করিয়া ঐপ্রকারে যদি বিক্রয় করে, সেই সকল বিক্রয়কে অস্বামিবিক্রয় বিবাদপদ বলে। ইহার ভেদ হইল দুই-প্রকার (৫ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রথম, ৮ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্বিতীয়)।

২। যাহাদের দ্রব্যে স্বামিত্ব নাই সেই সকল ব্যক্তিরা যাহা ঐভাবে বিক্রয় করিয়াছে, পরে যাহার দ্রব্য সেই ব্যক্তি পাইলে উহা তাহার হইবে। আর স্বামী ভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে যে ব্যক্তি ক্রয় করিয়াছে সেই ক্রয় যদি রাজপুরুষাদির সমক্ষে হাটে বা বাজারে প্রকাশ্যভাবে করিয়া থাকে তাহার দোষ হইবে না। অর্থাৎ পরদ্রব্য ক্রয় করার জন্য চোরের সহযোগিতা নাই ইহা প্রমাণ হওয়ায় চৌর্য্যদোষ হইবে না। কিন্তু গোপনে ক্রয় করা হইলে চৌর্য্যদোষ হইবে।

৩। দ্রব্যস্বামীর অনুমতি না পাইয়া তাহার দাসের (চাকরের) নিকট হইতে অথবা অসাধুপ্রকৃতি (চৌরস্বভাব) ব্যক্তির নিকট হইতে গোপনে ঐ দ্রব্যের যাহা প্রকৃত মূল্য তাহা হইতে অল্প মূল্যে এবং যে সময়ে লোকে ক্রয় ও বিক্রয় করে না, এইরূপ অসময়ে ঐ সকল অপরের দ্রব্য ক্রয় করিলে ক্রয়কারীকে দোষভাগী হইতে হইবে।

৪। ঐরূপ দ্রব্যক্রয়কারী যাহার নিকট হইতে ঐ দ্রব্য কিনিয়াছে তাহার বিষয় গোপন করিবে না। ঐ দ্রব্যের প্রাপ্তি স্থান (প্রকাশ) হইতেই সেই ক্রেতার দোষ নষ্ট হইবে। অর্থাৎ ক্রেতা নিজে চোর নহে ও চোরের সহযোগী নহে ইহা প্রমাণ হওয়ায় শুদ্ধ হইবে। আর বিপরীত হইলে অর্থাৎ যাহার নিকট হইতে ঐ সকল দ্রব্য পাইয়াছে তাহাকে না জানাইলে চোরের তুল্যই দোষী হইবে এবং চৌর্য্যজন্য যে দণ্ড উক্ত আছে সেই ব্যক্তি সেই দণ্ড পাইবার যোগ্য হইবে।

৫। বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলে ঐ পরদ্রব্য বিক্রয়কারী ব্যক্তি যাহার দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিল, সেই দ্রব্য তাহাকে অর্পণ করিবে এবং যাহাকে যে মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল তাহা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবে, এবং রাজা তাহাকে অপরাধের অনুরূপ দণ্ড দিবেন। অস্বামিবিক্রয়ে এই হইল বিধি। ইহা এক প্রকার হইল।

৬। ভূগর্ভাদিতে অপরে যাহা রাখিয়াছিল তাহার লোকান্তর গমনের পরে ঐ বস্তু কাহার ছিল ইহার নির্ণয় হইবার যেখানে সম্ভাবনা নাই সেই অস্বামিক বস্তুকে নিধি বলে, ঐ নিধি পাইলে উহা রাজাকে উপহার দিতে হইবে, কারণ সকলের ঐরূপ সকল বস্তুই নিধি বলিয়া রাজার প্রাপ্য হয়। কেবল ব্রাহ্মণ যদি ঐরূপ নিধি পাইয়া থাকেন তাহা রাজগামী হয় না।

৭। যদিও ব্রাহ্মণ যে নিধি পাইবেন তাহা রাজগামী হইবে না তথাপি ব্রাহ্মণও নিধি পাইয়া কালক্ষেপ পরিহার করতঃ রাজাকে জানাইবেন। রাজা তাহা ব্রাহ্মণকে দিলে উহা ভোগ অর্থাৎ স্বেচ্ছায় ব্যবহার করিবেন। রাজাকে না জানাইলে ব্রাহ্মণও চৌর্য্যদোষে দুষ্ট হইবেন।

৮। যদি নিজের অর্থ পূর্ব্বে হারাইয়া থাকে পরে তাহা পাইয়াও রাজাকে জানাইতে হইবে। তখন সেই অর্থ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবে। যদি তাহার অন্যথা হয় অর্থাৎ রাজাকে না জানাইলে ঐ ধন শুদ্ধ হইবে না। অস্বামিবিক্রয় এই হইল দ্বিতীয় প্রকার ভেদ।

অস্বামিবিক্রয় নামক সপ্তম ব্যবহারপদ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অষ্টম ব্যবহারপদ

বিক্রীয়া সম্প্রদান

১। মূল্য লইয়া বিক্রেয় বস্তু বিক্রয় করিয়া ক্রয়কারীকে যাহা অর্পণ করে না, তাহাকে বিক্রীয়াসম্প্রদান (বিক্রয় করিয়া না দেওয়া) নামে বিবাদপদ কহে।

২। এই জগতে দ্রব্য হইল দুই প্রকার; এক প্রকার স্থাবর ও অপর প্রকার জঙ্গম (অস্থাবর)। ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে ঐ সমস্ত বস্তুই পণ্য নামে উক্ত হইয়াছে।

৩। বিদ্বন্মণ্ডলী ঐ পণ্য সম্বন্ধে দেওয়ার ও লওয়ার (দানের ও গ্রহণের) নিয়ম ছয় প্রকার বলেন। তাহার মধ্যে একটী হইতেছে কোন কোন দ্রব্য গণনা দ্বারা ক্রয় বিক্রয় হয়, যেমন নারিকেল, আম প্রভৃতি; দ্বিতীয় হইল তুলাদণ্ডে পরিমাণ ওজন করিয়া, যেমন সুবর্ণ, রৌপ্য, তণ্ডুল, ডাল প্রভৃতি, তৃতীয় অনুমানে অর্থাৎ কুত্ করিয়া, যেমন এই পাত্রে বা এই বৃক্ষে এই পরিমাণে ফলাদি আছে ইহা কল্পনা করিয়া মূল্য স্থির করা, চতুর্থ হইতেছে কার্য্য দ্বারা দেখিয়া, যেমন এই ঋষভ বা অশ্বতরী এবং গোমহিষাদি এই পরিমাণ দ্রব্য বহন করিতে পারে, এই বহন ক্রিয়া (কার্য্য) দ্বারা বা এই গোরু প্রচুর দুগ্ধ দেয়, ইহাও ক্রিয়ার মধ্যে ইহা দেখিয়াও মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। পঞ্চম হইল রূপ, বর্ণ গঠনাদির লালিত্য দেখিয়া অঙ্গনা ক্রয়াদিতে, যেমন মূল্য স্থির হইয়া থাকে, ষষ্ঠ হইতেছে শোভা, দীপ্তি বা উজ্জ্বলতা দেখিয়া মণিমুক্তাদি ক্রয়ে মূল্য নির্দ্ধারণ, এই হইল ব্যবহারিক ছয়টী নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে ক্রয়-বিক্রয় প্রচলিত আছে।

৪। ঐরূপ স্থাবর ও অস্থাবর বস্তু, মূল্য লইয়া বিক্রয়ের পরই ঐ বিক্রেতা (মূল্য-গ্রহণকারী দ্রব্যের স্বামী) যদি ক্রয়কারীকে সেই সকল দ্রব্য না দেয় তাহা হইলে স্থাবরের (ক্ষেত্রাদির) 'উদয়' অর্থাৎ ঐ ক্ষেত্রাদিতে যে মূল্যের দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা সেই বৃদ্ধির সহিত ক্ষেত্রাদি (স্থাবর) ক্রয়কারীকে দিবে, আর অস্থাবর বস্তু ক্রেতাকে না দিলে ইহাতে যে লাভ হইয়াছে তাহার সহিত ঐ সকল অস্থাবর বস্তু ক্রেতাকে দিবে।

৫। বিক্রেতা মূল্য লইয়া ক্রেতাকে না দিলে, পরে যদি ঐ বস্তুর মূল্য হ্রাস হইয়া যায়, বিক্রয়কালে ক্রীত দ্রব্য দিলে যেরূপ লাভের সম্ভাবনা ছিল সেই লাভের সহিত বিক্রীত পণ্য ক্রেতাকে দিবে। অর্থাৎ পূর্ব্বকালে বিক্রয় জন্য যে লাভ হইত তাহাও ক্রেতাকে দিবে। এই নিয়ম হইতেছে যাহারা ঐস্থানে থাকিয়া ক্রয় বিক্রয়াদি করে তাহাদের পক্ষে। আর যাহারা নানা দিক্‌দেশে যাইয়া বাণিজ্য করে, তাহাদিগকে সেই সকল দেশের লাভ যেরূপ হইত, সেই অনুপাতে বৃদ্ধি দিতে হইবে।

৬। বিক্রেতা বিক্রয়ের পরে ক্রেতাকে যে বস্তু দেয় নাই, তাহা যদি কোন প্রকারে নষ্ট হইয়া যায়, দগ্ধ হয় কিম্বা চোরে চুরি করে, সেই ক্ষতি ঐ বিক্রেতার হইবে।

৭। বিক্রয়কারী ক্রেতাকে দোষবর্জ্জিত ভাল বিক্রেয় বস্তু ক্রেতাকে দেখাইয়া, দিবার সময়ে ক্রেতাকে যদি দোষদুষ্ট বস্তু দেয় তাহা হইলে যে মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ মূল্য রাজা বিক্রেতাকে দিতে বাধ্য করিবেন এবং সেই পরিমাণ দণ্ডও দিতে বাধ্য করিবেন।

৮। এবং অন্যের নিকটে যে বস্তু বিক্রয় করা হইয়াছে (তাহা ক্রেতাকে না দিয়া) পরে সেই দ্রব্য যদি অন্যকে বিক্রয় করে, সেই বিক্রয়কারীকেও পূর্ব্ব ক্রেতার মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য রাজা দেওয়াইবেন, আর রাজাকে সেই পরিমাণে দণ্ড দিতে হইবে।

৯। আর যেস্থলে বিক্রেতা দিলেও ক্রয়কারী ঐ বিক্রেয় বস্তু গ্রহণ করে নাই, সেই বস্তু বিক্রেতা অন্যের নিকট বিক্রয় করিলে তাহার কোন অপরাধ হইবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১০। যেস্থলে মূল্য দেওয়া হইয়াছে সেই স্থানের এইরূপ নিয়ম। চুক্তি ভিন্ন অন্য স্থানে না দিলে বিক্রেতার নিয়ম উল্লঙ্ঘন হইবে না।

১১। লাভের নিমিত্ত ব্যবসায়ীদিগের সমস্ত বিক্রেয় বস্তুর ক্রয় ও বিক্রয় হইয়া থাকে। ঐ দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া লাভ অধিক বা অল্প হয় (তাহা নির্ণেয়)।

১২। সেইজন্য যেস্থানে বা যেসময়ে বণিক (ব্যবসায়ী ব্যক্তি) যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে ঐ বিষয়ে যেন কপটতা না থাকে। ইহাই হইল বণিকদিগের শ্রেষ্ঠ আচরণপথ।

বিক্রীয়াসম্প্রদান নামক অষ্টম ব্যবহারপদ সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নবম ব্যবহারপদ

ক্রীতানুশয়

১। বিক্রেয় বস্তু মূল্য দিয়া ক্রয় করার পরে ঐ ক্রয়কারী যদি অসন্তোষ অনুভব করে, তাহাকে ক্রয় জন্য অনুতাপ (ক্রীতানুশয়) নামক বিবাদপদ বলে।

২। বিক্রেয় বস্তু যদি মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া 'ক্রেতা অনুচিত ক্রয় করা হইয়াছে' ইহা মনে করে তাহা হইলে যেরূপ অবস্থায় বস্তু ক্রয় করা হইয়াছে, সেইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ কোনরূপ বিকৃত না করিয়া বিক্রেতাকে সেই দিবসেই ফিরাইয়া দিবে।

৩। আর যদি ঐ ক্রয় দিবসে না দিয়া পরদিনে উহা ফেরত দেয় তাহা হইলে বিক্রেতা ত্রিংশাংশ গৃহীত মূল্য হইতে লইয়া ক্রেতাকে অবশিষ্ট মূল্য দিবে ও ঐ দ্রব্য ফেরত লইবে। যদি ঐ দ্বিতীয় দিনেও ফেরত না দিয়া তাহার পরদিনে ফেরত দেয়, তখন বিক্রেতা ত্রিংশাংশের দ্বিগুণ অর্থাৎ পঞ্চদশাংশ মূল্য হইতে লইয়া অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দিবে এবং বিক্রীত বস্তু ফিরাইয়া লইবে। তাহার পরে উহা ক্রেতারই হইবে।

৪। ক্রেতা যে বস্তু ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহার গুণ বা দোষ ক্রয় করিবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করিবে। ঐরূপ পরীক্ষা করিয়া নিজের মনোমত হইলে যাহা (যে বস্তু) ক্রয় করিবে তাহা কিন্তু আর বিক্রেতার হইবে না (অর্থাৎ সেই বস্তু ফেরত হইবে না)।

৫। গোমহিষাদি দোহনযোগ্য বস্তুর তিন দিন পর্য্যন্ত পরীক্ষা হইবে, ভারবাহী অশ্বাদি পঞ্চম দিন পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিবে। মণি, মুক্তা, প্রবালাদি রত্ন পরীক্ষার কাল হইল সপ্তাহ।

৬। ক্রীতদাসাদি পুরুষের পরীক্ষাকাল পঞ্চদশ দিন, ক্রীতদাসী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পরীক্ষার কাল একমাস (লৌকিক ব্যবহারে ৩০ দিন সাবন গণনায় কর্ত্তব্য), সমস্ত বীজের পরীক্ষা দশাহ, তৈজস (ধাতব) দ্রব্য ও বস্ত্রের পরীক্ষাকাল একদিন। (এই হইল ক্রীতানুশয়ে পণ্য পরীক্ষার কালভেদ)।

৭। যে বস্ত্র অপরে পরিধান করিয়াছে তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে ও মলিন হইয়াছে এই প্রকার দোষযুক্ত বুঝিয়াও সেই বস্ত্র যদি কেহ ক্রয় করে তাহা আর বিক্রেতার হইবে না (অর্থাৎ বিক্রেতা উহা ফেরত লইবে না)।

৮। নূতন বস্ত্র ক্রয় করার পরে উহাকে একবারমাত্র ধৌত করিয়া যদি ফিরাইয়া দেয় সেই ক্ষেত্রে ঐ ক্রেতা যে মূল্যে ক্রয় করিয়াছিল তাহার অষ্টমাংশ কম পাইবে। দুইবার ক্ষালন করিলে এক-চতুর্থাংশ, তিনবার ক্ষালন করিলে মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ কম পাইবে, চারবার ক্ষালন হইলে অর্দ্ধ মূল্য ফেরত পাইবে।

৯। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রত্যর্পণীয় মূল্যের অর্দ্ধক্ষয় হইবার পরে কাপড়ের আঁচল (দশা) হীন হওয়া পর্য্যন্ত ঐ অর্দ্ধেকের পাদ (সিকি) হিসাবে প্রত্যর্পণীয় মূল্যের হ্রাস হইবে। জীর্ণ বস্ত্রের প্রত্যর্পণীয় মূল্যের ক্ষয় বিষয়ে কোন নিয়ম শাস্ত্রে উক্ত নাই। (এই হইল পরিভুক্ত বাস নিয়ম)

১০। আর সকল প্রকার ধাতুর ক্ষয়বিধান অগ্নিক্রিয়া (পোড়ান) হেতু হইতে উদ্ভূত। যেহেতু ধাতুময় দ্রব্যকে সংস্কার করিবার কালে যখন অগ্নিতে দেওয়া হয় তখনই সকল ধাতুময় দ্রব্যের অগ্নিসংযোগ জন্য ক্ষয় দেখা যায়।

১১। অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে সুবর্ণের ক্ষয় হয় না, শতপল রজত অগ্নির তাপে দুইপল ক্ষয় পায়, শতপল পরিমিত রঙ্গ ও সীসক ধাতু দুইটী, অগ্নির উত্তাপে অষ্টপল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১২। শতপল তাম্র অগ্নির তাপে পঞ্চপল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল ধাতুর মিশ্রণে যে বিভিন্ন প্রকার মিশ্র ধাতু আছে, তাহার বহুত্বের জন্য ধাতুর ক্ষয় বিষয়ে স্থিরতা নাই। (এই হইল ধাতুক্ষয় ভেদ।)

১৩। সূত্র সম্বন্ধে যে সংস্কার আছে তাহাতে ক্ষয় ও বৃদ্ধি উভয়ই উক্ত আছে, শতপল পরিমিত কার্পাস সূত্র ও মেষলোম সূত্র সংস্কার করিলে দশপল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

১৪। ঐ শতপল কার্পাস সূত্র ও মেষলোম সূত্রের দশপল বৃদ্ধি বলা হইল উহা স্থূল সূত্রের (মোটা সুতার)। মধ্যম সূত্রের (মাঝারি সুতার) শতপল ঐ সূত্র পাঁচপল বৃদ্ধি হইবে। অতি সূক্ষ্ম সূত্রের (সরু সুতার) শতপলে তিনপল মাত্র বৃদ্ধি হইবে। এই সূত্র সম্বন্ধে বৃদ্ধি বলা হইল।

১৫। রোমদ্বারা আবৃত কার্য্যনিমিত্তক কৃত দ্রব্যের শতপলের ত্রিংশাংশ (৩০ ভাগ) ক্ষয় হয়। গুটিসূত্র রচিত বস্ত্রের ও বৃক্ষত্বক্ অর্থাৎ গাছের ছালের ত্রিংশাংশ বৃদ্ধি হয়, ক্ষয় হয় না। (এই হইল তন্তু সংস্কার)।

১৬। অতএব বিক্রেয় বস্তু বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন বণিক ক্রয় করিয়া অনুতাপ করিবে না। কদাচিৎ ক্রয়ে অনবধানতা জন্য বিপর্য্যয় ঘটিলেও লাভ বা ক্ষতি হইয়া থাকে ইহা জানিবে এবং বিক্রেয় বস্তুর আগমও হয় ইহা জানিবে।

নবম ব্যবহারপদ ক্রীতানুশয় সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দশম ব্যবহারপদ

সময়ের অনপাকর্ম্ম—কল্পিত স্থির ব্যবহারের উল্লঙ্ঘন

১। পাষণ্ডী (যাহারা বেদবহির্ভূত আচরণকারী) নৈগম (বিভিন্ন প্রকার পৌরগণের সমূহ) ইত্যাদিপদে পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত সম্প্রদায়গুলি যেরূপ ধর্ম্মরূপে ব্যবহার সৃষ্টি করিয়া চলে তাহাকে সময় (স্থিতি) বলে। সেই ব্যবহারিক ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন 'সময়ের অনপাকর্ম্ম' নামক বিবাদপদ বলিয়া অভিহিত।

২। বেদবহির্ভূত আচরণকারী বিভিন্ন প্রকার পুরবাসিসমূহ শ্রেণী (শিল্পোপজীবিগণ), পূগ (বণিক সম্প্রদায়), ব্রাত (নানা অস্ত্রধারিগণ), গণ (ব্রাহ্মণসমূহ), সঙ্ঘ (জৈন ও বৌদ্ধসমূহ), কুল (চণ্ডাল শ্বপচাদির সমূহ), বর্গ প্রমুখ প্রজাবর্গের যাহার যেরূপ আচার প্রবর্ত্তিত আছে তাহা দুর্গমস্থানে ও জনপদে (সর্ব্বস্থানে) রাজা রক্ষা করিবেন। (মন্তব্য—উল্লিখিত পাষণ্ডী নৈগম প্রভৃতি পরিভাষাগুলির অর্থ 'দণ্ডবিবেক' গ্রন্থধৃত ক্যাতায়ন বচন* অনুসারে প্রদর্শিত হইল। কেহ নৈগম অর্থে বেদমার্গানুসরণকারী বলেন কিন্তু তাহা ক্যাতায়নসম্মত নহে)।

৩। উহাদের যে ধর্ম্ম বা যে কর্ম্ম আছে এবং উপাসনার নিয়মও যেরূপ আছে এবং ইহাদের জীবিকার উপায়রূপে যাহা অবলম্বিত আছে রাজা সেই সকলকে সেইরূপেই অনুমোদন করিবেন।

৪। রাজা যাহা রাজ্যের বা নিজের প্রতিকূল বলিয়া মনে করিবেন অথবা প্রজামণ্ডলের যাহা অনভিমত বুঝিবেন কিম্বা নিজের প্রয়োজন সাধনের বাধক বিবেচনা করিবেন, সেই সমস্ত ব্যবহার হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবেন।

৫। প্রজামণ্ডলের গুপ্তভাবে বিরুদ্ধ দল সংঘটন, অহিতকর অস্ত্রধারণ এবং উহাদের পরস্পরবিরোধও রাজা সহ্য করিবে না।

৬। পৃথক পৃথক দলের মধ্যে যাহারা ভেদ সৃষ্টি করিবে তাহাদিগকে রাজা বিশেষপ্রকারে দণ্ড দিবেন। কারণ তাহারা প্রথম অবস্থায় উপেক্ষিত হইলে ব্যাধির ন্যায় অত্যন্ত ভয়ের উৎপাদক হইবে।

৭। শাস্ত্রে যাহা উক্ত নাই নিজেরাই কল্পনা করিয়া (যেমন দল বাঁধিয়া এই কর রাজাকে দিব না, বা আমরা নগ্ন অবস্থায় থাকিব কারণ ভগবান ত আমাদিগকে বস্ত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পাঠান নাই, স্ত্রীলোক সাধারণ বস্তু, তাহার সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিব, বেশ্যা লইয়া সমাজে বাস করিব, রাজপথ সাধারণ বলিয়া আমরা তাহাতে দৌড়াইয়া বেড়াইব, ইত্যাদি প্রকার) দুষ্ট কার্য্য প্রচলিত করিলে কল্যাণকামী রাজা তাহার নিবৃত্তি করাইবেন।

নানাপৌরসমূহস্তু টনগমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
নানায়ুধভৃতো ব্রাতাঃ সমেতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

সমূহবণিগাদীনাং পূগঃ সম্পরিকীর্ত্তিতঃ।
প্রব্রজ্যাবসিতা যে তু পাষণ্ডাস্তু উদাহৃতাঃ।

ব্রাহ্মণানাং সমূহস্তু গণঃ সম্পরিকীর্ত্তিতঃ।
শিল্পোপজীবিনো যে চ শ্রেণয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

অর্হতাং সৌগতাদীনাং সমূহঃ সঙ্ঘ উচ্যতে।
চণ্ডালশ্বপচাদীনাং সমূহো গুল্ম উচ্যতে॥

গণপাষণ্ডপূগাশ্চ ব্রাতাশ্চ শ্রেণয়স্তথা।
সমূহস্থাশ্চ যে চান্যে বর্গাখ্যাস্তে বৃহস্পতিঃ॥

দণ্ডবিবেকধৃত কাত্যায়নবচনম্

দশম ব্যবহারপদ সময়ের অনপাকর্ম্ম সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একাদশ ব্যবহারপদ

ক্ষেত্রজ বিবাদ

১। সেতু (জলপ্রবাহের রোধক অর্থাৎ আল), কেদার (ক্ষেত্র অর্থাৎ কৃষিভূমি), মর্য্যাদা (সীমা), বিকৃষ্ট (চষাভূমি), ও অকৃষ্ট (যাহাতে হল চালন করা হয় নাই সেই ভূমি), এই সকল বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে নির্ণয় করিবার নিমিত্ত যে ক্ষেত্রবিষয়ক অধিকারসম্পর্কিত বিবাদ হয় তাহাকে ক্ষেত্রজ বিবাদপদ বলে। ইহা দ্বাদশ প্রকার।

২-৪। ক্ষেত্র বিষয়ে বা ভূমির সীমা বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে ঐ সকল ভূমির পার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারী হইতে উহার নির্ণয় হইবে এবং নগর বা গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও প্রাচীনগণ ব্যক্তিগণ এবং গ্রামের সীমান্ত বা তাহার বহির্দেশে (ঐ সীমান্ত সন্নিহিত অপর ভূমিতে) যে সকল কৃষিজীবী ব্যক্তিগণ থাকে তাহারা এবং গোচারণকারী গোপেরা বা যাহারা পক্ষী ধরিয়া থাকে বা মৃগ-শূকরাদি শিকারের জন্য গ্রামান্তে বিচরণশীল ব্যাধগণ বা অন্য যাহারা ঐ বনাশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা সীমান্ত নির্দ্দেশের জন্য সীমায় প্রোথিত তূষ, কয়লা, খোলা (খাবরা), কূপ, আয়তন (ভূমির মাপ), বৃক্ষাদি দ্বারা সীমান্তের জ্ঞাপক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া সীমান্ত পরিস্ফুট করিয়া দিবে।

৫। পূর্ব্ব পরিজ্ঞাত বল্মীক (উঁই ঢিবি) বা স্থানের নিম্নতা বা উচ্চতা দ্বারা ক্ষেত্র, ভূমি, উপবন এবং পথ দ্বারা আর পূর্ব্বকালকৃত জলপ্রবাহরোধক (আল) দ্বারা সীমার স্থির করিতে হয়।

৬। আর যেস্থলে নদীর স্রোতে জমি ভাঙ্গিয়া সীমানার চিহ্ন লোপ পাইয়াছে বা তৎপরে নদীর স্রোত সরিয়া যাওয়ায় ঐ জমি বাড়িয়াছে, এই সকল ভূমির সীমানা অনুমান করিয়া লইতে হইবে এবং প্রমাণ (দলিলাদি) ও তদভাবে ভোগদখল দেখিয়া পুনর্নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

৭। যদি নিকটবর্ত্তী ভূম্যধিকারীরা সীমা নির্ণয় বিষয়ে মিথ্যা বলে, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে মধ্যম সাহস দণ্ড দিবেন (মধ্যম সাহস দণ্ড—৫০০ পণ অথবা ১০০ পণের অন্যূন ৪০০ পণ পর্য্যন্ত)।

৮। ঐ সকল ভূম্যধিকারী ভিন্ন যাহারা বয়সে বৃদ্ধ অথচ মিথ্যা বলিবে তাহারাও পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রথম সাহস দণ্ডনীয়।

৯। অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্র হইলেও এক ব্যক্তি সীমার নিশ্চয় করিবে না। এই সীমানির্দ্ধারণ কার্য্য অতিশয় গুরু বলিয়া ইহা বহু ব্যক্তির উপর থাকাই উচিত। (এই যে এক ব্যক্তি করিবে না বলা হইল তাহা উভয়ের সম্মত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ভিন্নস্থলে জানিতে হইবে)।

১০। যদি এক ব্যক্তিই সীমা নির্দ্ধারণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি উপবাস পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া রক্তপুষ্পমাল্য ধারণ পূর্ব্বক, মৃত্তিকা মস্তকে স্থাপন করিয়া সীমা নির্দ্ধারণ করিবে।

১১। যদি সীমা জানা লোক না থাকে ও সীমার চিহ্নও না থাকে তখন রাজা নিজেই ইচ্ছানুসারে বা উভয়ের হিত বিবেচনায় ঐ দুইটীর সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।

১২। ইহার দ্বারাই গৃহে অর্থাৎ বাস্তুভূমিতে, বাগানে, পানীয়শালায় ও দেবতার গৃহাদিতে, দেবালয়াদিতে এবং গ্রামান্তরে ও সীমা বিষয়ে বিবাদবিধি বলা হইল।

১৩। দুই ক্ষেত্রের সীমার মধ্যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে, ঐ উভয় ক্ষেত্রের যে ব্যক্তিরা মালিক হইবে, ঐ বৃক্ষের পুষ্প বা ফল তাহাদের উভয়ের সাধারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৪। কোন ব্যক্তির জমিতে উৎপন্ন বৃক্ষের শাখা যদি অপরের জমিতে গিয়া পড়ে তাহা হইলে অপরের ক্ষেত্র বহির্গত শাখাগুলি সেই ক্ষেত্রস্বামীর হইবে।

১৫। বিষ্ঠাত্যাগ, বেদী, গর্ত্ত, জলনির্গম পথ, ছেঁচ প্রভৃতি দ্বারা চতুষ্পথ (চৌমাথা) বা প্রশস্ত পথ, দেবস্থান ও রাজপথ ও সাধারণ পথকে রোধ করিবে না।

১৬। যাহারা মোহপ্রযুক্ত (অর্থাৎ ইহা কর্ত্তব্য নহে ইহা জানিয়াও সুবিধাবোধে বা স্বার্থবোধে) অথবা জোর করিয়াই ঐ সকল কার্য্য করে, সেই প্রকার লোকদিগকে রাজা উত্তম সাহস দণ্ড অর্থাৎ ১,০০০ পণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।

১৭। অপরের শস্যসম্পাদক ভূমির মধ্যে জলপ্রবাহপ্রতিবন্ধক সেতু (আল) করা নিষিদ্ধ নহে। কারণ তাহাতে উপকারই অধিক এবং পরের ক্ষতি অল্প হয় বলিয়া ক্ষয় অপেক্ষা বৃদ্ধিই অভিপ্রেত হইতেছে।

১৮। সেতু দুই প্রকার উক্ত হইয়াছে, একটী খনন সাধ্য ও অপরটী বন্ধন সাধ্য। শস্যের উপযোগী জল আনিবার জন্য বা রক্ষার জন্য যাহা খনন করিতে হয় তাহার নাম খেয় সেতু, আর আবশ্যক জল বাহির হইয়া না যায় তাহার জন্য যে বাঁধ (আল) দেওয়া হয় তাহার নাম বন্ধ্য সেতু।

১৯। জল না হইলে শস্য হয় না, আর অধিক জল হইলেও শস্য নষ্ট হয়। জল না হইলেও যে দোষ, অতিশয় জলেও সেই দোষ আছে।

২০। পূর্ব্বে জলের যে পথ ছিল তাহা নষ্ট হওয়ার পরে ক্ষেত্রস্বামীকে যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা না করিয়া সেতু করে, সেই ব্যক্তি ঐ সেতু করার জন্য সুবিধা পাইবে না।

২১। ভূস্বামীর মৃত্যুর পরে তাহার বংশধরেরা থাকিলে রাজার অনুমতি লইয়া সেই সেতুর কার্য্য পুনর্ব্বার করিবে।

২২। ইহার অন্যথা করিলে কেবল ক্লেশভাগীই হইবে (ফল পাইবে না) মৃগ ও ব্যাধের দৃষ্টান্তে ইহা বুঝিবে। যেমন ব্যাধ বাণ দ্বারা বিদ্ধ মৃগকে পুনর্বার বিদ্ধ করিলে তাহার বাণই নষ্ট হইয়া থাকে। (সেতুবিধান).

২৩। ক্ষেত্রী (ক্ষেত্রস্বামী) অসমর্থ বা মৃত অথবা বিদেশগত হইলে অপরে কাহারও দ্বারা নিবারিত না হইয়া যদি কেহ ক্ষেত্র কর্ষণাদি করে, সেই কর্ষণাদি জন্য উৎপন্ন শস্য (আট ভাগের সাত ভাগ) সেই ব্যক্তিই পাইবে। (কারণ পরবর্ত্তী ২৫এর শ্লোকে ক্ষেত্রস্বামীকে অষ্টম ভাগ দিবার কথা বলা হইয়াছে)।

২৪। আর ঐ ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার কালে যদি পূর্ব্বক্ষেত্রী উপস্থিত হয়, সে ঐ কর্ষণকারীর সমস্ত ব্যয় দিয়া নিজের ক্ষেত্র পাইবে।

২৫। সাত বৎসর পর্য্যন্ত কর্ষণকারীর আট ভাগের ভাগ নষ্ট হইতেছে অর্থাৎ সাত বৎসর পর্য্যন্ত আট ভাগের ভাগ ক্ষেত্রস্বামীকে দিতে হইতেছে। এইজন্য অষ্টম বর্ষ উপস্থিত হইলে সেই ক্ষেত্র ভোগ করিতেছে বলিয়া ঐ কর্ষণকারীরই হইবে।

২৬। ক্ষেত্র পতিত থাকিলে সম্বৎসরে তাহা অর্দ্ধখিল নামক হয়, তিন বৎসরে উহা খিল সংজ্ঞক হয়। আর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষেত্র কর্ষণাদি না হওয়ায় অবসাদগ্রস্ত হয় তাহা কন্দভূমি তুল্য হয়।

২৭। যে ক্ষেত্র তিন পুরুষক্রমে কর্ষণাদি দ্বারা দখলে থাকে, আর যে গৃহ (বাস্তু) পিতৃ-পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়, রাজার অনুগ্রহভিন্নস্থলে তাহাদের ঐ (ভোগ) দখল অপরের হইতে দিবে না (অন্যের স্বত্বনিবারক হইবে)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৮। যে ক্ষেত্রে বৃতি (বেড়া) অতিক্রম করিয়া (ভাঙ্গিয়া বা লাফাইয়া) গবাদি পশু শস্য নষ্ট করিবে, সেই ক্ষেত্রে ঐ পশুর পালক দণ্ডনীয় হইবে, যদি সে শক্তি অনুসারে নিবারণ না করিয়া থাকে।

২৯। যদি শস্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় তাহা হইলে ঐ ক্ষেত্রস্বামী যাহা (ক্ষেত্র হইতে) পাইত, গোস্বামীর নিকট হইতে তাহার তুল্য শস্য পাইবে, পালক অপরাধানুরূপ তাড়িত (প্রহৃত) হইয়া মুক্ত হইবে কিন্তু ঐ গবাদি পশুর স্বামী দণ্ডভাগী হইবে।

৩০। আর যে গোরু দশদিন মাত্র প্রসব করিয়াছে ও অত্যন্ত বলবান্ বৃষ এবং অশ্ব বা হস্তী ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে বিশেষ যত্নসহকারে তাহাদিগকে নিবারণ করিবে এবং উহাদের স্বামী দণ্ডভাগী হইবে না।

৩১। গো শস্যক্ষেত্রগত হইলে তাহার জন্য গোস্বামী এক মাষ (স্বর্ণ) দণ্ড দিবে; মহিষী হইলে দুই মাষ, ছাগ বা মেষ হইলে অর্দ্ধ মাষ দণ্ড দিবে।

৩২। হস্তী ও অশ্ব যদি শস্য নষ্ট করে তাহা হইলে উহার স্বামী দণ্ডনীয় হইবে না কারণ প্রজা পালনের নিমিত্ত উহারা আছে। ইহা হইতে যে স্বামী দণ্ডার্হ হইবে না বলা হইয়াছে, তাহা প্রজাপালনকার্য্যনিযুক্ত হস্তী বিষয়ে বুঝিতে হইবে, আর গ্রামান্তর হইতে যে গোরু পলাইয়া আসিয়াছে তাহাকে দণ্ড দিবে না অর্থাৎ তাহার স্বামীও দণ্ডার্হ হইবে না। তাহাকে তাড়াইয়া দিবে, এবং অনধিক দশ দিনের প্রসূত গাভীও (তাহার স্বামীকেও) দণ্ড দিবে না। এই সূতিকা শব্দ প্রসবকাল হইতে যাহার দশ দিন অতীত হয় নাই সেই প্রসূতি গোরু ইহা (৩০ শ্লোক হইতে বুঝা যায়)। অপর বৃষের অন্বেষণপরা গাভীকেও (তাহার স্বামীকেও) দণ্ড দিবে না।

৩৩। নষ্ট (হারাইয়া যাওয়া কিম্বা পাল হইতে চ্যুত) বা ভগ্নপদাদি আর বাগানে প্রবেশের পরে লতাদি দ্বারা বদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত বা পঙ্কাদিতে নিমগ্ন যে গোরু এবং চিহ্নিত বৃষ (বৃষোৎসর্গাদি কার্য্যে চক্র ত্রিশূলাদি অঙ্কিত বৃষ ইহারা) দণ্ডনীয় নহে। (পূর্ব্বশ্লোকের সহিত অন্বিত। যাজ্ঞবল্ক্য ১৬৬ শ্লোক ও মিতাক্ষরায় ইহাই আছে।)

[নষ্টা (যাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না এইরূপ) হারাইয়া যাওয়া, ভগ্না, ভগ্নাস্থি (খঞ্জাদি) ইহা উশনার বচনে স্পষ্ট উক্ত আছে "অদণ্ড্যাঃ কাণকুণ্ঠাশ্চ বৃষভকৃত লক্ষণঃ"।]

আর যে গোরু নাসারজ্জু ছিঁড়িয়া বাগানে দীর্ঘকাল থাকে তাহাদের পালকের চতুর্গুণ দণ্ড হইবে।

৩৪। কেবল ঐ ক্ষেত্রাদিতে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট গোরুর চারণকারীর দ্বিগুণ দণ্ড (কারণ তাহার অনবধানতার জন্যই গোরু ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে ও ক্ষতির পরিমাণ অল্প হইয়াছে), আর সেইস্থানে দীর্ঘকাল গোরু থাকিলে সেই গোচারণকারীর চতুর্গুণ দণ্ড। আর যদি উহাদের চারণকারীদিগকে ঐরূপ স্থানে বিদ্যমান (থাকিতে) দেখা যায় (সেই ক্ষেত্রে ঐ গোরু সকলের উপদ্রব স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া) ঐ লোকদিগের চৌরদণ্ড শাস্ত্রসম্মত।

৩৫। পালকের (গোচারণকারীর) অনবধানাদি দোষের জন্য পলায়িত গোরু সকল শস্য ক্ষেত্রে যখন প্রবেশ করিবে, সেইস্থলে গোস্বামীর দণ্ড হইবে না, পালক (গোচারণকারী) দণ্ডার্হ হইবে।

৩৬-৩৭। গবাদি পশুকে রাজা কোন কর্ম্মের জন্য যদি লইয়া থাকেন বা নদীতে জল পান করিতে যাইলে, জলজন্তু (কুম্ভীরাদি) যদি তাহাদিগকে লইয়া যায় বা ঐ পশু বজ্র বা বিদ্যুৎহত হয় অথবা সর্পদষ্ট হয়, যে বৃক্ষ ভূমিতে বক্রভাবে থাকে পশুরা তাহাতে উঠিয়া পড়িয়া যায়, ব্যাঘ্র বা নেকড়ে দ্বারা হত হয় কিম্বা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেই সকল স্থলে ঐ পশুপালকের দোষ হইবে না বা ঐ পশুস্বামীরও দোষ হইবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩৮। গোরুসকল ধান্য ভক্ষণ করায় যে ব্যক্তি তাহা গোস্বামীর নিকট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিবে, সেইস্থলে সন্নিহিত ভূম্যধিকারিগণের মতানুসারে যে পরিমাণ ধান্য গো ভক্ষণ করিয়াছে স্থির হইবে গোস্বামী তাহাই দিবে।

৩৯। শস্য ভক্ষণ করার জন্য কর্ষক যে গোকে বন্ধ করিয়াছিল তাহা গোস্বামীকে ফেরত দিবে এবং গোস্বামী সেই কৃষিজীবীকে ভক্ষিত ধান্য দিবে। অসাবধান গোপালকের দ্বারা শস্যনাশ (ক্ষতি) হইলে এইরূপ দণ্ড উক্ত আছে।

৪০। গ্রামের সমীপদেশে যে ক্ষেত্র বা প্রভূত তৃণাদিযুক্ত ভূমি সমীপে যে ক্ষেত্র, বৃহৎ পথের নিকটে বা আবরণশূন্য (বেড়ারহিত) যে ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্রস্থ শস্যের ক্ষতি গবাদিতে করিলে পালকের গোচারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া গৃহীত হইবে না।

৪১। ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী পথে এরূপ আবরণ (বেড়া) দিবে যেন উটও যাহাকে দেখিতে না পায়, এবং গবাদি পশু ও অশ্ব যাহা লংঘন করিতে না পারে ও বরাহ ভেদ করিতে না পারে। (শস্য রক্ষা।)

৪২। পরিজনবর্গের সহিত বসবাসকারীদের গৃহ ও ক্ষেত্র এই দুইটী বাসের হেতুরূপে দেখা যায়। এইজন্য রাজা তাহাদের ঐ দুইটী কাড়িয়া লইবেন না। পরিজনযুক্ত ব্যক্তিদের বসবাসের বা জীবনধারণের উহাই মূল।

৪৩। জনপদ (লোকালয়) বৃদ্ধি পাইলে, রাজার ধর্ম্ম ও অর্থ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং জনপদ হীন হইলে অর্থাৎ লোক কমিলে লোকালয় হ্রাস হইবে, তাহাতে রাজার ধর্ম্ম ও অর্থ ক্ষয় পাইবে। এইজন্য যাহাতে অভ্যুদয় হয় তাহার কারণকে রাজা আশ্রয় করিবেন।

সীমাবন্ধ নামক একাদশ ব্যবহারপদ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বাদশ ব্যবহারপদ

স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহাদি বিধি

১। স্ত্রী ও পুরুষদিগের যে বিবাহাদি বিধি উক্ত হইতেছে তাহাকে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ (যোগ) নামক বিবাদপদ বলে। ইহা বিংশতি প্রকার।

২। প্রথমে স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধের নিমিত্ত যে বরণ করা হয় এবং ঐ বরণের জন্য পাণিগ্রহণ (নারীর হস্তগ্রহণ করা) সংস্কার হয় তাহা দুই প্রকার।

৩। ঐ স্ত্রী ও পুরুষের যে বরণ তাহা সকল স্থলে থাকে না ইহা উক্ত আছে, কারণ উহাতে দোষ দেখা যায় কিন্তু পাণিগ্রহণের মন্ত্রই সর্ব্বত্র ভার্য্যাত্বসম্পাদক হইয়া থাকে।

৪। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের স্ত্রীগ্রহণ বিষয়ে সজাতীয়া ভার্য্যাই অতিশয় প্রশস্ত এবং নারীপক্ষেও সজাতীয় পুরুষই সেইরূপ।

৫। ব্রাহ্মণের অনুলোম ক্রমে (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রী এই ক্রমে) সজাতীয় স্ত্রী ভিন্ন আরও তিন প্রকার ভার্য্যা হইতে পারিবে। ইহাতে শূদ্রকন্যার প্রতিলোম ক্রমে অর্থাৎ বৈপরীত্যে সজাতীয় পুরুষ ভিন্ন অন্য বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই তিন পতি হইতে পারিবে।

৬। আর ক্ষত্রিয়ের সজাতীয় স্ত্রী ভিন্ন আরও দুই প্রকার ভার্য্যা হইতে পারে এবং বৈশ্যের সজাতীয় স্ত্রী ভিন্ন আরও এক প্রকার স্ত্রী হইতে পারে। তাহা হইলে বৈশ্যের সজাতীয় ভিন্ন দুই জাতীয় পতি (অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ পতি) হইতে পারে ইহা জানা যাইতেছে এবং ক্ষত্রিয়-কন্যার সজাতীয় ভিন্ন আর এক প্রকার পতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পতি হইতে পারে।

৭। পিতা ও পিতৃবন্ধু হইতে যে কন্যা সপ্তম মধ্যবর্ত্তিণী হইবে এবং মাতামহ ও মাতৃবন্ধু হইতে পঞ্চম মধ্যবর্ত্তিণী হইবে এবং সগোত্রা যে কন্যা অথবা গোত্র ভিন্ন হইলে ও সমানপ্রবরা যে কন্যা হইবে, সেই কন্যা বিবাহযোগ্যা হইবে না (এই ক্ষেত্রে বন্ধু শব্দে পিতৃষ্বসৃপুত্র, মাতৃষ্বসৃপুত্র, মাতুলপুত্র গ্রাহ্য)।

৮। নিজের অবয়বের চিহ্নাদি দ্বারা পুরুষকে পুরুষত্ব বিষয়ে পরীক্ষা কর্ত্তব্য। নিঃসন্দেহে পুংস্ত্ব বিষয়ে পরীক্ষিত সেই পুরুষ কন্যা লাভ করিবার যোগ্য হইবে।

৯। যাহার স্কন্ধ সন্ধির অস্থি ও জানু এবং অস্থি উত্তমরূপে সংগত এবং যাহার মস্তকের কেশ ও স্কন্ধ দৃঢ়, যাহার গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগ স্থূল, যাহার ত্বক্ (গাত্রচর্ম্ম) লোমযুক্ত, যাহার গতি ও স্বর সবল (অর্থাৎ জড়াইয়া যায় না)।

১০। যে ব্যক্তির রেতঃ (শুক্র) জলে ভাসে না*, অবাধ গতিতে নিঃসৃত মূত্র ফেনাযুক্ত হয়, এইসকল লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিই পুরুষত্বসম্পন্ন ইহা স্থির হয়। ইহার বিপরীত লক্ষণ থাকিলে ক্লীব হইবে।

১১। মনীষিগণ চতুর্দ্দশ প্রকার ক্লীব শাস্ত্রে দেখিয়াছেন। চিকিৎসা দ্বারা ঐ ক্লীবদোষ কাহারও নষ্ট হয়, কাহারও হয় না, এইজন্য ক্লীব দুই প্রকার, তৎসম্বন্ধে ক্রমে বিধি উক্ত আছে।

১২। স্বভাবতঃ ক্লীব অর্থাৎ বৃষণ (বীজকোষ) ও লিঙ্গহীন আর যাহার অণ্ডকোষ নাই, এক পক্ষ কাল (পঞ্চদশ দিন) রতিশক্তিহীন এবং গুরুর অভিশাপজন্য, রোগজন্য, দেবতাকোপ-জন্য শক্তিহীন।

১৩। নারীর উপরে বিদ্বেষের জন্য দ্রব্যগুণে ক্লীব, এবং 'সেব্য' অর্থাৎ স্ত্রীর সেবাদির জন্য উদ্দীপনাবশে শক্তি হয়, বায়ুমাত্র নির্গত হয়, রেতঃস্খলন হয় না, 'মুখে ভগ' (পুরুষত্ব হানিকর

*মিতাক্ষরাধৃত নারদবচনের পাঠ 'যস্যাপ্স্যুপ্লবতে বীজংহ্লাদি' জলে যাহার শুক্র স্পষ্টভাবে ভাসিয়া থাকে এই অর্থ হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধি বিশেষ), যাহার রেতস্ত্যাগ সময়ে উহা বাহিরে নিঃসৃত না হইয়া অভ্যন্তরেই থাকে বা হার শুক্রে গর্ব্ভোৎপত্তি হয় না, ও স্ত্রীসংসর্গে লিঙ্গোত্থান হয় না (অর্থাৎ ধ্বজভঙ্গ), নিজ ী ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে যাহার রতিশক্তি হয়।

১৪। এইসকল ক্লীবের মধ্যে প্রথম দুইটির (লিঙ্গ ও কোষহীন এবং অণ্ডকোষহীন এই ইয়ের) প্রতিকার নাই। এক পক্ষকাল রতিহীনকে এক মাস প্রতীক্ষা করিবে। গুরুর অভিশাপে া রোগজন্য অথবা দেবতাকোপ জন্য যে ক্লৈব্য তাহাদের হয়, তাহাদিগকে এক বৎসর কাল অপেক্ষা রিবে।

১৫। ঈর্ষ্যাষণ্ড, সেব্য, রেতঃস্খলন যাহার হয় না ও মুখে ভগ এই চার প্রকার ক্লীবকে নারী হাদের দ্বারা উপভুক্ত হইলেও (তাহাদের স্বরূপজ্ঞানে) পতিতের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।

১৬। আর যাহার শুক্রত্যাগকালে শুক্র বহির্গত হয় না বা যাহার শুক্রে গর্ব্ভোৎপত্তি হয় না, ই দুই প্রকার পুরুষ পতিকার্য্য করিলেও ছয় মাসকাল অপেক্ষার পরে নারীর অন্যপতি হইতে রিবে।

১৭। আর যাহার স্ত্রীসম্পর্ককালে পুংস্ত্বের ভ্রংশ (ধ্বজভঙ্গ) দেখা যায়, তাহাকে স্ত্রীসম্পর্কে লিবেগ বলিয়া উত্তেজনার কারণ অন্য স্ত্রী বালিকাদিসংসর্গ দ্বারা উত্তেজনা বৃদ্ধিরূপ শুশ্রূষা রিবে।

১৮। অন্য স্ত্রীলোকের নিকটে যে ব্যক্তি পুরুষোচিত কার্য্য করে, নিজের স্ত্রীর নিকটে রুষত্ববর্জ্জিত হয়, তাহার স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করিবে, ইহাই প্রজাপতির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য।

১৯। সন্তানের জন্য নারী সৃষ্ট হইয়াছে, গর্ভধারণযোগ্যা স্ত্রীলোক হইল ক্ষেত্র, পুরুষ ছে বীজী, অতএব যাহার বীজ আছে ক্ষেত্র তাহাকেই দিবে; যাহার বীজ নাই সেই ব্যক্তি ত্র পাইবার যোগ্য নহে।

২০। পিতা নিজেই কন্যাকে দান করিবে অথবা পিতার অনুমতিক্রমে ভ্রাতা ভগিনী তাহাকে ন করিবে, তদভাবে পিতামহ বা কন্যার মাতুল বা নিকট জ্ঞাতি অথবা বান্ধব (মাতুলপুত্রাদি) ন করিবে।

২১। ঐসকল পুরুষপরম্পরার অভাবে মাতা যদি প্রকৃতিস্থ থাকে সেই কন্যাকে দান করিবে, দি মাতা প্রকৃতিস্থ না থাকে তখন জ্ঞাতিবর্গ ঐ কন্যাকে দান করিবে।

২২। যদি জ্ঞাতিবর্গেও কেহ না থাকে তখন কন্যা রাজাকে আশ্রয় করিবে, তখন সেই রাজার দেশে বরের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যা নিজেই বরণ করিবে।

২৩। কুল, স্বভাব, বয়স এবং শাস্ত্রজ্ঞান (বর্ণোচিত জ্ঞান) দ্বারা নিজের তুল্য সজাতীয় হৎকন্যা ব্রাহ্মণকে, ক্ষত্রিয়কন্যা ক্ষত্রিয়কে, এইরূপ) ব্যক্তিকে কন্যা বিবাহ করিয়া তাহার সহিত র্ম্ম চরণ করিবে এবং সন্তানের জননী হইবে।

২৪। কন্যা প্রতিগ্রহ করিবার (অর্থাৎ প্রতিগ্রহ করিবার অঙ্গীকারে) যদি বর দেশান্তরে লিয়া যায়, তাহা হইলে তিন ঋতু (ছয় মাসকাল) অতীত হওয়ার পরে ঐ কন্যা অন্যকে পতিত্বে ান করিবে।

২৫। বিবাহের পূর্ব্বে যদি কন্যা ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে ঐ কন্যা ঋতুদর্শন তাচ্ছিল্য (অপলাপ) করিবে না, পিত্রাদিকে তাহা জানাইবে। তাঁহারা যদি ঐ কন্যাকে স্বামী উদ্দেশ্যে দান রেন তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশুহননকারীর তুল্য পাপী হইবে।

২৬। ঐ কন্যার যতগুলি ঋতুকাল পতিসংযোগ না করিবার কালে অতীত হইবে, ঐ কন্যার কারী দান করিতেছে না বলিয়া ততগুলি ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৭। এইজন্য ঋতুদর্শন হইলেই কন্যার পিতা কন্যাকে দান করিবে। ঐ দান একবার মাত্র হইবে তাহা না করিলে পিতাকে গুরু পাপ আক্রমণ করিবে, ইহাই সাধুদিগের নিয়ম। (এই বচনে 'অতঃ প্রবৃত্তে রজসি' এই পাঠ এই পুস্তকে মুদ্রিত থাকায় ঐরূপ অনুবাদ হইয়াছে কিন্তু ঐ বচনের পাঠ নিবন্ধকারেরা 'অতোঽপ্রবৃত্তে রজসি' ধরিয়াছেন তাহার অনুবাদ হয় ঋতুদর্শন না হইতেই পিতা কন্যাদান করিবে ইতি। রজোদর্শনে ভ্রূণহত্যাদোষ হওয়ায় 'অতোঽপ্রবৃত্তে রজসি' এই পাঠ সঙ্গত বিবেচিত হয়।)

২৮। সম্পত্তিবিভাগ জন্য অংশীদারদিগের নিজ নিজ অংশের নির্ণয় একবার মাত্র হয়, কন্যার সম্প্রদানও একবার হয় এবং দান সম্বন্ধীয় বাক্যে একবার মাত্রই 'দদানি' বক্তব্য। কারণ এই তিনটিই একবার মাত্র হইবে ইহা সাধুগণের মত।

২৯। এই যে একবার মাত্র দানবিধি বলা হইল ইহা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ বিষয়ে জানিবে। আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহত্রয়ে গুণ দেখিয়া দান হইবে অর্থাৎ বাগ্‌দানাদি হইলেও আসুরাদি তিনটি বিবাহে বর উপেক্ষিত হইতে পারিবে।

৩০। কন্যাকে বিবাহ করিবার স্থির হওয়ার পর ঐ কন্যাকে কোন ব্যক্তি শুল্ক (অর্থাদি) দিয়া যাইলেও যদি ঐ বর হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কামসম্পন্ন অন্য উৎকৃষ্টতর পাত্র ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই পাত্রকেই কন্যাদান করিবে, সেই ক্ষেত্রে পূর্ব্ববাক্য মিথ্যা হইবে।

৩১। যে কন্যার কোনরূপ দোষ নাই তাহাকে দূষিত করিবে না অর্থাৎ তাহার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিবে না এবং দোষরহিত বরের উপরেও দোষারোপ করিবে না। দোষ থাকিলে পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করার জন্য কোনরূপ অপরাধ হইবে না।

৩২। যথানিয়মে বরকে কন্যাদান করিয়া সেই কন্যাকে যদি বরহস্তে অর্পণ না করে এবং ঐ বর যদি দুষ্ট না হয় তাহা হইলে ঐ কন্যার অভিভাবককে রাজা চোরের ন্যায় দণ্ড দিবেন।

৩৩। আর কন্যার দোষ থাকিলেও যে ব্যক্তি তাহা না বলিয়া দান করে, প্রথম সাহসে যে দণ্ড বিহিত আছে রাজা তাহার সেই দণ্ডের বিধান করিবেন।

৩৪। যে ব্যক্তি বিদ্বেষবশতঃ কন্যাকে কন্যা নহে অর্থাৎ ক্লীবাদি বলে, সেই কন্যার দোষ না দেখাইতে পারিলে (অর্থাৎ প্রমাণ করিতে না পারিলে) সেই ব্যক্তি শত পণ দণ্ডভাগী হইবে।

৩৫। যে ব্যক্তি কন্যাকে গ্রহণের অঙ্গীকার করিয়া দোষ না থাকিলেও পরিত্যাগ করে সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে। ইচ্ছা না করিলেও সেই কন্যাকেই বিবাহ করিতে হইবে।

৩৬। যে কন্যা দীর্ঘকালীন অসাধ্য কিম্বা কুৎসিত (ঘৃণ্য) রোগে আক্রান্তা কিম্বা অঙ্গহীনা অথবা পুরুষসংসর্গকারিণী, (চৌর্য্যাদি দোষ)-দুষ্টা বা পুরুষান্তরে অনুরাগিণী এই হইল কন্যার দোষ।

৩৭। উন্মাদগ্রস্ত, পতিত, ক্লীব, লোকবিদ্বিষ্ট, যাহাকে আত্মীয়গণ দোষজন্য ত্যাগ করিয়াছে এবং কন্যার দোষ বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার প্রথম দুইটি দোষ এই হইল বরের দোষ।

কন্যা ও বরের দোষ প্রদর্শিত হইল।

৩৮-৩৯। বর্ণচতুষ্টয়ের সংস্কারের জন্য আট প্রকার বিবাহ শাস্ত্রে উক্ত আছে। ঐ আট প্রকার বিবাহ এইরূপঃ (১) ব্রাহ্ম, (২) প্রাজাপত্য, (৩) আর্ষ, (৪) দৈব, (৫) গান্ধর্ব্ব, (৬) আসুর, আর ঐ বিবাহ হইতে যে বিবাহ নিকৃষ্ট নহে (অর্থাৎ তাহার তুল্য) তাহা, (৭) রাক্ষস, (৮) পৈশাচ। (রাক্ষস বিবাহকে আসুর বিবাহ হইতে অনিকৃষ্ট বলায়, সর্ব্বশেষে কথিত পৈশাচ বিবাহ বিবাহগুলির মধ্যে জঘন্য ইহা সূচিত হইয়াছে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[মন্তব্য।—'এই নারী আমার ভার্য্যা হউক' এই বুদ্ধিতে নারীকে যে গ্রহণ তাহাই বিবাহ। ইহা পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার বিবাহেই আছে তথাপি যে ঐ বিবাহের ব্রাহ্মাদি সংজ্ঞা ভেদ হইয়াছে তাহাদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মভেদ ঐরূপ সংজ্ঞা ভেদের কারণ হইয়াছে, এখন মহর্ষি নারদ তাহা দেখাইতেছেন।]

৪০। বরকে (যাহাকে কন্যাদান করা হইবে তাহাকে) আদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া অলংকৃত কন্যাকে গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে দান করা হয়, ঐ প্রকার দানধর্ম্মাক্রান্ত বিবাহের সংজ্ঞা ব্রাহ্ম। আর 'তোমরা উভয়ে মিলিত ধর্ম্মাচরণ কর' ইহা বলিয়া উক্তরূপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে কন্যাদান হয় তাহাই প্রাজাপত্য বিবাহের বিধি অর্থাৎ ধর্ম্ম।

৪১। বস্ত্র ও গো-মিথুনের (বৃষ ও গাভীর) সহিত উক্তরূপ গ্রহণোদ্দেশে যে কন্যাদান হয়, তাহাই আর্ষ্য বিবাহ নামে খ্যাত। ঋত্বিক্ যজ্ঞবেদীতে যাগ করিতেছে ঐ বেদমধ্যে কন্যার পিতা উক্ত ঋত্বিক্‌কে কন্যাদান করিলে পরে উক্ত গ্রহণকে দৈব বিবাহ বলে।

৪২। কন্যা ও বর পরস্পর পতিপত্নী হইতে ইচ্ছা করায় ঐ বর ঐ কন্যাকে ভার্য্যারূপে যে গ্রহণ করে, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা হয়। আর কন্যার অভিভাবককে অর্থাদি (শুল্ক) দিয়া সেই কন্যাকে ভার্য্যারূপে যে গ্রহণ তাহাই আসুর বিবাহ।

৪৩। বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া ঐ কন্যাকে ভার্য্যারূপে যে গ্রহণ তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। নিদ্রিতা বা মদ্যাদিপানমত্তা কন্যাতে উপগত হইয়া ভার্য্যারূপে যে গ্রহণ তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। এই বিবাহ অসাধু উপায়ে হয় বলিয়া ইহা অধম।

৪৪। ঐ আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্মাদি চার প্রকার বিবাহ ধর্ম্মযুক্ত বিবাহ। (পিত্রাদি অভিভাবকগণের অনুমতিতে ঐ সকল বিবাহ সম্পন্ন হয়, ঐ সকলে উচ্ছৃংখলতা নারীর বা পুরুষের নাই।) আর গান্ধর্ব্ব বিবাহ সাধারণ অর্থাৎ ধর্ম্ম বা অধর্ম্মযুক্ত নহে। মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির জন্য উহা হওয়ায় এবং উচ্ছৃংখলাদি যথেচ্ছ ব্যবহার না থাকায় উহা সাধারণ। আর আসুর ও রাক্ষস এবং পৈশাচ এই বিবাহত্রয়ের মধ্যে ধনলোভে কন্যা বিক্রয় হওয়ায় শাস্ত্রগত গুণ বিচার না হইতে পারে এইজন্য প্রথমটি আসুর। বলপূর্ব্বক গ্রহণে কন্যার পিতৃপক্ষের অবমাননা হয় বলিয়া অনিচ্ছায় অযোগ্য পাত্র কন্যা গ্রহণ করে এইজন্য দ্বিতীয়টি রাক্ষস আর পশুভাবে নারীর উপর ব্যবহার থাকায় তৃতীয়টি পৈশাচ বিবাহ। এইজন্য এই বিবাহত্রয় ধর্ম্মসঙ্গত নহে।

৪৫। যে পুরুষের সহিত সম্পর্ক হইতেছে তাহার পূর্ব্বে যদি অন্য পুরুষের সহিত ঐ নারীর সম্পর্ক হইয়া থাকে সেই নারী পরপূর্ব্বা নামে অভিহিত। তাহার ভেদ সাত প্রকার ক্রমে উক্ত হইয়াছে, পুনর্ভূ তিন প্রকার, আর স্বৈরিণী চার প্রকার।

৪৬। তিন প্রকার যে পুনর্ভূ বলা হইল, তাহাদের মধ্যে যে কন্যার কোনরূপ পুরুষসম্পর্ক হয় নাই কেবলমাত্র পাণিগ্রহণ (বিবাহ) সংস্কার হইয়াছিল সেই কন্যাকে প্রথম পুনর্ভূ বলে। ঐ কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার পাইতে পারে।

৪৭। যে বিবাহিতা নারী কৌমারকালীন পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে অবলম্বন করিবার পরে পুনরায় স্বামিগৃহে আসে, সেই নারী দ্বিতীয় পুনর্ভূ বলিয়া উক্ত আছে। (এই বচনস্থ কৌমার শব্দ যৌবনের পূর্ব্বাবস্থা। ইহা ভগবদ্‌গীতায় দেখা যায় 'দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা' ইত্যাদি যৌবনের পূর্ব্বকাল পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত 'কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্ যৌবনস্তু ততঃপরম্' ইহারা বচনে উক্ত আছে।)

৪৮। পতির মৃত্যুর পরে দেবর না থাকিলে পিতা, ভ্রাতারা যে নারীকে সজাতীয় সপিণ্ডকে দেয় সেই নারী তৃতীয় পুনর্ভূরূপে কীর্ত্তিত আছে (ইহা বাগ্‌দানের পরে পুনর্দান থাকায় বুঝা যাইতেছে,—

"যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যেকৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ।"

কিন্তু নারদবচনে দেবর না থাকায় অন্যকে দান থাকায় পূর্ব্বোক্ত ২৭ শ্লোকে, 'কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ' ইহা উক্ত আছে বলিয়া বাগ্‌দত্তার পুনর্দান বুঝিতে হইবে। বাগ্‌দানের জন্য ঐ কন্যা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুনর্ভূ হইল। বাচাদত্তা, মনোদত্তা ইত্যাদি বচনেও পুনর্ভূ উক্ত আছে এবং ৫৩ শ্লোকে পূর্ব্ব পূর্ব্বদিগের নিকৃষ্টতা বলা হইতে বাগ্‌দত্তা জ্ঞাত হওয়া যায়)।

৪৯। যে নারী পতি জীবিত থাকিতেই সন্তান প্রসব করিয়া বা না করিয়া কামবশবর্ত্তিতার জন্য অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে, সেই নারী প্রথমা স্বৈরিণী।

৫০। যে নারী স্বামী মারা যাইলে পর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আগত দেবরাদিকে পরিত্যাগ করিয়া কামের জন্য অপর পুরুষকে আত্মদান করে সেই নারী দ্বিতীয়া স্বৈরিণী।

৫১। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া ধনের জন্য আত্মবিক্রয়কারিণী নিজ দেশ হইতে অন্য দেশে গিয়া "আমি তোমার হইতেছি," এইরূপ বলিয়া যে নারী পুরুষান্তরে উপগত হয়, সেই নারী তৃতীয়া স্বৈরিণী।

৫২। 'নারী পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে' এইরূপ গ্রাম্য ধর্ম্ম দেখিয়া পিত্রাদি গুরুজন পুরুষান্তরের সম্পর্কে যে নারী সাহস করে সেই নারীকে অন্য পুরুষের হস্তে দেয়, সেই নারীকে চতুর্থ স্বৈরিণী বলিয়া মনে করিবে।

৫৩। নারীকে পুনর্ভূ বা স্বৈরিণী বলিবার এই নিয়ম শাস্ত্রে উক্ত আছে। তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বনির্দ্দেশ (উল্লেখ)ক্রমে জঘন্য ও পরবর্ত্তী নির্দ্দেশক্রমে উৎকৃষ্ট জানিবে।

৫৪। ঐসকল স্ত্রীলোকের মধ্যে যে স্ত্রী অর্থপ্রদান দ্বারা সংগৃহীত হয় সেই স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান শুল্কদাতারই হইবে। শুল্ক না দিয়া উপগত হইলে ঐ সন্তান যাহার ক্ষেত্র তাহারই হইবে।

৫৫। যাহার ক্ষেত্র তাহার অজ্ঞাত অবস্থায় তাহার ক্ষেত্রে যদি কেহ বীজ বপন করে সেই ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফল যাহার ক্ষেত্র তাহারই হইয়া থাকে, যাহার ঐ বীজ সে ঐ ফলের অংশ প্রাপ্ত হয় না।

৫৬। জলস্রোতে বা বায়ুর বেগে বীজ যাহার ক্ষেত্রে আনীত হইয়া অঙ্কুরিত হয়, সেই ক্ষেত্র যাহার সেই ক্ষেত্রোৎপন্ন ফলের সেই ভাগী হইবে, যাহার বীজ সে ফলভাগী হইবে না।

৫৭। গোষ্ঠে চরিতে চরিতে বৃষ যাহার গাভীতে বৎসের উৎপাদন করে, যাহার গাভী সেই ঐ বৎসের মালিক হইয়া থাকে; বৃষের ঐ উৎপাদনপ্রয়াস বৃথা হয়।

৫৮। ক্ষেত্রস্বামীর অনুমতিক্রমে ক্ষেত্রে (অর্থাৎ স্ত্রীতে) যাহার বীজ বপন করা হয় (অর্থাৎ যে সন্তান উৎপাদন করে) সেই সন্তান ক্ষেত্রী ও বীজী উভয়ের হয়।

৫৯। ক্ষেত্র (শস্যোৎপত্তিস্থান) ভিন্ন শস্য হয় না, এবং ক্ষেত্র থাকিলেও যদি বীজ না থাকে তাহাতেও শস্য হয় না, এইজন্য ধর্ম্মানুসারে সন্তান পিতা ও মাতার অর্থাৎ বীজীর ও ক্ষেত্রীর দুইজনেরই অভিমত।

৬০। পরগৃহে কোন স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হইলেই যে নিজের সন্তান হইবে তাহা নহে। কারণ নিজ গৃহে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকার সময়ে তাহার স্ত্রীর সংগ্রহণ (অর্থাৎ নিজের আয়ত্তাধীন হওয়া) ক্ষেত্রজাদি বিধিতে অভিজ্ঞগণ দেখেন নাই।

৬১। বিনা দোষে যে ব্যক্তি স্ত্রীকে ত্যাগ করে ও যে নিজে ক্লীব এবং ক্ষয়রোগী অর্থাৎ সহবাসে অক্ষম অথবা নিজ স্ত্রীর নিকটে স্বেচ্ছায় গমন করে না, এইসকল ব্যক্তির স্ত্রীকে যদি কেহ সংগ্রহ করে বা তাহাতে গমন করে এইরূপ সাহসে দোষ হইবে না।

৬২। যে কাল আলাপাদি করিবার সময় নহে সেই প্রকার রাত্রি প্রভৃতি সময়ে যেস্থানে অন্য লোকের যাতায়াত নাই, পতিত বাটী, ভগ্ন দেবালয়াদি প্রভৃতি নিভৃত স্থানে পরস্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া যে অবস্থান বা আলাপ বা পরিহাসাদি দ্বারা আনন্দ করা হয়, এই তিনটিই ক্রমে অনুরাগজ্ঞানের সম্যক্ সাধন বলিয়া উহাকে সংগ্রহণ ক্রম বলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৬৩। নদীর মিলন স্থানে এবং তীর্থে, উপবনে বা বনভূমিতে স্ত্রী ও পুরুষে যে মিলিত হয় তাহাকে (ঐ) সংগ্রহণ বলিয়া জানিবে। ঐসকল স্থান নির্জ্জনপ্রায় আর তীর্থস্থান অপরিচিত ব্যক্তিবহুল, বন উপবন নিভৃত ও রমণীয়। ঐস্থানে মিলন উভয়ের অনুরাগব্যঞ্জক অতএব পূর্ব্ব-শ্লোকোক্ত সংগ্রহণ বলিয়া মনীষিগণ মনে করেন।

৬৪। স্ত্রী বা পুরুষের দূতী পাঠাইয়া বা পত্র পাঠাইয়া এইরূপ নানাবিধ বিভিন্ন উপায় দ্বারা স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনুরাগের প্রচেষ্টা পণ্ডিতগণ বুঝিবেন।

৬৫। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোককে (যেস্থানে স্পর্শ করা উচিত নহে সেইস্থানে) স্পর্শ করে অথবা যে নারী পুরুষের স্পর্শের অনুচিত অবয়ব স্পর্শ করে এবং উহা যদি পরস্পরে সহ্য করে তাহা হইলে পরস্পরের অনুমত বলিয়া ঐসকল কার্য্যও সংগ্রহণ মনে করিবে।

৬৬। পরস্পরের উপকার করা, পরস্পরে ক্রীড়া করা এবং পরস্পরের ভূষণ বা বস্ত্র স্পর্শ বা আকর্ষণ করা, এক শয্যায় একত্রে উভয়ে উপবেশন করা এইসকল কার্য্যকেও মনীষীরা সংগ্রহণ বলিয়া স্মরণ করেন।

৬৭। হাত ধরিয়া টানা, মুচড়াইয়া দেওয়া, বন্ধ লম্বমান বেণী ধরিয়া টানা বা বস্ত্রাঞ্চলের আকর্ষণ করা, 'আচ্ছা থাক্ থাক্' এইরূপ যে উক্তি হইবে, সেই সকলকেও বিজ্ঞগণ সংগ্রহণ বলিয়া থাকেন।

৬৮। স্ত্রী বা পুরুষ অথবা উভয়ে বস্ত্র বা অলঙ্কার বা মাল্য বা পানীয় বা ভক্ষ্যবস্তু কিম্বা কুদ্রব্য প্রেরণ করে তাহার দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের সংগ্রহণ (অনুরাগ কারণ) অনুভবযোগ্য হয়।

৬৯। যদি কোন পুরুষ দর্পবশতঃ অথবা অজ্ঞানতার জন্য কিম্বা আত্মশ্লাঘার অভিপ্রায়ে 'এই নারীকে আমি উপভোগ করিতেছি' ইহা বলে, তাহাকে মনীষীরা সংগ্রহণ বলিয়া মনে করেন।

৭০। যে পুরুষ সজাতীয় নারীর অননুমোদনে অভিগমন করে সেই ব্যক্তি উত্তম সাহসদণ্ড (১,০০০ কাহন) দণ্ডার্হ হইবে এবং উত্তম বর্ণ পুরুষ নিম্ন বর্ণের স্ত্রীতে ঐরূপ আচরণ করিলে সেই পুরুষের মধ্যম সাহস দণ্ড (৫০০ কাহন) দণ্ড হইবে আর হীন বর্ণ পুরুষ উত্তম বর্ণের নারীর উপর ঐরূপ অত্যাচার করিলে বধদণ্ড পাইবে।

৭১। কামনাবর্জ্জিত (সবর্ণা বা হীনবর্ণা অবিবাহিতা) কন্যাতে গমন করিলে সেই পুরুষের দুইটি অঙ্গুলি ছেদন দণ্ড হইবে। উত্তম বর্ণারূপ কন্যা গমনকারীর বধদণ্ড ত হইবেই, পরন্তু সর্ব্বস্ব হরণও হইবে।

৭২। কন্যা সকামা হইলে অর্থাৎ কন্যা যদি কামনা করে সেই কন্যাগমনে নারীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন হইবে না কিন্তু সেই পুরুষকেই অলঙ্কৃত করিয়া আদরপূর্ব্বক ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে হইবে।

৭৩-৭৫। মাতা ও সবর্ণা ও উত্তমবর্ণা বিমাতা, মাতৃষ্বসা (মাসী), শ্বশ্রূ (শ্বাশুড়ী), মাতুল পত্নী, পিতৃষ্বসা (পিসী), পিতৃব্যপত্নী (খুড়ী), মিত্রপত্নী, শিষ্যপত্নী, ভগিনী, ভগিনীর সখী, স্নুষা (পুত্রবধূ), দুহিতা (কন্যা), উপনয়ন সংস্কারপূর্ব্বক যে বেদ উপদেশ দান করে তাহার পত্নী, সপিণ্ড স্ত্রী, আত্মরক্ষার্থে যে স্ত্রী কাহারও নিকট রক্ষক বলিয়া আশ্রয়গ্রহণকারিণী, অভিষিক্ত রাজার পত্নী, সন্ন্যাসিনী, উপমাতা (যে স্ত্রী বাল্যকাল হইতে যত্নাদি দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়াছে). ক্ষত্রিয়বর্ণের সাধ্বী স্ত্রী, এই সকল নারীর মধ্যে যে-কোন নারী গমন করিলে পুরুষ গুরুতল্পগামী বলিয়া উক্ত হয়। সেই পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদনই হইল দণ্ড। তাহার পক্ষে অন্য দণ্ডের বিধান নাই।

৭৬। যদি কোন পুরুষ স্ত্রীপশুতে গমন করে তাহা হইলে তাহাকে শত পণ দণ্ড দিতে হইবে এবং গো গমনকারী ব্যক্তির মধ্যম সাহস (৫০০ কাহন) দণ্ড হইবে, চাণ্ডাল শ্বপচাদি সপ্ত অন্ত্যাবসায়ীর স্ত্রীগমনেও মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৭৭। অগম্যা স্ত্রীতে যাহারা উপগত হয় তাহারা রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবে এবং ঐ অগম্যা গমনের জন্য পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে তাহার দ্বারা অগম্যাগমন জন্য পাপের ক্ষয় হইবে। (অর্থাৎ ঐসকল পাপ কেবল রাজদণ্ড দ্বারা যাইবে না।)

৭৮। সৈরিণী, অব্রাহ্মণী, বেশ্যা, দাসী বা ব্যভিচারাদি দোষজন্য যাহারা গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা, সেই সকল নারী উচ্চবর্ণ বা সমবর্ণ পুরুষের ভোগ্যা হইবে। হীনবর্ণ পুরুষের তাহারা ভোগ্যা হইবে না।

৭৯। অব্রাহ্মণী, সৈরিণী ও বেশ্যা এবং ক্রীত দাসী বা গৃহনির্ব্বাসিতা, এই সকল নারীরা কোন ব্যক্তির রক্ষিতাবস্থায় কাহারও গৃহে দাসী হইয়া থাকাকালীন যদি কেহ এই সকল স্ত্রীতে গমন করে, তাহাতে পরস্ত্রী গমনের ন্যায় দোষ হইবে। এইজন্য পূর্ব্বে ঐসকল নারী গমনযোগ্যা হইলেও ঐ স্ত্রী সকলে উপগত হইবে না যেহেতু তাহারা পরের রক্ষিতা।

৮০। যে স্ত্রীর সন্তানোৎপত্তির পূর্ব্বেই পতি মারা যায় সে তখন গুরুজনের নিয়োগানুসারে পুত্রলাভ কামনায় দেবরকে গ্রহণ করিবে।

৮১। তখন সেই দেবর পুত্রোৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে এবং পুত্র জন্মাইলেই ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবে। যদি ইহার অন্যথা হয়, তাহা হইলে সঙ্কর দোষ হইবে।

৮২। ভ্রাতৃজায়াতে গুরুজনের নিয়োগানুসারে গমনকারী পুরুষ নিজের সমস্ত গাত্র ঘৃতের দ্বারা বা অবিকৃত (অর্থাৎ গন্ধাদি দ্বারা অবাসিত) তৈল দ্বারা আপাদমস্তক মাখিয়া নারীর মুখ হইতে নিজের মুখ পরিহার করিয়া (অর্থাৎ চুম্বনাদি না করিয়া) এবং নিজ গাত্রের দ্বারা নারীর অন্য গাত্র স্পর্শ না করিয়া (অর্থাৎ আলিঙ্গনাদি না করিয়া) উপগত হইলে নিয়োগ ধর্ম্ম রক্ষিত হয়।

৮৩-৮৬। সেই নারীমাত্রই যে কুলে অবশিষ্ট আছে সেই কুলে সন্তানের জন্য গমন করিবে, কামজন্য নহে। নারী যদি পুত্রবতী হয়, তবে সম্বন্ধে সে পূজ্যা অতএব তাহাতে গমন করিবে না এবং ঐ নারীর রজঃকাল নিবৃত্ত হইলে বা ঐ নারী ইচ্ছা না করিলে বা গর্ভবতী হইলে অথবা যে নারী নিন্দনীয়া (অর্থাৎ যাহার সন্তান বংশোচিত হয় নাই এবং যে নারীর গুরুজন বন্ধু-বর্গ হয় নাই সন্তানের জন্য সেই পুরুষকে নির্দ্দেশ দেয় নাই) সে এইরূপ নারীতে গমন করিবে না। যে নারী বন্ধুবর্গ দ্বারা নিযুক্ত না হইয়া দেবর হইতে সন্তানোৎপাদন করে, বেদবাদরত ব্যক্তিগণ সেই গর্ব্ভোৎপন্ন সন্তানকে জারজ ও ধনে অনধিকারী বলেন। এবং বন্ধু দ্বারা নিযুক্ত না হইয়া যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের ভার্য্যাতে উপগত হয় অথবা যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (অনিযুক্ত হইয়া) কনিষ্ঠের ভার্য্যাতে গমন করে ঐরূপ কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ উভয়েই বিমাতৃগমনের তুল্য পাপী হইবে। এইজন্য গুরুজন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া গমন করিবে এবং ঐ স্ত্রীকে উচিত উপদেশ দিবে (অর্থাৎ পর পুরুষের নিকট গমন করিতেছি এই বুদ্ধি করিবে না তাহাতে অধর্ম্ম হইবে, এই গমন সন্তানের জন্য, অধর্ম্ম নহে, সন্তান হইলে ধর্ম্মই হইবে, এই প্রকার উপদেশ দিবে)।

৮৭। পূর্ব্বে নিয়োগধর্ম্ম উক্ত হইল; ঐ বিধি অনুসারে পুত্রবধূস্বরূপ ভ্রাতার স্ত্রীতে গমন করিবে, পুত্র প্রসব হইলে পবিত্র হইবে। ঐ গমন একবারমাত্র হইবে। (যদি একবার গমনে গর্ভ না হয়) যে পর্য্যন্তকাল গর্ব্ভোৎপত্তি না হয় সেই কাল পর্য্যন্ত প্রতি ঋতুকালে একবারমাত্র গমন করিবে। গর্ভ হইলে ঐ স্ত্রী যেরূপ ছিল সেইরূপই থাকিবে অর্থাৎ পুত্রবধূস্থানীয়ই থাকিবে।

৮৮। এই যে পূর্ব্বে নিয়োগধর্ম্ম বলা হইল, স্ত্রী ও পুরুষ যদি ইহা হইতে অন্য প্রকারে কামজন্য সঙ্গত হয়, রাজা সেই স্ত্রী ও পুরুষকে কঠোরভাবে দণ্ড দিবেন, তাহা না করিলে (সামজস্থিতির) বিপর্য্যয় হইয়া যাইবে।

৮৯। দম্পতীর মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যা ও গুণে দোষারোপমূলক আসক্তির জন্য মনোমালিন্য হইলে পতি ও পত্নী জ্ঞাতিবর্গের নিকট বা রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থাপন করিবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৯০। অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষিত নারীর ব্যভিচার না হইলে, কেবলমাত্র পরস্পর বিরোধের জন্য পরস্পরকে ত্যাগ করিলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই দোষ হইবে।

৯১। স্ত্রীলোকের ব্যভিচার ঘটিলে তাহার মস্তক মুণ্ডন করাইবে ও নিম্নদেশে বা ভূমিতে শয়ন করাইবে, কুৎসিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে, জঘন্য মলিন বস্ত্র পরিধান করাইবে এবং নিকৃষ্ট কার্য্য করাই তাহার কর্ম্ম হইবে।

৯২। আর যে নারী গর্ভস্রাব করাইবে বা স্বামীকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিবে সেই নারীকে স্ত্রীধন হইতে বঞ্চিত করিয়া গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে।

৯৩। সংসারে ক্ষতিজনক কার্য্য করাই যে নারীর স্বভাব এবং সর্ব্বদা যে নারী অপ্রিয়বাক্য বলে, স্বামীর ভোজনের পূর্ব্বে যে নারী ভোজন করে, সেই নারীকে গৃহ হইতে শীঘ্র বহিষ্কৃত করিবে।

৯৪। যে নারী বন্ধ্যা বা কেবল কন্যাপ্রসবকারিণী, স্বার্থপরতাদি দোষের জন্য নিন্দনীয়া অথবা সকল সময়ে প্রতিকূল আচরণকারিণী, সেইরূপ স্ত্রীকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আদর করিবে না, করিলে দোষভাগী হইবে।

৯৫। যে ভার্য্যা স্বামীর অনুকূলা ও প্রিয়বাদিনী এবং গৃহকর্ম্মে নিপুণা, ব্যভিচারিণী নহে এবং পুত্রপ্রসবিনী, সেইরূপ ভার্য্যাকে ত্যাগ করিলে ঐ পত্নীত্যাগী ব্যক্তিকে রাজা গুরুদণ্ড দ্বারা ঐ ভার্য্যার সহিত গৃহস্থাচরণ করিতে বাধ্য করাইবেন।

৯৬। কন্যাকালে দোষ থাকিলেও তাহার বিবাহের পূর্ব্বে নির্দ্দোষবোধে যে নারী বিবাহিতা হইয়াছে এবং বিবাহের পরে পুরুষান্তরকে গ্রহণ করে নাই কিন্তু বিবাহের পরে যাহার ঐ অজ্ঞাত দোষ জানা গিয়াছে, সেই নারীকে তাহার বন্ধুবর্গের (পিত্রাদির) সহিত মিলাইয়া দিবে (অর্থাৎ তাহাকে নিজে গ্রহণ না করিয়া পিত্রাদির নিকট রাখিবে)। যদি কন্যার পিত্রাদি বন্ধু কেহ না থাকে তাহা হইলে সেই কন্যা নিজের ইচ্ছামত পুরুষান্তরকে আশ্রয় করিবে।

৯৭। স্বামী নিখোঁজ হইলে (গৃহত্যাগ করিয়া যাওয়ার পরে যদি তাহার সংবাদ না পাওয়া যায়) কিম্বা মারা যাইলে অথবা সন্ন্যাসী হইলে বা ক্লীব হইলে বা পাপকর্ম্ম করার জন্য পতিত হইলে, এই পঞ্চ প্রকার আপৎকালে নারীর অন্য পতি (অর্থাৎ পত্যন্তরগ্রহণ) হইতে পারে। (এইস্থানে 'পতি' শব্দ বাগদানে উদ্দিষ্ট পাত্র, কারণ 'যস্যাঃ ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ' এই বচনে বাগ্‌দান হইলেই ঐ বরকে পতি বলিয়া নির্দ্দেশ আছে।)

৯৮। ব্রাহ্মণীর সন্তান হওয়ার পরে পতি বিদেশগত হইলে সেই স্বামীর জন্য অষ্টবর্ষ কাল অপেক্ষা করিয়া ও সন্তান জন্মাইবার পূর্ব্বে ঐরূপ হইলে চার বর্ষকাল অপেক্ষা করিয়া সেই ব্রাহ্মণী পরে অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে।

৯৯। সন্তানবতী ক্ষত্রিয়া প্রোষিত স্বামীর জন্য ছয় বর্ষকাল অপেক্ষা করিয়া ও অনুৎপন্ন-সন্তানা ক্ষত্রিয়া তিন বর্ষকাল অপেক্ষা করিয়া, বৈশ্যা, জাতাপত্যা হইলে চার বৎসর ও অনুৎপন্ন-সন্তানা হইলে দুই বর্ষকাল অপেক্ষা করিয়া অন্যকে আশ্রয় করিবে।

১০০। আর শূদ্রা সম্বন্ধে প্রোষিত স্বামীর অপেক্ষায় কোনরূপ কাল নির্দ্দেশ ঋষিগণ করেন নাই। এই হইল বিদেশগতভর্ত্তৃকা নারী সম্বন্ধে অপেক্ষার কাল। আর বিদেশগত স্বামী জীবিত আছে, ইহা শুনিতে থাকিলে ঐসকল কালের দ্বিগুণ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ।

১০১। প্রাণিদিগের প্রজনন প্রবাহ ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা হইলে এই ক্ষেত্রজসন্তানোৎপাদন বিধি যাহা উক্ত হইয়াছে, ইহাই প্রজাপতির সৃষ্টিরক্ষার উপায় দর্শন। এইজন্য (সন্তানের নিমিত্ত) পুরুষান্তর গমনে (পতি ভিন্ন অন্য পুরুষে উপগত হইলেও) নারীর ঐ দোষ (স্বৈরিণীত্বাদি দোষ) হইবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১০২। অনুলোমক্রমে উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের স্ত্রীতে যে সন্তানের উৎপত্তি তাহা বিধি-সম্মত আর প্রতিলোমক্রমে নিম্নবর্ণ দ্বারা উচ্চবর্ণের স্ত্রীতে যে সন্তানজন্ম তাহা বর্ণসঙ্কর, ইহা উক্ত আছে।

১০৩। পরবর্ত্তী বর্ণের স্ত্রীতে উৎপন্ন যে সন্তান অর্থাৎ পুত্র হইবে (যেমন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া-জাত কান্তর, তৎপরবর্ণীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান অর্থাৎ পুত্র (যেমন ব্রাহ্মণের বৈশ্যাজাত) দ্বান্তর, তৎপরবর্ত্তী বর্ণের স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান অর্থাৎ পুত্র (যেমন ব্রাহ্মণের শূদ্রাজাত) ইহারা অনুলোমক্রমে অর্থাৎ স্বাভাবিকক্রমে হয়। আর প্রতিলোমক্রমে (বিপরীত ক্রমেও) সন্তান হইয়া থাকে।

১০৪। উগ্র ও পারশব এবং নিষাদ পুত্র অনুলোমক্রমে অর্থাৎ উচ্চবর্ণ দ্বারা নিম্নবর্ণীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন হয় আর অম্বোষ্ঠ ও মাগধ এবং ক্ষত্রিয়ার গর্ব্ভজাত ক্ষত্তৃ বলিয়া অভিহিত হয়।

১০৫। ইহাদের মধ্যে (অম্বোষ্ঠ, মাগধ ও ক্ষত্তৃ মধ্যে), প্রথমটি (অম্বোষ্ঠ) অনুলোমজ সন্তান আর অপর দুইটি অর্থাৎ মাগধ ও ক্ষত্তৃ হীনবর্ণ দ্বারা উত্তমবর্ণা স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তান অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে বৈশ্যা কর্ত্তৃক উৎপাদিত মাগধ, ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে শূদ্র দ্বারা উৎপাদিত সন্তান ক্ষত্তৃ, এইজন্য ক্ষত্তৃ প্রভৃতি প্রতিলোমজ সন্তান আর নিম্নবর্ণিত সন্তানেরা অনুলোমজ সন্তান।

১০৬। তাহাদের চরুপাকপূর্ব্বক সপ্ত সংস্কার তিন বার হইবে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র সবর্ণ পুত্র, ক্ষত্রিয়াতে ব্রাহ্মণের উৎপাদিত পুত্র অনন্তর পুত্র।

১০৭। আর অম্বোষ্ঠ ও উগ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এইরূপ অনন্তর পুত্র। বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত অম্বোষ্ঠ ইহা ক্ষত্রিয় দ্বারা ব্যবহিত বলিয়া একান্তর পুত্র।

১০৮। শূদ্রাতে ক্ষত্রিয় হইতে যে সন্তান জন্মায় তাহাকে 'নিষাদ' বলে। শূদ্রা ব্রাহ্মণ হইতে যে সন্তান প্রসব করে তাহাকে 'পারশব' বলে।

১০৯-১১০। এই সকল পুত্র বর্ণের অনুলোমক্রমে অর্থাৎ উচ্চবর্ণ হইতে হীনবর্ণাতে হইয়া থাকে তাহা উক্ত আছে। সূত ও মাগধ পুত্রদ্বয় এবং আয়োগব পুত্র এবং ক্ষত্তৃ ও বৈদহক পুত্রদ্বয়, ইহারা প্রতিলোম বর্ণক্রমে হীনবর্ণ পুরুষ দ্বারা উচ্চবর্ণের স্ত্রীতে উৎপাদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় দ্বারা উৎপাদিত 'অনন্তর পুত্র' সূত নামে প্রসিদ্ধ।

১১১। উহার ন্যায় মাগধ ও আয়োগব পুত্রদ্বয় বৈশ্য ও শূদ্র হইতে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ণের স্ত্রীতে উৎপন্ন (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াতে বৈশ্য দ্বারা উৎপাদিত মাগধ, বৈশ্যাতে শূদ্র দ্বারা উৎপাদিত আয়োগব) বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে যে একান্তর পুত্র প্রসব হয়, তাহার নাম 'বৈদহক'।

১১২-১১৩। শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে যে একান্তর পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 'ক্ষত্তৃ' আর প্রতিলোমক্রমে সঙ্কর স্থলে ব্রাহ্মণী মোহাবিষ্ট হইয়া শূদ্র হইতে প্রাপ্ত পাপিষ্ঠ সন্তান প্রসব করিলে, সেই পাপিষ্ঠ সন্তানকে 'চণ্ডাল' বলে, সেইজন্য সঙ্কর হইতে স্ত্রীসকলকে রাজার অবশ্য রক্ষা করা উচিত।

'স্ত্রীপুংসযোগ' নামক দ্বাদশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত্রয়োদশ ব্যবহারপদ

দায়ভাগ বিবাদপদ

১। পুত্রেরা পিতৃধনের যে বিভাগ করে তাহা দায়ভাগ বলিয়া উক্ত আছে। সেই বিভাগ যে ধন বিষয়ে করা হয়, সেই ধন বিবাদপদ (অর্থাৎ বিবাদের স্থান) ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। ইহার ভেদ ঊনবিংশতি প্রকার।

২। (সাধারণতঃ) পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রগণ ক্রমে (অর্থাৎ পুত্রপৌত্রক্রমে) ধন বিভাগ করিবে। আর মাতার দেহাবসানের পরে কন্যাগণ মাতার ধন ভাগ করিবে। কন্যাদের অভাবে তাহার পুত্রগণ ধন ভাগ করিবে (এইস্থলে বক্তব্য—এই বচনে পিতর্যূর্দ্ধর্বং গতে পুত্রা বিভজেরন্ ধনং ক্রমাৎ, এই 'ক্রমাৎ'স্থলে দায়ভাগকার জীমূতবাহন 'পিতুঃ' এই পাঠ লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ক্রমাৎ' এই ক্রম পিতৃধনে নিষ্প্রয়োজন হয় কারণ মৃতপিতৃক পৌত্র মৃতপিতৃক-পিতামহ প্রপৌত্রের এক সময়ে ধনাধিকার হয়। পরার্দ্ধে মাতৃধন যৌতকস্থলে দুহিতাদিগের মধ্যে অদত্তা বাগদত্তা দত্তা ক্রমে ধনাধিকার থাকায় উপপত্তি হয়। 'তদন্বয়' ইহা মাতার বংশ হইলে কন্যার অভাবে পুত্র অধিকারী হয়, ইহা দায়ভাগকারের অভিমত। যাজ্ঞবল্ক্য বচনে 'মাতৃর্দুহিতরঃ শেষমৃণাৎ তাভ্য ঋতেঽন্বয়ঃ' কন্যার অভাবে সন্তানমাত্র বলা থাকায় পুত্রের অধিকার হইবে, এবং এইজন্য দুহিতার সান্নিধ্য নিবন্ধন মিতাক্ষরাকার দুহিতার পুত্র দৌহিত্রের অধিকার বলিয়াছেন)।

৩। মাতার (অর্থাৎ গর্ভধারিণী ও অন্যান্য পিতৃপত্নীর) রজোনিবৃত্তি হইলে (অর্থাৎ পিতার সন্তানোৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকিলে) এবং ভগিনীদিগের বিবাহ হইয়া যাইলে পিতার বিষয়-ভোগেচ্ছা নিবৃত্ত হওয়ায় স্ত্রীসম্পর্ক নিবৃত্ত হইলে ও বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হইলে পিতা জীবিত থাকিতেও পুত্রগণ বিভাগ করিবে (জীমূতবাহন নারদবচন বলিয়া দায়ভাগে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে "নিবৃত্তে বাপি রমণে" এই পাঠস্থলে "বিনষ্টে বাপ্যশরণে", এই পাঠ ধরিয়াছেন এবং 'বিনষ্ট' শব্দের অর্থ পতিত, 'অশরণ' শব্দের অর্থ গৃহস্থাশ্রমত্যাগকারী বলিয়াছেন, 'উপরতস্পৃহ' শব্দের অর্থ যখন যে বস্তুকে ত্যাগ বা উপেক্ষা করিতেছে তখন ঐ দ্রব্য পরে গ্রহণ করিব এইরূপ ইচ্ছা না থাকিলে যে ত্যাগ হয়, তাহাকে স্পৃহার নিবৃত্তি বলে, ঐরূপ ত্যাগকারী পিতাকে উপরতস্পৃহ বলা হয়)।

৪। বয়স হইলে অর্থাৎ প্রাচীন হইলে পিতা নিজেই পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিবে। ঐ (বিভাগ করিতে উদ্যত) পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে শ্রেষ্ঠভাগ (দ্ব্যংশ) দিতে পারে অথবা তাহার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

৫। পিতা যেরূপ সকল পুত্রদের পালন পূর্ব্বক সংসারের অভ্যুদয় সাধন করিত সেইরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার মৃত্যুর পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাহার তত্ত্বাবধানে থাকিতে ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিবে। জ্যেষ্ঠ অসমর্থ হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি শক্তিশালী হয় সেই শক্তিমান কনিষ্ঠই সকল ভ্রাতাকে ভরণপোষণ করিবে যেহেতু সংসারের অভ্যুদয় ক্ষমতাসাপেক্ষ।

৬। পিতার জীবদ্দশায় যদি পুত্রদের অর্জ্জিত ধন থাকে তাহা বিভাজ্য কি অবিভাজ্য, তাহা দেখাইতেছেনঃ—নিজের শৌর্য্য দ্বারা যে ধন অর্জ্জিত, ভার্য্যা প্রাপ্তিকালে শ্বশুরাদি হইতে যাহা প্রাপ্ত, এবং নিজের বিদ্যা দ্বারা যে ধন অর্জ্জিত হইবে, এই তিন প্রকার ধন বিভাগযোগ্য নহে আর পিতা অনুগ্রহ করিয়া যাহা তাহাকে দিয়াছে তাহাও অবিভাজ্য।

৭। মাতা নিজের ধন (স্ত্রীধন) স্নেহার্দ্রচিত্তে (প্রসন্নমনে) যে পুত্রকে যাহা দিবে তাহার বিষয়েও এই বিধি অর্থাৎ পিতার প্রসাদলব্ধ ধন যেমন বিভাগ হয় না, সেইরূপ মাতৃদত্ত ধনেরও বিভাগ হইবে না; কারণ মাতাও পিতার তুল্য অর্থাৎ উভয়ের পার্থক্য নাই।

৮। মাতার কোন্ ধন নিজের তাহা দেখাইতেছেন। বিবাহকালীন অগ্নিসমক্ষে নারীকে যাহা দেওয়া হয়, তাহাকে 'অধ্যগ্নিধন' বলে। বিবাহের পরে পতিগৃহে যাইবার সময়ে পিতৃ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বা মাতৃকুল হইতে নারী যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে 'অধ্যাবাহনিক' ধন বলে এবং ভর্ত্তা যাহা স্ত্রীকে দিয়া থাকে, ভ্রাতা, মাতা ও পিতার নিকট হইতে যাহা নারী পাইয়া থাকে, এই ছয় প্রকার নারীর ধনকে স্ত্রীধন বলা হয়।

৯। ঐ সকল স্ত্রীধন ঐ নারীর অভাবে তাহার সন্তানদের হইবে (অর্থাৎ প্রথমে কন্যা তাহার অভাবে পুত্র) কারণ নারদ দায়ভাগে দ্বিতীয় শ্লোকে "মাতুর্দুহিতরোঽভাবে দুহিতৃণাম্ তদন্বয়ঃ" ইহা উক্ত আছে এবং এই নবম শ্লোকে 'অপত্য' বলা থাকায় কন্যাপুত্র উভয়ের উপস্থিতি হইতেছে অতএব দ্বিতীয় শ্লোকে 'অভাবে দুহিতৃণাম্ তদন্বয়ঃ' এই অন্বয় শব্দবাচ্য পুত্র মাতার দুহিতার নহে ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। এই বচনে অপত্যের পুনর্বিধান বলিয়া পুনরুক্তি দোষের আশঙ্কা হইবে না। কন্যা পুত্রের অভাবে ব্রাহ্ম ও তদ্ভিন্ন অপর চারিটি অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, এই পাঁচ প্রকার বিবাহকালে লব্ধ স্ত্রীধনে ভর্ত্তা অধিকারী হইবে এবং আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ বিবাহ সংস্কারত্রয়কাল লব্ধ ধন পিতৃগামী হইবে (এস্থলে পিতৃ শব্দের একশেষ কল্পনায় প্রথমে মাতা, পরে পিতা পাইবে ইহা জীমূতবাহন দেখাইয়াছেন)।

১০। যে বিদ্যা দ্বারা অর্থার্জ্জন হইবে সেই বিদ্যার অর্জ্জনের জন্য কোন ভ্রাতা স্থানান্তরে যাইলে অন্য ভ্রাতা যে তাহার কুটুম্ববর্গকে ভরণপোষণ নিজের অর্থব্যয়ে করিবে সেই ভ্রাতা বিদ্যাশূন্য হইলেও সেই বিদ্যার্জ্জিত ধন হইতে অংশ লাভ করিবে।

১১। যে ভ্রাতা বিদ্বান নহে তাহাকে বিদ্বান ভ্রাতা বিদ্যার্জ্জিত নিজ ধন হইতে ইচ্ছা না করিলে অংশ দিবে না (ইহা হইতে অপর বিদ্বান ভ্রাতা অংশ পাইবে ইহা সূচিত হইয়াছে)। যদি উক্ত বিদ্বান ভ্রাতা পৈতৃক অর্থ (সাধারণ ধন) ব্যয় করিয়া ঐ বিদ্যার্জ্জন না করিয়া থাকে (সাধারণ ধন ব্যয়ে অর্জ্জিত বিদ্যা হইতে ধনাগম করিলে সকলকেই অংশ দিতে হইবে)।

১২। পিতা পুত্রদিগকে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার সময়ে নিজে দুই অংশ পাইবে আর পিতার মৃত্যুর পরে মাতা জীবিত থাকা কালীন পুত্রগণ সম্পত্তি বিভাগ করিলে মাতাও পুত্রদের সমান অংশ পাইবে।

১৩। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এক অংশ অধিক দিতে হইবে, তৎপরবর্ত্তী কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা কিছু কম দিতে হইবে এবং অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ সমান অংশভাগী হইবে এবং অদত্তা ভগিনীও তাহাদের সমান অংশ পাইবে।

১৪। ধর্ম্মতঃ উৎপন্ন ক্ষেত্রজ পুত্র বিষয়েও ঔরসপুত্রের ন্যায় বিভাগ হইবে (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ বলিয়া যেরূপ দ্ব্যংশিত্বাদি আছে তাহা করিতে হইবে), আর বিবাহিতা স্ত্রীতে উৎপন্ন হীনবর্ণ পুত্রবিষয়ে ক্রমে ক্রমে এক এক অংশ হীন হইয়া বিভাগ হইবে।

১৫। পিতা পুত্রদিগকে অল্প বা অধিক অথবা সম যেরূপ অংশ দিয়া বিভক্ত (পৃথক্) করিয়া দেয় তাহাদের পক্ষে সেই বিভাগই ধর্ম্মসঙ্গত হইবে; যেহেতু পিতা সমস্ত ধনেরই প্রভু অর্থাৎ সর্ব্বধনে প্রভুত্বই ন্যূনাধিক দানে ধর্ম্মানুগত হইল (এই বচন পিতার স্বার্জ্জিত ধন বিষয়ে প্রযোজ্য ইহা দেখাইয়াছেন)।

১৬। রোগগ্রস্ত হইয়া বা ক্রুদ্ধ হইয়া অথবা কামাদির বশবর্ত্তিতাবশতঃ উপভোগ্য বস্তুতে অসংস্কৃতচিত্ত হইয়া যদি পিতা জ্যেষ্ঠতাদি জন্য যে ন্যূনাধিক ভাগ শাস্ত্রে উক্ত আছে তদ্ভিন্ন ন্যূন বা অধিক বিভাগ করিতে যায় তবে তাহাতে সে প্রভু হইবে না অর্থাৎ তাহা সে করিতে পারিবে না।

১৭। কন্যাকালে (বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাতে) যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা কানীন পুত্র এবং বিবাহের পূর্ব্বে উৎপন্নগর্ভা কন্যাকে বিবাহ করার পরে পুত্র উৎপন্ন হইলে তাহা সহোঢ় পুত্র, আর গুপ্তভাবে যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা গূঢ়াজ পুত্র, ইহাদের মাতাকে যে বিবাহ করিবে তাহাকেই ইহাদের পিতা বলিয়া জানিবে। ঐ সকল পুত্রও অংশভাগী হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৮। অবিবাহিতা কন্যাতে উৎপন্ন সন্তানের যদি জনক না জানা যায়, সেই কানীন পুত্র মাতামহকে পিণ্ডদান করিবে ও তাহার ধনভাগী হইবে।

১৯। ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্য যে স্ত্রী নিযুক্ত হয় নাই (স্বৈরিণী স্ত্রী) তাহাতে এক ব্যক্তির দ্বারা বা বহু ব্যক্তি দ্বারা যে সকল সন্তান জন্মাইয়া থাকে সেই সকল সন্তান ক্ষেত্রীর (যাহার স্ত্রীতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার) ধনে অধিকারী হইবে না। তাহারা জনকেরই (যে ব্যক্তি উৎপাদক তাহারই) সন্তান হইবে।

২০। ঐ সন্তানেরা বীজীকে (উৎপাদককে) পিণ্ড দিবে যদি ঐ নারীকে অর্থাদি (শুল্ক) দ্বারা গ্রহণ করিয়া থকে। আর যদি অর্থাদি না দিয়া পরস্ত্রীতে উপগত হওয়ায় পুত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ নারীকে যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছিল তাহারই পিণ্ডদান করিবে (অর্থাৎ তাহারই সন্তান হইবে)।

২১। পিতৃদ্বেষী (পিতাকে হত্যাদি করিতে প্রবৃত্ত এবং পিতার মৃত্যুর পরে ঔর্দ্ধ্বদৈহিক ক্রিয়ায় পরাঙ্মুখ যে সন্তান সেই পুত্র পিতৃদ্বেষ্টা, ইহা বিবাদরত্নাকরে চণ্ডেশ্বর বলিয়াছেন এবং পিতৃপোষণ ও ঔর্দ্ধ্বদৈহিক কর্ম্মবিমুখ, ইহা শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন বলিয়াছেন) নিষিদ্ধ পান-জন্য যে পুত্র পতিত এবং যে পুত্র ক্লীব এবং গো-হত্যাদি উপপাতককারী যে পুত্র ইহাদের বিবাহিত সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন ঔরস পুত্রও ধনাধিকারী হইবে না, ক্ষেত্রজাদি সন্তানের ত দূরের কথা।

২২। দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ বা দীর্ঘকালেও যে রোগের উপশম হয় না, যেমন রাজযক্ষ্মাদি এবং তীব্র অর্থাৎ অতি ক্লেশদায়ক যে রোগ জীবনকাল ক্লেশময় করে, যেমন কুষ্ঠাদি রোগ, এই প্রকার রোগগ্রস্ত এবং বিকলান্তঃকরণ বা উন্মাদগ্রস্ত এবং জন্মাবধি চক্ষুহীন (অন্ধ) এবং জন্মাবধি গতিশক্তিহীন ব্যক্তিকে (অংশভাগী না হইলেও) পিতৃকুলে জাত অন্য ব্যক্তিরা ভরণ-পোষণ করিবে এবং ঐসকল রোগীদিগের নির্দ্দোষ সন্তানেরা অংশভাগী হইবে।

২৩। (বীজীর ও ক্ষেত্রীর উভয়ের অভিপ্রায় অনুসারে অর্থাৎ 'আমার ক্ষেত্রে তুমি সন্তানোৎপাদন কর এই সন্তান উভয়ের সন্তান হইবে ও উভয়ের পিণ্ডদাতা হইবে' এই প্রকার চুক্তিতে যে সন্তান হয় ঐ সন্তানকে 'দ্ব্যামুষ্যায়ণ' বলে), ঐ দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্রেরা উভয় পিতাকে ক্ষেত্রীকে বীজীকে পৃথক্‌ভাবে পিণ্ডদান ও উদকদান করিবে এবং ঐ বীজীর ও ক্ষেত্রীর ঔরস পুত্রের অর্দ্ধাংশ পাইবে।

২৪। সংসৃষ্টীদিগের (ক্ষেত্রী বা বীজীদিগের) যে অংশ আছে তাহা ঐ দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্রেরা পাইবে। আর যে অংশীদার পুত্ররহিত সেই ব্যক্তির নিসঃন্তান অবস্থায় মারা যাইলে অন্য সংসৃষ্টীরা তাহার অংশ পাইবে [এই যে সংসৃষ্ট বলা হইল তাহার (সংসৃষ্ট শব্দের) অর্থ পিতা, পিতৃব্য কিম্বা ভ্রাতার সহিত বিভক্ত হওয়ার পরে প্রীতিপূর্ব্বক বিভক্ত অর্থাদি মিলিত করিয়া একত্রে বাস করিলে সংসৃষ্ট হয়।]

২৫। ঐ সংসৃষ্ট ভ্রাতাদিগের মধ্যে যদি কেহ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় কিম্বা প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করে, তাহার পত্নী থাকিলেও তাহার ধন অবশিষ্ট সংসৃষ্ট ভ্রাতৃগণ বিভাগ করিয়া লইবে কিন্তু তাহার স্ত্রীর যদি স্ত্রীধন থাকে তাহা বিভাগ করিয়া লইতে পারিবে না।

২৬। ঐ মৃত বা সন্ন্যাস গ্রহণকারীর স্ত্রীদিগকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভরণ করিতে হইবে, যদি ঐ সকল স্ত্রীরা ব্যভিচারিণী না হয়। ব্যভিচারিণী হইলে ভরণপোষণ বন্ধ করিয়া দিবে।

২৭। যদি ঐ মৃত বা প্রব্রজিত ব্যক্তির পুত্র না থাকিয়া (কেবল) কন্যা থাকে তাহার ভরণ নিমিত্ত ঐ পিতার অংশ বিবাহ সংস্কার পর্য্যন্ত তাহারই থাকিবে, বিবাহের পরে পতিই তাহাকে ভরণ করিবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৮। স্বামীর মৃত্যু হইলে অপুত্রা ঐ নারীর পতিপক্ষীয় ব্যক্তিই অভিভাবক হইবে। ঐ নারীর অর্থের ব্যবহারে ও আত্মরক্ষা বিষয়ে বা ভরণপোষণ বিষয়ে সেই পতিপক্ষীয় ব্যক্তিই প্রভু হইবে।

২৯। স্বামীর কুল নষ্ট হইয়া গেলে অভিভাবক হইবার ন্যায় মনুষ্য না থাকিলে, অতএব আশ্রয়শূন্য হইলে, তাহার সপিণ্ড (ধন সপিণ্ড তিন পুরুষ) পর্য্যন্ত না থাকিলে, পিতৃপক্ষ

৩০। নারীরা উৎকৃষ্ট কুলে (বংশে) উৎপন্ন হইলেও স্বাধীনতার জন্য স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্যভিচারাদি দোষযুক্ত হয়, এইজন্য প্রজাপতি নারীর অস্বতন্ত্রতার অর্থাৎ অভিভাবকের মতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩১। কৌমারে (যৌবনের পূর্ব্বাবস্থায়) নারীকে পিতা রক্ষা করিবে (অর্থাৎ ভরণপোষণ করিবে ও অনুচিতভাবে চলাফেরা না করে এই বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবে, ইহা বিবাহের পূর্ব্বে), যৌবনকালে স্বামী ভরণপোষণ করিবে ও তত্ত্বাবধানে রাখিবে, বার্দ্ধক্যে পুত্রেরা মাতার ঐরূপ সকল ভার বহন করিবে, অতএব কোন অবস্থায় নারী স্বাধীনতা পাইতে পারে না।

৩২। পিতার দায় (অর্থাৎ দিবার জন্য প্রতিশ্রুত দ্রব্য) দিবার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে এবং পিতৃকৃত যে ঋণ তাহা দিবার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ভ্রাতৃবর্গ তাহাই বিভাগ করিয়া লইবে কারণ যেরূপ করিলে পিতা ঋণগ্রস্ত না থাকে তাহাই কর্ত্তব্য (ইহা হইতে ঋণ পরিশোধ না করিয়া ঋণ ও ধন উভয়ই পুত্রগণ বিভাগ করিয়া লইতে পারিবে ইহা বুঝা যায়)।

৩৩। সংস্কার্য্যের ক্রমকর্ত্তব্য সংস্কার যাহা বিহিত আছে তাহা পিতা যে ভ্রাতাদিগের করেন নাই (পূর্ব্বে সংস্কৃত) ভ্রাতৃগণ, পৈতৃক ধন হইতে (অবিভক্ত পিতৃদ্রব্য ব্যয়ে) সেই সকল ভ্রাতাদের সেই সংস্কারগুলি করিবে।

৩৪। পিতার ধন না থাকিলে নিজ নিজ অংশ হইতে অর্থ তুলিয়া পূর্ব্ব সংস্কৃত ভ্রাতৃগণ অসংস্কৃত ভ্রাতাদিগের সংস্কার অবশ্যই করিবে।

৩৫। পরিবারবর্গের প্রয়োজনসাধক কার্য্যসকল সম্পাদনের জন্য, ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক উক্ত (ভারপ্রাপ্ত) হইয়া যে সেই সকল কার্য্য করে ভারার্পণকারী ভ্রাতারা তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা পোষণ করিবে ও যাতায়াতের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করিবে (এই ক্ষেত্রে বক্তব্য দ্বিতীয় চরণের শেষে 'চ' ও 'যঃ' এই দুইটি নিষ্প্রয়োজন কারণ পূর্ব্বার্দ্ধ হইতেই বাক্যার্থ পূর্ণ হয়। 'কুটুম্বার্থেষু চোদ্যুক্ত' জীমূতবাহনাদিধৃত প্রথম চরণের এই পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়)।

৩৬। পূর্ব্বে যেরূপ পৈতৃক ধনের শাস্ত্রানুমত বিভাগ উক্ত হইয়াছে, ঐ বিষয়ে অংশীদারগণের সন্দেহ হইলে জ্ঞাতি দ্বারা ও বিভাগপত্র দ্বারা এবং পৃথক্‌ভাবে ঐ সকল অংশীদারদিগের কার্য্যানুষ্ঠান হইতে বিভাগ যে হইয়াছে ইহার নির্ণয় হইবে।

৩৭। অবিভক্ত ভ্রাতৃগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান একই হইয়া থাকে। বিভাগ হইলে তাহাদের ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠান পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে।

৩৮। যাহারা বিভক্ত হয় তাহাদের ধর্ম্মার্থ দান ও ঋণাদি দান ও প্রতিগ্রহ কিম্বা ঋণ গ্রহণ এবং গবাদি পশু ও অন্ন এবং গৃহ ও শস্যক্ষেত্র এবং দাস-দাসী প্রভৃতি পৃথক্ হইয়া থাকে। পাক্ (অন্নাদির), ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধনার্জ্জন বা উহার ব্যয়, ইহাও পৃথক্‌ভাবে হইয়া থাকে।

৩৯। বিভক্ত ভ্রাতারা অপর ভ্রাতার ঋণাদি গ্রহণে সাক্ষী হইতে পারে এবং জামিন হইতে পারে, পরস্পরকে দান করিতে পারে বা এক ভ্রাতা অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারে। বিভক্ত না হইলে ঐ কার্য্য করিতে পারে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪০। যাহারা উত্তরাধিকারসূত্রে এক পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া এইসকল কার্য্য একত্রে করিয়া থাকে, বিভাগের দলিল (লিখিত পত্র) না থাকিলেও তাহাদিগকে বিভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে।

৪১। দশবর্ষ পর্য্যন্ত কাল যাহারা ধর্ম্মাচরণ এবং অন্য কার্য্য ও পৃথক্‌ভাবে সম্পাদনকরতঃ বাস করে সেই সকল ভ্রাতাদিগকে বিভক্ত বলিয়া জানিবে, ইহাই শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ।

৪২-৪৩। যদি কতকগুলি লোক এক ব্যক্তির সন্তান হইয়াও পঞ্চমহাযজ্ঞাদি কার্য্য পৃথক্‌-ভাবে করে বা বাণিজ্যাদি লৌকিক কার্য্য পৃথক্‌ভাবে করে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক গৃহোপস্কারাদি যাহাদের পৃথক্‌ এবং একের কার্য্য অপরে একমত নহে অর্থাৎ নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুসারে যাহারা পৃথক্‌ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে ঐ সকল ব্যক্তিরা নিজ নিজ অংশ যদি দান করে অথবা বিক্রয় করে, ঐ সকল কার্য্য তাহারা ইচ্ছানুসারে করিতে পারে যেহেতু নিজের সম্পত্তিতে তাহারাই প্রভু।

৪৪। পিতা পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিবার পরে যদি তাহার পুত্র জন্মায় ঐ বিভাগের পরে উৎপন্ন সন্তান পিতার যে অবশিষ্ট ধন থাকিবে তাহাই পাইবে, আর পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিবার পরে কোন পুত্র ঐ পিতার সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকিলে পরজাত পুত্র তাহার সহিত বিভাগ করিবে, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ।

৪৫-৪৬। পুত্র দ্বাদশ প্রকার—(১) সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীতে নিজের দ্বারা উৎপাদিত সন্তান ঔরস, (২) নিজের স্ত্রীতে অনুমতিক্রমে অন্যদ্বারা উৎপাদিত সন্তান ক্ষেত্রজ, (৩) নিজের কন্যাকে (ইহাতে যে পুত্র হইবে তাহারা আমার সন্তান হইবে এই অভিসন্ধিতে নিজ কন্যাকে) যে দান করে সেই কন্যাই পুত্রিকাপুত্র, (৪) বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার যে সন্তান হয় সেই সন্তান কানীন পুত্র, (৫) গর্ভবতী কন্যাকে বিবাহ করায় যে সন্তান হয় সেই সন্তান সহোঢ়, (৬) গুপ্তভাবেগৃহে অপর দ্বারা উৎপাদিত সন্তান গূঢ়োৎপন্ন, (৭) দ্বাদশাধ্যায়ে স্ত্রী পুংসযোগে ৪৬ শ্লোকে উক্ত পুনর্ভূস্ত্রী, তাহাতে উৎপন্ন সন্তান পৌনর্ভব, (৮) পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সন্তান অপবিদ্ধ সন্তান, (৯) পিতামাতা দান করায় যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই সন্তান লব্ধ অর্থাৎ দত্তক, (১০) জনকজননীকে মূল্য দিয়া পুত্র করিবার জন্য যাহাকে ক্রয় করা হয় সেই সন্তান ক্রীত, (১১) নিজে যাহাকে পুত্র করিয়া লইয়াছে সেই স্বয়ংকৃত সন্তান কৃতসন্তান, (১২) যে নিজে সন্তানরূপে আত্মদান করিয়াছে সেই সন্তান স্বয়ং উপাগত সন্তান। এই দ্বাদশ প্রকার পুত্র শাস্ত্রে উক্ত আছে।

৪৭। এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে প্রথম ছয় প্রকার পুত্র পিতামহাদিরও ধনে অধিকারী হইবে আর পরের ছয় প্রকার পিতৃদায়হারী হইবে, মাতামহাদির ধনে অধিকারী হইবে না। ঐ সকল সন্তানের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্র প্রশস্ত আর পরবর্ত্তী ক্রমে হীন অর্থাৎ অপ্রশস্ত।

৪৮। [যে গৃহের ভোগ করা হয় না (বসবাস নাই) বা যে শস্যক্ষেত্রে শস্যোৎপাদনাদি করা হয় না, এইজন্য যাহাতে কাহার গৃহ বা কাহার ক্ষেত্র এই প্রকার সন্দেহ হইবে, দলিল দ্বারা বা উহাতে যাহার দখল ছিল ইহা যাহারা জ্ঞাত আছে সেইরূপ সাক্ষীর দ্বারা নিজের বলিয়া ইহা প্রমাণ করিয়া লইতে হইবে।]

৪৯। পিতার মৃত্যু হইলে পরে এই সকল পুত্র ক্রমে ধন পাইবে। ঐ ক্রম হইতেছে এইরূপ প্রশস্ত, প্রশস্ত পুত্রের অভাবে হীন অপ্রশস্ত পুত্র পিতার ধনে অধিকারী হইবে।

৫০। পুত্র না থাকিলে কন্যা ধনাধিকারিণী হইবে যেহেতু কন্যাও পুত্রের ন্যায় সন্তানের কারণ। পুত্র ও কন্যা উভয়েই পিতার সন্তানকারক হইতেছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৫১। কন্যাও না থাকিলে এক কুলজাত ব্যক্তি (ভ্রাতা বা ভ্রাতৃপুত্রাদি) ধনে অধিকারী হইবে। তাহার পরে অর্থাৎ তাহাদের অভাবে বান্ধব, পিত্রাদির পিণ্ডদাতা, পিতৃষ্বসৃপুত্রাদি অধিকারী হইবে। তাহার অভাবে সজাতীয়েরা ধনাধিকারী হইবে। সকলের অভাবে মৃত ব্যক্তির ধন রাজা পাইবেন।

৫২। ব্রাহ্মণের ধনভিন্ন অন্য বর্ণের ধন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা গ্রহণ করিবেন এবং ঐ মৃত ব্যক্তির স্ত্রীদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী ধন দিবেন, পূর্ব্বে সংসৃষ্ট ভ্রাত্রাদিস্থলে ভ্রাতার অধিকার বলায় অসংসৃষ্টস্থলে পত্নীর অধিকার সূচিত হইয়াছে, অতএব এই যে স্ত্রী থাকিতেও রাজার অধিকার উক্ত হইয়াছে তাহা অবরুদ্ধ অবিবাহিত স্ত্রী বিষয়ে বুঝিতে হইবে। এই হইল দায় বিধি।

'দায়ভাগ'-নামক ত্রয়োদশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চতুর্দ্দশ ব্যবহারপদ

সাহস বিবাদপদ

১। শক্তি থাকার জন্য উদ্ধত ব্যক্তি বলপূর্ব্বক যে কার্য্য করিয়া থাকে তাহা সাহস নামে অভিহিত। অতএব 'সাহস' শব্দের অর্থ 'বল' ইহা উক্ত হইল। ইহাতে ভেদ দ্বাদশ প্রকার।

২। নরহত্যা, চৌর্য্য, পরস্ত্রীকে আক্রমণ এবং দুই প্রকার পারুষ্য, এইরূপে সাহস কর্ম্ম চার প্রকার জানিবে।

৩। এই সকল সাহস কর্ম্ম প্রথম, মধ্যম ও উত্তম, এইরূপে তিন প্রকার। শাস্ত্রসমূহে তাহার লক্ষণ পৃথক্‌ভাবে উক্ত আছে।

৪। ফল, মূল, জল প্রভৃতির বা ক্ষেত্রের উপযোগী বস্তু (কৃষিকার্য্যের উপাদান) নষ্ট করা বা তাহার নিন্দা করা অথবা বিকৃত করা প্রভৃতি হইল প্রথম সাহস।

৫। বস্ত্র, পশু, অন্ন ও পানীয়ের এবং গৃহের উপকরণ (আবশ্যকীয় দ্রব্য) তাহার নাশ বা তাহার নিন্দা অথবা বিকৃত করা প্রভৃতি হইল মধ্যম সাহস।

৬। বিষ প্রয়োগ দ্বারা বা অস্ত্রাদি দ্বারা যে হত্যা কার্য্য ও পরস্ত্রীর উপর আক্রমণ এবং প্রাণান্তকর অন্য যাহা হইবে তাহা উত্তম সাহস নামে উক্ত আছে।

৭। ঐ অপরাধজনক কার্য্যানুসারে দণ্ডের ব্যবস্থা এইরূপ—এই প্রথম সাহসের দণ্ড একশত পণের অনধিক হইবে, মধ্যম সাহসের দণ্ড পঞ্চশত পণের অনধিক হইবে, শাস্ত্রাভিজ্ঞগণ ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

৮। উত্তম সাহস অপরাধ ঘটিলে কার্য্যানুসারে সহস্র পণের অনধিক দণ্ড অথবা বধ বা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লওয়া ও নগরী হইতে নির্ব্বাসন করা আর তাহাকে পাপী বলিয়া তপ্ত লৌহদ্বারা চিহ্নিত করা বা তাহার অঙ্গচ্ছেদ করা এইরূপ দণ্ড যাহা উত্তম সাহসের জন্য উক্ত আছে তাহা (শাস্ত্রজ্ঞগণ) ইচ্ছা করেন।

৯। কেবল ব্রাহ্মণের বধ দণ্ড ভিন্ন বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষে এই দণ্ড বিধি আছে কারণ ব্রাহ্মণ বধ্য নহে।

১০। তাহার দণ্ড হইতেছে মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক ললাটে তপ্তলৌহ দ্বারা পাপ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গর্দ্দভারোহণে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া নগর হইতে নির্ব্বাসন।

১১। ঐ তিন প্রকার সাহসকারীর মধ্যে প্রথম দুই প্রকার সাহসকারী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পরে লোকসমাজে ব্যবহার্য্য হইবে। উত্তম সাহসকারী দণ্ডিত হইলেও অনালাপ্য বলিয়া জানিবে।

১২। চৌর্য্য, সাহসের এক প্রকার ভেদমাত্র। উহাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়; যেস্থলে বলপূর্ব্বক আক্রমণ জন্য কাহারও মনঃপীড়া উৎপাদিত হয় তাহা সাহস, আর যেস্থলে ছল দ্বারা দ্রব্য গ্রহণ জন্য মনঃপীড়া উৎপাদিত হয় তাহা চৌর্য্য।

১৩। ঐ সাহস ও চৌর্য্য সামান্য (তুচ্ছ) বস্তু, মধ্যম বস্তু ও উত্তম বস্তুর অন্যায়ভাবে গ্রহণ স্থলে ঐ দ্রব্য বিশেষ অনুসারে তিন প্রকার হইবে, ইহা মনীষিগণ বলিয়াছেন।

১৪। মৃত্তিকা পাত্র, আসন (কুশ বা কম্বলাদি আসন), খাটিয়া (তক্তপোষাদি), অস্থি-নির্ম্মিত দ্রব্য (কঙ্কতাদি), চর্ম্ম ও কুশাদি, ধান্য, বৃক্ষাদি, মাষাদি, দ্বিদল পক্কান্ন, এই যে সকল বস্তু উহা ক্ষুদ্র দ্রব্য ইহা উক্ত আছে।

১৫। কৌশেয় (গুটিকোশোৎপন্ন গরদ, তসর, মটকাদি) ভিন্ন যে বস্ত্র অর্থাৎ কার্পাস তুলবস্ত্র এবং গো (অশ্ব, গজ) ভিন্ন যে পশু, সুবর্ণ ব্যতিরিক্ত যে ধাতু, ব্রীহি (ধান্য), যব,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গোধূম, ইহা মধ্য দ্রব্য (এই বচনে গো মাত্র বর্জ্জন উক্ত থাকিলেও উত্তম দ্রব্যে অশ্ব, গজের নির্দ্দেশ থাকায় গো, অশ্ব ও গজ ভিন্ন পশু মধ্য হইল এবং ব্রীহি ও যব বচনে উক্ত থাকিলেও তুল্যকার্য্যকারিতার জন্য গোধূম ও মধ্য দ্রব্য অনুবাদে লিখিত হইল)।

১৬। সুবর্ণ, রত্ন (হীরকাদি), কৌশেয় (তসরাদি বস্ত্র), স্ত্রী, পুরুষ, গো, গজ, অশ্ব, এই সকল উত্তম দ্রব্য। আর মধ্য, ক্ষুদ্র দ্রব্য যদি দেব, ব্রাহ্মণ বা রাজার হয় তাহাও উত্তম দ্রব্য বলিয়া জানিবে।

১৭। নিদ্রিত, অনবহিত (অসাবধান) বা মদ্যাদি পানে মত্ত ব্যক্তি হইতে যে সকল উপায় কল্পনা করিয়া অন্যায়ভাবে গ্রহণ (আত্মসাৎ) করে, মনীষিগণ তাহাকে চৌর্য্য বলিয়া থাকেন।

১৮। চোরিত বস্তুর সহিত ধরা পড়িলে চৌর্য্য নিশ্চয় হয়, হীনাবস্থা হইলেও বহু ব্যয়সাধ্য (অতিশয় বিলাস) ভোগ হইতে, চোরিত অর্থ বুঝিতে পারা যায়। অসাধু প্রকৃতি ব্যক্তির সহিত এই ব্যক্তির যে একতা (মেলামেশা) আছে তাহা হইতে এবং অনুচিত ব্যয় হইতে চৌর্য্যের আশঙ্কা হয়।

১৯। যাহারা চোরদের অন্নাদি দ্বারা পোষণ করে ও প্রকারান্তরে চৌর্য্যের অবসর প্রদান করে এবং ধরিবার সামর্থ্য থাকিলেও পলায়মান চোরকে উপেক্ষা করে (অর্থাৎ ধরে না), তাহারাও চৌর্য্য দোষভাগী হইবে।

২০। কোন গৃহস্থের ধনের অপহরণকালে সাহায্যপ্রার্থী লোকদিগের চিৎকার শুনিয়াও যাহারা সাহায্য করিতে সত্বর না যায় তাহারাও সেই চৌর্য্যদোষভাগী হইবে।

২১। প্রথম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার সাহসে মনীষিগণ যে দণ্ড (৭ম, ৮ম শ্লোকে) বলিয়াছেন, ক্ষুদ্র, মধ্যম ও উত্তম দ্রব্য ভেদ অনুসারে (১৪, ১৫, ১৬ শ্লোকোক্ত) চৌর্য্য হওয়ায় সেই দণ্ডই হইবে।

২২। গবাদি পশু হারাইয়া যাইলে বা অন্য দ্রব্য চুরি হইলে চোর ধরিবার বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রথম হইতে (গোড়ার থেকে) চোরের পদের (অর্থাৎ পদচিহ্নের) অন্বেষণ করিবেন।

২৩। গ্রামে বা গোচারণ ভূমিতে (গোষ্ঠে) অথবা নির্জ্জন স্থানে যেখানে পদচিহ্ন পড়িবে তাহাকে সেই চৌর্য্য (দোষ) বহন করিতে হইবে। যদি অন্যস্থানে সেই চোরপদচিহ্ন না গিয়া থাকে অর্থাৎ সেইস্থান পর্য্যন্ত পদচিহ্ন থাকিলে সেই স্থানবাসীই চোর আর যদি সেই পদচিহ্ন অন্যদিকে গিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ গ্রামাদিস্থ লোক চোর নহে ইহা বুঝিতে হইবে।

২৪। পদচিহ্ন যদি বুঝা না যায়, ভূমি উন্নতাবনত বলিয়া পদচিহ্ন যদি ভগ্ন (অসম্পূর্ণ) হয়, তাহা হইলে অপ্রকাশ্যভাবে (গোপনে) নিকটবর্ত্তী গ্রাম বা গোচারণ ভূমি (গোষ্ঠে) অন্বেষণ করিতে হইবে।

২৫। যেস্থলে সমান পথে দুইজনের পদচিহ্ন থাকিবে তাহার দ্বারা প্রায়শঃ (অশুচি) অসাধু ব্যক্তি নির্ণয় করিতে হয় বলিয়া যে পূর্ব্বে ঐ দোষের নিন্দাভাগী বলিয়া দুষ্ট ব্যক্তি (দাগী চোর) কিম্বা ঐরূপ ব্যক্তির সহিত সংসৃষ্ট অর্থাৎ একযোগে কার্য্যকারী ব্যক্তি তাহাকে অশুচি বলিয়া বুঝিতে হইবে।

২৬। যখন গ্রামের ভিতর চোর আছে নিশ্চয়ই হইল তখন চণ্ডাল বা পশুহত্যাকারী কিম্বা রাত্রিতে যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় অথবা গ্রামের বাহিরে যাহারা বাস করে অর্থাৎ বর্ণ বহির্ভূত অন্ত্যজাদিরা বহু গ্রামে অন্বেষণ করিবে যাহাতে চোরকে বাহির করিতে পারে (এইস্থলে বক্তব্য এই যে, চণ্ডালাদি হীন ব্যক্তিকে ঐ অন্বেষণ কার্য্যে গুপ্তচর বলিয়া কেহ সন্দেহ করিবে না, সুতরাং তাহাদের দ্বারাই চোর ধরার সম্ভাবনা হয়)।

২৭। চোরদিগকে না ধরিতে পারিলে তখন রাজা নিজের কোষাগার হইতে ক্ষতিপূরণ দিবেন। পাপকারীকে উপেক্ষা করিলে রাজা ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে চ্যুত হইবেন।

সাহস নামক চতুর্দ্দশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পঞ্চদশ ব্যবহারপদ

পারুষ্য বিবাদপদ

১। দেশ, জাতি ও কুলের আক্রোশমূলক নিন্দা বাক্য যাহা লোকের অবমাননার জন্য উক্ত হয় তাহাকে বাক্‌পারুষ্য বলে। (দেশপারুষ্য—গৌড়দেশীয়গণ কলহপ্রিয়, জাতিগত নিন্দা—ব্রাহ্মণগণ অতিশয় লোভী, কুলের নিন্দা—গর্গকুলোৎপন্ন ক্রূর প্রকৃতি, ইহা বীরমিত্রোদয়ে উক্ত আছে), ইহার ভেদ তিন প্রকার।

২। ঐ বাক্‌পারুষ্য নিষ্ঠুর অশ্লীল ও তীব্রতার জন্য তিন প্রকার। পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলেন ঐ তিন প্রকার ক্রমে উত্তরোত্তর গুরু বলিয়া ঐ সকল বিষয়ে দণ্ডও ক্রমে গুরু হইবে।

৩। তিরস্কারের সহিত যে বাক্য প্রয়োগ হয় (যেমন ধিক্, মূর্খ, গাধর, ইত্যাদি বাক্য) তাহা নিষ্ঠুর, নিন্দাযুক্ত যে বাক্য প্রয়োগ হয় (যেমন কুলের আর প্রশংসা করিতে হইবে না, তোদের অবিবাহিতা ভগিনীর গর্ভোৎপত্তি হয় ইত্যাদি) তাহা অশ্লীল, পাতিত্যজনক নিন্দার উদ্‌ঘোষণের জন্য যে বাক্য প্রয়োগ হয় (যেমন তোমাদের যে ব্রাহ্মণ্য প্রকাশমান আছে তাহা এক একটি সুরাভাণ্ডবিশেষ কে না জানে) তাহা তীব্র বলিয়া মনীষিগণ বলেন।

৪। হস্ত, পদ বা অস্ত্রাদি দ্বারা অথবা ধূলি-কর্দ্দম বা ভস্ম প্রভৃতি দ্বারা পরের শরীরের উপর যে বিদ্বেষ বা আক্রমণ করা হয় তাহাকে দণ্ডপারুষ্য বলে। মারিবার নিমিত্ত দণ্ড উত্তোলনও দণ্ডপারুষ্য হইবে।

৫। প্রহারের জন্য দণ্ডাদির উত্তোলন এবং নির্ভয়ে সেই দণ্ড দ্বারা আঘাত এবং তাহার জন্য ক্ষতাদি দর্শন দ্বারা ক্রমে মৃদু, মধ্যম ও উত্তম ভেদে ঐ দণ্ডপারুষ্যও তিন প্রকার।

৬। হীন বা মধ্যম অথবা উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকলের অন্যায়ভাবে গ্রহণ অর্থাৎ অপহরণের জন্য সাহস, তিন প্রকারই বলিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে কণ্টকশোধন অর্থাৎ অপরাধীর দণ্ডও বিহিত আছে (কণ্টকশোধন শব্দটির অপরাধীর দণ্ড এই অর্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে আছে। কণ্টক ক্ষুদ্র শত্রু অর্থাৎ সাহসকারীরা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আনে এইজন্য তাহাদের শোধনই দণ্ড)।

৭। এই উভয় সাহসেও পঞ্চপ্রকার বিধি বলা আছে; ঐস্থলে যে প্রকারে নির্দ্দোষতা বা দণ্ডার্হতা হইয়া থাকে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

৮। দুইজনে একসময়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পারুষ্যদোষে দুষ্ট হইলে যদি উহাতে কাহারও বিশেষ (ভেদ) দেখা না যায় সেস্থলে তাহাদের উভয়ের তুল্য দণ্ড হইবে।

৯। প্রথমে যে ব্যক্তি অপকার করিবে (বাক্‌পারুষ্য বা দণ্ডপারুষ্য করিবে) সেই ব্যক্তি অবশ্য দোষভাগী হইবে। পরে যে ব্যক্তি ঐরূপ আচরণ করিবে সেই ব্যক্তিও অন্যায় (অনুচিত)কারী হইবে। তবে প্রথম অন্যায়কারীর দণ্ড অধিক হইবে।

১০। কিন্তু বিবাদকারী দুইজনের মধ্যে যে ব্যক্তি সমানভাবেই অপরাধজনক কার্য্য করে তাহা হইলে ঐ উভয়ের মধ্যে প্রথম অন্যায়কারী হউক বা পরে অন্যায়কারী হউক না কেন সমান দণ্ডভাগী হইবে।

১১-২। শ্বপাক (শূদ্রাস্ত্রীতে ক্ষত্রিয়ের কন্যা উগ্রা, ক্ষত্রিয়াস্ত্রীতে শূদ্রের পুত্র ক্ষত্তৃ, ঐ ক্ষত্তৃ হইতে উগ্রাতে যে সন্তান উৎপাদিত হয় তাহাকে 'শ্বপাক' বলে) এবং মেদ (ঐরূপ সংকর জাতি) চাণ্ডাল (ব্রাহ্মণীতে শূদ্রোৎপাদিত সন্তান), বিকলাঙ্গ, ক্লীবাদি আর প্রাণিবধ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী ব্যাধ বা ধীবরাদি, হস্তিপক (মাহুত), ব্রাত্য (উপনয়ন সংস্কার যাহাদের লোপ হইয়াছে), দাস—ইহারা গুরুর ও আচার্য্যের অপমানকারী হইলে মর্য্যাদার (সম্মানের) অতিক্রম হওয়ায় তৎক্ষণে বেত্রাদি দ্বারা আঘাত দণ্ডই হইতেছে শাস্ত্রাদেশ। দণ্ডপারুষ্যে যে চৌর্য্যদণ্ড আছে তাহা হইবে না, ইহা মনীষিগণ বলিয়াছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৩। নীচ ব্যক্তি লোকের মধ্যে কোন সাধু ব্যক্তিকে অতিক্রম (অবমাননা) করিলে সেই ব্যক্তি তাহার দণ্ডবিধান করিবে, সেই দণ্ডের অর্থ রাজা পাইবেন না।

১৪। ঐ সকল নীচ ব্যক্তি মনুষ্যের মধ্যে মলস্বরূপ আর তাহাদের যে ধন তাহাও মলাত্মক। ঐ অসদাচরণের জন্য রাজা তাহাদিগকে তাড়নাদিরূপ কায়িক দণ্ড দিবেন, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন না।

১৫। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিলে শতপণ দণ্ডার্হ হইবে। বৈশ্য উহা করিলে দেড়শত পণ বা দুইশত পণ দণ্ডার্হ হইবে অর্থাৎ দেড়শত হইতে দুইশত পর্য্যন্ত দণ্ড পাইবে। ঐরূপ ক্ষেত্রে শূদ্র বন্ধনরূপ কায়িক দণ্ড পাইবে।

১৬। ব্রাহ্মণ (ক্ষত্রিয়কে) কটূক্তি (তিরস্কার) করিলে পঞ্চাশৎ পণ দণ্ডার্হ হইবে আর বৈশ্যকে ঐরূপ করিলে ঐ পঞ্চাশৎ পণের অর্দ্ধেক (পঞ্চবিংশতি পণ) দণ্ডার্হ হইবে। আর শূদ্রকে কটূক্তির জন্য ব্রাহ্মণ দ্বাদশ পণ দণ্ডার্হ হইবে।

১৭। ব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয় দ্বারা ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্য দ্বারা বৈশ্যের যদি সম্মানের অতিক্রম হয় দ্বাদশ পণই দণ্ড হইবে। বিবাদকালে অবাচ্য বলিলে উহার দ্বিগুণ (চতুর্ব্বিংশতি পণ) দণ্ড দিতে হইবে।

১৮। কাণাকে বা খোঁড়াকে অথবা ঐরূপ বিকৃতাঙ্গ (কুব্জাদি) ব্যক্তিকে ব্যথিত করিবার জন্য সত্য বলিলেও রাজা কার্ষাপণের (কাহণের) অন্যূন দণ্ড দিবেন।

১৯। যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করিবার পরে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে অথবা অন্যায় করার জন্য রাজা যাহাকে দণ্ড দিয়াছেন তাহাকে (ঐ সকল কার্য্যের উল্লেখে) নিন্দা করিবে না। যদি কেহ নিন্দা করে, নিয়মের ব্যতিক্রম জন্য নিন্দাকারী দণ্ডভাগী হইবে।

২০। এই জগতে ব্রাহ্মণ ও রাজা এই দুইজন নিন্দনীয় বা বধ্য নহে, ইহা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে, কারণ ঐ দুই ব্যক্তি জগৎকে পোষণ করিয়া থাকেন (অর্থাৎ যাহাতে জগতের শ্রীবৃদ্ধি হয় ও কল্যাণ হয় তাহাই করিয়া থাকেন)।

২১। (অকার্য্য করার জন্য) পতিত ব্যক্তিকে পতিত বলিয়া ও চোরকে চোর বলিয়া বাক্য প্রয়োগ করিলে চোরের তুল্য দোষভাগী হইবে। অর্থাৎ যে দোষ সত্য তাহা বলিলেও উহা বাক্‌পারুষ্য হওয়ায় দণ্ডার্হ হইতে হইবে। আর যে ব্যক্তি পতিত নহে বা চোর নহে, তাহাকে মিথ্যা ঐরূপ বলিলে দ্বিগুণ দোষভাগী হইবে অর্থাৎ দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে।

২২। হীনজাতীয় কোন ব্যক্তি দ্বিজাতিদিগকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে) অতি তীব্র কটূক্তির দ্বারা তিরস্কার করিলে সেই ব্যক্তি জিহ্বাচ্ছেদন রূপ দণ্ড পাইবে যেহেতু সেই ব্যক্তি অতি নিকৃষ্ট জাতিতে জন্মলাভ করায় ঐরূপ বলিতে পারিয়াছে।

২৩। ঐ হীনজাতীয় ব্যক্তি অত্যন্ত বিদ্বেষবশতঃ নাম ও জাতির উল্লেখ করিয়া, 'উনি আবার ব্রাহ্মণ', এইরূপ নাম ও জাতির অবজ্ঞা করে তাহার মুখে দশ অঙ্গুলি পরিমিত (অগ্নিবর্ণ) উত্তপ্ত লোহার দণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিবে।

২৪। ('আমি ধার্ম্মিক শাস্ত্রদ্রষ্টা, এই সকল দ্বিজাতিরা উহা জানে না', এই প্রকার মনে করিয়া) যে হীনজাতীয় ব্যক্তি দণ্ডপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণাদিকে ধর্ম্মোপদেশ করে, রাজা তাহার মুখে ও কর্ণে উত্তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিবেন।

২৫। হীনবর্ণ, যে অবয়ব দ্বারা ব্রাহ্মণের নিকট অপরাধী হইবে তাহার সেই অবয়ব কাটিয়া ফেলিবে, এইরূপ হইলে তাহার (ঐ অপরাধীর) শুদ্ধি হইবে।

২৬। হীন বর্ণোৎপন্ন ব্যক্তি উচ্চ বর্ণের সহিত একাসনে উপবেশন করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে কটিদেশে (তপ্ত লৌহাদি দ্বারা) চিহ্নিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে অথবা উহার কটির পার্শ্বদ্বয়ের মাংস কাটিয়া দিবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation

২৭। হীনবর্ণজ ব্যক্তি দর্পবশতঃ উত্তমবর্ণের প্রতি অবমাননা করিবার জন্য নিষ্ঠীবন (থুতু) দিলে রাজা তাহার অধর ও ওষ্ঠ দুইটি ছেদন করিয়া দিবেন এবং প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া দিবেন, অপানদেশ হইতে বায়ু বা মল ত্যাগ দ্বারা অবমাননা করিলে তাহার ঐ মলদ্বার ছেদন করিয়া দিবেন।

২৮। যদি ঐ হীনবর্ণীয় অবমাননা করিবার জন্য তাহাকে কেশে ধরে বা পদে আক্রমণ করে কিম্বা দাড়ি ধরে অথবা গলা টিপিয়া ধরে কিম্বা অণ্ডকোষ টিপিয়া ধরে, সেই ক্ষেত্রে রাজা বিচার না করিয়াই (ঐরূপ অবমাননাকারীর) হস্তদ্বয় কাটিয়া দিবেন।

২৯। যে ব্যক্তি বিদ্বেষবশতঃ কাহারও গাত্রের চর্ম্ম কাটিয়া দিবে বা শোণিত বাহির করিয়া দিবে তাহার দণ্ড শতপণ হইবে আর মাংস পর্য্যন্ত ছেদনকারী হইলে তাহাকে ছয় নিষ্ক (পঞ্চ সৌবর্ণিকো নিষ্কঃ, ৮০ রত্তিকা পরিমিত স্বর্ণ-সুবর্ণ, তাহার ৫টিতে এক নিষ্ক হয়, উহার ছয়টি অর্থাৎ ত্রিংশ সুবর্ণ) দণ্ড দিতে হইবে আর অস্থিভঙ্গকারককে রাজা নির্ব্বাসন করিবেন।

৩০। নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবস্থিত (কর্ত্তব্যপরায়ণ) রাজাকে উচ্চ কণ্ঠে কটু কথা বলিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদন হইলে শুদ্ধি হইবে অথবা সর্ব্বস্বহরণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে অর্থাৎ কটূক্তিকারীর জিহ্বাচ্ছেদন বা সর্ব্বস্বহরণই দণ্ড।

৩১। যে দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, রাজা অপরাধ করিলেও তাঁহাকে প্রহার করে, তাহাকে শূলে দিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে কারণ ঐ রাজাকে প্রহার করা শতব্রহ্ম হত্যা হইতেও অধিক (গুরু পাপজনক)।

৩২। পুত্র যদি অপরাধ করে তাহার জন্য ঐ পুত্রের পিতা দোষী হইবে না এবং কাহারও অশ্ব, কাহারও বা কুক্কুর অথবা কাহারও বানর যদি অপরাধ করে তাহার স্বামী দোষী হইবে না, যদি ঐ সকল অপরাধকারী পিতা বা স্বামীর প্রেরিত না হয়।

বাক্‌দণ্ডপারুষ্য নামক পঞ্চদশ বিবাদপদ সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ষষ্ঠদশ ব্যবহারপদ

দ্যূত-সমাহ্বয়

১। পাশা, ব্রধ্ন (ইহা চর্ম্মপটিকা বীরমিত্রোদয় মতে), হস্তিদন্ত কৃত কাষ্টিকা, আদ্যপদ হইতে তাস, দাবা, সতরঞ্চ প্রভৃতি দ্বারা কপটতা নিষ্পাদিত ক্রীড়া ও পক্ষী দ্বারা (কুক্কুট, পারাবতাদি দ্বারা) ও মেষাদি দ্বারা ক্রীড়া যাহা পণ রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে দ্যূত-সমাহ্বয় নামক ব্যবহারপদ বলে (সাধারণতঃ প্রাণীতর দ্বারা পণ রাখিয়া যে ক্রীড়া তাহাকে 'দ্যূত' বলে 'অপ্রাণিভির্যৎ ক্রীড়নং তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে', আর প্রাণিদ্বারা পণ রাখিয়া যে ক্রীড়া তাহাকে 'সমাহ্বয়' বলে)।

২। অক্ষ ক্রীড়াকারী ধূর্ত্ত সকলের নায়ক 'সভিক' (যাহার কর্তৃত্বে দ্যূতক্রীড়া পরিচালিত হয় তাহাকে 'সভিক' বলে) দ্যূতক্রীড়ার বন্দোবস্ত করিবে এবং দ্যূতে জেতাকে দেয়দ্রব্য দিবে। এইরূপ দ্যূতক্রীড়ার লাভ হইতে দ্যূতক্রীড়া পরিচালক 'সভিক' শতকরা দশভাগ পাইবে।

৩। পাশা ক্রীড়াকারীর পাশা কল্পিত পণ বিষয়ে যদি দুইবার (ইচ্ছানুরূপ) পড়ে তাহা হইলে তাহার জয় হইবে, অপর ধূর্ত্তের পরাজয় হইবে ইহা বলিয়াছেন।

৪। ঐ পাশা খেলায় যদি কোনরূপ সংশয় হয় তাহা হইলে ঐ পাশা খেলায় উপস্থিত অপর ধূর্ত্তদিগের মতের উপরেই নির্ণয়ের নির্ভর করিবে। ঐ খেলায় তাহারাই দ্রষ্টা (বিচারক) ও সাক্ষী উভয়ই হইবে।

৫। পাশাখেলাকারী ধূর্ত্ত এক দলের সহিত পরাজিত হইয়া ঐ অর্থ পরিশোধ করিতে না পারা পর্য্যন্ত অন্য দ্যূতক্রীড়াকারীর দলকে আশ্রয় করিতে পারিবে না অর্থাৎ অন্য দলের সহিত খেলা করিতে পারিবে না। 'সভিককে আর দিব না' প্রভৃতি বলিয়া তাহার অর্থনাশ করিবে না। সেই পূর্ব্বপরাজিত ধন নিজের সুবিধামত সভিককে দিবে।

৬। কপটতা সহকারে পাশাখেলাকারী পাপিষ্ঠদিগকে পাশার মালা গলায় পরাইয়া দিয়া দ্যূতসভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। দ্যূতক্রীড়াকারীদিগের ইহাই হইল দণ্ড।

৭। রাজার নির্দ্দেশ না পাইয়া যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া করিবে সেই ব্যক্তি জয়লাভাদি জন্য কাম্যফল পাইবে না। ঐ লাভ প্রাপ্তি দূরের কথা, সেই ব্যক্তি দণ্ডই পাইবে।

৮। অথবা ঐ দ্যূতক্রীড়াকারী ধূর্ত্তের দল দ্যূতলব্ধ ধনের যেরূপ অংশ রাজাকে দিবার কথা বলা আছে তাহা রাজাকে দিয়া প্রকাশ্যভাবে দ্যূতক্রীড়া করিতে পারে। এইরূপ করিলে দোষ হইবে না।

'দ্যূতসমাহ্বয়' নামক ষোড়শ ব্যবহারপদ সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সপ্তদশ ব্যবহারপদ

প্রকীর্ণক

১। প্রকীর্ণক নামক বিবাদপদে যে নানাবিধ বিবাদ উক্ত আছে তাহা রাজা সম্বন্ধীয়—রাজাজ্ঞার উল্লঙ্ঘন এবং তাঁহার আজ্ঞার প্রতিপালন জানিবে।

২-৪। পুরনির্ম্মাণের জন্য অনুমতি বা অর্থাদি দান, প্রজামণ্ডলীর ব্যবস্থা বিভাগ এবং পাষণ্ড (বেদবহির্ভূত আচারপরায়ণদিগের) ও নৈগম (নানা পৌরগণের) শিল্পজীবী সম্প্রদায়ের বা ব্রাহ্মণসমূহের ধর্ম্মবিপর্য্যয় এবং পিতাপুত্রে বিবাদ ও পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করা, যে সকল আশ্রমকে নিয়মিত সাহায্য করা হইয়া আসিতেছে তাহার বিলোপ ও কোপ (ক্রোধ), বর্ণ-সংকর দোষ ও বর্ণসংকরদিগের জীবিকার নিয়ম আর যাহা পূর্ব্বে দেখান হয় নাই সেই সকল এই প্রকীর্ণকে উক্ত হইতেছে। (ইহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে স্মৃত্যুক্ত আচারবহির্ভূত পথে যাহারা চলে, তাহাদের আচারের প্রতিকূলতা দেখিলে রাজা নিজেই ঐ সকলের বিচার করিবেন। ইহা দ্বারা রাজাকে অবলম্বন করিয়া যে ব্যবহার হইবে তাহা প্রকীর্ণকে থাকিবে।)

৫। রাজা নির্বিষ্টচিত্তে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটি উপায় দ্বারা অর্থাৎ ঐ সকল উপায়ের অবলম্বনে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমকে ও প্রজামণ্ডলকে (রক্ষণা-বেক্ষণ দ্বারা) প্রতিপালন করিবেন।

৬। যে যে (উচ্চ) বর্ণ (অনুচিত আচরণ দ্বারা) অধঃপতিত হইবে বা যে যে (হীন) বর্ণ উচ্চ বর্ণের আচার আচরণকরতঃ উচ্চ হইবার অভিলাষে (যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণোচিত) কার্য্য করিবার চেষ্টা করিবে, (রাজা) সেই সকল নিজেই লক্ষ্য করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পথ হইতে চ্যুত তাহাদিগকে গন্তব্য পথে (স্ব স্ব ধর্ম্ম পথে) স্থাপন করিবেন।

৭। যাহা শাস্ত্রে উক্ত নাই বা শাস্ত্রোক্তবিরোধী তাহাতে এবং পাপকর্ম্মে লিপ্ত প্রজাবর্গকে দেখিয়া (কেহ অভিযোগ উপস্থাপিত না করিলেও) রাজা নিজেই সেই সকল দণ্ডনীয়ের উপর দণ্ড বিধান করিবেন।

৮। যে কর্ম্ম শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ কিম্বা প্রত্যক্ষভাবে বিরুদ্ধ না হইলেও যে কর্ম্ম প্রাণিগণের অনিষ্টকর, রাজা সেই সকল কার্য্য করাইবেন না। যদি কেহ ঐরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে তিনি নিবৃত্তি করিবেন।

৯। যদি অন্য ব্যক্তি দ্বারা রাজার অজ্ঞাত অবস্থায় অন্যায় (অনুচিত) কার্য্য করা হয়, সেই অন্যায়কৃত কর্ম্মকে রাজা পুনর্ব্বার ন্যায্য পথে স্থাপন করিবেন।

১০-১১। অস্ত্রজীবীদিগের অস্ত্রসকল ও শিল্পজীবীদের শিল্পোপযোগী দ্রব্যসকল এবং যে সকল বেশ্যা নারীদের বেশ রচনা দ্বারা জীবিকা সম্পন্ন হয় তাহাদের ভূষণ, যাহারা ঢক্কা, ভেরী প্রভৃতি বাদ্যে এবং বীণাদি বাদ্যযন্ত্রে বা মুরজাদি বাদ্যযন্ত্রে বা বংশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে অথবা কাংশ্য করতালাদি বাদ্যযন্ত্রে অভিজ্ঞ এবং তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ উহা হইতে হয় এইজন্য তাহাদের ঐ বাদ্য ও আতোদ্য (অর্থাৎ মুরজাদি চতুর্ব্বিধ বাদ্য) এবং যাহার যাহা উপাদান এবং যাহার দ্বারা শিল্পীরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে সর্ব্বস্বহরণ দণ্ডস্থলেও ঐ সকল দ্রব্য রাজার হরণ করা উচিত নহে।

১২। যদি কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট না হন, তাহা হইলে তেজস্বিতা ও পবিত্রতা নিবন্ধন রাজা এবং ব্রাহ্মণ অনুচিত কার্য্যকারী বলিয়া নির্দ্দেশযোগ্য নহেন বা নিন্দনীয় নহেন।

১৩। রাজা যে সকল নিয়মের প্রবর্ত্তন করিবেন সেই নিয়মগুলি যে ব্যক্তি প্রতিপালন করিবে না, সেই পাপিষ্ঠ রাজাদেশ লঙ্ঘনকারী বলিয়া দণ্ডনীয় হইবে ও কারারুদ্ধ হইবে, এমন কি অবস্থাবিশেষে বধদণ্ডার্হ হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৪। রাজা যদি সকল বর্ণের উন্মার্গগামী (উচ্ছৃংখলপ্রকৃতি) লোকের উপর দণ্ড ধারণ না করেন, তাহা হইলে এই প্রজামণ্ডলী বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

১৫। ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণ্য (বেদনিষ্ঠতা) ত্যাগ করে এবং ক্ষত্রিয় যদি বিপন্নকে রক্ষা করা রূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহা হইলে শূলে বিদ্ধ করিয়া অগ্নিপক্ক মৎস্যের ন্যায় দুর্ব্বলদিগকে প্রবল ব্যক্তিগণ গ্রাস করিয়া ফেলিবে (অর্থাৎ ইহার অনুরূপ অবস্থা ঘটিবে)।

১৬। যদি রাজগণ প্রজাদের রক্ষার জন্য দণ্ড ধারণ না করিতেন, তবে বৈশ্য নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিত আর শূদ্র সকলকেই অতিক্রম করিত।

১৭। সকল সময়ে সাধু ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করা, অসাধু (দুষ্ট) ব্যক্তিদিগকে নিগ্রহ করা ও শত্রু পীড়ন করিয়া অর্থাহরণ করা, এই হইল রাজগণের ধর্ম্ম।

১৮। যেমন অগ্নি সর্ব্বদা পাপী-নিষ্পাপ, শূদ্র-কৃষ্ণ, স্ত্রী-পুরুষ সকল প্রকার লোককে দগ্ধ করিলেও উহাদের কোন প্রকার গুণের দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ রাজা দণ্ডনীয়কে দণ্ড দিয়া কোনরূপ পাপে লিপ্ত হন না।

১৯। রাজগণের বুদ্ধিই তেজঃস্বরূপ, উহা তাঁহাদের বাক্যের উপর নিত্য বিদ্যমান, এইজন্য তাঁহারা ভাল (সৎ) বা মন্দ (অসৎ) যাহা বলিবেন বিচারার্থীর নিকটে তাহাই অবশ্য মান্য।

২০। যিনি রাজার রূপে ভূলোকে বিচরণ করেন, তিনিই সাক্ষাৎ ইন্দ্র। তাঁহার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া কখনও কোথাও প্রজাবর্গ থাকিতে পারে না।

২১। দুষ্ট নিগ্রহাদি দ্বারা প্রজাবর্গের রক্ষা কার্য্যে তাঁহার অধিকার আছে বলিয়া এবং তিনি প্রভু শক্তিসম্পন্ন বলিয়া, আর প্রাণিবর্গের উপর তাঁহার অনুগ্রহ দেখা যায় বলিয়া, রাজা যাহাই করিয়া থাকেন, তাহাই প্রমাণ অর্থাৎ উহাই বিভ্রমবর্জ্জিত—ইহাই সিদ্ধান্ত।

২২। যেমন পতি দুর্ব্বল (অক্ষম) হইলেও নারীদিগের অবশ্য পূজ্য, সেইরূপ রাজা গুণহীন হইলেও প্রজাবর্গের অবশ্য পূজ্য।

২৩। যেহেতু রাজাদিগের দণ্ডাদেশ হইতে ভয়ের জন্য প্রজাবর্গ সৎপথ হইতে চ্যুত হয় না (অর্থাৎ অসৎ কার্য্য, চৌর্য্য-দস্যুতাদি করে না), সেই হেতু রাজার অতীত আদেশ, ব্যবহার (মকদ্দমার বিচার সিদ্ধান্ত) হইতে জানিবে।

২৪। প্রজাপালক রাজগণ প্রজাদিগের সুখে থাকিবার জন্য আচরণীয় বিষয়গুলি (নিয়ম-সমূহ) সৃষ্টি করিয়াছেন; (যাহাতে প্রজাবর্গ পরস্পর বিরোধ না করিয়া সুখে থাকিতে পারে; সেইজন্য পরস্ত্রীগমন করিবে না, পরদ্রব্য লইবে না ইত্যাদি চরিত্রগত দোষের দূরীকরণ দ্বারা সদ্বৃত্তি সম্পন্ন হইতে হয়, কাম-ক্রোধাদি শূন্য হইতে হয়, এইরূপ বিষয় স্থির করিয়াছেন) এইজন্য রাজার প্রবর্ত্তিত নিয়ম হইতে তাঁহার আদেশ শ্রেষ্ঠ ইহা বলিয়াছেন।

২৫। রাজা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তপস্যা দ্বারা প্রজা সকলকে ক্রয় করিয়াছেন, এইজন্য রাজা প্রজাবর্গের প্রভু। অতএব প্রজাবর্গের উচিত তাঁহার বাক্য প্রতিপালন করা। প্রজাবর্গের বার্ত্তা (জীবন ধারণ প্রণালী) রাজার অবলম্বনে হইয়া থাকে।

২৬। অমিত পরাক্রমশালী রাজগণ অগ্নির, ইন্দ্রের, চন্দ্রের, যমের ও কুবেরের যেরূপ সেই পাঁচ প্রকার রূপ ধারণ করেন।

২৭। যখন কারণবশতঃ অথবা বিশেষ কারণ না থাকিলেও ক্রোধের বশীভূত হইয়া রাজা প্রজাদিগকে ক্লেশে উত্তপ্ত করেন তখন তিনি অগ্নিস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন।

২৮। আর যে সময়ে রাজা (ক্ষাত্র) তেজ অবলম্বন পূর্ব্বক (শত্রু) জয়াভিলাষে অস্ত্র উদ্যত করিয়া (শত্রুকে) আক্রমণ করিতে যান তখন তাঁহাকে ইন্দ্রস্বরূপ বলা হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৯। এবং যে কালে ক্রোধোষ্মারহিত রাজা আনন্দময় রূপে প্রজাবর্গের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হন তখন তিনি সোম (চন্দ্র) স্বরূপ।

৩০। আর যখন রাজশ্রীসম্পন্ন রাজা বিচারাসনে বসিয়া সকল প্রজায় (শত্রুমিত্রে) সমদর্শী হইয়া (আত্মপর নির্ব্বিশেষে) দণ্ড ধারণ করেন তখন তিনি ধর্ম্মরাজ (যম) স্বরূপ বলিয়া কথিত হন।

৩১। এবং যখন রাজা প্রার্থীকে, গুরুকে, বিদ্বানকে ও ভৃত্য প্রভৃতিকে দান দ্বারা অনুগ্রহ করেন তখন সেই রাজা ধনদ (ধনদানকারী) কুবের স্বরূপ হন।

৩২। সেইজন্য তাঁহাকে (রাজাকে) অবজ্ঞা করিবে না, বিশেষভাবে তাঁহার উপরে অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করিবে না। তাঁহার আদেশে থাকিবে (আদেশ প্রতিপালন করিবে)। তাহার বিপরীৎ করিলে মরিতে হইবে।

৩৩। প্রজাদিগকে রক্ষা করা, বৃদ্ধ ও বিদ্বন্মণ্ডলীর উপাসনা (অর্থাৎ বিনীতভাবে তাঁহাদের সাহচর্য্য রাখিয়া কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করা) এবং বিচারকার্য্য নিজে দেখা ও রাজকার্য্যসমূহে উৎসাহ রাখা, ইহাই তাঁহার (রাজার) ধর্ম্ম (অবশ্য কর্ত্তব্য)।

৩৪। রাজা একাগ্রমনে সর্ব্বদা ব্রাহ্মণদিগের সম্মান রক্ষা করিবেন। জগতের অভ্যুদয়ের নিদান (আদি কারণ) হইতেছে ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিত ক্ষত্রিয় তেজঃ।

৩৫। রাজা বিচারাসনের সম্মুখভাগে ব্রাহ্মণকে রাখিবেন। প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ দর্শন করিবেন এবং সকল ব্রাহ্মণকে অভিবাদন (প্রণাম) করিবেন।

৩৬। গমনকারী ব্রাহ্মণকে নয়জন বা সাতজন ব্যক্তি হইতে অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিবে। বহু ভিক্ষার নিমিত্ত (প্রতি গৃহ হইতে অল্প পরিমাণে ভিক্ষা দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী বস্তু আহরণের জন্য) ব্রাহ্মণের পরগৃহে প্রবেশাধিকার অব্যাহত রাখিবে।

৩৭। (ব্রাহ্মণ) সমিধ, পুষ্প, জল, আদিপদগ্রাহ্য কুশাতৃণ প্রভৃতি বস্তুসকলের স্বয়ং গ্রহণ করিলেও উহা চৌর্য্য হইবে না (মুদ্রিত পুস্তকে 'সপরিগ্রহম্' এই পাঠ আছে কিন্তু তাহাতে প্রকৃতোপযোগী অর্থ হয় না এইজন্য 'স্বপরিগ্রহম্' পাঠ কল্পনায় অর্থ লিখিত হইল।) আর ব্রাহ্মণ পরমুখাপেক্ষী হইবে না, সে পরস্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে পারে।

৩৮। নদী পার হইবার জন্য মূল্য দিতে হইবে না এবং তাহাকে (অন্য পারের যাত্রী হইতে) অগ্রে পার করিয়া দিতে হইবে। ব্রাহ্মণের বাণিজ্যে পারের সময়ে যে বাণিজ্য শুল্ক আছে তাহা ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে না, এইরূপ নিয়ম (স্থাপন করা রাজার কর্ত্তব্য)।

৩৯। পথে চলিবার কালে শ্রান্ত ও অনাহারক্লিষ্ট হইয়া দুইটি ইক্ষু ও দুইটি মূলক ব্রাহ্মণ নিজে গ্রহণ করিলে অপরাধী হইবে না।

৪০। নিন্দাভাজন ব্যক্তির ও পতিত ব্যক্তির বা শত্রুর বা নাস্তিক ব্যক্তির অথবা অবসন্ন ব্যক্তির এবং অকারণ যাহারা দান করে তাহাদের নিকট হইতে ও পরকে পীড়ন করিয়া রাজা ধন গ্রহণ করিবেন না।

৪১। যাচকের বাহুল্যের জন্য এবং মহাত্মাদিগকে অবশ্য দান করিতে হয় বলিয়া সকল রাজাদের ব্রাহ্মণেতর লোকের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা শ্রেয়।

৪২। ব্রাহ্মণ ও রাজা ইঁহারা দুইজনে (নিজ) কর্ত্তব্য হইতে কদাচ চ্যুত হন না। সাধারণ লোকদিগকে ধর্ম্মানুসারে পালন করেন বলিয়া এই উভয়ে কোনরূপ ভেদ নাই।

৪৩। রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞ এবং কৃতজ্ঞ (উপকারীর উপকার স্মরণকারী) ব্যক্তিদিগের রক্ষার জন্য অশুচি দুষ্ট স্বভাব সম্পন্ন লোক (দস্যু, চোর প্রভৃতি)দিগকে (দণ্ডদানাদি দ্বারা) শাসনকারী রাজা উগ্রপ্রকৃতি হইলেও তাঁহার ধন পবিত্র, ইহা (ঋষিগণ) বলিয়াছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪৪। কিন্তু যে রাজা লুব্ধ (ধনলোলুপ) এবং শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকেন সেই রাজার নিকট হইতে যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে, শাস্ত্রোক্ত যে একবিংশতি প্রকার নরক আছে তাঁহাকে সেই সকল নরক ক্রমে ক্রমে ভোগ করিতে হয়।

৪৫। পবিত্র ও নির্ম্মল, কলুষিত ও মলদূষিত জলসকল সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে ঐ পবিত্র অপবিত্র নির্ম্মল সমল জলরাশি যেমন এক প্রকার (অর্থাৎ শুচি ও নির্ম্মল) হয়, সেইরূপ পবিত্র বা অপবিত্র সকল ব্যক্তি হইতে রাজার নিকট (রাজস্ব রূপে) আগত সকল ধন শুচি হইয়া যায়।

৪৬। প্রদীপ্ত অগ্নিতে থাকিয়া স্বর্ণ যেমন শুদ্ধ (খাদশূন্য) হয়, সেইরূপ রাজার নিকট আগত সমস্ত ধনই পবিত্র হইয়া যায়।

৪৭। যে কোন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণকে দান করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাও রাজার অনুমত হওয়া আবশ্যক। ইহা চিরন্তন ধর্ম্ম।

৪৮। ন্যায্য প্রকারান্তরে প্রাপ্ত ধন (শুল্কাদি), ভূমির (ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের) ষষ্ঠাংশ ন্যায্য প্রাপ্য ধন হইতে যে ধনাগম হয়, রাজপূজার দ্রব্যস্বরূপ বিহিত সেই ধন প্রজাবর্গের পালনকার্য্য করার জন্য রাজার বেতন (বলিয়া জানিতে হইবে)।

৪৯। যাহা ব্রাহ্মণকে দান করেন নাই রাজা ঐ ধন প্রজাদিগের জন্য ব্যয় করিলে উহা তিনি পুনর্ব্বার আহরণ করিতে পারেন। যে ধন ব্রাহ্মণকে দিয়াছেন তাহার আর আহরণ হইবে না।

৫০। এই ব্রাহ্মণের দান ও অধ্যয়ন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান এই ত্রিবিধ কর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত আছে অর্থাৎ তাহার জীবিকা তিন প্রকার, (১) যাজন (ঋত্বিক্ কর্ম্ম), (২) অধ্যাপনা, (৩) প্রতিগ্রহ।

৫১। ব্রাহ্মণ নিজ ধর্ম্মে থাকিবে। (অধ্যাপনার জন্য গুরুদক্ষিণা দ্বারা, যাজনলব্ধ দক্ষিণা দ্বারা ও প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে) জীবিকার জন্য রাজার নিকট হইতে বৃত্তি আহরণ করিবে এবং নিয়ম থাকিলেও নিন্দিতবর্ণ (হীনবর্ণ) হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না।

৫২। যাঁহার বাক্যমাত্র হইতে অশুচি ব্যক্তি শুচি হইয়া থাকে আর শুচি ব্যক্তিও বিশেষরূপে অশুচি হইয়া যায় সেই রাজা কেন দেবতাস্বরূপ হইবেন না?

৫৩। অপরিমিত তেজঃশালী রাজার দেবত্ব যাহাদের জানা আছে, তাহারা সেই রাজার দ্রব্য প্রতিগ্রহ (পুণ্য বুদ্ধিতে দত্তবস্তু গ্রহণ করিয়া) কোনরূপ পাপে লিপ্ত হয় না।

৫৪। এই জগতে আটটি মঙ্গলসাধন দ্রব্য—(১) ব্রাহ্মণ, (২) গো, (৩) অগ্নি, (৪) স্বর্ণ, (৫) সর্পি (গব্য ঘৃত), (৬) সূর্য্যদেব, (৭) জল, (৮) রাজা।

৫৫। এইসকল দ্রব্যকে স্বয়ং সকল সময়ে দেখিবে, নমস্কার করিবে ও পূজা করিবে এবং প্রদক্ষিণ করিবে যে প্রকারে আয়ুঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

প্রকীর্ণক নামক সপ্তদশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিশিষ্ট

১। পরের দ্রব্য অপহরণকারিগণ দুই প্রকার চোর। লোকের প্রত্যক্ষে যাহারা চুরি করে তাহারা প্রকাশ তস্কর আর পরোক্ষে যাহারা চুরি করে তাহারা অপ্রকাশ তস্কর। জ্ঞানবান রাজা তাহাদিগকে বুঝিবেন।

২-৩। তাহারা প্রকাশ বঞ্চক যাহারা মাপে কপটতা করিয়া চুরি করে বা কপটতার আশ্রয়ে তুলাদণ্ডের ওজনে চুরি করে, যাহারা ঘুস লয়, যাহারা বলপূর্ব্বক দ্রব্যাদি গ্রহণ করে, পণ রাখিয়া যাহারা পাশা ক্রীড়া করে (জুয়াড়ী) এবং অর্থের জন্য যেসকল নারী পুরুষ গ্রহণ করে (বেশ্যা), যাহারা কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃত দ্রব্যের অনুরূপ প্রস্তুত করে (নকল দ্রব্য প্রস্তুতকারী), যাহারা 'আপনাদের মঙ্গল হউক' ইত্যাদিরূপ মঙ্গলকামী সাজিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই প্রকার কতকগুলি লোক প্রকাশ্যে লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে বলিয়া প্রকাশ তস্কর।

৪-৫। যাহারা বাহিরে থাকিয়া অপহরণ করে ও ভিতরে আসিয়া অপ্রকাশ্যভাবে চুরি করে এবং যাহারা চৌর্য্যে অত্যাসক্ত থাকিয়া দ্রব্যস্বামীর অজ্ঞাত অবস্থায় (হঠাৎ) আক্রমণ করিয়া দ্রব্য ছিনাইয়া লয় তাহারা অপ্রকাশ তস্কর, যাহারা দেশ, গ্রাম, গৃহধ্বংসকারী, যজ্ঞব্যাঘাতক, গাঁটকাটা (পকেটমার) এই প্রকার ব্যক্তিগণও অপ্রকাশ তস্কর।

৬। যে চোর চোরিত দ্রব্যের সহিত (বামাল সমেত) ধরা পড়ে নাই সে নিরপরাধ বলিয়া রাজা তাহাকে বন্ধন করিবেন না। চুরি করা দ্রব্যের (চোরাই মালের) সহিত যে চোর ধরা পড়িবে চুরি করার জন্য (রাজা) তাহাকে শাসন করিবেন।

৭। যাহারা স্বদেশ নষ্ট করিতেছে বা যাহারা যজ্ঞকার্য্যের ব্যাঘাতক তাহাদের সমস্ত ধন (রাজা) গ্রহণ করিয়া বহুলভাবে নিন্দা করিবেন।

৮। যাহাদের নিকট হইতে চোরাই মাল পাওয়া যায় নাই এইরূপ সন্দেহে ধৃত চোরের বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, ভয়াদি প্রদর্শন হেতু চিন্তাগ্রস্ত হইয়া সেই চোর যেভাবে চুরি করিয়াছে তাহা যদি সে বলিয়া ফেলে।

৯। দণ্ড দিবার নিশ্চয় হইলে ঐসকল ব্যক্তিকে তাহার দেশ, তাহার কত বয়স বা কতদিন সে এইস্থানে আসিয়াছে, 'এইস্থান হইতে তোমার দেশ কোথায়, কোন্ দিকে এবং কত কাল এইস্থানে আছ, তোমার কি জাতি বা তোমার বাটি আছে কিনা, তোমার কার্য্য কি, কি কর্ম্ম করিয়া তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ কর' এই সকল জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

১০-১১। ঐরূপ প্রশ্নাদি হইলে মুখাদির বর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে বা কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন হইতে বা আকারের ভেদ হইতে অথবা ঐসকল উত্তর না দিলে তাহার অনুত্তর হইতে দেশ বা কাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা যদি না দেখা যায় এবং বাসস্থানাদির বিবরণ যদি ঠিক না হয় ইহা হইতে, অসদ্ ব্যয় হইতে, পূর্ব্বকৃত চুরি হইতে, অসদ্ ব্যক্তির সংসর্গের কারণ হইতে এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজন্য অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য 'আমি আর এইরূপ করিব না', যে লিখিয়া দিল সেই লেখিত পত্র (মোচলেকা) হইতেও চোরের নিশ্চয় হয়, কেবল চোরিত দ্রব্য (চোরাই মাল) হইতেই নহে।

১২। যে ব্যক্তি দস্যুতা করে অথবা যে লোককে চোর বলিয়া জানা আছে সেই ব্যক্তির উপর যদি দস্যুতা বা চুরি করার আশঙ্কা হয় ও (অনুসন্ধানের ফলে) যদি ঐ কার্য্যের সহিত অতি অল্প সম্পর্ক হয় তাহা হইলে তাহাকে শপথ করাইবে।

১৩-১৪। চৌরদিগকে যাহারা অন্ন দিয়া থাকে বা (সাহায্যকল্পে) অগ্নি বা জল দান করে অথবা বাসস্থান দেয় এবং উহাদের এক দেশবাসী (বলিয়া ঘনিষ্ঠতা রাখে) অথবা কোন কথা চোরকে জিজ্ঞাসা করিলে অন্য যে ব্যক্তি তাহার উত্তর দেয় এবং চোরিত বস্তু যাহারা ক্রয় করে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অথবা প্রতিগ্রহ করে এবং ঐ ব্যক্তির চৌর্য্য যাহারা গোপন করে তাহারা চোরের তুল্যই দণ্ডভাগী হইবে ইহা শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

১৫। রাজ্যে চৌর্য্য দস্যুতার উপদ্রব হইলে রাজ্যরক্ষার জন্য রাজনিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ অথবা (ঐ সকলের নিবৃত্তির জন্য প্রেরিত) ভূম্যধিকারীরা (ঐ কার্য্যে) উদাসীন থাকিলে চৌরগণ যেরূপ অপরাধী, উহারাও সেইরূপ অপরাধী বুঝিতে হইবে।

১৬। যে ব্যক্তির গোচারণ ভূমিতে চুরি হইবে সেইস্থলে ঐ গোচারণ ভূমি হইতে ঐস্থানে গত ব্যক্তির পদচিহ্ন যদি বাহিরে না গিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ গোচারণস্বামীর চৌর সম্পর্কে যত্নের সহিত অন্বেষণ করিতে হইবে অর্থাৎ অন্বেষণ করিয়া ধরিতে হইবে। তাহা না করিলে যাহা চুরি গিয়াছে তাহাকে তাহা দিতে হইবে।

১৭। কিন্তু যখন যে পদচিহ্ন গোচারণ ভূমি হইতে বহির্গত হইয়া অন্যস্থানে নষ্ট হইতেছে তখন গোচারণভূস্বামীতে দোষ পড়িবে না। (নিকটবর্ত্তী) ভূস্বামীদিগকে, পথরক্ষকদিগকে ও ঐদিকে রক্ষার ভার যাহাদের উপর আছে তাহাদিগকে উহা দিতে বাধ্য করাইবে।

১৮। যদি গৃহ হইতে চুরি হয় এবং চোরকে ধরিতে না পারা যায় তখন যাহারা চোর ধরিবার জন্য নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে, চারিদিক রক্ষার ভারপ্রাপ্তদিগকে ও রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে রাজা ঐ চুরির দ্রব্য দিতে বাধ্য করিবেন।

১৯। 'এই ব্যক্তি চুরি করিয়াছে' এইরূপ অভিযোগ হইলে সেই চৌর্য্যে যদি সংশয় হয় সেইস্থলে যাহার চুরি গিয়াছে তাহাকে চৌর্য্যের সত্যতার জন্য শপথ করাইবে। উহাতে চৌর্য্যের নিশ্চয় হইলে যাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত (নির্দ্দোষ প্রমাণের জন্য) শপথ করাইতে হইবে।

২০। যে ব্যক্তি চোর নহে তাহাকে অকারণ চোর বলিয়া জানাইলে সেই ব্যক্তি প্রকৃত চোর না হইলেও নিজের শুদ্ধিকারণ না থাকায় চোর সাব্যস্ত হইবে অর্থাৎ নিজে চোর নহে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহা না করাইলে চোর বলিয়া ধরা হইবে। বাস্তব চোরকে ধরিলে পূর্ব্বে যাহাদিগকে চোর বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছিল তাহাকে চোরিত বস্তুর দ্বিগুণ দিতে হইবে।

২১। চোরিত দ্রব্য প্রাপ্তির পরেই যেমন অবস্থায় উহা পাওয়া গিয়াছে সেই অবস্থায় উহা দিবে। চোরিত বস্তু না পাইলে চোরকে তাহার মূল্য দিতে হইবে এবং চোরিত বস্তুর মূল্যের সমান দণ্ড দিতে হইবে।

২২-৪। কাষ্ঠ, কান্ড (গুঁড়ি), তৃণাদি, বংশ, মৃত্তিকা ও বংশ দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র, বেত, অস্থি ও চর্ম্ম, শাক, ঘাস, মূলদ্রব্য, তৃণ, পুষ্প, গোদুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়, লবণ, পক্কান্ন (রান্নাভাত), কৃতান্ন (চিঁড়ে মুড়ি প্রভৃতি), খই, মোয়া, মদ্য, আমিষ (মৎস্যমাংসাদি) প্রভৃতি এইরূপ অল্প মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে তাহার পাঁচ গুণ অর্থ দণ্ড হইবে।

২৫। যাহা তুলা দণ্ডে পরিমিত হয়, যাহা (কুণ্ডি আঢ়কাদি) মানপাত্রে পরিমিত হয়, যাহা গণনা দ্বারা পরিমিত হয় সেই সকল বস্তুর বা এই সকল হইতে অধিক মূল্যের বস্তু হৃত হইলে ঐসকল দ্রব্যের যাহা মূল্য হইবে তাহার আট গুণ দণ্ড হইবে।

২৬। দশ কুম্ভের অধিক পরিমাণ ধান্য হরণ করিলে তাহার দণ্ড হইতেছে বধ (কায়িক দণ্ড বা মৃত্যু দণ্ড) আর ঐ পরিমাণ হইতে কম ধান্য হরণ করিলে যে পরিমাণ ধান্য হরণ করিয়াছে তাহার একাদশ গুণ দণ্ড দিতে হইবে ইহা মনু বলিয়াছেন। [এই যে কুম্ভ পরিমাণ বলা হইল তাহা পরিভাষিত মান বিশেষ। কাত্যায়ন বলিয়াছেন দশ দ্রোণে খারি নামক মান হয়, বিংশতি দ্রোণে এক কুম্ভ মান। এই দ্রোণ পরিমাণ মিতাক্ষরায় উক্ত আছে অষ্ট মুষ্টিতে এক কুণ্ডি, অষ্ট কুণ্ডিতে এক পুষ্কল নামক মান হয়। চার পুষ্কলে আঢ়ক হয়, চার আঢ়কে দ্রোণ মান হয়। ইহা দেখাইয়া স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে প্রকারান্তরও দেখাইয়াছেন—সংলগ্ন অঙ্গুলি সহ বিস্তৃত করকে প্রসৃতি বলে। দ্বাদশ প্রসৃতিতে কুড়ব হয়, তাহার চারগুণে প্রস্থ, তাহার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চারগুণে আঢ়ক, আঢ়কের চারগুণে দ্রোণ হয়। তাহাতে ঐ দ্রোণের বিংশতি গুণে কুম্ভ হয় তাহা হইলে ষষ্ঠ্যধিকশতত্রয়াধিক পঞ্চদশ সহস্র প্রসৃতিতে অর্থাৎ ১৫৩৬ প্রসৃতিতে কুম্ভ হইল 'কল্পতরু'কার ইহা দেখাইয়াছেন।]

২৭। সুবর্ণ, রজত প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু, উৎকৃষ্ট রত্ন, উৎকৃষ্ট বস্ত্র এক শতের অধিক অপহরণ করিলে বধদণ্ড হইবে (এস্থলে এক শতের অর্থ মনুর অষ্টম অধ্যায় ৩২১ শ্লোকে টীকাকার কুল্লুকভট্টের মতে একশত পণ এবং মেধাতিথির মতে তোলক বা পল যে দেশে যেরূপ ব্যবহার ইহা বলা আছে। বস্ত্রের পক্ষে সংখ্যা বুঝিতে হইবে)।

২৮। পুরুষকে হরণকারীর উত্তম সাহস দণ্ড দিবে। সর্ব্বস্ব (সর্ব্বধন) ও স্ত্রীহরণ করিলে কিম্বা কন্যাহরণ করিলে তাহাকে বধদণ্ড দিবে।

২৯। মহাপশু লইলে (চুরি করিলে) তাহার দণ্ড উত্তম সাহস। মধ্য পশুহরণে মধ্যম সাহস দণ্ড, অপকৃষ্ট পশুহরণে প্রথম সাহস দণ্ড পাইবে। দণ্ডবিবেকধৃত নারদবচনে "মহাপশূন্ স্তেনয়তঃ" এই পাঠ আছে। (সাহস প্রকরণে ১৫ শ্লোকে গোবর্জ্জিত পশু মধ্যম ১৬ শ্লোকে স্ত্রী পুং গোগজবাজী উত্তম, জঘন্য পশু অপকৃষ্ট উক্ত আছে।)

৩০। চতুর্ব্বিংশতি পণ হইতে ষণ্ণবতি পণ পর্য্যন্ত (২৪ পণ হইতে ৯৬ পণ পর্য্যন্ত) যে দণ্ড তাহা প্রথম দণ্ড, দুই শত পণ হইতে চার শত পণ পর্য্যন্ত যে দণ্ড তাহা মধ্যম দণ্ড (এই নারদবচনে 'চতুর্বিংশাবরঃ পূর্ব্বঃ' পাঠস্থলে দণ্ডবিবেকে 'চত্বারিংশাবরঃ পূর্ব্বঃ' এই পাঠ প্রধানভাবে আছে এবং পাঠান্তর বলিয়া 'চতুর্ব্বিংশাবরঃ পূর্ব্বঃ' এই পাঠও আছে। 'চতুঃশত-পরোয়শ্চ' এই পাঠস্থলে "শতানি পঞ্চতুপরো মধ্যমঃ" বলিয়া উক্ত আছে। সপ্তম শ্লোকে 'প্রথমস্য শতাবরঃ, মধ্যমস্য তু শাস্ত্রজ্ঞৈর্দৃষ্ট পঞ্চশতাবরঃ' উক্ত থাকায় পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি মনে হয়)।

৩১। পঞ্চশত পণের অধিক সহস্র পণ পর্য্যন্ত দণ্ড উত্তম দণ্ড। এই তিন প্রকার দণ্ড তিন প্রকার সাহসে স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন (সাহস প্রকরণে সর্ব্বনিম্ন দণ্ডের উল্লেখ ত্রিবিধ সাহসেই উক্ত নাই)।

৩২। গাঁটকাটা (পকেটমার) চৌরের প্রথমে কৃত ঐ অপরাধে একটি অঙ্গুলির সহিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন দণ্ড। দ্বিতীয় বার ঐ অপরাধে অঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন ও পূর্ব্ব সাহস দণ্ড (অর্থাৎ চতুর্বিংশতি পণ হইতে ষণ্ণবতি পণ পর্য্যন্ত যে দণ্ড উক্ত আছে) অবস্থানুসারে সেই দণ্ড হইবে।

৩৩। ব্রাহ্মণস্বামিক গো বিষয়ে যদি স্থূরার (গোপৃষ্ঠস্থ ছালার) ছেদন করে সেই ব্যক্তির এবং নিত্য দাসীহরণে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত তাহার পদতলের অর্দ্ধ ছেদন দণ্ড হইবে। (মনুর মতে 'স্থূরিকা' গোপৃষ্ঠস্থ ছালা কাটিয়া দিলে ধান্য চুরির জন্য এই অর্থও হয়। দণ্ডবিবেকে ধৃত এই নারদবচনের পাঠ "স্ফুরায়াঃ" আছে তাহার অর্থ পার্ষ্ণির (গোড়ালির) উপরিভাগ এই তাৎপর্য্যও প্রদর্শিত আছে।)

৩৪। যে চৌর যে অঙ্গ দ্বারা যে প্রকারে লোকের দ্রব্য চুরি করিতে চেষ্টা করিবে সেই চৌরের সেই সকল অঙ্গচ্ছেদন কর্ত্তব্য, মনুর তাহাই দণ্ড বিষয়ে আদেশ।

৩৫। অতি গুরু চোরের উপর দণ্ডও গুরু বিধান করিবে এবং অন্য চৌর তাদৃশ গুরু চোর না হইলেও তাহার উপর দণ্ডবিধান করিবে। এই দণ্ড যে প্রকার হইবে সেইরূপ দণ্ড প্রথম চৌর্য্যকারীর উপর প্রযোজ্য নহে।

৩৬। স্বায়ম্ভুব মনু দণ্ডের দশটি স্থান বলিয়াছেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণত্রয়ের সেই সকল অঙ্গচ্ছেদন দণ্ড হইবে কেবল ব্রাহ্মণ সকল সময়েই অক্ষত থাকিবে (অর্থাৎ অঙ্গচ্ছেদন ভিন্ন দণ্ড হইবে)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩৭। দণ্ডের যে দশটি স্থান বলিয়াছেন তাহা উপস্থ, উদর, জিহ্বা, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ধন ও (পূর্ব্বোক্ত অংগ ভিন্ন) শরীর।

৩৮। যথার্থভাবে অপরাধও দেশ কাল দণ্ড সহ্য করিবার ন্যায় বল ও চেষ্টা (একবার কি বহুবার অপরাধ করিতেছে) এই সকল বিবেচনা করিয়া এই সকল দণ্ড নির্দ্দেশ করিবে।

৩৯। এই ব্যক্তি মিত্র এই কারণে অথবা এই ব্যক্তি বহু অর্থ দিয়া থাকে ইহার জন্য তাহারা সাহস কর্ম্ম (চৌর্য্য দস্যুতাদি) করিলে তাহাদিগকে রাজার পরিত্যাগ করা (দণ্ড না দেওয়া) উচিত নহে আত্মত্যাগী ভগবান মনু ইহা বলিয়াছেন।

৪০। রাজার অবধ্যের বধে যে পরিমাণ অধর্ম্ম হয় বধার্হ ব্যক্তিকে ত্যাগ করিলেও সেই পরিমাণ অধর্ম্ম হয় এবং বধ্যকে বধরূপ দণ্ড দান করিলে রাজার ধর্ম্ম হইয়া থাকে।

৪১। সর্ব্বপ্রকার পাপে আসক্ত থাকিলেও কোন সময়ে ব্রাহ্মণ বধ করিবে না। ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসিত করিবে ইহাই চিরন্তন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে।

৪২। রাজা প্রজাপতিবিহিত ধর্ম্ম স্মরণ করতঃ সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন অথবা চারি ভাগের এক ভাগ ব্রাহ্মণকে দিয়া অবশিষ্ট গ্রহণ করিবেন ইহাই চিরন্তন রীতি।

৪৩। গুরুতল্পগমন, সুরাপান, সুবর্ণ অপহরণ ও ব্রহ্মহত্যা এই চার প্রকার অপরাধে ব্রাহ্মণের চিহ্ন বিশেষ বিহিত আছে।

৪৪-৪৫। বিমাতৃগমনে ভগচিহ্ন, সুরাপানে সুরাপাত্র চিহ্ন, সুবর্ণস্তেয়ে কুকুরের পদচিহ্ন করিয়া ঐসকল ক্ষত ময়ূরপিত্ত দ্বারা পূরণ করিয়া দিবে আর ব্রহ্মহত্যাকারী ব্রাহ্মণকে মস্তকহীন মনুষ্যের আকার চিহ্ন রাজা ললাটে অঙ্কিত করিয়া দিবেন এবং উহারা অনালাপ্য হইবে ইহাও রাজার কর্ত্তব্য ইহাই মনুর আদেশ। (৪৪ শ্লোকের শেষচরণ এই পুস্তকে মুদ্রিত নাই কিন্তু 'দণ্ডবিবেক' ধৃত এই নারদবচনের শেষ চরণ "শিখিপিত্তেন পূরয়েৎ" মুদ্রিত আছে।)

৪৬। চৌর চুরি করিবার পরে (অনুতপ্ত হইয়া) মুক্তকেশ (আলুলায়িত কেশ) হইয়া শীঘ্র গতিতে কৃত চৌর্য্য বলিতে বলিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে 'আমি এইরূপ করিয়াছি আমাকে শাসন করুন'।

৪৭। এই প্রকার নিজ কৃত চৌর্য্যের স্বীকার দ্বারা চৌর পাপশূন্য হইবে তখন রাজা তাহাকে স্পর্শ করিবেন এবং ঐ পাপশূন্য ব্যক্তিকে রাজা গৃহাদি গমনের জন্য ছাড়িয়া দিবেন।

৪৮। চৌর্য্যাদি পাপকার্য্য করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত মনুষ্য সকল নিষ্পাপ হয় বলিয়া পুণ্য-কার্য্যকারী সাধুব্যক্তিদিগের ন্যায় স্বর্গে গিয়া থাকে।

৪৯। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চৌর্য্যকারী রাজার নিকটে উপস্থিত হওয়ার পরে রাজা তাহাকে দণ্ডদান করুন বা অবস্থা বিশেষ চিন্তা করিয়া ত্যাগই করুন উভয় প্রকারেই চৌর পাপ হইতে মুক্ত হইবে। এই ক্ষেত্রে দণ্ডনীয়কে রাজা যদি শাসন (দণ্ডদান) না করেন চৌরের যে পাপ রাজা সেই পাপভাগী হইবেন।

৫০। শিষ্টব্যক্তিরা অনুচিত আচরণ করিলে গুরু (পিতা বা আচার্য্য) তাহাদিগের শাসনকারী, এবং দুরাত্মাদিগের (চৌরাদির) শাসনকারী রাজা। এইজন্য যেস্থলে গুপ্তভাবে যাহারা পাপাচরণ করিয়া থাকে সূর্য্যপুত্র যম তাহাদিগের শাসনকারী হন।

৫১। হীন বা মূঢ় শূদ্রের যে দ্রব্য চুরি করিলে যে দণ্ড উক্ত আছে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন শূদ্রের তাহার অষ্টগুণ পাপ হইবে। এই ক্ষেত্রে ঐরূপ বৈশ্যের ষোড়শগুণ পাপ হইবে এতাদৃশ ক্ষত্রিয়ের দ্বাত্রিংশদ্‌গুণ পাপ হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৫২। আর ঐরূপ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের চৌষট্টি গুণ পাপ হইবে। মনু এইরূপ বলিয়াছেন (এইরূপ দোষজন্য দণ্ড বৃদ্ধি হইবে কারণ তাহারা চৌর্য্য দোষ জানিয়াও ঐরূপ কার্য্য করিয়াছে) যেমন জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গের বিদ্যা বিশেষরূপে অধিক হয়।

৫৩। দণ্ড শরীরগত ও অর্থগত হয় বলিয়া উহা দুই প্রকার। শারীরিক দণ্ড দশ প্রকার আর অর্থদণ্ড বহু প্রকার।

৫৪। কাকিণী হইতে স্থাবর অস্থাবর সমস্ত ধন পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারে (এইজন্য উহা বহু প্রকার) আর শারীরিক দণ্ড অবরোধ হইতে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত (এইজন্য উহা দশ প্রকার)।

৫৫। কাকিণী প্রভৃতি যে দণ্ড উহার চরম মান মাষ পর্য্যন্ত আর মাষ হইতে যে দণ্ড আছে কার্ষাপণ তাহার শেষ দণ্ড।

৫৬। আর কার্ষাপণ দণ্ড হইল নিকৃষ্ট তাহার চরম (শেষ দণ্ড) চারি কার্ষাপণ। আর দ্বিকার্ষাপণ, যেস্থলে নিকৃষ্ট (নিম্নের চরম), আট কার্ষাপণ তাহার চরম। তিন কার্ষাপণ যেস্থলে নিম্নতা হয় চরম দণ্ড দ্বাদশ কার্ষাপণ পর্য্যন্ত।

৫৭। দক্ষিণ দিকে (দাক্ষিণাত্য দেশে) কার্ষাপণ রৌপ্যরূপে গৃহীত হয়। পূর্ব্বদিকে (দেশে) কুড়ি পণে এক কার্ষাপণ হয় (দণ্ডবিবেকে এই বচনের পাঠ বিংশতি স্থলে ষোড়শ পণে কার্ষাপণ হয় উক্ত আছে)।

৫৮। ঐ কার্ষাপণের কুড়ি ভাগের এক ভাগ মাষ হইবে। আর ঐ মাষ মানের চার ভাগের ভাগ কাকিণী উহা পলের চার ভাগের ভাগ (ইহা হইতে মাষ মান ও পল মান তুল্য হইল)।

৫৯। পঞ্চনদ দেশে (পাঞ্জাবে) যে সংজ্ঞা ব্যবহার হয় এই গ্রন্থে সেই কার্ষাপণের পরিমাণ নিবন্ধ (লিখিত) হইল না।

৬০। কার্ষাপণকে অণ্ডিকা বলা হয়। আর চারটি অণ্ডিকায় এক ধানক হয়। তাহার দ্বাদশ পরিমাণে সুবর্ণ হয় তাহাকে দীনার নামেও বলা হয়।

৬১। রাজা ঋষিগণের অভিপ্রেত বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া যে বার্ত্তাকে (কৃষিনীতি ও অর্থনীতি শাস্ত্রকে) এবং দণ্ডনীতি শাস্ত্রকে অনুসরণ করিবেন তাহার দ্বারাই অভিভাবকের ন্যায় রাজা নিপুণ চতুরতাপূর্ণ উপায়ে নিগ্রহপূর্ব্বক (দণ্ডদান দ্বারা) পাপীদিগকে উচ্ছেদ করিবেন। (এই বচনে 'মততাপ্রমত্তঃ' এই পাঠ প্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে মনে হয় ঐস্থলে 'সততা-প্রমত্তঃ' এই পাঠ যুক্তিযুক্ত।)

জ্যোতির্ময়স্য শ্রীহরেশ্চরণং সমুপেয়ুষা।
শ্রীনারায়ণচন্দ্রেণ ভট্টপল্লীনিবাসিনা॥
পক্ষাগশরুমে শাকে মৃগসংক্রমবাসরে।
নারদস্মৃতিবাক্যানামনুবাদঃ সমাহিতঃ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Published by Dr. P. C. Lahiri, Principal, Sanskrit College, Calcutta and
Printed by S. Mukherjee, Superintendent, West Bengal
Government Press, Alipore, Calcutta

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar